

Sat kriyāsāra Dīpikā &  
sariskāra Dīpikā

by Gopal Bhatta Goswami

Translation by Bhaktivinode Thakur

Published by Caitanya Gaudiya Math  
Mayapur

IN CARE OF  
GOPAL JIU PUBLICATIONS  
PLEASE RETURN

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

# সংক্রিয়াসার-দীপিকা

( শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায়ানুমোদিতা বৈষ্ণবদশসংস্কারপদ্ধতিঃ )

শ্রীগৌরপার্ষদপ্রবরণ

শ্রীমদগোপালভট্টগোস্বামিনা-কৃত

ওঁ বিষ্ণুপাদ-শ্রীল-ভক্তিবিদ-ঠাকুর-কৃত-বঙ্গভাষানুবাদসমলঙ্কৃত,

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম-দশমাধস্তনপুরুষবর্ষাস্য পরমহংস কুলমুকুটমণি  
রূপানুগবরস্য, শ্রীব্রজমাধবগৌড়ীয়সম্প্রদায়-বৈশিষ্ট্যপ্রদর্শকস্যা-  
চার্য ভাকুরস্য ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তর - শতশ্রী - শ্রীমভক্তি-  
সিদ্ধান্ত সরস্বতী-গোস্বামিঠাকুরস্য ভূমিকা সহিত

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানস্য প্রতিষ্ঠাতা ওঁ শ্রীমভক্তিদয়িতমাধব-  
গোস্বামি-মহারাজ-বিষ্ণুপাদস্য অধস্তনে বর্তমানাচার্যেন ত্রিদত্তি-  
স্বামিনা-শ্রীমভক্তিবল্লভতীর্থ-মহারাজেন সম্পাদিতা

প্রথম সংস্করণম্

৫৯২ শ্রীগোরাঙ্গাঃ

নদীয়া, শ্রীধামমারাপুর, পৈশোদ্যানস্থিত "শ্রীচৈতন্যবাণী" ইত্যখা  
মুদ্রায় ত্রে ত্রিদত্তিস্বামি-শ্রীমভক্তিব্যারিধি-পরিব্রাজক-  
মহারাজেন মুদ্রিতা প্রকাশিতা

IN CARE OF  
GOPAL JIU PUBLICATIONS  
PLEASE RETURN

IN CARE OF  
GOPAL JIU PUBLICATIONS  
PLEASE RETURN

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব তিথি

৩০ গোবিন্দ, ৫৯২ শ্রীগৌরাব্দ  
১৭ ফাল্গুন, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ  
২ মার্চ, ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

প্রাপ্তিস্থান :—

- ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ  
ঈশোদ্যান  
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া  
পিন্-৭৪১৩১৩
- ২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ  
৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড  
কলিকাতা-৭০০০২৬
- ৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ  
মথুরা রোড  
পোঃ বৃন্দাবন, মথুরা (উত্তরপ্রদেশ)
- ৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ  
প্র্যাণ্ড রোড  
পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িশা)
- ৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ  
শ্রীজগন্নাথ মন্দির  
পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা)
- ৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ  
পল্টন বাজার  
পোঃ গোহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম)
- ৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ  
পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

নিবেদন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ এবং ষড়্গোস্থামীর অন্যতম শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী ‘সংক্রিয়াসার-দীপিকা’—দশসংস্কার-পদ্ধতি, “সংস্কার-দীপিকা”—বেশাশ্রয় পদ্ধতি—গ্রন্থদ্বয় বৈষ্ণবস্মৃতির বিধানানুযায়ী বৈষ্ণবসদাচার পালনের জন্য রচনা করিয়াছেন। বর্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি মন্দাকিনী প্রবাহের মূল পুরুষ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ‘সজ্জনতোষণী’ পত্রিকায় (১৫-১৭শ খণ্ডে) গ্রন্থদ্বয় মুদ্রণ করেন এবং তদ্বিষয়ে বোধ সৌকর্য্যার্থে বঙ্গানুবাদও লিখিয়া বৈষ্ণবসদাচার-বিধিপালনে অভিলাম্বী ব্যক্তিগণের বহুদিনের অভাব দূর করতঃ তাঁহাদের প্রতি অপার করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা মিতালীলা প্রবিন্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমত্ত্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ১৬৪২ বঙ্গাব্দে গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—“বহু দেবযাজন, প্রেতশ্রাদ্ধ, ও একাদশ্যাদি ব্রতবিষয়ক-বিচারে বৈষ্ণবস্মৃতির সহিত অবৈষ্ণব স্মৃতির মিল নাই।...বৈষ্ণবসংসারে অবৈষ্ণবাচার আদরের বস্তু নহে।”

ক্রমশঃ শুদ্ধভক্তি সদাচারসহ মঠের প্রচার বিস্তৃতি লাভ করায় বৈষ্ণবসদাচারবিধি জানিবার জন্য ভক্তগণের মধ্যে আগ্রহ বৃদ্ধি হওয়ায় ‘সংক্রিয়াসারদীপিকা’ এবং সংস্কার-দীপিকা’ গ্রন্থদ্বয় মুদ্রণ করা হইল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমত্ত্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ পুচ্ছ-সংশোধনে ও গ্রন্থমুদ্রণে প্রযত্ন করিয়া এবং শ্রীপ্রাণপ্রিয় ব্রহ্মচারী এই গ্রন্থমুদ্রণে মুখ্যভাবে আনুকূল্য করিয়া পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

বৈষ্ণবদাসানুদাস  
ভক্তিবল্লভ তীর্থ

## সংক্রিয়াসারেরবিষয়-সূচী

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
সংক্রিয়াসার-রচনার উদ্দেশ্য	১	সর্বমিদং নারায়ণঃ—ইহার তাৎপর্য্য	১৩
উহার মূলে সাধু-আজ্ঞা	১	নারায়ণই একমাত্র দেবতা—ইহার	
উহার মূলীভূত শাস্ত্রসমূহ	২	তাৎপর্য্য	১৪
সম্বন্ধ-শ্লোকার্থ	২	সামুদ্র্যাভিলাষীর প্রাপ্য	
প্রণাম-শ্লোকার্থ	৩	অব্যয়-বিশু	১৫
পরমানন্দ-শব্দের ব্যাখ্যা	৩	সালোক্যাভিলাষীর প্রাপ্য	
প্রয়োজন শ্লোকার্থ	৪	গদ-বিশু	১৬
অনন্য-শব্দের তাৎপর্য্য	৪	সামিধ্যাভিলাষীর প্রাপ্য	
পুহি-দ্বিজাদিপদের বিষয়	৪	পার-বিশু	১৬
ভগবদ্ধর্মের ও ভগবদ্ধর্মাস্তগর্ত		সাক্ষ্য্যাভিলাষীর প্রাপ্য	
পদ্ধতির শ্রেষ্ঠতা	৫	পরম-বিশু	১৬
বিষয়-শ্লোকার্থ	৫	অব্যয়-পদ-বিশুের অর্থ	১৬
গোবিন্দভক্ত-শব্দের বিষয়	৬	ভগবৎপূজা দ্বারা সকলের	
পিতৃ-দেবার্চন-নিষেধে প্রমাণসমূহ	৬	পূজা ও তৃষ্ণি	১৭, ১৯
অনন্যশরণভক্তের পিতৃদেবার্চন		আদিপুরুষ-পদের অর্থ	১৮
শাস্ত্রনিষিদ্ধ	৬	দশ প্রাণ	১৯
নারায়ণোপনিষৎ	৭, ১০৪	অচ্যুত-শব্দের অর্থ	২০
নারায়ণোপনিষদ্ব্যাখ্যা	৮	কৃষ্ণোপনিষৎ	২১
স্থিতিস্থিতিপ্রদায়কারণ শ্রীনারায়ণ	১১	কৃষ্ণের পুরুষোত্তমত্ব	২১
নারায়ণবাতীত অপর সকল দেবতার		পুরুষোত্তমত্ব-ব্যাখ্যা	২২
স্বতন্ত্র-ঈশ্বরত্ব-নিষেধ	১১	কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দবিগ্রহের	
সর্বমি-শব্দের বিষয়	১১	দুর্ভেদতা	২২
দিক্শব্দে বিষয়	১২	কৃষ্ণের সর্বকর্মমূলতা	২৩
অধঃ-শব্দের বিষয়	১২	কৃষ্ণেরই একমাত্র পূজ্যত্ব	২৪
উচ্চ-শব্দের বিষয়	১২	কাশংকুদাদীশমুখপ্রভৃপূজ্য—	
মূর্ত্ত-শব্দের বিষয়	১২	বাক্যের অর্থ	২৪
অমৃত-শব্দের বিষয়	১৩	কৃষ্ণভক্তের প্রত্যাবার্ত্তা	২৫
অন্তঃ-শব্দের বিষয়	১৩	পিতৃদেবার্চন-নিষেধে—	
বহিঃ-শব্দের বিষয়	১৩	দ্বিতীয় প্রমাণ	২৫

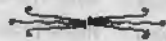
বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
পিতৃ-দেবার্চনাদি-শব্দের অর্থ	২৬	সর্বদেবতা-যজনের ন্যূনতায় কর্মের	
সকল-শব্দের অর্থ	২৬	বিফলতা	৩৯
দান-শব্দের অর্থ	২৬	এ বিষয়ে প্রথম প্রমাণ	৩৯
মনুষ্যমাত্রের ছয় ঋণ ও উহার		“ “ দ্বিতীয় প্রমাণ	৪০
অধীনতার শাস্ত্র-প্রমাণ	২৭	“ “ তৃতীয় প্রমাণ	৪২
মুকুন্দসেবা দ্বারা সর্ববিধ ঋণমুক্তি	২৭	“ “ চতুর্থ প্রমাণ	৪২
সর্বাধনা-পদের তাৎপর্য্য	২৭	অসম্পূর্ণ-ক্রিয়াকরণে কর্মীর	
গুচ্ছাভ্যাসের গণতা	২৮	প্রত্যাবার্ত্তা	৪৩
ঋণি-কিরুর-শব্দের অর্থ	২৯	গুচ্ছভক্তগণের সেবানামাপরাধ	
অন্যদেবাদের অর্চনের নশ্বরতা	৩০	সর্বেশ্বর শ্রীহরি বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব	
দেবরত ও পিতৃদেবগণের গতি	৩০	সকলের একমাত্র পূজ্য	৪৪
কৃষ্ণভক্তগণের পিতৃসেবা	৩১	দেবতান্ত্র-যজ্ঞ অবিধি	৪৫
ভূতরতগণের গতি	৩১	অবিধিপূর্ব্বক ভগবত্ত্বজন	৪৫
কৃষ্ণের অনন্যশরণসেবা	৩২	ভক্ত্যবিধিপূর্ব্বকং-শ্লোকের	৪৬
পিতৃদেবার্চননিষেধে—		ত্রিবিধ ব্যাখ্যা	৪৬
তৃতীয় প্রমাণ	৩২	গুচ্ছভক্ত কৃষ্ণভক্তের লক্ষণ	৪৮
বৈষ্ণব-শব্দের অর্থ	৩২	দেবতান্ত্রপূজার তুচ্ছতা	৪৯
পিতৃদেবার্চননিষেধে—		একমাত্র কৃষ্ণই পরিপূর্ণকাম	৪৯
চতুর্থ প্রমাণ	৩৩	কৃষ্ণমায়ামুক্ত বাস্তব দেবতান্ত্র	
অন্যদেবতাপূজনে বিফলভক্তের		ভজন ও মূর্ত্ততা	৫০
পতন	৩৩	চতুর্দশভুবনে একমাত্র শ্রীহরিরই	
পিতৃদেবার্চননিষেধে—		পূজ্যত্ব	৫১
পঞ্চম প্রমাণ	৩৩	কৃষ্ণই একমাত্র শরণ	৫২
বৈষ্ণবের স্মার্ত্তপ্রায়শ্চিত্তনিষেধ	৩৪	ভগবত্ত্বজনেই নৈষ্কর্য্য	৫৪
সাক্ষ্যত-প্রায়শ্চিত্ত-বিধান	৩৫	গোবিন্দবহির্মুখগণের আতিথ্যাতি-	
নারদপঞ্চরাশ্রে উহার ব্যবস্থা	৩৫	রিত্ত সেবায় নামাপরাধ	৫৫
অনন্যশরণতা-বিবেক	৩৭, ৫৩	অন্যদেবতার নিন্দা-স্তুতি	৫৬
পিতৃদেবার্চননিষেধে ষষ্ঠ প্রমাণ	৩৮	অকর্ত্তব্য	
কর্ম্মিগণের সর্বদেবতা যজনের		অন্যেশ্বর ধারণ-নিষেধের অর্থ	৫৬
আবশ্যকতা	৩৯		

[ ৬ ]

সংক্রিয়াসারদীপিকার বিষয়-সূচী

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
গোবিন্দবহির্নুত্বের সহিত		সর্বসম্পূর্ণতা		কুশস্তিকা-প্রকরণ	১১৭
ব্যবহার-বিধি	৫৭	হরিকীর্তন কি কি ?	৬৬	কুশস্তিকাবৈদিকা	১১৭
ব্রাহ্মণের আদিবৈষ্ণবতা	৫৭	কলিযুগে কৃতার্থতার উপায়	৬৭	অভ্যুক্ষণ-ঘট	১১৮
ব্রাহ্মণের চাণ্ডালতা	৫৭	কলিতে সর্বধর্মত্যাগেও কৃতার্থতা	৬৭	স্থতিল	১১৮
দেবতান্ত্র পূজায় অবৈষ্ণবেরও		কৃষ্ণভক্তের সর্বধর্মানুষ্ঠান	৬৯	অগ্নিস্থাপন-বিধি	১১৮
বর্ণাপেক্ষা আশ্রমের ঋমিক		কৃষ্ণভক্তের সর্বপাপানুষ্ঠান	৭০	পঞ্চরেখা	১১৮
শ্রেষ্ঠতা	৫৮	অভক্ত কন্মী কে ?	৭০	উৎকরণিরসন	১১৯
অপরাধ	৫৭, ৫৯	অভক্ত কন্মী সর্বপাপকারী কেন	৭২	রেখাভ্যুক্ষণ	১১৯
ঐ বিষয়ে প্রথম প্রমাণ	৫৯	ভক্তকৃত পাপও ধর্ম	৭২	অগ্নিসংস্কার	১১৯
“ “ দ্বিতীয় প্রমাণ	৬০	সর্বকর্মানুষ্ঠাতা অভক্তের	৭২	অগ্নিস্থাপন	১১৯
বিষ্ণুসেবাকালে মনুষ্যজন্ম-লাভ	৬১	নরক-প্রাপ্তি	৭২	ব্রহ্মস্থাপন	১২০
ভগবদ্ভক্তের সদৃশ্যগণের		বিশুদ্ধিত্ব মাত্রের সর্বোত্তমতা	৭২	ভূমিজপ	১২২
কর্তব্যতা	৬২	বর্ণসকলের ঋমিক শ্রেষ্ঠত্ব	৭৩	অগ্নিসম্মুখীকরণ	১২২
সৎ-শব্দের ব্যাখ্যা	৬২	সঙ্করান্যজ্ঞাদির উত্তমতার হেতু	৭৩	পরিসমূহন	১২৩
সত্তাবপদের সাত প্রকার অর্থ	৬২	শুদ্ধ একাদশ প্রকার	৭৩	স্থিতিক নিবেদন	১২৪
সাধুভাব পদের পাঁচ প্রকার		ব্রাহ্মণের ভাগবতোক্ত গুণ	৭৪	বিংশতিকাপ্তিকাহোম	১২৪
অর্থ	৬৩	মহাভারতোক্ত দ্বাদশ গুণ	৭৪	আজাসংস্কার	১২৪
প্রশস্তকর্ম পদের পাঁচ প্রকার		সাধারণ গৃহস্থের কর্তব্য	৭৬	পুণ্যসংস্কার	১২৫
অর্থ	৬৪	সন্ন্যাস ও ত্যাগের ভেদ	৭৬	উদকাজলিসেক ( কুশস্তিকা )	১২৬
সৎ-শব্দে—বিষ্ণুজ্ঞ, তপস্যা, দান,		সন্ন্যাসের অর্থ	৭৮, ৭৯	অগ্নিপশু্যক্ষণ	১২৬
তদর্থীয়কর্ম	৬৪-৬৫	নিকাম-কর্মেরও ফলোদয়-বিষয়ে	৭৯, ৮০	বিরূপাক্ষজপ	১২৭
বিষ্ণুজ্ঞ সর্বদিবসব্যাপী	৬৪	প্রথম প্রমাণ	৮১	পাণিগ্রহণ-প্রকরণ	১২৭
শুদ্ধবৈষ্ণবের একমাত্র কর্তব্য	৬৬	ঐ বিষয়ে দ্বিতীয় প্রমাণ	৮২	অহত বস্ত্র	১২৮
দেব-পিতৃগণের অবশ্যপূজ্যত্ব	৬৬	ঐ বিষয়ে তৃতীয় প্রমাণ	৮৩	মহাব্যাহাতিহোম	১৩০
গোবিন্দপূজাতে সকলের পূজা	৬৬	মঙ্গলাচরণ	৮৪	ব্রাহ্মসমস্ত-মহাব্যাহাতিহোম	১৩১
ঐ বিষয়ে প্রথম প্রমাণ	৬৬	ছায়ামণ্ডপ ও বেদী	৮৪	লাজহোম	১৩২
ঐ বিষয়ে দ্বিতীয় প্রমাণ	৬৭	বিষ্ণুস্মরণ	৮৪	কন্যা পরিণয়ন	১৩২
“ “ তৃতীয় প্রমাণ	৬৯	পুরুষসূক্ত	৮৫	সন্তপদীগমন	১৩৫
“ “ চতুর্থ প্রমাণ	৭০	স্তুতিবাচন	৮৬	পতির আশীর্বাদ	১৩৬
হরি-নাম-কীর্তন-পূজাতে		মঙ্গলবাচন	৮৯	অভ্যাগত-আমন্ত্রণ	১৩৬
			৯০		

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
পাণিগ্রহণ	১৩৬	নামকরণ	১৬৬
উত্তর বিবাহ	১৩৮	তিথিহোম ( নামকরণ )	১৬৭
প্ৰবাদি-দর্শন	১৩৮	নক্ষত্রহোম ( নামকরণ )	১৬৮
ভোজনাদি-ধৃতিহোম	১৪০	দৌষ্টিককর্ম	১৬৯
বরবধূর মহাপ্রসাদ ভোজন	১৪০	অন্নপ্রাশন	১৭০
দম্পতীর ত্রিরাত্র ব্রহ্মচর্য্য	১৪১	মুর্দ্ধাভিষেক	১৭৩
বধূর পতিগৃহে গমন	১৪২	চূড়াকরণং	১৭৫
বধূর গৃহে প্রবেশ	১৪২	কপুষ্কিকা	১৭৭
ধৃতিহোম	১৪২	কপুচ্ছল	১৭৮
চতুর্থীহোম	১৪৩	উপনয়ন	১৮০
উদীচ্যকর্ম	১৪৬	উপনয়নহোম	১৮৩
বৈষ্ণবহোম-ক্রম	১৪৮	ব্রহ্মচারি-প্রমণ	১৮৪
উদকাজলিসেক ( উদীচ্য )	১৫২	মেখলাদান	১৮৫
দর্ভজুটিকা-হোম	১৫২	উপবীতপরিধাপন	১৮৬
পূর্ণাহতি	১৫২	অজিন-পরিধাপন	১৮৬
শান্তিদান	১৫২	সাবিত্রী-অধ্যাপন	১৮৭
গর্ভাধান	১৫৩	ব্রহ্মচারীর তিষ্ঠা	১৮৮
অর্ঘ্যানুষ্ঠান-প্রমাণ	১৫৪	ব্রহ্মচারীর হোম	১৮৮
পুংসবন	১৫৬	সাবিত্রীচরুহোম	১৯৯
সীমন্তোন্নয়ন	১৫৭	সমাবর্তন	১৯৫
দর্ভপিজলী	১৫৯	সমাবর্তনহোম	১৯৫
শোষাভীহোম	১৬৯	নারায়ণোপস্থান	১৯৮
জাতকর্ম	১৬৩	মেখলাভাগ	১৯৮
নিষ্ক্ৰামণ	১৬৪	উপবীতধারণমন্ত্র	১৯৯



শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

## সংক্রিয়াসার-দীপিকা

গ্রন্থতাৎপর্য্যাম্রোকা

বিষয়সম্বন্ধপ্রয়োজনাত্মকাঃ

প্রণম্য সচ্চিদানন্দং জগতাং সেব্যমীশ্বরম্ ।

শ্রীকৃষ্ণং পরমানন্দমনন্যাভীষ্টদায়কম্ ॥ ১ ॥

বস্তি গৃহিদ্ভিজাদীনামনন্যানাং বিশেষতঃ ।

পদ্ধতিং তাং বিবাহাদেঃ সংক্রিয়াসারদীপিকাম্ ॥ ২ ॥

শ্রীমদগোপালভট্টোহয়ং সাধুনামাজ্ঞা তুশম্ ।

‘ভগবদ্ধর্ম্মরক্ষার্থং’ ভক্তানাং বৈদিকী তু যা ॥ ৩ ॥

কৃত্য ধাপ্যনিরুজেন ভীমভট্টেন যা কৃত্য

শ্রীমদগোবিন্দানন্দেন কশ্মিগাং পদ্ধতিঃ কৃত্য ॥ ৪ ॥

সর্বজগতের সেব্য, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, ঐকান্তিকগণের অর্থাৎ একমাত্র শ্রীগোবিন্দোপাসকগণের অভীষ্টদায়ক, রসিকভক্তগণের নিত্যানন্দকন্দ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক শ্রীমদগোপালভট্ট-গোস্বামী সাধুদিগের আজ্ঞাক্রমে একান্তগোবিন্দোপাসক গৃহস্থ ব্রাহ্মণাদি ও অন্যান্য বর্ণসঙ্করাদি ভক্তগণের সর্বতোভাবে ভগবদ্ধর্ম্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ভগবদ্ধর্ম্মের উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদের জন্য সংক্রিয়াসারদীপিকানাশনী বৈদিকী বিবাহাদি সংস্কার-পদ্ধতি বলিতেছেন ॥ ১-৩ ॥

শ্রীঅনিরুদ্ধভট্ট, শ্রীভীমভট্ট ও শ্রীগোবিন্দানন্দভট্ট কশ্মিগণের জন্য বৈদিকীপদ্ধতিসমূহ রচনা করিয়াছেন । শ্রীনারায়ণভট্ট মহাকর্ম্ম-



শ্রীনারায়ণভট্টেন কল্পঠানান্ত বৈদিকী ।

ভট্টশ্রীভবদেবেন হৃদ্যোগানান্ত যা কৃত্য ॥ ৫ ॥

বর্ণাশ্রমাস্ত্যাজাদীনাং বেদৈঃ পৌরাণিকাদিভিঃ ।

মন্বাদিধর্মশাস্ত্রোক্তৈর্বচনৈঃ স প্রমাণকৈঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীমদগোবিন্দভক্তগনাং সেবা-নামাপরাধতঃ ।

কৃতেন্নং পদ্ধতিঃ কিন্তু পিতৃ-দেবার্চনং বিনা ॥ ৭ ॥

### তত্র সম্বন্ধম্লোকার্থঃ

নম্বপরগ্রন্থকারবদ্ গ্রন্থকর্তৃত্বেনাস্মদ্বিধস্য স্বনাম নিবন্ধমন্-  
চিতং, “অহঙ্কারবিমুঢ়াশ্চা কর্তাহমিতি মন্যতে” ইতি দোষ-শ্রবণ-  
ভয়াৎ, তথাপি স্বস্থ্যথানাং সাধুনামাজ্ঞা স্বনাম নিবন্ধম্,—শ্রীমদ্-  
গোপালভট্টনামায়ং কোহপি জীবঃ । শ্রীমদ্গোপালভট্টেন জাপিত্বং  
( যদয়ং ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণারবিন্দ-মকরন্দ-সততপায়িত্বেন সদৈব  
সাধুনিদেশবর্তীতি ।

শালিগণের এবং শ্রীভবদেবভট্ট সামবেদীয় কল্মিগণের জন্য বৈদিকী  
পদ্ধতি রচনা করিয়া গিয়াছেন । এই পদ্ধতিও তদ্রূপ বৈদিকীই  
॥ ৪-৫ ॥

বর্ণাশ্রমাস্ত্যাজ ও অন্ত্যবর্ণোৎপন্ন শ্রীগোবিন্দভক্তগণের জন্য বেদ,  
পুরাণ ও মন্বাদি-ধর্মশাস্ত্রের সপ্রমাণ বাক্যসমূহের দ্বারা সেবাপরাদ  
ও নামাপরাধবর্জনে লক্ষ্যপূর্বক পিতৃ-দেবার্চন বর্জন করিয়া এই  
পদ্ধতিগ্রন্থ রচিত হইল ॥ ৬-৭ ॥

“অহঙ্কারবিমুঢ়াশ্চা ব্যক্তি ‘আমি—কর্তা’ এইরূপ মনে করে”—  
শ্রীগীতোক্ত এই বাক্য হইতে শ্রুত অপরাধের ভয়ে সাধারণ গ্রন্থকারের  
ন্যায় গ্রন্থকাররূপে আমাদিগের নিজ নাম উল্লেখ করা অনুচিত ।  
তথাপি নিজসম্প্রদায়ী সাধুদিগের আজ্ঞাক্রমে নিজনাম প্রদত্ত হইল ।  
এই ব্যক্তি শ্রীমান্ গোপালভট্ট-নামক কোন এক জীব । ইনি সতত  
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-পাদপদ্যুপাসনকারী বলিয়া সর্বদাই সাধুদিগের

### প্রণামম্লোকার্থঃ

এবং বিশিষ্টোহয়ং শ্রীকৃষ্ণং প্রণম্য । শ্রীকৃষ্ণশব্দার্থঃ পুরৈব  
(অন্যত্র) ব্যাখ্যাতঃ । কিং বিশিষ্টং ?—সচ্চিদানন্দং ণগাতীতানির্ব-  
চনীয়পরমমনোহরলাবণ্যময়ং সুখস্বরূপমতএব জগতাং সেব্যম্ ।  
তন্মায়ং ভাবঃ,—জগৎসেব্যত্বেন নিত্যানিমাাদিসকলবৈভবসুখপরিপূর্ণ-  
তয়া ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতানাং ব্রহ্মাদীনাং সর্বেষাং তথা শ্রীবিরাডাদিপূর্বা-  
বতারানাঞ্চ সেবনীয়ং, যত ঈশ্বরং জগদীশ্বরমিত্যর্থঃ । ণগাতীতত্বাৎ  
যড়্ ণগশালী শ্রীভগবান্ কৃষ্ণঃ সর্বাবতারানাং মৎস্যাদীনামপি  
সেব্যঃ । অপরং কিং বস্তব্যং—নিত্যং পরপদধাম্নঃ বৈকুণ্ঠস্যেশ্বরস্য  
শ্রীমহাবিষ্ণুরপি সেবনীয়ঃ, অন্যেষাং ব্রহ্মাদিদেবানাং কা বার্তা ।  
যতঃ, পরমানন্দং পরমাণাং জগন্নিবাসিনাং মধ্যেতিশয়োত্তমম্লোক-

আজ্ঞার বশবর্তী—এই ভাব শ্রীমদ্গোপালভট্টপাদের দ্বারা সূচিত  
হইতেছে ।

এতাদৃশ এই ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্বক ( বলিতেছেন ) ।  
শ্রীকৃষ্ণশব্দের অর্থ পূর্বেই ( অন্যত্র ) ব্যাখ্যাত হইয়াছে । কিরূপ  
শ্রীকৃষ্ণ ?—সচ্চিদানন্দ ; ণগাতীত, অনির্বচনীয়, পরমমনোহর লা-  
বণ্যের মুক্তি ; সুখস্বরূপ ;—অতএব জগতের সেব্য । ভাবার্থ এই :—  
‘জগতের সেব্য’ এই বিশেষণ হইতে তিনি নিত্য অনিমাাদি সকল  
বৈভব-সুখে পরিপূর্ণ বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ব্রহ্মাদি সকলের এবং  
শ্রীবিরাট প্রভৃতি সকল অবতারগণের সেবনীয়, যেহেতু তিনি ঈশ্বর  
অর্থাৎ জগদীশ্বর, যড়েশ্বর্যশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ণগাতীত বলিয়া  
সকল অবতারগণের—মৎস্যাদি অবতারেরও সেব্য ; অধিক কি  
বলিব, তিনি পরপদধাম বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর শ্রীনারায়ণ এবং কারণ-  
শায়ী মহাবিস্মরও সেবনীয়,—ব্রহ্মাদি অপর দেবতাগণের কি কথা ?  
যেহেতু, তিনি পরমানন্দ—‘পরম’-গণের অর্থাৎ জগদ্বাসিগণের মধ্যে  
একান্তরূপে উত্তমম্লোকধামনিষ্ঠ রসিকভক্তগণের নিত্য সুখানুভব-

লোককাষ্ঠানাং রসিকভক্তানাং সততসুখানুভবস্বরূপ আনন্দো যস্মিন্  
তৎ, অতঃ কারণাদনন্যাভীষ্টদায়কমনন্যানাং শ্রীকৃষ্ণকচিৎনানাং  
বাঞ্ছিতকৃষ্ণসুখবৈভবপ্রদং, ন ত্বন্যবৈষ্ণবানাং—কা কথাইপরেষাম্  
॥ ১ ॥

### প্রয়োজনশ্লোকার্থঃ

শ্রীসংক্রিয়সারদীপিকায়ামনন্যানাং কেবলং শ্রীগোবিন্দোপাস-  
কানাং গৃহিদ্ভিজাদীনামিত্যেনে গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ-ক্షত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-সঙ্ক-  
রাস্ত্যজাদীনাম্ ভক্তানাং কেবল-সদৃশরূপদিষ্ট-শ্রীভগবদ্ভক্তদীক্ষিতানাং  
ভূষমত্যাং বিশেষতঃ(১) যথা স্যাৎতথা শ্রীভগবদ্ভক্ত্যর্থং পদ্ধতিং  
বক্তি(২) অন্নমর্থঃ, — নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যকর্ম-পিতৃদেবার্চনকর্ম-  
ভ্যোহতিশয়ঃ শ্রীভগবদ্ভক্ত্যঃ । ( স চ ) শ্রীসদৃশরূপশ্রীভগবদ্ভক্ত্যম-  
স্বরূপ 'আনন্দ' যাঁহাতে বর্তমান তাদৃশ ; এই কারণে তিনি অনন্যা-  
ভীষ্টদায়ক—অনন্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকতানগণের অভিলষিত কৃষ্ণ-  
সুখবৈভবপ্রদানকারী, জন্য বৈষ্ণবগণের নহেন—অবৈষ্ণবদিগের ত'  
কথাই নাই ॥ ১ ॥

সংক্রিয়সারদীপিকাপ্রস্থে অনন্যগণের অর্থাৎ একমাত্র শ্রীগোবি-  
ন্দের উপাসক গৃহিব্রাহ্মণাদির—[ গৃহিদ্ভিজাদিপদের দ্বারা কেবল  
শ্রীসদৃশরূপকর্তৃক উপদিষ্ট শ্রীভগবদ্ভক্ত্যম-মন্ত্রে দীক্ষিত গৃহস্থ ব্রাহ্মণ-  
ক্షত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-সঙ্কর-অস্ত্যজাদি ভক্তগণকে বুঝিতে হইবে ]—ভূষ  
অর্থাৎ সর্বতোভাবে শ্রীভগবদ্ভক্ত্য-রক্ষার জন্য উহার বিশেষ বা  
বৈশিষ্ট্যহেতু এই পদ্ধতি বলিতেছেন । তাৎপর্য এই—শ্রীভগবদ্ভক্ত্য  
নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য কর্ম ও পিতৃদেবার্চন কর্মসকল হইতে

(১) বিশেষতঃ বিশেষাৎ, ভগবদ্ভক্ত্যস্যায় অনোভ্য উৎকর্ষাৎতোঃ—  
ভগবদ্ভক্ত্যের বিশেষ অর্থাৎ অন্যান্য অপেক্ষা উৎকর্ষহেতু ; বিশেষ অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যে  
লক্ষ্য রাখিয়া ।

(২) ভগবদ্ভক্ত্যর্থং তাং পদ্ধতিং বক্তি যা বৈদিকী তু বৈদিক্যেব ইত্যন্বয়ঃ ।

দীক্ষিতবস্তং বর্ণাশ্রমাদিলোকং যথা ন ত্যজতি তিগ্নিমিত্তং বিশেষত  
ইয়ং মতা । ননু সর্বকর্ম্মমতেভ্যঃ শ্রীভগবদ্ভক্ত্যনৈষ্ঠিকমতং শ্রেষ্ঠম্ ।  
অতঃ(১) শ্রীভগবদ্ভক্ত্যানুষ্ঠিতা বৈদিকী পদ্ধতিঃ কর্ম্মপদ্ধতিভ্যো-  
হতিশয়শ্রেষ্ঠতমা ॥ ২-৩ ॥

### বিষয়শ্লোকার্থঃ

শ্রীভগবদ্ভক্ত্যর্থং—তৎকথা বিশিষ্যতে । পূর্বে ঋক্সামাথর্ব-  
যজুর্বিদ্যাং মতানুযায়িনী যা ( বৈদিকী ) পদ্ধতিঃ কর্ম্মিণা শ্রীমদনিরুদ্ধ-  
ভট্টেন কৃতা ; অতঃপরং শ্রীভীমভট্টেন কর্ম্মিণা সদা মন্তবৎ কর্ম্মেকান্তিনা  
যা পদ্ধতিঃ কৃতা ; তথা শ্রীমদগোবিন্দানন্দভট্টেন যা পদ্ধতিঃ কৃতা,  
কর্ম্মিণাং সর্বকর্ম্মনিপুণানাং ; অতঃপরং শ্রীনারায়ণভট্টেন কর্ম্মঠানা-  
মতিশয়-বেদভট্টেন মহাকর্ম্মশালিনাং যা পদ্ধতিঃ কৃতা ; শ্রীভবদেব-  
ভট্টেন ছন্দোগানাং সামবেদোক্তকর্ম্মনিপুণানাং যা পদ্ধতিঃ কৃতা ;  
অতঃপরং শ্রীদ্রাবিড়ীয়েঃ ঋক্সামযজুর্বেদবিভিঃ পুরাণনান্যাস্ত্রভৈ-

বিলক্ষণ ; শ্রীসদৃশরূপ নিকট শ্রীভগবদ্ভক্ত্যম-মন্ত্রে দীক্ষিত বর্ণাশ্রমাদি  
লোকগণকে সেই ভগবদ্ভক্ত্য যাঁহাতে ত্যাগ না করে তদুদ্দেশ্যে ইহা  
বিশেষভাবে অভিপ্রেত ; সকলকর্ম্মিণের মত অপেক্ষা শ্রীভগবদ্ভক্ত্য-  
নিষ্ঠগণের মত শ্রেষ্ঠ, অতএব শ্রীভগবদ্ভক্ত্যে অনুষ্ঠিত বৈদিকী পদ্ধতি  
কর্ম্মিপদ্ধতিসমূহ হইতে অতিশয় শ্রেষ্ঠ ॥ ২-৩ ॥

শ্রীভগবদ্ভক্ত্যর্থং বিশিষ্ট্য বিবৃত হইতেছে । পূর্বে কর্ম্মী  
শ্রীমদনিরুদ্ধ ভট্ট ঋক্সাম-অথর্ব-যজুর্বিদ্যগণের মতানুসারে বৈদিকী  
পদ্ধতি রচনা করিয়াছেন ; তৎপরে উন্নতপ্রায় একান্ত কর্ম্মী শ্রীভীম-  
ভট্টও পদ্ধতি লিখিয়াছেন ; শ্রীগোবিন্দানন্দভট্টও সর্বকর্ম্মনিপুণগণের  
জন্য পদ্ধতি করিয়া গিয়াছেন ; অতঃপর শ্রীনারায়ণভট্ট একান্ত বৈদিক  
মহাকর্ম্মিণের জন্য পদ্ধতি বিধান করিয়াছেন ; শ্রীভবদেবভট্ট সাম-  
বেদীয় কর্ম্মনিপুণগণের জন্য পদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছেন ; তৎপরবর্ত্তি-

(১) যত ইতি পাঠান্তরম্ ।



ভট্টরূপৈর্ম্মা মা কশ্মিণাং পদ্ধতিঃ কৃতা । যথা বেদৈর্বেদোক্তপ্রমাণ-  
বচনৈঃ, পৌরাণিকাদিভিত্তিত্যনেন পুরাণোপপুরাণ-ভাগবতাগম-  
যামল-রামায়ণাপরশাস্ত্রাদিবচনৈস্তথা মন্দ্যাদ্যষ্টাদশধর্ম্মশাস্ত্রোক্তবচনৈঃ  
সপ্রমাণকৈস্তথা তাত্ত্ব্যঃ পদ্ধতিভ্যঃ শ্রীভগবদ্ধর্ম্মরক্ষানুরূপৈঃ সারাতি-  
সারৈঃ সপ্রমাণবচনৈর্ম্মা শ্রীমদগোবিন্দভক্তগণানাং বর্ণাশ্রমাত্মজাদীনাং,  
—আদিপদেন কানীনগোলক-জারজাদীনাং গ্রহণং, শ্রীমদগোবিন্দ-  
ভক্তত্বেনানিন্যশরণানাং গ্রহণং—সেবা-নামাপরাধতঃ (১) নিরুজ্জি-  
চতুর্থার্থে তসি,—পদ্ধতিরিয়ং কৃতা,—কিন্তু পিতৃ-দেবার্চনং বিনা  
॥ ৪-৭ ॥

### পিতৃদেবার্চননিষেধপ্রমাণবাক্যেষু

#### প্রথমং শ্রীনারায়ণোপনিষদ্বাক্যং

শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রাদীক্ষিতবর্ণাশ্রমাদি-শৈব-শাক্ত-সৌর-গাণপত্যাদি-ব্যতি-  
রেকেগানন্যশরণবর্ণাশ্রম সঙ্করাত্মজাদীনাং গৃহস্থভক্তানাং পিতৃ-

সমন্যে ঋক্-সাম-যজুর্বেদবিদ্ পুরাণাদি নানাশাস্ত্রজ দ্রাবিড়দেশীয়  
ভট্টরূপ কশ্মিগণের জন্য পদ্ধতি করিয়াছেন। যেরূপ বেদোক্ত  
প্রমাণবাক্য, সপ্রমাণ পুরাণ-উপপুরাণ-ভাগবত-আগম-যামল-রামায়ণ-  
অপরশাস্ত্রাদি-বাক্য ও মন্দ্যাদি-অষ্টাদশ-ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বাক্যের দ্বারা,  
তদ্রূপ পুর্বেোক্ত পদ্ধতিসমূহ হইতেও ভগবদ্ধর্ম্মরক্ষানুরূপ সারাতিসার  
সপ্রমাণ বাক্যসমূহের দ্বারা বর্ণাশ্রমাস্তগত ব্রাহ্মণাদি ও অন্ত্যজ-  
কানীন-গোলক-জারজাদি শ্রীগোবিন্দভক্তগণের অর্থাৎ অনন্যশরণ-  
গণের জন্য সেবা-নামাপরাধ-নিবারণে লক্ষ্য রাখিয়া—( সেবা-নামা-  
পরাধ-শব্দে নিরুজ্জিচতুর্থী-অর্থে তসু-প্রত্যয় )—এই পদ্ধতি বিহিত  
হইল,—কিন্তু পিতৃ-দেবার্চনং বর্জনপূর্ব্বক ॥ ৪-৭ ॥

( ১ ) সেবা-নামাপরাধতঃ সেবা-নামাপরাধেভ্যঃ সেবা-নামাপরাধনিবা-  
রণায়ৈত্যর্থঃ, মশকায় ধুম ইতিবচ্তত্বার্থী । নিরুজ্জিচতুর্থী—তাদর্থ্যে চতুর্থীত্যর্থঃ ।  
সেবা-নামাপরাধ নিবারণের নিমিত্ত । নিমিত্তচতুর্থীতি পাঠান্তরম্ ।

দেবার্চনাদিকং কাপি বেদে লোকে ধর্ম্মশাস্ত্রাগমস্মৃতিপুরাণাদৌ চ  
নাস্তি । এতেষামেতন্মিন্ কৃতে সত্যপি সেবা-নামাপরাধো জায়তে ।

তত্র প্রথমমথর্ববেদ-শ্রীনারায়ণোপনিষদ্ প্রমাণমাহ,—

“ও” অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোহকাময়ত প্রজাঃ সৃজ্যেতি  
প্রজাঃ সৃজেনন্ । নারায়ণাদব্রজা জায়তে, নারায়ণাদিব্রো জায়তে,  
নারায়ণাদ্দাদশাদিত্যা রুদ্রাঃ, সর্বা দেবতাঃ সর্ব্বৈ ঋষয়ঃ সর্ব্বাণি  
ভূতানি নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে । নারায়ণে প্রলীয়ন্তে ॥” “অথ  
নিত্যো দেব একো নারায়ণো ব্রজা চ নারায়ণঃ শিবশ্চ নারায়ণঃ  
শক্রশ্চ নারায়ণো রুদ্রশ্চ নারায়ণো বসবোহস্বিনৌ চ নারায়ণঃ সর্ব্বৈ  
ঋষয়শ্চ নারায়ণঃ কালশ্চ নারায়ণো দিশশ্চ নারায়ণোহধশ্চ নারায়ণ  
উদ্ধৃৎ নারায়ণো মূর্ত্তোহমূর্ত্তশ্চ নারায়ণোহস্তর্ব্বহিশ্চ নারায়ণঃ ।

শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে অদীক্ষিত বর্ণাশ্রমস্থিত শৈব-শাক্ত-সৌর-গাণপত্যাদি  
ব্যতীত অনন্যশরণ ( একান্ত গোবিন্দোপাসক ) বর্ণাশ্রমী, সঙ্কর ও  
অন্ত্যজাদি গৃহস্থ ভক্তগণের পিতৃ-দেবার্চনাদি কর্ম্ম বেদশাস্ত্র, ধর্ম্ম-  
শাস্ত্র, আগম, স্মৃতি, পুরাণাদিতে ও লোকব্যবহারে ( বা লৌকিক-  
শাস্ত্রে ) কোথাও বিহিত হয় নাই । বরং পিতৃ-দেবার্চনাদি অনুষ্ঠিত  
হইলে অনন্যশরণগণের সেবা-নামাপরাধ ঘটে ।

( পিতৃ-দেবার্চননিষেধে প্রথম প্রমাণ ) এই বিষয়ে প্রথমে  
অথর্ববেদীয় শ্রীনারায়ণোপনিষদের প্রমাণ কথিত হইতেছে—

“পরমপুরুষ শ্রীনারায়ণ কামনা করিয়াছিলেন—“প্রজা সৃষ্টি  
করিব”, তাহাতে প্রজাসমূহ সৃষ্ট হইল । নারায়ণ হইতে ব্রজা  
জন্মগ্রহণ করেন, নারায়ণ হইতে ইন্দ্র উৎপন্ন হন ; নারায়ণ হইতেই  
দ্বাদশ আদিত্য, রুদ্রগণ, সকল দেবতা, সকল ঋষি ও সকল প্রাণী  
উদ্ভূত হন এবং নারায়ণেই বিলীন হন । অতএব একমাত্র নারা-  
য়ণই নিত্য দেবতা, ব্রজাও নারায়ণ, শিবও নারায়ণ ; ইন্দ্র, রুদ্রগণ,  
বসুগণ, অস্বিনীদ্বয়, সকল ঋষি, কাল, সকল দিক্, অধঃ, উদ্ধৃৎ, মূর্ত্ত  
ও অমূর্ত্ত, অন্তঃ ও বাহ্য—সকলে নারায়ণ । এই সমগ্র বিশ্ব—যাহা

নারায়ণ এবদং সর্বং যজুতং যচ্চ ভাব্যম্ । অথ ন্যিত্যো নিষ্কলো  
নিরাখ্যাতো নিব্বিকল্পো নিরঞ্জনঃ শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো ন  
দ্বিতীয়োহস্তি কশ্চিৎ । য এবং বেদ,—

বোধঞ্চ সারথিং কৃদ্ধা মনঃপ্রগ্রহবান্ পুমান্ ।

প্রয়াতি পরমং পারং বিষ্ণুখ্যং পদমব্যয়ম্ ॥

বিষ্ণুখ্যং পদমব্যয়মিতি” ॥ ১ ॥ ( ক )

### নারায়ণোপনিষদ্বাক্যব্যাখ্যা

ননু সর্বমূলভূতত্বেনান্যতয়া সৃষ্টিঃ পূর্বং স্থিতিসময়ে মহা-  
প্রলয়ে চ সদাস্থায়িতয়া শ্রীমন্নারায়ণো ন্যিত্যঃ, শ্রীব্রহ্মাদীনাং সর্ব-  
লোকানাং সেবনীয়ো নান্যোহপরাঃ । অত্র প্রমাণত্বেনাথর্ববেদে  
শ্রীমদঙ্গিরসা যা শ্রীনারায়ণোপনিষৎ স্পষ্টীকৃত্য তস্যা অর্থমাহ—ও

হইয়াছে ও হইবে, তৎসমস্ত—নারায়ণ । এই নারায়ণ ন্যিত্য, নিষ্কল,  
নিরাখ্যাত (অনির্বচনীয়), নিব্বিকল্প, নিরঞ্জন, বিশুদ্ধসত্ত্বময় দেবতা,  
এক বা অদ্বিতীয়—অপর কেহ দ্বিতীয় নাই । যিনি এরূপ অবগত  
হন, তিনি বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে প্রগ্রহ করিয়া ‘পরম’, ‘পার’,  
‘অব্যয়’, ‘পদ’ বিষ্ণুকেই সুনিশ্চিত প্রাপ্ত হন ॥” ১ ॥

সকলের মূলস্বরূপতা ও অনন্যতাহেতু সৃষ্টির পূর্বে, স্থিতি-  
কালে, মহাপ্রলয়েও ন্যিত্যস্থায়ী বলিয়া শ্রীনারায়ণ ন্যিত্য, এবং ব্রহ্মাদি  
সর্বলোকের সেবনীয়, অপর কেহই নহে । এই বিষয়ে প্রমাণস্বরূপে

( ক ) গ্রন্থান্তরে এই উপনিষদের ন্যূনাদিক পাঠভেদ দৃষ্ট হয় ।  
তথা কঠোপনিষদি চ—

বিজ্ঞানসারথির্বশ্ব মনঃপ্রগ্রহবামরঃ ।

সৌহৃদ্বনঃ পারমায়োতি তদ্বিক্রোঃ পরমং পদম্ ॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থ্য অর্থভ্যশ্চ পরং মনঃ ।

মনসস্ত পরা বুদ্ধিবুদ্ধিরাত্মা মহান্ পরঃ ॥

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তং পুরুষঃ পরঃ ।

পুরুষান্ পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥ ১।৩।৯-১১ ॥

অথ পুরুষ ইতি । ইহ সংসারে, বৈ নিশ্চিতং ভূতভবিষ্যদ্বর্তমান-  
কালত্রয়ে প্রণবশ্ছন্দসামহমিতি বচনাৎ “ও” স্বয়মেব নারায়ণঃ ।  
অন্যমর্থঃ,—নরি ভবা যে পুত্রপৌত্রাদিরূপেণ তে নরাঃ, তেষাং নরাণাং  
মনুষ্যমাষ্ট্রাণাময়নমাশ্রয়ো যঃ পুরুষঃ স স্বামিতুল্যতয়া প্রভুঃ সেব্যঃ  
শ্রুতাঃ পূজ্যঃ স্মরণীয় ইত্যাদি, কোহপ্যপরা নাস্তি প্রভুঃ, স নারায়ণঃ  
পুরুষোহথ মহাপ্রলয়ানন্তরং যদাহকাময়ত মনসা সিংহানাং ক্রিয়তে ।  
তৎ কিং?—প্রজাঃ সৃজয়ে ইতি । এবং মনসি কৃতে সতি ততস্তদা  
তস্মান্নারায়ণাদ্ভ্রূজা জায়তে ভবতি, তেন ব্রহ্মণা প্রজাঃ সৃজয়েন্ ।  
প্রজা ইতি বহুবচনেনৈব ব্রহ্মণো মানস-দেহজাদ্যাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ

শ্রীমদঙ্গিরসা অথর্ববেদে যে নারায়ণোপনিষৎ প্রকাশ করিয়াছেন,  
তাহার অর্থ কথিত হইতেছে :—‘ছন্দোগণের মধ্যে আমিই প্রণব’  
এই বাক্যানুসারে এই সংসারে ভূতভবিষ্যৎবর্তমান-কালত্রয়ে ‘ওঙ্কার’  
স্বয়ংই সুনিশ্চিত নারায়ণ । নূ অর্থাৎ পুরুষে পুত্রপৌত্রাদিরূপে জাত-  
গণ ‘নর’, সেই নরগণের অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রের ‘অয়ন’ বা আশ্রয় যে  
পুরুষ তিনিই স্বামিতুল্য বলিয়া প্রভু, সেব্য, শ্রুতা, পূজ্য, স্মরণীয়  
ইত্যাদি,—অপর কোন প্রভু নাই । সেই নারায়ণ-‘পুরুষ’ মহাপ্রল-  
য়ের অন্তে কামনা করিলেন অর্থাৎ ‘আমি প্রজা সৃষ্টি করিব’ এইরূপ  
মনে সৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন । এইরূপ ইচ্ছা হইলে তখন সেই

পুনস্তত্রৈব—

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্ ।

সদ্বাদমি মহানাত্মা মহতোহব্যক্তমুত্তমম্ ॥

অব্যক্তং পরং পুরুষো ব্যাপকোহঙ্গির এব চ ।

যজ্ঞত্বাচ্চা মুচ্যতে জন্তরমৃতং চ গচ্ছতি ॥ ২।৩।৭-৮ ॥

এবং গোপালপূর্বতাপিনাং—

ন্যিত্যো ন্যিতানাং চেতনচেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ।

তৎ পীঠগং যেহনুভজন্তি ধীরাস্তেষাং সূখং শান্ততং নেতরেষাম্ ॥

এতদ্বিক্রোঃ পরমং পদং, যে ন্যিত্যোদ্যুতগুণং যজন্তি ন কামাৎ ।

তেষামসৌ গোপরূপঃ প্রযজ্ঞাৎ প্রকাশয়েদাত্মপদং তদেব ॥

সৃষ্টা ভবন্তীত্যর্থঃ । এবং নারায়ণাদিত্রো জায়তে সগণস্তথা সপরি-  
বারা দ্বাদশাদিত্যা জায়ন্তে, তথা রুদ্রাঃ স্বভূতগণসহিতা রুদ্রাণীভিঃ  
সমমেবাদশ রুদ্রা জায়ন্তে । অপরা গণেশাদিদেবতাস্ত্রয়ন্ত্রিংশৎ-  
কোটয়ো নারায়ণাৎ ক্রমশো ভবন্তি । তথা সর্বৈ ঋষয়ো দেবষি-  
মহষি-রাজর্ষ্যাद्याঃ শ্রীনারায়ণাৎ স্যাঃ । তথা স্থাবরজঙ্গমাदीনি ভূতানি  
সর্বাণি শ্রীনারায়ণদেব সমুৎপদান্তে সমাক্ষপ্রকারেণোৎপন্নানি  
ভবন্তি । অতঃপরং শ্রীনারায়ণে প্রলীয়ন্তে । অয়ং ভাবঃ,—সৃষ্টি-  
রনন্তরং স্থিতয়ে তেন পরিপালিতা ভবন্তি ; অথানন্তরং শ্রীনারায়ণে  
প্রলীয়ন্তে, মহাপ্রলয় একস্মিন্বেব শ্রীনারায়ণে শ্রীব্রহ্মাদয়ঃ সর্বজীব-  
মাত্রা অক্ষয়ত্বেন প্রকর্ষণে লীনা ভবন্তি পুনরাবৃত্তেঃ । অত্র প্রমাণমাহ  
শ্রীমহাভারতে,

“যতঃ সর্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদিযুগাগমে ।

যস্মিন্শ্চ প্রলয়ং যাতি পুনরৈব যুগক্ষয়ে ॥”

নারায়ণ হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়, নারায়ণ সেই ব্রহ্মার দ্বারা লোক  
সৃষ্টি করেন । ব্রহ্মার মানস ও দেহজ সর্বপ্রকার প্রজা সৃষ্ট হয়  
—ইহা বহুবচনান্ত প্রজা-শব্দ হইতে বুঝিতে হইবে । এইরূপে  
নারায়ণ হইতে সগণ ইন্দ্র, সপরিবার দ্বাদশ আদিত্য, স্বভূতগণ ও  
রুদ্রাণী সহিত একাদশ রুদ্র উৎপন্ন হন । গণেশাদি তৈত্রিশকোটি  
অপর দেবতাগণ নারায়ণ হইতে ক্রমশঃ উৎপত্তি লাভ করেন ।  
তদ্রূপ দেবষি-মহষি-রাজষিবৃন্দ নারায়ণ হইতে সমুদ্ভূত হন । স্থাবর-  
জঙ্গমাদি প্রাণিসকল নারায়ণ হইতে সমাক্ষপ্রকারে উৎপত্তি লাভ করে ।  
পরে সকলেই শ্রীনারায়ণে লয় প্রাপ্ত হয় । ভাবার্থ এই—সৃষ্টির  
পরে স্থিতিকালে নারায়ণ দ্বারা পালিত হইয়া মহাপ্রলয়ে একমাত্র  
নারায়ণেই ব্রহ্মাদি সকল জীবমাত্রই অক্ষয়ত্বহেতু পুনরাবৃত্তিকালপর্য্যন্ত  
প্রকৃষ্টরূপে বিলীন হইয়া থাকে ।

এস্থলে শ্রীমহাভারতের প্রমাণ—‘কল্পপ্রারম্ভে সত্যযুগে ভূতসকল  
যাঁহা হইতে জন্মগ্রহণ করে, পুনঃ কল্পশেষে প্রলয়ে যাঁহাতে লীন হয়

আদিযুগাগমে জগৎসৃষ্টিঃ প্রথমম্ । যতঃ শ্রীনারায়ণাৎ সর্বাণি  
ভূতানি ব্রহ্মাদ্যখিলজীবা ভবন্তি, যস্মিন্শ্চ নারায়ণে—চকারাৎ স্থিতি-  
সময়ে ততঃ পরিপালিতাঃ সন্তুষ্টিষ্ঠন্তি, পুনরৈব যুগক্ষয়ে মহাপ্রলয়ে  
যস্মিন্ শ্রীনারায়ণে প্রলয়ং যাতি পুনরাবৃত্তয়ে প্রবিশন্তি ।

### নারায়ণস্য বিশ্বরূপত্বং

এবং বিশিষ্ট একো দেবঃ শ্রীনারায়ণঃ সর্বলোকে সর্বদা পূজ্য-  
ত্বেন বিরাজমানো, যতো নিত্যাবিনাশী মহাপ্রলয়েহপি সদাস্থায়ীতি  
শেষঃ । অতো ব্রহ্মা চ নারায়ণঃ । অয়মর্থঃ,—শ্রীব্রহ্মাদিসর্বা-  
রাধ্যত্বেন শ্রীনারায়ণাৎ শ্রীব্রহ্মা, -চকারাৎ গণেশাদয়ন্ত্রিংশৎকোটি-  
দেবতাগণাঃ,—অপরমানস-দেহজাদিপুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাদিসহিতঃ পৃথগী-  
শ্বরো ন ভবতি । এবং সর্বভ্রান্তেষ্টিব্যমিতি । শিবশ্চ নারায়ণঃ,  
শিবো মহাপ্রলয়কর্তা, চকারাৎ স্বকীয়গণসহিতঃ । তথা শক্রশ্চ  
নারায়ণঃ, শক্রো মহেন্দ্রশ্চকারাৎ সর্বপরিবারযুক্তঃ । তথা রুদ্রশ্চ  
নারায়ণঃ, রুদ্রা একাদশ রুদ্রাশ্চকারাৎ স্বভূতগণ-রুদ্রাণীবৃন্দ-

(তিনিই শ্রীনারায়ণ) ।’ আদিযুগাগমে অর্থাৎ জগৎসৃষ্টির প্রথমে যে  
শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্মাদি অখিল জীব জন্মগ্রহণ করে ; চ-কার  
হইতে—স্থিতিকালে পরিপালিত হইয়া যে নারায়ণে অবস্থান করে ;  
পুনরায় পুনরাবৃত্তির জন্য যুগক্ষয়ে মহাপ্রলয়ে যে নারায়ণে প্রবিষ্ট  
হয় ।

এতাদৃশ একমাত্র দেবতা শ্রীনারায়ণ অখিল জগতে নিত্যপূজ্য-  
রূপে বিরাজমান ; যেহেতু তিনি নিত্য, অবিনাশী, মহাপ্রলয়েও  
নিত্যস্থায়ী । অতএব ব্রহ্মাও নারায়ণ । তাৎপর্য্য এই—শ্রীনারায়ণ  
শ্রীব্রহ্মাদি-সকলের আরাধ্য বলিয়া, অন্যান্য মানস-দেহজ-পুত্রপৌত্রাদি-  
সহিত ব্রহ্মা ও গণেশাদি তৈত্রিশকোটি দেবতাগণ কেহই স্বতন্ত্র ঈশ্বর  
নহেন । এইরূপ সর্বত্র বুঝিতে হইবে । স্বকীয়গণ-সহিত মহা-  
প্রলয়কর্তা শিব, সর্বপরিবারসহিত ইন্দ্র, স্বভূতগণ ও রুদ্রাণীসহিত

সহিতাঃ । বসবোঃস্থিনৌ চ নারায়ণঃ, বসবোঃষ্টবসবঃ সগণাঃ, অস্থিনৌ চ অস্থিনীকুমারৌ চকারাৎ সঙ্গিসহিতৌ । তথা সৰ্বে ঋষ-  
শ্চ নারায়ণঃ, সৰ্ব্বষিহ্নে ন দেবষি-মহষি-রাজষ্যাদশ্চকারাৎ মুনি-  
তপস্বিবালখিলাগণাঃ সিদ্ধসাধ্যাচারণ-গন্ধৰ্বদৈত্যাতুধানকিম্বরাদশ্চ ।  
তথা কালশ্চ নারায়ণঃ, কালশ্চরূপপুরুষশ্চকারাৎ চতুর্দশযম-চিহ্ন-  
গুণাদিসহিতঃ । এবং দিশ্চ নারায়ণঃ, দিশঃ—পূর্বাগ্নিযাম্যনৈঋত-  
পশ্চিমবায়বোত্তরেশানা অষ্টৌ দিশ্চকারাৎ ইন্দ্রানলযমনৈঋত-  
বরুণবায়ুকুবেরশান্তুত্দিবপালাঃ সগণাঃ । অশ্চ নারায়ণঃ, অধোহ-  
তল-বিতল-সুতল-তলাতল-মহীতল-রসাতল-পাতালানি সন্ত ভুবনানি  
চকারাদতলাদিসন্তভুবনবাসিলোকাঃ সগণাঃ, অপরে তত্র লোকেশ্বর-  
গ্ৰীমদনন্তকুর্মা-দি-গণবন্ধু-বরুণ-নাগপুরুষ-নাগকন্যাদয়ঃ । তথো-  
দ্ধৃৎ নারায়ণঃ, উদ্ধৃৎ-ভূলোক-ভুবলোক-মহালোক-জনলোক-তপো-  
লোক-সত্যলোকনামানি সন্ত ভুবনানি, চকারাৎ সত্যলোকাদি-সন্ত-  
ভুবনেশ্বরঃ স্বকীয়গণসহিতাঃ শ্রীব্রহ্মাদয়ঃ । এবং মূর্ত্যুমূর্তৌ চ  
নারায়ণঃ, মূর্তৌ—গণকীজ-শালগ্রামা অপরোহটাদিস্তথ্যশৈলাদ্যষ্ট-

একাদশ রূপ, সগণ অষ্টবসু, সঙ্গিসহিত অস্থিনীকুমারদ্বয়, সকল  
দেবষি-মহষি-রাজষিগণ, মুনি-তপস্বি-বালখিলাগণ, সিদ্ধ-সাধ্য-চারণ-  
গণ, গন্ধৰ্ব-দৈত্য-যাতুধান-কিম্বর প্রভৃতি—নারায়ণ । সেইরূপ  
চতুর্দশযম-চিহ্নগুণাদি-সহিত কালপুরুষ, পূর্ব-অগ্নি-দক্ষিণ-নৈঋত  
পশ্চিম-বায়ু-উত্তর-ঈশান অষ্ট দিক্, সগণ ইন্দ্রাদি দিকপালগণ—  
নারায়ণ । অধঃ নারায়ণ,—অধঃ অর্থাৎ তল-অতল-বিতল-সুতল-  
তলাতল-রসাতল-পাতাল সন্ত ভুবন, অতলাদি-সন্তভুবনবাসী লোক-  
গণ সগণে, এবং সেই লোকের অধীশ্বর শ্রীঅনন্তদেব, কুর্মা-দি-  
গণবন্ধু, বরুণ-নাগপুরুষ-নাগকন্যা-প্রভৃতি । উদ্ধৃৎ নারায়ণ,—উদ্ধৃৎ  
অর্থাৎ ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ-মহঃ-জন-তপঃ-সত্য এই সন্ত ভুবন, স্বগণ-  
সহিত সন্ত ভুবনের অধীশ্বর শ্রীব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি । মূর্ত এবং অমূর্তও  
নারায়ণ ; মূর্ত—গণকীজাত শালগ্রাম, ঘটাদি, শৈলাদি অষ্টপ্রকার

প্রতিমাশ্চরূপদেবতা-বৃন্দং চকারাদুপদেবতাগণসহিতম্ । অমূর্তঃ—  
পরলোকগত-শ্রাদ্ধার্হপিতৃলৌকিকী ক্রিয়া, চকারাৎ কব্যা-বালাদ্যর্চা,  
তথা বলি-বৈশ্বদেবতর্পণাদিক্রিয়া । তথাস্তর্বহিঃ নারায়ণঃ, অন্তঃ—  
ব্রহ্মাণ্ডাভ্যন্তরগতসত্ত্বলোক-পাতালস্থ-শ্রীব্রহ্মেন্দ্রাদিনানাদেবতাসুরষি-মুনি-  
তপস্বিসিদ্ধচারণগন্ধৰ্বকিম্বরাসুরোগণদানব-পুণ্যজন-প্রেতভূতপিশা-  
চাদিগণ-নাগসর্পোরগস্হাবর-জঙ্গমজীবভূতমনুষ্য-গবাদিচতুষ্পদপশু-  
পক্ষনখদ্বিশফেকশফ-স্বৈদজ-ক্রিমিশলভাদিশ্চ পৃথিবীজলাদিসন্তস্বপি  
লবণাদিসন্তসমুদ্রজম্বাদিসন্তদ্বীপস্থ-নদনদীচরা অপরলোকাদয়শ্চকারাৎ  
লোকালোকপর্বত-কাঞ্চনভূমি-তিমিরভূম্যাদয়ঃ ; বহিঃ,—ব্রহ্মাণ্ডা-  
বহিরঙ্গকারসমূহ-মহত্ত্বাহঙ্কার-বীজ-কারণরূপাকাশ-বায়ুতেজো-  
বারিভূম্যাদয়ঃ, চকারাদ্ভূতবিংশতিভূত-তৎকারণপঞ্চভূতমাত্রাদয়ঃ ;  
এতে শ্রীনারায়ণ এব ।

### সর্বমিদং শ্রীনারায়ণ ইত্যসার্থঃ

শ্রীনারায়ণাৎ সর্বমিদং বিশ্বং যদ্ব্যতং যদভূৎ, চকারাৎ যদ্  
ভবতি, যদ্ ভাব্যং যদ্বিষ্যতি । তথানন্তরং কিঞ্চিন্নান্নমপি ত্তিন্নতরং

প্রতিমাশ্চরূপ, দেবতারূপ ও উপদেবতাগণ ; অমূর্ত—পরলোকগত  
শ্রাদ্ধার্হ পিতৃগণের ক্রিয়া, কব্যা-বালাদি-অর্চা, বলি, বৈশ্বদেবতর্পণাদি  
ক্রিয়া । অন্তঃ, বহিঃ নারায়ণঃ ; অন্তঃ—ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সন্ত  
ভুবনে ও সন্ত পাতালে অবস্থিত ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি নানা দেবতা, অসুর,  
ঋষি, মুনি, তপস্বী, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধৰ্ব, কিম্বর, অঙ্গরোগণ, দানব,  
পুণ্যজন, যক্ষ, প্রেত, ভূত, পিশাচ, নাগ, সর্প, উরগ, স্হাবর-জঙ্গম  
জীব, মনুষ্য, গবাদি চতুষ্পদ পশু, পক্ষনখ, দ্বিশফ, একশফ, স্বৈদজ,  
ক্রিমি, শলভাদি, জলে স্থলে লবণাদি সন্তসমুদ্র ও জম্বু প্রভৃতি সন্ত  
দ্বীপস্থ নদ-নদীবাসী অপর লোকসমূহ, লোকালোকপর্বত, কাঞ্চন-  
ভূমি, তিমিরভূমি প্রভৃতি ; বহিঃ—ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে অঙ্গকারসমূহ,  
মহত্ত্ব, অহঙ্কার, বীজ, কারণরূপ আকাশ-বায়ু-তেজ-বারি-ভূমি

বস্তু নাস্তি, —অতএব নারায়ণঃ, নারায়ণস্যায়ং নারায়ণো ব্রহ্মাদিঃ ।  
অথ নিত্যঃ কোটি-কোটিমহাপ্রলয়েহপি বিরাজমানত্বেন ; তথা নিষ্কলঃ,  
অম্বমর্থঃ—সর্ব্বে ইমে শ্রীনারায়ণস্য কলাঃ, স্বয়ং তু পূর্ণস্বরূপঃ ।

যথা শ্রীভাগবতে ( ১।৩।২৭ )—

কলাঃ সর্ব্বে হররেব সপ্রজাপত্যঃ সুরা ইত্যাদি ।

তথা নিরাখ্যাতঃ সর্ব্বত্র বিরাজমানত্বৈহপি স্বমায়য়া লোকানাম-  
প্রকটঃ । তথা নিবিকল্পঃ কিঞ্চিন্নাত্রমপি বিকল্পভাবরহিতত্বাদিত্যেতঃ  
সর্ব্বেশ্বরঃ । অতো নিরঞ্জনোহজনশূন্যত্বাৎ ব্রহ্মস্বরূপঃ । তথা শুদ্ধঃ  
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপঃ । (১) অতো দেব একঃ শ্রীনারায়ণঃ । অত্রায়ং ভাবঃ,  
—সর্ব্বজগন্নিবাসিনাং ব্রহ্মেন্দ্রাদিসকল-দেবতাসুর-মনুষ্যাদীনাং পূজ-  
নীয়াদিত্বেনেষ্টদেব একঃ শ্রীনারায়ণ এব, ন দ্বিতীয়ঃ কোহপ্যপরাহ-  
স্তীত্যর্থঃ ।

প্রভৃতি, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, উহাদের কারণ, পঞ্চভূত ও মাত্রাদি ;  
ইহারা সকলেই নারায়ণ ।

শ্রীনারায়ণ হইতে এই সমগ্র জগৎ—যাহা অতীত, যাহা বর্ত্ত-  
মান ও যাহা ভাবী । অতঃপর নারায়ণ হইতে ভিন্ন কিছুমাত্র বস্তু  
নাই, অতএব নারায়ণ অর্থাৎ এই ব্রহ্মাদি সমস্ত নারায়ণের বলিয়া—  
নারায়ণ । কোটি কোটি মহাপ্রলয়েও বিরাজমান বলিয়া নারায়ণ  
নিত্য ; তিনি নিষ্কল অর্থাৎ অপর সমস্ত নারায়ণের কলা, কিন্তু তিনি  
স্বয়ং পূর্ণস্বরূপ । যথা শ্রীভাগবতে ( ১।৩।২৭ )—প্রজাপতিব্রহ্ম-সহিত  
দেবগণ সকলে শ্রীহরির কলা, ইত্যাদি । তিনি নিরাখ্যাত অর্থাৎ  
সর্ব্বত্র বিরাজমান হইয়াও স্বমায়য়া লোকের নিকট অপ্রকট । তিনি  
নিবিকল্প—বিকল্পভাবের লেশমাত্র-রহিত বলিয়া সর্ব্বেশ্বর অদ্বৈত ।  
তিনি নিরঞ্জন—অঞ্জনশূন্য ব্রহ্মস্বরূপ, শুদ্ধ—শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ । অতএব  
শ্রীনারায়ণ অদ্বৈতদেবতা । তাহার্থ এই—সর্ব্বজগন্নিবাসী ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি

(১) পাঠান্তরে সুখঃ—সর্ব্বদেবাসুরমনুষ্যাদিবৎ দুঃখী ন ভবতীতি সর্বে  
পূর্ণানন্দময়ত্বেন সুখী । অর্শ-আদিদ্বাদশ-প্রত্যয়েন সুখ আনন্দময় ইত্যর্থঃ ।

### পরম-পার-অব্যয়-পদানি বিষ্ণুঃ

এবমেনৈ প্রকারেণ দেবাসুরমনুষ্যাদীনাং মধ্যে যঃ কশ্চিৎ  
দারপুত্রাদিকলিলো মহাগৃহস্থোহপি পুমান্ যদি মনঃপ্রগ্রহবান্ সন্  
বোধঞ্চ সারথিং কৃত্বা তৎ শ্রীনারায়ণং বোদ্ধুং শ্রীসদৃশরূপং কৰোতি,  
পশ্চাৎ সাধুসঙ্গতঃ সদ্যবসায়ী ভবতি, তদা স পুমান্ শ্রীনারায়ণং  
তত্ত্বাদিকঞ্চ বেদ জানাতি । পশ্চাদতু কালে বিষ্ণুখ্যং পরমং পারং  
অব্যয়ং পদং প্রয়াতি । অত্রায়মর্থঃ,—যদানন্তস্য পুরুষস্য সাযুজ্যা-  
দিত্যুত্তমত্বম্ভ্যেচ্ছা মনসি বর্ত্ততে তদা তদাচরণং কুর্স্বন্ তত্ত্বমুক্তিরূপং  
পদং প্রাপ্নোতি । তদ্বিশেষাৎ—সাযুজ্যাভিলাষী যঃ কশ্চিদ্ যোগী স  
তু যোগাত্যাসেন বিষ্ণুখ্যমব্যয়ং প্রয়াতি,—অবিনাশিনি শ্রীমন্নারায়ণে  
( জ্যোতির্ব্রহ্মরূপে ) প্রবিশতি নির্বাণহেতুত্বাৎ ; তথা সাক্ষপ্যাভিলাষী  
যঃ কশ্চিদ্ যোগী পুরুষঃ স তু তদ্যোগাত্যাসেন বিষ্ণুখ্যং

সকল দেবতা-অসুর-মনুষ্য প্রভৃতির পূজনীয়াদি বলিয়া শ্রীনারায়ণই  
একমাত্র অভীষ্টদেব,—দ্বিতীয় অন্য কেহ নাই ।

এই প্রকারে দেবতা-অসুর-মনুষ্যাদির মধ্যে যে-কোন স্ত্রী-পুত্রাদি-  
সম্বন্ধক্ৰিষ্ট ( বা স্ত্রী-পুত্রাদিসম্বিত ) গৃহস্থ ব্যক্তিও যদি মনকে প্রগ্রহ  
ও বুদ্ধিকে সারথি করিয়া সেই শ্রীনারায়ণকে জানিবার জন্য শ্রীসদৃশরূ-  
পদাশ্রয় করেন এবং পরে সাধুসঙ্গে সাধু-অধ্যবসায়-বিশিষ্ট হন,  
তখন তিনি শ্রীনারায়ণ ও তাঁহার তত্ত্বাদি অবগত হইতে পারেন এবং  
পরে ‘পরম’, ‘পার’, ‘অব্যয়’, ‘পদ’ বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হন ।

ইহার অর্থ এই—যদি অনন্ত পুরুষের সহিত সাযুজ্যা-  
দিত্যুত্তমত্বের ইচ্ছা মনে থাকে, তখন তদনুসারে আচরণ করিয়া সেই  
সেই মুক্তিরূপ পদ প্রাপ্ত হন । তাহার বিশেষ এই—যে যোগী  
সাযুজ্যাভিলাষী, তিনি যোগাত্যাসদ্বারা ‘অব্যয়’ বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হন  
অর্থাৎ নির্বাণহেতু অবিনাশী শ্রীনারায়ণে প্রবিশিষ্ট হন ; সেইরূপ  
সাক্ষপ্যাভিলাষী যোগী পুরুষ তদনুরূপ যোগাত্যাসদ্বারা ‘পরম’ বিষ্ণুকে

পরমং প্রয়াতি,—সর্বাংয়বালঙ্কারাদিভিঃ শ্রীনারায়ণমনোহরস্বরূপতাং প্রাপ্নোতি; তথা সালোক্যাভিলাষী যঃ কশ্চিদ্ যোগী পূমন্ স তু তদযোগাভ্যাসেন বিষ্ণুখ্যং পদং প্রয়াতি—শ্রীমন্নারায়ণলোকং শ্রী-বৈকুণ্ঠাখ্যং পরং পদং প্রাপ্নোতি, যথা—“ষদৃগত্বা ন নিবর্তন্তে তদেব পরমং পদমিতি”; সান্নিধ্যাভিলাষী যঃ কশ্চিদ্ যোগী জনঃ স তু তদযোগাভ্যাসেন বিষ্ণুখ্যং পারং প্রয়াতি,—শ্রীমন্নারায়ণসান্নিধ্য-পার্য-দতাং প্রাপ্নোতি ।

অপরং বিষ্ণুখ্যং পদমব্যয়মিত্যস্যায়মর্থঃ,—

যে কেচিৎ সদৃগুরুদীক্ষানন্তরং সংসঙ্গ শ্রীভগবৎকর্মশিক্ষাতিশয়-শুদ্ধান্তঃকরণা-শ্রীকৃষ্ণকতানাদিমহামহিমান্যশরণাসম্ভাবুক। ইহ-লোকে শ্রীভগবচ্ছ্রবণাদিনানাবিধিভক্তিসাধনৈর্নৈষ্কর্মাভাবেন তদা-সানুদাসবদাচরণং কুর্কন্তঃ পশ্চাদ্বেহে পঞ্চত্বং প্রাপ্তে সতি বিষ্ণুখ্যং পদমব্যয়ং প্রয়াত্তীতি যৎ (তৎ) কিম্?—ইহৈবৈবংবিধাঃ শ্রীকৃষ্ণক-

প্রাপ্ত হন অর্থাৎ সর্ব্ব অঙ্গ ও অলঙ্কারাদির সহিত শ্রীনারায়ণের মনোহরস্বরূপ প্রাপ্ত হন; যিনি সালোক্যাভিলাষী যোগী পুরুষ, তিনি তাদৃশ যোগাভ্যাসের দ্বারা ‘পদ’ বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাখ্য পরমপদ শ্রীনারায়ণধামে গমন করেন, যথা “ষথায় গমন করিয়া পুনরায় হইতে হয় না, তাহাই পরম “পদ”; যে যোগী পুরুষ সান্নিধ্যাভিলাষী, তিনি সেই যোগাভ্যাসবলে ‘পার’ বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের সান্নিধ্যে পার্যদতা লাভ করেন ।

‘বিষ্ণুখ্য অব্যয় পদ’—এই দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ এই—যাঁহারা সদৃগুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণান্তর সাধুসঙ্গ ও শ্রীভগবৎকর্মশিক্ষার দ্বারা অতিশয় শুদ্ধান্তঃকরণ, শ্রীকৃষ্ণকনিষ্ঠাদিহেতু মহামহিমা অনন্যশরণ আসক্ত ভাবুক, তাঁহারা ইহলোকে শ্রীভগবৎকথাস্রবণাদি বিবিধ বিধিভক্তিসাধনের দ্বারা নৈষ্কর্মা-ভাবে শ্রীভগবানের দাসানুদাসের ন্যায় আচরণপূর্ব্বক দেহের পঞ্চত্বপ্রাপ্তিতে যে ‘অব্যয়পদ বিষ্ণু’কে প্রাপ্ত হন, তাহা কিরূপ? এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণকনিষ্ঠ অনন্যভক্তগণ এই

তানাদমোহন্যভক্তা জীবদ্দশয়াং শ্রবণাদিভক্তিনৈর্নিষ্ঠকত্বেন যথো-চ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তথা ততদুপাসনাপ্রভাবতত্ত্বদব্যয়মবিনাশি পদং শ্রীহৃদাবনাদি বৈষ্ণবং ধাম প্রাপ্য তত্র তত্র ধ্যানিন দাসবদনিশং শ্রীভগবৎসেবাং কুর্কন্তীত্যর্থঃ ।

### ভগবৎপূজনে সর্ব্বেষাং পূজা তুষ্টিশ্চ

অতএব শ্রীনারায়ণে ব্রহ্মেন্দ্রাদিব্রহ্মস্মিংশংকোটিদেবতারান্দার্চনাদি-কন্ত নিরূপিতমতি নিশ্চিতং, যতোহুভ্যক্তিতে শ্রীনারায়ণে সতি ব্রহ্মা-নয়ঃ সর্ব্বে দেবষিভূতাদয়শ্চ সর্ব্বৈহপি পিতৃলোকশ্চ পূজিতা ভবন্তি, সর্ব্বতোভাবেন সম্ভট্টাশ্চ সূ্যঃ ।

### তত্র প্রথমং প্রমাণম্

তদাহ শ্রীবিষ্ণুমালসংহিতায়াং —

ষৎপূজনে বিবৃধাঃ পিতরোহুচ্ছিতাশ্চ

তুষ্টি ভবন্তি ঋষিভূতসলোকপালাঃ ।

সর্ব্ব গ্রহান্তরনিসোমকুজাদিমুখ্যা

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ক ॥

সংসারে জীবদ্দশায় যেরূপ শ্রবণাদিভক্তিসাধননিষ্ঠ হইয়া ভগবদুচ্ছিষ্ট-ভোজি-দাস রূপে অবস্থান করেন, সেইরূপ সেইসকল উপাসনাপ্রভাবে তাদৃশ অব্যয় অর্থাৎ অবিনাশী পদ অর্থাৎ শ্রীহৃদাবনাদি বৈষ্ণবধাম লাভ করিয়া তথায় দাসরূপে অহমিশ ভগবৎ-সেবা করিয়া থাকেন ।

অতএব ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি ডেব্রিশকোটি দেবতার অর্চনাদি শ্রীনারা-য়ণের পূজারই সুনিশ্চিত অন্তর্গত, সূতরাং শ্রীনারায়ণ সম্যক্ অর্চিত হইলে ব্রহ্মাদি সকল দেবতা, দেবষি, ভূতগণ এবং পিতৃলোকও পূজিত ও সর্ব্বতোভাবে সম্ভট্ট হইয়া থাকেন ।

(উক্ত বিষয়ে অর্থাৎ ভগবৎপূজাতেই সকলের পূজা ও তুষ্টি-বিষয়ে এম্বলে চারিটি প্রমাণ (ক-ঘ) উল্লেখ করা হইতেছে) —

শ্রীবিষ্ণুমাল-সংহিতায় কথিত আছে,—‘যাঁহারা পূজার দ্বারা দেবতাসকল, পিতৃসকল, ঋষিসকল, ভূতসকল, লোকপালসকল এবং



যস্য শ্রীভগবতঃ পূজনেন বিবুধাঃ পিতরশ্চেতি বহুবচনেনৈব সৰ্ব্বাঃ দেবতা সৰ্ব্বৈ পিতরোহৃষ্টিতা ভবন্তি, শ্রীমদ্গোবিন্দপূজনত-  
স্তুষ্টিঃ সন্তুষ্টিশ্চ স্যুঃ । চকারাদসুরদানবযক্ষরাক্ষসপ্রেতভূতপিশা-  
চোপদেবাদয়ঃ । এতে সৰ্ব্বৈ ঋষয়ো ভূতাঃ সৰ্ব্বপ্রাণিনঃ, সলোক-  
পালা ইত্যেনেন ইন্দ্রাদিলোকপালা এতেষাং গণাস্থা সূর্য্যচন্দ্রমঙ্গলাদ্যো  
নবগ্রহাঃ স্বগণসহিতাঃ, অপরে যে বৈদায়ক-শকুনী-পুতনা-মুখ-  
মণ্ডিকা-ক্ষুর-রেবতী-বৃদ্ধরেবতী-বৃদ্ধিকোপ্রা-মাতৃগ্রহ-বালগ্রহ-বৃদ্ধগ্রহা-  
দয়ঃ সৰ্ব্বৈ গ্রহাঃ—কেবলমাত্রৈক-শ্রীমন্নারায়ণপূজনে সসন্তোষপূজিতাঃ  
সু্যন্তং গোবিন্দমহং ভজামি । কথন্তুতং—আদিপুরুষং যৎপরঃ  
কোহপি নাস্তীত্যর্থঃ ।

### দ্বিতীয়ং প্রমাণম্

কিঞ্চ, শ্রীভগবতে ( ৪।৩১।১৪ )—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন

তুপ্যন্তি তৎক্ষক্ণভূজোপশাখাঃ ।

সূর্য্য-চন্দ্র-মঙ্গলপ্রমুখ গ্রহগণ পূজিত ও তুচ্ছ হন, সেই আদিপুরুষ  
গোবিন্দকে আমি ভজন করি' । (ক) ।

যে শ্রীভগবান্ গোবিন্দের পূজার দ্বারা বিবুধগণ, পিতৃগণ এবং  
সকলদেবতা অর্চিত ও সন্তুষ্ট হন । চ-শব্দে—অসুর-দানব-যক্ষ-  
রাক্ষস-প্রেত-ভূত-পিশাচাদি উপদেবতাগণ । ইহারা সকলে, ঋষিগণ,  
ভূত অর্থাৎ সকলপ্রাণী, সলোকপাল-শব্দে ইন্দ্রাদি-লোকপাল—ইহাদের  
গণ, স্বগণসহিত সূর্য্যচন্দ্রমঙ্গলাদি নবগ্রহ, বৈদায়ক-শকুনী-পুতনা-  
মুখমণ্ডিকা-ক্ষুর-রেবতী-বৃদ্ধরেবতী-বৃদ্ধিকোপ্রা-মাতৃগ্রহ-বালগ্রহ-বৃদ্ধ-  
গ্রহাদি অন্য গ্রহ-সকল কেবলমাত্র শ্রীনারায়ণপূজায় পরমসন্তোষে পূজিত  
হন । সেই গোবিন্দকে আমি ভজন করি । গোবিন্দ কিরূপ ?—  
যিনি আদিপুরুষ, যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই ।

শ্রীমদ্ভগবতে ( ৪।৩১।১৪ )—‘মূলে জলসেকদ্বারা বৃক্ষের ক্ষক্ণ

প্রাণোপহারাদ্ যথেন্দ্রিয়ানাং

তথাচ সৰ্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ খ ॥

তরোর্বৃক্ষস্য মূলনিষেচনেন মূলে অতিশয়পূর্ণজলাভিষেকেন  
তৎক্ষক্ণভূজোপশাখাস্তস্য বৃক্ষস্য ক্ষক্ণো বৃহচ্ছাখা তদুদ্ভবা ভূজা মহ-  
ত্তরশাখা, উপশাখা ইত্যেনেন বৃহত্তরশাখাভ্যাঃ ক্রমতঃ কিঞ্চিন্ন্যূনাস্ততঃ  
কিঞ্চিন্ন্যূনতরাস্ততঃ কিঞ্চিন্ন্যূনতমাঃ পদ্মাত্তা উপশাখাঃ কথ্যন্তে,  
যথৈতাঃ সৰ্ব্বাস্ত তুপ্যন্তি প্রাণোপহারাদ্ দশপ্রাণানাং প্রাণাপানোদান-  
সমান-ব্যান-নাগ-কূর্ম-কৃকর-দেবদত্ত-ধনজয়ানামুপহারাদ্ ভোজন-  
প্রথমত একদ্বিগ্নিচতুঃপঞ্চমটসন্তুতঃ সন্তুসম্পূর্ণভোজনসন্তোষাৎ(১)  
স্বাস্তাদিসর্বেন্দ্রিয়ানাং যথা চ সন্তুষ্টিভবতি । তথৈব—এবশব্দ-  
সার্থোহতিনিশ্চয়ং—অচ্যুতেজ্যা অচ্যুতঃ কৃপি চ্যুতো ন ভবতি  
কোটিকোটিমহাপ্রলয়েহপি সদা নিত্যস্থায়ী আদিপুরুষত্বাৎ—তস্যোজ্যা

ভূজ ও উপশাখাসকল যেরূপ তৃপ্ত হয়, প্রাণে উপহার প্রদান দ্বারা  
ইন্দ্রিয়সকলের যেরূপ তৃপ্তি হয় । সেইরূপ ভগবান্ অচ্যুতের পূজাতে  
সকল দেবতারই পূজা হইয়া থাকে ।’ ( খ ) ।

বৃক্ষের মূলে জল-নিষেক অর্থাৎ অতিপূর্ণভাবে জলাভিষেক দ্বারা  
বৃক্ষের ক্ষক্ণ বা বৃহচ্ছাখা, উহা হইতে বহির্গত ভূজ বা মহত্তর শাখা,  
উপশাখা অর্থাৎ বৃহত্তর শাখা হইতে ক্রমশঃ কিছু কিছু ন্যূন, ন্যূনতর,  
ন্যূনতম পত্র পর্য্যন্ত শাখাসকল—ইহারা সকলেই তৃপ্তি লাভ করে,  
প্রাণোপহার হইতে—প্রাণ-অপান-সমান-উদান-ব্যান-নাগ-কূর্ম-কৃকর-  
দেবদত্ত-ধনজয় এই দশ প্রাণে উপহার হইতে অর্থাৎ ভোজনের প্রথম  
হইতে এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ছয়, সাত ভাবের রসপরিপূর্ণ-  
ভোজন-জনিত সন্তোষ হইতে মন প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ের যেরূপ সম্যক্  
তৃপ্তি হয়, সেইরূপই—এব-শব্দের অর্থ অতিনিশ্চয়—অচ্যুতে অর্থাৎ  
আদিপুরুষ বলিয়া যিনি কোটি কোটি মহাপ্রলয়েও নিত্যস্থায়ী এবং

( ১ ) সত্ত্বং রসঃ, সন্তুসম্পূর্ণং রসপূর্ণম্ ।

পূজা সর্বার্হণং ভবতি অন্নমর্থঃ,—তন্নিম্নৈকস্মিন্ শ্রীমদহ্মতে সম্পূ-  
জিতে সতি দেবতা-পিত্তাদয়ঃ সর্বৈহতিশয়সম্বলতত্বপূজিতাঃ সূ্যঃ—  
নাত্ত সন্দেহঃ ।

### তৃতীয়ং প্রমাণম্

কিঞ্চ উত্তরগীতায় ( মহাভারতে ভীষ্মপর্বণি )—

দেবাদীনাঞ্চ পূজ্যাহং বর্ণাদীনাং ধনঞ্জয় ।

মৎপূজনেন সর্বার্চা স্যাদ্ধ্রুবং নাত্ত সংশয়ঃ ॥ গ ॥

দেবানাং ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটীনাং বহুবচনত্বাৎ, আদিপদেন ঋষি-  
পিতৃদৈত্যাদীনাং গ্রহণম্ । তথা বর্ণাদীনাঞ্চ বর্ণানাং ব্রাহ্মণ-ক্షত্রিয়-  
বিট্-শূদ্রাণামাদিপদেনাপ্রমাণাং ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থসন্ন্যাসিনাং, চকা-  
রাৎ সঙ্করান্ত্যজাদীনাং সর্বেষামহং পূজ্যো নাপরঃ কোহপি । অতএব  
হে অর্জুন ! ধ্রুবমিতি নিশ্চয়ং মৎপূজনেন ময়ি পূজিতে সতি  
সর্বার্চা সকলদেবতষিপিতৃবর্ণাপ্রমাদীনাং পূজা ভবতাত্ত সংশয়ো  
নাভীতি ভাবঃ ।

কোথাও চ্যুত হন না, তাঁহার পূজাতে সকলের পূজা হয় । ভাবার্থ  
এই—সেই একমাত্র অচ্যুত সম্যক পূজিত হইলে সকল দেবতা ও  
পিতৃগণ নিঃসন্দেহে অতিশয় সন্তোষের সহিত পূজিত হন ।

মহাভারতে ভীষ্মপর্বে উত্তরগীতায় - 'আমি দেবাদির ও বর্ণাদির  
পূজ্য । আমার পূজাতে নিশ্চয় সকলের পূজা হয়, ইহাতে সন্দেহ  
নাই' । ( গ ) ।

দেব-শব্দে বহুবচনহেতু তেত্রিশকোটি দেবতা, আদি-পদে ঋষি-  
পিতৃ-দৈত্য প্রভৃতি, বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্షত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র, আদি-শব্দে  
ব্রহ্মচর্য্য-গাহস্থ্য-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস চারি আশ্রম, চ-কার হইতে সঙ্কর-  
অন্ত্যজাদি,—সকলের আমিই পূজ্য, আর কেহই নহে । অতএব হে  
অর্জুন ! আমি পূজিত হইলে সকল দেবতা-ঋষি-পিতৃ-বর্ণাপ্রমাদির  
নিশ্চিত পূজা হয়—এই বিষয়ে সন্দেহ নাই ।

### চতুর্থং প্রমাণম্

কিঞ্চ, যথা ঋগ্বেদে কৃষ্ণোপনিষদি—

ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ, কৃষ্ণ আদিপুরুষঃ, কৃষ্ণঃ পুরু-  
ষোত্তমঃ, কৃষ্ণো হা উ কৰ্ম্মাদিমূলঃ, কৃষ্ণঃ স হ সর্বৈকর্ষ্যঃ, কৃষ্ণঃ  
কাশংকৃদাদীশমুখপ্রভুপূজ্যঃ, কৃষ্ণোহনাদিত্তিস্তিমজ্জাণ্ডান্তর্বাহো যদ্বজলং  
তন্নভতে কৃতীতি ॥ ঘ ॥

ইহ সংসারে, বৈ অতিসত্যঃ কৃষ্ণশব্দস্যার্থঃ পুরৈব ব্যাখ্যাতঃ ;  
সচ্চিদানন্দঘনঃ স হি—গুরুসত্ত্ব ( সৎ ), অদ্বয়জ্ঞানং ( চিৎ ),  
অনির্বচনীয়সুখরসসন্দোহলাবণ্যাদি ( আনন্দং ) ইতি সর্ববৈভবাঃ,  
—এতৈর্হানো নবীনমেঘপূজবৎ শ্রীমচ্ছ্যামসুন্দরবিগ্রহঃ । যতঃ  
শ্রীকৃষ্ণোহনাদিন বিদ্যতে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বাহো আদির্হ্যমাৎ সঃ । অতএব  
স শ্রীকৃষ্ণ আদিপুরুষো যৎপরঃ সর্বারাধ্য কোহপি পুরুষো নাস্তি ।  
অতঃ কারণাৎ স শ্রীকৃষ্ণঃ ( এব ) পুরুষোত্তমো নান্যঃ । যথা  
শ্রীপুরাণোত্তমত্বমাহ শ্রীভগবদ্গীতায় ( ১৫।১৮ )—

ঋগ্বেদে কৃষ্ণোপনিষদেও এইরূপ—'ওঁ কৃষ্ণই সচ্চিদানন্দঘন,  
কৃষ্ণ আদিপুরুষ, কৃষ্ণ পুরুষোত্তম, কৃষ্ণ কৰ্ম্মাদিমূল, কৃষ্ণ সকলের  
একমাত্র প্রভু, কৃষ্ণ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদি ঈশ্বরপ্রমুখ দেবগণের প্রভু ও  
পূজ্য, কৃষ্ণ অনাদি, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে যত মঙ্গল, কৃষ্ণসেবক  
কৃতী ব্যক্তি তৎসমস্ত মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণই লাভ করিয়া থাকেন ।' ( ঘ ) ।

এই সংসারে, কৃষ্ণশব্দের নিশ্চিত অতিসত্য অর্থ পূর্বেই  
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । সচ্চিদানন্দঘন—কৃষ্ণ সৎ বা গুরুসত্ত্ব, চিৎ বা  
অদ্বয়জ্ঞান, আনন্দ বা অনির্বচনীয়-সুখরস-সন্দোহলাবণ্যাদি, এই  
সকল বৈভবঃ,—এই সকলের দ্বারা ঘন অর্থাৎ মুণ্ডিমান্, নূতনমেঘ-  
পূজের ন্যায় শ্রীশ্যামসুন্দর-বিগ্রহ । যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ অনাদি—ব্রহ্মাণ্ডের  
অন্তরে বাহিরে যাহারা আদি নাই ; অতএব তিনি আদিপুরুষ যাহা  
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সর্বারাধ্য কোন পুরুষ নাই । এই কারণে শ্রীকৃষ্ণই  
পুরুষোত্তম—আর কেহ নহেন ।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

যস্মাৎ ব্রহ্মেন্দ্রাদীন্দ্রগোপপর্যন্তসর্বভূতাত্মকঃ কৃৎস্নং জগৎ ক্ষরং বিনাশি, অহং তদতীতো নিত্যদ্বাত্ত্বিনো যতো নিত্যধামস্থায়ী সৈব । তথা অক্ষরাদপি অবিনাশিনো মহাপ্রলয়েহপি মদংকলা-  
স্বরূপ-শ্রীমদ্বিরাডাদি-সর্বাবতারাদপ্যুত্তমোহহং, যতঃ সর্বাবতারী-  
বিরাট্, তস্মাদহং শ্রেষ্ঠঃ,—এতৎপ্রকটলীলয়োক্তম্ । চকারাদন্ত-  
লীলয়া তু ভবপ্রথারোহান্নতোহপি(১) মম পরমানন্দসন্দোহোহ-  
বিরতাপরিমিততোর্ধ্য-নিষেবিত-রস-সুখস্বরূপানন্দমন্দির-সুখধামা ।  
তত্রাহং বিশুদ্ধসত্ত্বত্বেন শ্রীমৎপরমানন্দময়ঃ সততং শ্রীমদস্ববাহারী  
ভূত্বা নিবসামি । তত্র ( অহং ) কৈশিকতত্ত্বসুখভজননিষ্ঠৈর্মদ্রসিক-  
ভূতৈর্জ্যো ন তু সর্বৈঃ । অতঃ কারণং লোকে চতুর্দশভুবনে বেদে

যেমন শ্রীভগবদ্গীতায় (১৫।১৮) শ্রীকৃষ্ণের পুরুষোত্তমত্ব কথিত  
হইয়াছে ‘যেহেতু আমি ক্ষরবস্তুর অতীত, অক্ষরবস্ত হইতেও উত্তম,  
অতএব বেদে ও লোকে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ’ । যেহেতু  
ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি হইতে ইন্দ্রগোপনট পর্যন্ত সর্বভূতাত্মক সমগ্র জগৎ  
ক্ষর বা বিনাশশীল, আমি নিত্য বলিয়া উহার অতীত, সর্বদা নিত্য-  
ধামস্থায়ী । সেইরূপ অক্ষর অর্থাৎ মহাপ্রলয়েও অবিনাশী আমার  
অংশকলাস্বরূপ শ্রীবিরাডাদি সকল অবতার হইতেও উত্তম, সর্বাবতারী  
বিরাট্ হইতেও আমি শ্রেষ্ঠ । ইহা প্রকটলীলানুসারে কথিত হইল ।  
কিন্তু চ-কারদ্বারা জাপিত নিত্য অপ্রকট অন্তলীলানুসারে—তোমার  
(অজ্ঞানের) রথারূঢ় আমার স্বরূপ অপেক্ষা আমার পরমানন্দরাশি  
অবিরাম অশেষ-তোর্ধ্য-সম্বন্ধিত রসময়, সুখস্বরূপ আনন্দনিকেতন,  
সুখের আধার । আমার বিশুদ্ধসত্ত্বতোহেতু আমি পরমসৌন্দর্য্যানন্দময়-  
স্বরূপে নিত্যবিগ্রহে উহাতে সর্বদা অবস্থিত । নিত্যানন্দবিগ্রহস্বরূপে

(১) ভবপ্রথারোহাদি পাঠান্তরম্ ।

ঋক্সামাথর্বযজুঃসারে, চকারাৎ ভারতপুরাণোপপুরাণাগম-রামায়ণ-  
ধর্মশাস্ত্র-বেদান্তাদিষট্টিসিদ্ধান্তশাস্ত্রাদিসারে চেতুঃতৎ যথাার্থ্যেন । কিং  
তৎ?—মামৃতে চতুরশীতিলক্ষযোনিভ্রমণসংসৃতিবন্ধনাদুক্তঃ সেব্য-  
সেবকত্বেন ভজনমার্গে কোহপ্যন্যঃ সেব্যো নাস্তীতি নিশ্চিত্য মন্ত্রজন-  
নিষ্ঠোপাসকানামানন্যাশরণানাং(১) প্রোৎসাহায় নান্মনা শ্রীপুরুষোত্তমঃ  
প্রথিতঃ প্রকর্ষণে খ্যাতোহস্মি । অন্নায়াং ভাবঃ,—হে অজ্ঞান ।  
মদন্যভুক্তান্ত শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দ-নারায়ণ-বাসুদেব-মুকুন্দানন্তাত্মাদি-  
নামধেয়শ্রবণমাত্রেন বাহ্যাতঃপরমানন্দিতো ভবতি । অতএব তৎ-  
সেব্য-প্রভুত্বেনাহমেব শ্রীপুরুষোত্তমো নান্যঃ কোহ্যপ্যপ ইত্যর্থঃ ।

অতএব শ্রীকৃষ্ণঃ কর্মাদিমূলং, হা উ ইতি গানবিশেষণ বেদ-  
বিভিগীয়তে । কর্মাণি,—নিত্যনৈমিত্তিককাম্যানি, কর্মভ্রমার্থঃ পূর্বৈব

আমি সুখস্বরূপে ভজননিষ্ঠ কোন কোন রসিকভক্তগণের মাত্র জ্ঞেয়—  
সকলের নহি । এই কারণে চতুর্দশভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডে, ঋক্সামাথর্ব-  
যজুঃসারে, ভারত-পুরাণ-উপপুরাণ-আগম-রামায়ণ-ধর্মশাস্ত্র-বেদান্তাদি-  
ষট্টি-সিদ্ধান্তশাস্ত্রাদিসারে, বেদেও ইহা যথার্থরূপে উক্ত হইয়াছে যে,  
ভজনমার্গে আমি ভিন্ন অপর কেহ চৌরশীলক্ষ যোনি ভ্রমণরূপ  
সংসারবন্ধন হইতে উদ্ধারকর্তা নাই—ইহা নিশ্চয় করিয়া আমার  
ভজননিষ্ঠ অনন্যাশরণ উপাসকগণের প্রকৃষ্ট উৎসাহের জন্য আমি  
শ্রীপুরুষোত্তম বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ । ভাবার্থ এই—হে অজ্ঞান ।  
আমার একান্ত ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দ-নারায়ণ-বাসুদেব-মুকুন্দ-অনন্ত-  
অচ্যুতাদি নাম শ্রবণমাত্রে অন্তরে বাহিরে পরমানন্দিত হন । অতএব  
তাঁহার সেব্য প্রভুরূপে আমিই শ্রীপুরুষোত্তম—অপর কেহ নহেন ।

অতএব শ্রীকৃষ্ণ কর্মাদিমূল । হা উ প্রভৃতি শব্দ বেদগানে গীত  
হইয়া থাকে । কর্মসকল—নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য ; কর্মভ্রমের অর্থ  
পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; আদি-পদে—গণেশাদি নানা-দেবতা-

(১) সন্তজননিষ্ঠ.....

ব্যাখ্যাতঃ । আদিপদেন গণেশাদিনানাদেবতোপদেবতাদিপূজা, পিতৃ-  
লোকশ্রাদ্ধতর্পণাদিক্রিয়া, অপরমগযজ্ঞদানব্রতহোমতপোযোগাদয়শ্চ ।  
এতেষাং সর্বকর্মণাং মূলং মূলস্বরূপঃ । যথাবিধি শ্রীকৃষ্ণ এক-  
স্মিন্নভ্যাক্তিতে সতি নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্য-বিবুধাদিপূজন-পিতৃশ্রাদ্ধাদি-  
যোগযজ্ঞদান-ব্রত-হোমতপোযোগাদি-সকলং পরিপূর্ণং স্যাৎ, তত্ত্বৎ-  
কর্ম-ফলোদয়শ্চ শ্রীকৃষ্ণার্চনাৎ ভবতি, নান্ন সন্দেহঃ ।

### কৃষ্ণস্য সর্বৈকপূজ্যত্বং

সর্বৈকার্থ্যঃ সর্বেষাং সকলদেবতাম্বিপিতৃমনুষ্যদৈত্যাদীনামেকঃ  
( আর্থ্যঃ ) স প্রভুঃ পূজনীয়ঃ । অন্যেষাং কা বার্তা—স শ্রীকৃষ্ণঃ  
কাশংকৃদাদীশমুখপ্রভুপূজ্যঃ । কো ব্রহ্মা, অকারো বিষ্ণুঃ, শংকুৎ  
মহাদেবো, গুণগ্রন্থ-স্থিতিস্থিতিপ্রলয়াদিকারিণামেতেষাম্ । আদিপদেন  
সনক - সনাতন - সনন্দন - সনৎকুমার-মরীচ্যগিরিঃ-পুলস্ত্য-পুলহ-ক্রতু-  
ভৃগু-বশিষ্ঠ-দক্ষ-নারদ-স্বায়ম্ভুব-মন্দোদরীনাং ব্রহ্মপুত্রাণাং, এতৎপুত্রপৌত্র-  
প্রপৌত্রব্রহ্মপ্রপৌত্রাদ্যুত্তবানামখিল-প্রজাপতি-দেবতাম্বিমুনি-মনুষ্যাসুরাদি-

উপদেবতা-পূজা, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি ক্রিয়া, অন্যান্য যোগ-যজ্ঞ-  
দান-ব্রত-হোম-তপো-যোগাদি ; এই সকল কর্মের মূলস্বরূপ । এক  
শ্রীকৃষ্ণ যথাবিধি অভ্যাক্ত হইলে নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য-দেবতাদিপূজা,  
পিতৃশ্রাদ্ধাদি-যোগ-যজ্ঞ-দান-ব্রত-হোম-তপো-যোগাদি সমস্তই পূর্ণতা  
লাভ করে, শ্রীকৃষ্ণার্চন হইতেই সেই সেই কর্মসকলের ফলোদয়ও  
হইয়া থাকে—সন্দেহ নাই । সর্বৈকার্থ্য্য সকল দেবতা-ঋষি-পিতৃ-  
মনুষ্য-দৈত্যাদির একমাত্র আর্থ্য বা পূজনীয় প্রভু ।

অপরের কি কথা?—সেই শ্রীকৃষ্ণ কাশংকৃদাদীশপ্রমুখ প্রভুগণেরও  
পূজ্য । ক ব্রহ্মা, অ বিষ্ণু, শংকুৎ মহাদেব—ত্রিগুণের অধিষ্ঠানে  
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী ইহাদের ; আদি-পরে—সনক-সনাতন-সনন্দন-  
সনৎকুমার-মরীচি-অগ্নিরা-পুলস্ত্য-পুলহ-ক্রতু-ভৃগু-বশিষ্ঠ-দক্ষ-নারদ-  
স্বায়ম্ভুব-মনু প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্রগণ, ইহাদের পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র-ব্রহ্মপ্রপৌত্র-

তির্য্যগ্‌যোসাদিসম্ভবানাং ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতানাং স্থাবরজঙ্গমাदीनां ग्रहणं,  
तेश्चामीशो विराट्स्वराडादिर्मुखः आदिर्येषां तेषां—विराडादीनां,  
श्रीमदनन्त-कारणार्णवशान्तिरौदशान्ति-गर्भोदशान्ति-मत्स्य-कूर्म-वराह-  
नरसिंह-वामन-रामग्रन्थ-बुद्ध-कल्पापरविधापरिमित्वावताराणां, तथा  
परमपदस्थानिनः श्रीवैकुण्ठनाथस्यापि, तथा गोलोकधाम्न ईश्वरस्य  
प्रभुः श्रीकृष्णः । अतो ब्रह्माण्डवर्षाह्यस्तितानां सर्वेषां पूज्यः ।  
अतस्तस्मिन् श्रीकृष्ण अभ्यर्चनप्रसंगे सत्याजाण्डवर्षाहो यन्मगलं यद्दृश्यं  
( तत्सर्वमित्यर्थः ) ; अन्यकर्म्यकरणेन प्रत्यावाग्नौ न भवति तस्य  
कृतिनः,—किन्तु स हि कृती मननशीलोह्नन्यशरणो(१) विवेकी  
सर्वार्थपरिपूर्णं यन्मगलं सर्वकल्याणं तल्लभते ।

### পিতৃদেবার্চননিষেধে দ্বিতীয়ং প্রমাণং

কিঞ্চ কান্দে রেবাখণ্ডে —

সঙ্কল্পক তদা দানং পিতৃ-দেবার্চনাদিকম্ ।

বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টশ্চৈব কুর্যাৎ কুশধারণম্ ॥ ২ ॥

তদংশীয়গণ, সকল প্রজাপতি-দেবতা-ঋষি-মুনি-মনুষ্য-অসুরাদি-  
তির্য্যগ্‌-যোনি প্রভৃতি হইতে জাতগণ ও ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত স্থাবর-  
জঙ্গমাди । ইহাদের ঈশ্বর বিরাট্ মুখ বা আদি যাহাদের, সেই  
বিরাডাদি শ্রীঅনন্ত-কারণার্ণবশান্টি-রৌদশান্টি-গর্ভোদশান্টি-মৎস্য-  
কূর্ম-বরাহ-নরসিংহ-বামন-রামগ্রন্থ-বুদ্ধ-কলিক ও অপরাপর অসংখ্য  
অবতারগণের, তদ্রূপ পরমপদস্থায়ী শ্রীবৈকুণ্ঠনাথেরও, তদ্রূপ গুণবৎ-  
স্বরূপ গোলোকধামেরও প্রভু—শ্রীকৃষ্ণ । অতএব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে  
বাহিরে অবস্থিত সকলের পূজ্য । সুতরাং সেই শ্রীকৃষ্ণ অনুকূল  
অর্চনের দ্বারা প্রসন্ন হইলে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে যাহা কিছু মগল,  
—[ অন্য কর্মসকলের অকরণে কৃষ্ণসেবী কৃতীর কোন প্রত্যাবায় হয়

( ১ ) মননলীলঃ ।

চেদু যদি বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টো লোকমাত্রস্তদা পিতৃদেবার্চনাদিকং  
ন কুর্য্যাৎ । পিতৃপদেন সকলপিতৃমাতৃলোকস্য গ্রহণং, তস্যার্চনমিত্যে-  
তেন শ্রাদ্ধতর্পণাদিকৃত্যং, দেবার্চনমিত্যেতেন গণেশাদিসর্বদেবানাং  
পূজনং, আদিপদেন নিত্যনৈমিত্তিককাম্যাদ্যপরং নামাপরাধজনকং  
সমস্তং কর্ম ; তথা সঙ্কল্পং—তত্ত্বকর্মফলোদ্দেশ্যকারকমনোহনুসঙ্কা-  
রণং, তথা দানং—ফলাকাঙ্ক্ষিত্বেন বাক্যরচনয়া যদানং ; তথা  
কুশধারণং,—চকারাদপরাপি শ্রীভগবদ্ব্যর্থনিষিদ্ধানি যানি যানি  
কর্মানি তান্যপি ন কুর্যাদিত্যম্বয়ঃ ।

### অত্র পূর্বপক্ষঃ

ননু মন্বাদিধর্মশাস্ত্রোক্তবচনপ্রমাণতয়া বর্ণাদিমনুষ্যমাত্রস্য  
ঋণানি ষট্ ত্বদধীনতঞ্চ ভবতি । যথা বিষ্ণুঃ,—  
দেবতাপিতৃবন্ধনামৃষিভূতনৃণাস্তথা ।  
ঋণী স্যাত্তদধীনশ্চ বর্ণাদির্জন্মমাত্রতঃ ॥ .

না ] সেই সমস্ত সর্বাভীষ্টপরিপূর্ণ কল্যাণ অনন্য-শরণ মননশীল  
বিবেকী কৃতী জন লাভ করিয়া থাকেন ।

( পিতৃদেবার্চননিষেধে দ্বিতীয় প্রমাণ ) ক্ষুদ্রপুরাণে রেবাখণ্ডে—  
‘যদি মানব বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্ট হন, তাহা হইলে তিনি সঙ্কল্প, দান,  
পিতৃদেবার্চনাদি ও কুশধারণ করিবেন না’ ॥ ২ ॥

লোকমাত্রই যদি বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্ট হন, তখন তিনি পিতৃ-  
দেবার্চনাদি করিবেন না । পিতৃশব্দে—সকল পিতৃমাতৃলোকের গ্রহণ,  
তাহার অর্চন—অর্থাৎ শ্রাদ্ধতর্পণাদি কৃত্য ; দেবার্চন-পদে গণে-  
শাদি সকল দেবতার পূজা ; আদি শব্দে—নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যাদি  
নামাপরাধ-জনক অপর যাবতীয় কর্ম ; সঙ্কল্প—বিবিধ কর্মফলের  
উদ্দেশ্য মনঃস্থাপন ; দান—ফলাকাঙ্ক্ষরূপে বাক্যরচনাপূর্বক দান ;  
কুশধারণ, এবং চ-কার হইতে ভগবদ্ব্যর্থ নিষিদ্ধ যে-সকল কর্ম,  
তৎসমস্তও করিবেন না ।

### উত্তরপক্ষে মুকুন্দসেবয়া সর্বানুণ্যং

তত্ত্ব শ্রীভগবন্মামমন্ত্রোপদিষ্টানন্যশরণগৃহস্থাদি-নরমাত্রস্য ন  
স্যাদিত্যাহ শ্রীভাগবতে ( ১১।৫।৪১ )—

দেবষিভূতাত্ত্বানুণ্যং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নামমুণী চ রাজন্ ।

সর্বাঅনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহত্য কর্ত্তম্ ॥

যঃ কশ্চিদ্ বর্ণাশ্রমাদিস্থো মানুষমাত্রঃ, সর্বাঅনা ( ইত্যস্য )  
অর্থমর্থঃ,—শ্রীসদ্গুরু-পঞ্চসংস্কারপূর্বক-শ্রীভগবন্মামমন্ত্রোপদিষ্টা-  
নন্যশরণত্ব-শ্রীভগবদ্ব্যর্থ-শিক্ষাদৃত্তর-নিষ্ঠা-বিবেকত্ব-সদা-ভজনপ্রতাপ-  
নির্ভয়তে(১) বেদস্মৃতিপুরাণাদ্যন্ত-সাংসারিক-নিত্যনৈমিত্তিককাম্যাদ্য-  
পরসর্বকর্মসু তত্ত্বকর্মকর্মকর্ত্তৃত্বং বিহায়, যত অকর্ত্তা—  
অহঙ্কারবিমুক্তায়া কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ইতি ন্যায়াত্ কেবলং শ্রীভগবান্

( এস্থলে আপত্তি )—কিন্তু মন্বাদিধর্মশাস্ত্রোক্ত বচন-প্রমাণে  
চতুর্বর্ণাদি মনুষ্যমাত্রের ছয়প্রকার ঋণ ও তাহার দায়িত্ব আছে । যথা,  
বিষ্ণুসংহিতায় ‘বর্ণাদি জীব জন্মমাত্রই দেবতা-পিতৃ-বন্ধু-ঋষি-প্রাণি-  
মনুষ্যের নিকট ঋণী ও তাহাদের অধীন হয় ।’

( আপত্তি খণ্ডন )—কিন্তু শ্রীভগবানের নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত  
অন্যশরণ গৃহস্থাদি মনুষ্যমাত্রের তাহা হয় না । শ্রীমভাগবত (১১।৫।  
৪১) এই কথা বলেন,—‘হে রাজন্ ! যিনি অপর কর্ম পরিহার  
করিয়া শরণ্য মুকুন্দের সর্বতোভাবে শরণাগত হন, তিনি দেবতা,  
ঋষি, ভূত, আগু, মনুষ্য ও পিতৃগণের নিকট ঋণী ও কিঙ্কর হন না ।’

বর্ণাশ্রমাদিতে অবস্থিত যে-কোন মনুষ্য, সর্বতোভাবে অর্থাৎ  
শ্রীসদ্গুরুর নিকট পঞ্চসংস্কারে শ্রীভগবন্মাম-মন্ত্রে দীক্ষালাভপূর্বক  
অন্যশরণত্যাগী, শ্রীভগবদ্ব্যর্থশিক্ষাফলে দৃত্তর নিষ্ঠাবিবেকদ্বারা ও  
নিত্যভজন-প্রভাবে নির্ভয় হইয়া বেদ-স্মৃতি-পুরাণাদিতে উপদিষ্ট  
সাংসারিক নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য প্রভৃতি সকল কর্মে সেই সেই কর্মের

( ১ ) নির্ভয়তা ( ? ), নির্ভয়ত্বং, নির্ভরতঃ ।

মুকুন্দ এব পূজাতয়া শ্রোতব্যঃ কীৰ্ত্তিতব্যঃ সেব্যো বন্দনীয় ইত্যাদি, এতদ্ব্যতিরেকেণ তু সৰ্ব্বকৰ্ম্য বার্থং নশ্বরত্বাদিত্তি শুদ্ধান্তঃকরণত্বমিত্তি বিচারেণ(১) কৰ্ত্তং সেবানামাপরাধজনকং নিত্যাদি সমস্তং কৰ্ম্য, পরিহায্য সৰ্ব্বতোভাবেন ত্যক্ত, অস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্ভাহ্যে শ্রীমুকুন্দং বিনা কোহপি শরণ্যো নাস্তি ব্রহ্মেন্দ্রাদীনাং সৰ্ব্বলোকানাংমতঃ শরণ্যং শরণযোগ্যং, শ্রীমদ্ভক্তদীক্ষাসময়তঃ স্বয়ং বিক্রীতভৃত্যত্ব আত্মস্যাৎ-কুন্মহিমং(২) কৈবল্যেকং শ্রীমুকুন্দং,—মুকুন্দশব্দস্যার্থঃ পুরা ব্যাখ্যাতো যথাবসরং,—শরণং গতো ভববন্ধনান্মুক্তো ভবন্ ভূত্যবৎ সেবাং কৰ্ত্তুং তদ্রাস্ত্বেনোপস্থিতঃ, স দেবষিভূতাপ্তনৃণাং—দেবত্বেন ব্রহ্মেন্দ্রাদি-জয়ত্রিশংকোচিনাং, ঋষিভ্বেন দেবষি-মহষি-রাজর্ষ্যাদীনাং, ভূতত্বেন স্থাবরজঙ্গমাঙ্গাদীনাং জীবানামান্তত্বেন দারকন্যাপুত্রপৌত্রাদি-

কৰ্ত্তৃত্ব পরিহার করিয়া, —কারণ, ‘অহঙ্কারবিমুক্ত ব্যক্তি আপনাকে কৰ্তা মনে করে’—এই বিচারে স্বয়ং অকৰ্তা। একমাত্র পূজ্য বলিয়া শ্রীভগবান মুকুন্দই শ্রবণ-কীৰ্ত্তন-সেবা-বন্দনাদির একমাত্র বিষয় এবং এতদ্ব্যতীত নশ্বরতাহেতু সমস্ত কৰ্ম্যই বার্থ, ইহাই শুদ্ধান্তঃকরণতা—এই বিচারে সেবা-নামাপরাধজনক নিত্যাদি সমস্ত কৰ্ম্য সৰ্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া, এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে শ্রীমুকুন্দ বিনা ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি অপর কেহ সৰ্ব্বজীবের শরণ্য নাই—অতএব শরণার্থঃ সদৃশরূপ নিকট দীক্ষালাভের সময় হইতে দীক্ষিতজনকে বিক্রীত-ভৃত্যরূপে স্বয়ং আত্মসাৎকারি-মহিমময়, কৈবল্যের একমাত্র বিষয় শ্রীমুকুন্দের (মুকুন্দ-শব্দের অর্থ যথাস্থানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে) শরণলাভ-পূর্বক ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের দাসরূপে সেবা করিতে উপস্থিত; তিনি ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি তেত্রিশকোটি দেবগণের, দেবষি-মহষি রাজষিগণের, স্থাবর-জঙ্গমাদি ভূতগণের, স্ত্রী-কন্যা-পুত্র

(১) শুদ্ধান্তঃকরণমিত্তি বিচারেণ (?), শুদ্ধান্তঃকরণমিত্তি বিচারেণ।

(২) বিক্রীতভৃত্যত্বাৎকুন্মহিমং (?)

সহোদর-সগোত্রাদীনাং, নৃণামিত্যেনে নমুশ্যমাত্রাণাং, পিতৃণামিত্যেনে সকলপিতৃলোকানাং, চকারাদুপদেবতাদীনাং ন ঋণী নাধর্মণো, ন কিঙ্করো ন সেবক ইত্যতিনিশ্চয়তঃ।

### ঋণিকিঙ্করশব্দতাৎপর্যম্

হে রাজন্ পরীক্ষিৎ। ঋণিকিঙ্করয়োনির্গলিতার্থঃ কথ্যতে তৎ শৃণু,—দেবতানাং তর্পণপূজাদিকে কৃতে সতি লোকেষুমাং কিঙ্করো ভবতি, এবং সৰ্ব্বত্র; তথা ঋষীণাং তর্পণপূজনে, তথা ভূতানাং সৰ্ব-জীবমাত্রাণাং অন্নজলাদিভিঃ সন্তর্পণমাত্তানাং স্বকীয়জনানাং দারপুত্র-কন্যাাদীনাং পরিপোষণপূর্বকপুত্রকন্যা-জাত-কৰ্ম্যাদি সৰ্ব্বসংস্কার-দিকং কৰ্ম্য, নৃণাং নমুশ্যমাত্রাণামতিথ্যাভ্যাগতস্বরূপেণ যথাবিধি সেবনং, তথা পিতৃণাং জীবতঃ পিতৃঃ সেবাদিপূর্বকং পশ্চাৎ তৎপক্ষত্বে সতি শ্রাদ্ধতর্পণাদিকম্; সকলৈতৎ কৰ্ম্যণ্যকৃতে ঋণী, কৃতে, তু কিঙ্কর ইত্যর্থঃ।

নবনব্যশরণাচরণং কেবলশ্রীভগবৎপূজাদিকং বিনা কৰ্ম্য-

পৌত্রাদি-সহোদর-সগোত্রাদিগণের, নমুশ্যমাত্রের, সকল পিতৃপুরুষের ও উপদেবতাদির সুনিশ্চিতই ঋণী ও সেবক হন না।

হে রাজন্। ঋণি-কিঙ্কর-শব্দের তাৎপর্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। লোক দেবতাদির তর্পণ-পূজাদি করিলে তাঁহাদের কিঙ্কর হয়, তদ্রূপ সকলের। ঋষিগণের তর্পণ-পূজা, অন্ন-জলাদির দ্বারা সকল জীব-মাত্রের তৃপ্তি-বিধান, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদি নিজ-জনের পরিপোষণ-পূর্বক পুত্র-কন্যাদির জাতকন্মাদি সংস্কার-কাৰ্য্য, অতিথি-অভ্যাগতরূপে সমাগত জীবমাত্রের যথাবিধি সেবা, পিতার জীবনকালে সেবাদি বিধান ও তাঁহার পক্ষত্ব-প্রাপ্তিতে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি,—এই সকল কৰ্ম্য অনুষ্ঠিত না হইলে ঋণী, অনুষ্ঠিত হইলে কিঙ্কর হয়।

কিন্তু অনন্যশরণগণের আচরণীয় কেবল শ্রীভগবৎপূজাদি ব্যতীত পিতৃদেবান্দিদ্বারা কৰ্ম্যলোলুপ কন্মিগণের মৃত্যুর পরে স্বর্গাদিলোক-



লোলুপকর্মুষ্ঠানাং পিতৃ-দেবান্দ্রাদিভিরবশ্যমেব পশ্চাৎ পঞ্চত্রে সতি  
তত্তদেবতা-পিতৃলোকাদিগমনং ততঃ পুনরাবর্তনং নশ্বরত্বাৎ । অগ্র  
শ্রীভগবদ্বচনেনৈব প্রমাণয়তি, যথা শ্রীভগবদ্গীতায়াং ( ৯।২৫ )—

### অন্যার্চনস্য নশ্বরফলকত্বং

যাস্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যাস্তি পিতৃব্রতাঃ ।

ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যা যাস্তি মদৃযাজিনোহপি মাম্ ॥

ব্রহ্মেন্দ্রাদিসর্বদেবেষু ব্রতং পূজা-জপ-যজ্ঞ-হোম-তর্পণাদিনৈকান্ত-  
ভাবো যেমাং তে পশ্চাদন্তকালে দেবান্ তত্তদেবলোকান্ যাস্তি, পুনরা-  
বর্তনং প্রাপ্নুবন্তি ( চ ) । এবং বিশিষ্টানাং মম সেবাবহির্মুখানাং  
মহাপ্রলয়কালপর্যন্তম্ । তত্তদেবতাপাসকানামপি ( তান্ ) বিহায়  
অপরাপদেবতাদি-সেবনাপরানেক-শতশতনিম্ম্যকর্ম-কর্তৃত্বেন মন্যায়-  
মোহিতধিয়াং তেষাং চতুরশীতিলক্ষমোনিম্রমণমবশ্যমেব ভবতি, নাগ্র  
সন্দেহঃ । তথা মহাশুরৌ পিতরি জীবতি সতি ভক্ত্যা তৎসেবনা-  
দিকং বিনা, তন্মিন্ যথাকালে যথাতথা পঞ্চত্বমাপ্নে সতি তন্মৃতাহং

গমন এবং নশ্বরত্বহেতু তথা হইতে পুনরাবর্তন হইয়া থাকে । ইহা  
শ্রীভগবদ্বাক্য হইতেই প্রমাণিত হইতেছে । যথা শ্রীগীতায় ( ৯।২৫ )—  
'দেবব্রতগণ দেবলোক, পিতৃব্রতগণ পিতৃলোক, ভূতযাজিগণ ভূতলোক,  
আমার সেবকগণ আমাকেই প্রাপ্ত হয় ।' পূজা-জপ-যজ্ঞ-হোম-তর্পণাদি-  
দ্বারা ব্রহ্মেন্দ্রাদি দেবতাগণে একান্তভাবেবিশিষ্ট দেবব্রতগণ অন্তকালে  
সেই সকল দেবতার ধামে গমন করে এবং তথা হইতে পুনরাবর্তনও  
হয় । আমার সেবাবহির্মুখ এতাদৃশ বিবিধ দেবোপাসকগণ আমার  
মান্যায় মোহিতবুজি হইয়া সেই সকল উপাস্যকেও পরিত্যাগ-পূর্বক  
অপর দেবাদির সেবা ও অপরাপর বহু শত শত নিম্ম্য কর্মের  
কর্তৃত্বহেতু মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত চৌরাশীলক্ষমোনি অবশ্যই ভ্রমণ  
করিয়া থাকে—ইহাতে সন্দেহ নাই । আমার ভক্তগণ পরমপূজ্য  
পিতার জীবিতকালে ভক্তিপূর্বক তাঁহার সেবাদি, পরে পিতার মৃত্যুতে

প্রাপ্য বর্ণাপ্রমাদিষু সর্বজীবেষু ভূরিভোজনাচরণব্যতিরেকেণ,—যদি  
তু মন্ত্রশাস্তদা ব্রাহ্মণাদি জীবমাগ্রেষু বিশেষতো বৈষ্ণবেষু চ সহজেনাম-  
জলাদি-নিবেদনং বিনা, তেষাং পিতৃভ্যঃ শ্রীমহাপ্রসাদচরণোদকাদি-  
নিবেদনব্যাকং বিনা চ —মদ্বির্মুখভাবেতত্তর্পণশ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরত্বেন  
ব্যাকরণচনাসংঘাতব্রতং যেমাং তর্পণশ্রাদ্ধাদি-ব্যাকরণচনাসংঘাতক্রিয়া-  
পর্যাপ্য কশ্মীণাং তে তথা পিতৃলোকান্ যাস্তি তৎকর্মবশাৎ । তথা  
ভূতেষু ভূতপ্রেতগিণাচ-বিনায়ক-মাতৃগণ-ডাকিনী-যোগিনীগণ-ক্ষেত্র-  
পালাদিগণ-কবন্ধপগণ-ভৈরবগণাদ্যুপদেবতারুন্দেষু নানামুত্তিবিবিধ-  
প্রকারেষু ইজ্যা পূজা যেমাং তে ভূতেজ্যা ভূতানি ভূতাদীনাং যানি  
যানি স্থানানি তানি যাস্তি । তথাহনন্যশরণত্বেন কেবলমেকং মাং  
যন্তুং শীলং যেমাং তে মদৃযাজিনো মন্দাসভক্তাঃ, তে তু মাং নিত্যম-  
ব্যয়ং নিজধামবিরাজমানং পরমানন্দসন্দোহার্ণবঘনশ্যামসুন্দরস্বরূপ-  
বিগ্রহং যাস্তি । অয়মর্থঃ যতোহনন্যশরণানাং সেব্যোচ্চতং ন ত  
ব্রাহ্মণাদি জীবমাগ্রে -বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণকে সহজলভ্য অন্ন-জলাদি  
এবং সেই পিতাকে শ্রীমহাপ্রসাদ ও শ্রীভগবদ্চরণামৃত প্রদান করিয়া  
থাকেন । অপরে পিতার জীবিতকালে ভক্তিপূর্বক তাঁহার সেবাদি,  
পরে যথাকালে যথাতথা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে পিতার মৃত্যুতে বর্ণাপ্রমী  
প্রভৃতি সকল জীবকে ভূরিভোজন করাইয়া থাকে । অধিকন্তু তাহার  
ভগবৎসেবাবিমুখতাবশতঃ শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি ব্যাকরণচনাসংঘাতক্রিয়া-  
পরায়ণ কশ্মী হয় । ইহারা পিতৃব্রত—তাদৃশকর্মফলে পিতৃলোকে  
গমন করিয়া থাকে । ভূতেজ্যাগণ অর্থাৎ নানা প্রকার মুত্তিবিশিষ্ট  
ভূত-প্রেত-গিণাচ-বিনায়ক-মাতৃগণ-ডাকিনী-যোগিনী-ক্ষেত্রপাল-কবন্ধ-  
ভৈরবাদি উপদেবতারুন্দের পূজাপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভূতাদির বিবিধ স্থান  
প্রাপ্ত হয় । অনন্যশরণভাবে কেবল আমার যজনশীলগণই—মদৃযাজী  
আমার দাস ভক্ত । ইহারা নিজ-ধামে বিরাজমান পরমানন্দরাশি-  
বারিধি ঘনশ্যামসুন্দর নিত্য অব্যয় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ আমার নিকট  
গমন করেন । অর্থ এই—যেহেতু আমি অনন্যশরণগণের সেব্য,—

দৈবমিশ্রাণাং, অতএব মন্নিজসেবকত্বেন মদ্ধামোপেত্য যথৈবেহ মদ্-  
যাজিস্থা মন্নিজধামনি তে মদ্দাসা মম তত্ত্বৎসেবাং কুর্ষন্তীত্যর্থঃ—  
নাত্র সন্দেহঃ ।

### পিতৃদেবার্চননিষেধে তৃতীয়ং প্রমাণম্

তথা বশিষ্ঠসংহিতায়াং—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং দানং সঙ্কল্পমেব চ ।

দৈবং কৰ্ম্ম তথা পৈত্ৰং ন কুর্যাদৈবম্বো গৃহী ॥ ৩ ॥

দৈবং দেবপূজাদিকং কৃত্যং, পৈত্ৰং পিতৃশ্রাদ্ধতর্পণাদিকৃত্যম্ ;  
ব্রহ্মচর্যাদীনাং করণাকরণয়োঃ কো বিচারঃ ?—কিন্তু গৃহী গৃহস্থো-  
হপি বৈষ্ণবঃ সদ্গুরুকেবলবিষ্ণুনামমন্ত্রোপদিষ্টঃ অনন্যশরণত্বেন  
কেবলশ্রীবিষ্ণুপূজাদিকং বিনা নিত্যাদিকং কিঞ্চিৎ কৰ্ম্ম ন করিষ্যতী-  
ত্যবয়ঃ ।

দৈবমিশ্রগণের সেবা নাই ; অতএব তাঁহারা আমার সেবক বলিয়া  
ইহলোকে আমার ধাম আশ্রয়-পূর্ব্বক যেমন আমার সেবা করেন,  
আমার নিজ-ধামে আগমন-পূর্ব্বকও সেইরূপ আমার বিবিধ সেবা  
করিয়া থাকেন—সন্দেহ নাই ।

(পিতৃদেবার্চন-নিষেধে তৃতীয় প্রমাণ)—বশিষ্ঠসংহিতায় আছে,  
—‘বৈষ্ণব-গৃহী নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, দান, সঙ্কল্প, দৈব ও পৈত্ৰ  
কৰ্ম্ম করিবেন না ॥’ ৩ ॥ দৈব-অর্থ—দেবপূজাদি কৃত্য, পৈত্ৰ-অর্থ—  
পিতৃশ্রাদ্ধ-তর্পণাদি কৃত্য । ব্রহ্মচারী প্রভৃতির ‘করা না করা’ বিচারের  
কি কথা ? সদ্গুরুর নিকট কেবল বিষ্ণুনাম-মন্ত্রে দীক্ষিত গৃহস্থ-  
বৈষ্ণবও অনন্যশরণতাহেতু কেবল শ্রীবিষ্ণুপূজাদি বিনা নিত্যাদি কিছু  
কৰ্ম্মই করিবেন না ।

### পিতৃদেবার্চননিষেধে চতুর্থং প্রমাণম্

তথা রুদ্রযামলে চ—

ইতরেমাঞ্চ দেবানাং মনসা যদি পূজনম্ ।

বিষ্ণুভক্তস্ত কুরুতে হ্যপরাধাৎ পতত্যঃ ॥ ৪ ॥

ইতরেমাং শ্রীবিষ্ণোর্দেবাধিদেবাৎ ভিন্নতরগণেশাদীনাং, মনসা—  
আবাহন-বিসর্জনাভিভূতদেবতামূর্ত্যাদিপূজা দূরে তিষ্ঠতু, কেবলং  
মানসেন দেবতাপূজনং, চ-কারাৎ তথা নিত্যনৈমিত্তিককাম্যাপরপিতৃ-  
শ্রাদ্ধ-তর্পণাদিকং কৰ্ম্ম চ । অন্যোমাং কা কথা—শ্রীবিষ্ণুভক্তস্ত মোহাৎ  
ভ্রম-প্রমাদাদ্বা যদি কুরুতে তদা সেবানামাপরাধতোহধঃপতি ।  
কিং তৎ ?—তত্বেককৰ্ম্মরজ্জুভির্বদ্ধস্য পুনঃপুনর্জন্মমরণতঃ কদাপ্যুর্দ্ধ-  
গমনং কদাপ্যধোগমনম্ । স এবং বিধো ভবতি ।

### পিতৃদেবার্চননিষেধে পঞ্চমং প্রমাণং

পাদে

বৈষ্ণবস্য ন সঙ্কল্পো নো দানং ন চ কাম্যনা ।

প্রায়শ্চিত্তঞ্চ নো যাগঃ সন্তুদেবাদিপূজনম্ ॥

(পিতৃদেবার্চন-নিষেধে চতুর্থ প্রমাণ) —তদ্রূপ রুদ্রযামলেও—  
‘বিষ্ণুভক্ত যদি মনেও অপর দেবতার পূজা করেন, তাহা হইলে অপর-  
রাধেহেতু পতিত হন ॥’ ৪ ॥ অপরের অর্থাৎ দেবাদিদেব শ্রীবিষ্ণু  
হইতে ভিন্নতর গণেশাদি দেবগণের, মনে অর্থাৎ আবাহন-বিসর্জনাভি-  
পূর্ব্বক সেই সকল দেবতার মূর্ত্যাদিপূজা দূরে থাকুক, কেবল  
মানসেও অন্যদেবতার পূজা, চ-কার হইতে - নিত্য-নৈমিত্তিক-  
কাম্য, অন্যান্য পিতৃশ্রাদ্ধতর্পণাদি কৰ্ম্ম । অন্য কি কথা—বিষ্ণুভক্ত  
যদি মোহ, ভ্রম বা প্রমাদবশতঃ এই সকল অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন,  
তাহা হইলেও তিনি সেবানামাপরাধজনমে অধঃপতিত হন । তাহা  
কিরূপ ? —সেই সকল কৰ্ম্মরজ্জুদ্বারা বদ্ধ ব্যক্তির কখনও উর্দ্ধগমন,  
কখনও অধোগমন হয় । ঐ সকল কৰ্ম্মকারী তাদৃশ অবস্থাপন্ন হয় ।

শুদ্ধপূতঃ সদা কাৰ্ষ্যঃ কুশধারণবজ্জিতঃ ।  
কামসকল্লরহিতশ্চান্দ্রবাহ্যহরির্যতঃ ॥  
বৈষ্ণবো নান্যবিবুধানর্চয়েভ্যশ্চ নো নমোৎ ।  
ন পশ্যেভ্যাম্ গায়েক ন নিন্দেত স্মরেত্তথা ॥  
তেষাং ন ভঙ্কেদুচ্ছিষ্টমনন্যো নৈষ্ঠিতকো মুনিঃ ।  
ন তজ্জনানাং দেবর্ষে সঙ্গং কুর্যাৎ প্রযত্নতঃ ।

### বৈষ্ণবানাং স্মার্তকল্পিতপ্রায়শ্চিত্তনিষেধঃ

অনন্যশরণত্বেন শ্রীবিষ্ণুরেব সেব্যো यस্য তস্য তু সঙ্কল্পো নাস্তি, দানং নাস্তি, কামনা বিবিধমানসেপ্সিতক্রিয়া নাস্তি । চকারাৎ নিত্যনৈমিত্তিক কাম্যদেবতাপূজা-পিতৃ-শ্রাদ্ধতর্পণাদিহোম ব্রতযজ্ঞাদীনি বিবিধকর্ম্মাণি ন সন্তি । যাগো নাস্তি । সঙ্কল্পদানযাগশব্দস্যার্থঃ

(পিতৃদেবার্চন-নিষেধে পঞ্চম প্রমাণ) — পদ্মপুরাণে -‘বৈষ্ণবের সঙ্কল্প, দান, কামনা, প্রায়শ্চিত্ত, যাগ নাই । কিন্তু বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণাদির সেবা অবশ্য কর্তব্য । কৃষ্ণসেবক সর্বদা শুদ্ধ, পবিত্র, কুশধারণ-রহিত, কাম-সঙ্কল্পশূন্য -কারণ, তাঁহার অন্তরে বাহিরে শ্রীহরি । বৈষ্ণব অন্যদেবতাকে পূজা করিবেন না, তাঁহাদিগকে প্রণাম ও দর্শন করিবেন না, তাঁহাদিগের গান, নিন্দা, স্মরণ ও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবেন না । ‘হে দেবর্ষে ! অনন্য, নিষ্ঠাবান্, মুনি, বৈষ্ণব অন্যদেব-সেবকের সঙ্গ যত্নপূর্ব্বক করিবেন না ॥’ ৫ ॥

(বৈষ্ণবের পক্ষে স্মার্তকল্পিত প্রায়শ্চিত্ত) — অনন্যশরণতাহেতু শ্রীবিষ্ণুই যাহার সেবা, তাদৃশ বৈষ্ণবের সঙ্কল্প, দান, কামনা অর্থাৎ মনের অভিলষিত বিবিধ ক্রিয়া নাই । চ-কার হইতে — নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য-দেবতাপূজা-পিতৃশ্রাদ্ধ-তর্পণাদি - হোম - ব্রত - যজ্ঞাদি বিবিধ কর্ম্মও নাই, যাগ নাই । সঙ্কল্প, দান ও যাগ-শব্দের অর্থ পূর্ব্ব বিচারিত হইয়াছে । দৈব-বশতঃ সংঘটিত মহাপাতক, পাতক, অতিপাতক, উপপাতক, অনুপাতকাদি কর্ম্মের প্রত্যাবায় পরিহারের

পূর্ব্বং কল্পিতঃ । দৈববশান্নহাপাতকপাতক্কাতিপাতকোপপাতকানু-পাতকাদি-কর্ম্মপ্রত্যাবায়-পরিহারার্থং যৎ প্রায়শ্চিত্তং তদপি বৈষ্ণবস্য নাস্তি ।

### সাত্ত্বতপ্রায়শ্চিত্তবিধানং

কিন্তু চকারাদেব তৎ প্রাপ্যতে । কিং তৎ ? — কেবলং শ্রীগুরু-গোবিন্দতত্ত্বদভাবে তৎপন্নাস্তদভাবে তৎপূত্রাৎ, তদভাবে সতীর্থগুরু-ব্রাতৃতত্ত্বদভাবে সজাতীয়ানন্যশরণসাধুতঃ পুনঃপঞ্চসংস্কারপূর্ব্বকং শ্রীভগবন্মামজগ্রহণং, পুনঃ সংস্কারাতিশয়শুদ্ধস্য তস্য শ্রীবিষ্ণুপূজনং তন্মাদিশ্রবণ কীর্ত্তনস্মরণবন্দনাদিপূর্ব্বকং মহোৎসবাদিকং কর-ণীয়ম্ — (১) তদা সত্ত্বদেবাদিপূজনং সতান্মন্যকার্ষাদীনাং ভূদেবানাং

জন্ম যে-সকল (স্মার্তবিধানোক্ত) প্রায়শ্চিত্ত, তাহাও বৈষ্ণবের নাই । কিন্তু চ-শব্দের দ্বারা অন্যবিধ প্রায়শ্চিত্তের প্রাপ্তি সূচিত হইতেছে । তাহা এই — শ্রীগুরুগোবিন্দ, তদভাবে তৎপন্নী, তদভাবে তৎপূত্র, তদভাবে সতীর্থ গুরুব্রাতা, তদভাবে স্বজাতীয়শয় অনন্যশরণ সাধু হইতে পুনঃ পঞ্চ-সংস্কার-পূর্ব্বক শ্রীভগবন্মাম-মজ-গ্রহণ, পুনঃসংস্কারে অতিশয় শুদ্ধ হইয়া শ্রীবিষ্ণুপূজা এবং শ্রীভগবন্মামের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-বন্দনাদিপূর্ব্বক মহোৎসবাদি কর্তব্য ।

নারদপঞ্চরাত্র ভরদ্বাজসংহিতায় সাত্ত্বত-প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা এই-রূপ আছে, — একমাত্র শরণাগতিই পরম প্রায়শ্চিত্ত । অথবা, শ্রীবাসু-দেবকে স্মরণ-পূর্ব্বক কর্ম্মাত্মক প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য । বিষ্ণুভক্তের দর্শন, স্পর্শন, সেবা, স্মরণ, অন্ন-পানাদি, বাক্য, পদরজঃ, পদজল,

(২) নারদপঞ্চরাত্র ভরদ্বাজসংহিতায়াং সাত্ত্বতপ্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা এবং বর্ত্ততে, — প্রায়শ্চিত্তং তু পরমং প্রপত্তিস্য কেবলম্ । কুর্যাৎ কর্ম্মাত্মকং বাপি বাসুদেব-মনুস্মরন ॥ বিষ্টকোদ্বিষ্টভক্তস্য দৃষ্ট্যা স্পর্শেন সেবয়া । স্মরণেনান্নপানাদৌগিরা পাদরজেহুভিঃ ॥ বিষ্ণোনিবেদিতান্নাদৈজুহা তৎকীর্ত্তনাদিভিঃ । অভাগবত-দৃষ্ট্যাদেঃ শুদ্ধিরেবা বিশেষতঃ । কৃত্য যজাঃ সমস্তাশ্চ দানানি চ তপাংসি চ ।

শ্রীহরিনামমন্ত্র-গায়ত্রীমন্ত্রপুতানাং পূজনং স্নান-ভোজন-পান-তাম্বুল-  
ম্রক্-চন্দন-বস্ত্রাদিভিষখ-বিধিসেবনম্ । আদিপদেন যথাপরিমিতং  
যথাশক্তি মনুষ্যাদিসর্বজীবসম্পূর্ণমঙ্গলাদিভিরিতার্থঃ । এবমনেন  
প্রকারেণ বৈষ্ণবঃ সদা শুদ্ধঃ সদা পুতঃ, যতোহন্তর্বাহ্যহরিরনন্যাশ্রয়-  
ত্বাৎ । অতঃ কামসঙ্কল্পরহিতঃ কুশধারণবজ্জিতঃ ।

শ্রীভগবন্তুহাপ্রসাদ ও ভগবৎকীর্তনাদির দ্বারা বিশুদ্ধ হইবে । ইহাতে  
এইরূপে অবৈষ্ণবের দর্শন-স্পর্শন প্রভৃতির পরিশুদ্ধি বিশেষভাবে  
হইয়া থাকে । শ্রীহরির নিত্য অর্চনকারী ব্যক্তিসকল যজ্ঞ, দান,  
তপস্যা ও প্রায়শ্চিত্ত অশেষভাবে করিয়া থাকেন । ভগবৎসম্বন্ধিনী  
যাবতীয় ক্রিয়া ভাগবতগণের হৃদয়ে বটে । ঐ সকলের পুনরনুষ্ঠানই  
প্রায়শ্চিত্ত । শ্রীভগবানে ন্যাস বা আত্মসমর্পণ তাদৃশ সমর্পণের পূর্ব-  
কালীন ও উত্তরকালীন সকল পাপের ধ্বংস করিয়া থাকে । এইরূপ  
আত্মসমর্পণই সর্বপ্রকার অপরাধের পরম প্রায়শ্চিত্ত ।

পঞ্চান্তরে শ্রীভাগবতে ( ৬।১১৬ )—হে পরীক্ষিৎ ! নারায়ণ-  
পরামুখ ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তাদি অনুষ্ঠান করিলে পবিত্র হয় না । মদ্য-  
ভাত জলে ধুইলে পবিত্র হয় না ।

সত্ত্বদেবাদিপূজা সং অর্থাৎ অনন্যাকার্ষ্য শ্রীহরিনাম-মন্ত্র-  
গায়ত্রীপুত ব্রাহ্মণগণের (বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের) পূজা অর্থাৎ স্নান-ভোজন-  
পান-তাম্বুল-মালা-চন্দন-বস্ত্রাদি দ্বারা যথাবিধি সেবা । আদিপদে—  
শক্ত্যানুসারে যথাপরিমাণে অন্ন-জলাদিদ্বারা মনুষ্যাদি সকলজীবের  
সন্তোষ-বিধান । এইপ্রকারে বৈষ্ণব সর্বদা শুদ্ধ ও পবিত্র, অনন্য-

প্রায়শ্চিত্তমশেষেণ নিত্যমর্চয়তা হরিম্ ॥—( ৩।২২-২৫ ) ॥ হৃতিভাগবতানাং  
সর্বো ভগবতঃ ক্রিয়াঃ । প্রায়শ্চিত্তিরিয়ং তস্যঃ সৈব যৎ ক্রিয়তে পুনঃ ॥—  
( পরিঃ ২৫৯ ) ॥ পূর্বমামুত্তরমাক্ষ ন্যাসো নাশায় পাপমনাম্ । সর্বমাম  
পরাদ্যগাময়ং হি ক্রমাগতং পরম্ ॥ ( পরিঃ ৩৭৩ ) ॥

পঞ্চান্তরে শ্রীভাগবত ( ৬।১১৬ ) প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণ-পরামুখম্  
ন নিপ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুন্তমিবাভ্যসা ॥

### অনন্যশরণতাবিবেকঃ

কার্ষ্যহপি এবভুতোহনন্যঃ শ্রীকৃষ্ণং বিনা যস্যান্যো নাস্তি  
সেব্যত্বেন, তথা নৈষ্ঠিকঃ শ্রীভগবদ্ধর্মনিষ্ঠানিপুণঃ, তথা মুনির্মন-  
শীলঃ কর্তব্যবিবেকী, এবং বিশিষ্টঃ কার্ষ্যো বৈষ্ণবশান্যাবিবুধান্  
গণেশাদিনানাদেবান্ নার্কয়েৎ ( তেষাং ) পূজাং ন কুর্যাৎ, তান্ দেবান্  
নো নমেৎ ( তেষাং ) নমস্কারাদিকং ন কুর্যাৎ, তান্ দেবান্ পশ্যেৎ  
তত্ত্বঘটাদিমুদ্রিদর্শনং ন কুর্যাৎ ; তান্ গায়েৎ তত্ত্বদেবভাগীতং ন  
কুর্যাৎ ; তথা তান্ স্মরেৎ তত্ত্বদেবানাং স্মরণমাত্রমপি ন কুর্যাৎ ;  
কদাপি তান্ নিন্দেৎ তত্ত্বৎসর্কদেবানাং নিন্দাং ন কুর্যাৎ । দেবত-  
স্তিষ্ঠতি—ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতানাং স্থাবরজঙ্গমাদীনাং কেষাঞ্চিৎ ( অপি )  
সর্বদৈব নিন্দাবাক্যং কার্ষ্যাদীনামনুচিতম্ । তথা তেষাং দেবানামু-  
চ্ছিষ্টং নৈবেদ্যাদিকং ন ভক্ষ্যেৎ । তজ্জনানাং তত্ত্বদেবোপাসকানাং  
দেবর্ষে হে নারদ ! প্রযত্নতোহতিশয়ত্বেন সঙ্গং ন কুর্যাৎ । এবং-  
বিধি শ্রীভগবদ্ধর্মনিষ্ঠারুতিত্বেনানন্যশরণো ভবতি ।

শরণ বলিয়া অন্তরে বাহিরে হরিময় । অতএব কামসঙ্কল্প-রহিত,  
কুশধারণ-বজ্জিত ।

( অনন্যশরণতার বিচার )—কৃষ্ণভক্ত এইরূপ অনন্য অর্থাৎ  
শ্রীকৃষ্ণ বিনা সেব্যরূপে অপর কেহ যাহার নাই, নৈষ্ঠিক অর্থাৎ  
শ্রীভগবদ্ধর্মনিষ্ঠায় নিপুণ, মুনি বা মননশীল কর্তব্যবিধায় বিবেকবান্ ।  
এইরূপে বিশিষ্ট কৃষ্ণসেবক ও বিষ্ণুসেবক অন্য দেবতার অর্থাৎ  
গণেশাদি নানা দেবতার পূজা করিবেন না, তাঁহাদিগকে নমস্কারাদি  
করিবেন না, তাঁহাদিগের ঘটাদি মুদ্রিসকল দর্শন করিবেন না,  
তাঁহাদিগের গান করিবেন না, তাঁহাদিগের স্মরণমাত্রও করিবেন  
না ; কদাপি তাঁহাদিগের নিন্দাও করিবেন না । দেবতাদের কথা শু-  
নুন—স্থাবর-জঙ্গমাদি কোন জীবেরই নিন্দাকথন কৃষ্ণভক্ত প্রভৃতির  
সর্বদাই অনুচিত । সেই সকল দেবতার উচ্ছিষ্ট-নৈবেদ্যাদি ভক্ষণ  
করিবেন না । হে দেবর্ষে ! সেই দেবতারূপের উপাসকগণের সঙ্গ

### পিতৃদেবার্চননিষেধে ষষ্ঠং প্রমাণং

কিঞ্চ বৃহদ্বিশ্বপুরাণে—

ন দৰ্ভধারণং কুর্য্যাম চ সঙ্কল্পমাচরেৎ ।

ন কাম্যং সাত্ত্বতো মার্গং শব্দদেবাदिপূজনম্ ॥ ৬ ॥

সাত্ত্বতঃ সত্ত্বাবলম্বী কেবলশ্রীবিষ্ণুপাসকঃ । কাম্যামিত্যেনেচ  
চকারাৎ (চ) নিত্যনৈমিত্তিকদৈবপৈতৃাদিকং কৰ্ম নাচরেৎ ন কুর্য্যাৎ ।  
সৰ্বমপৰং স্পষ্টম্ ॥ (১)

ননু যদ্যপি নিত্যনৈমিত্তিককাম্যাদিদেবতাপিতৃকৰ্ম্মিণাং সৰ্ব্ব  
বিবুধাঃ পিতরশ্চ পৃথক্ পৃথক্ পূজ্যাঃ কৰ্ম্মবশাৎ, তত্র সন্দেহঃ—কিং  
যত্নপূৰ্ব্বক অর্থাৎ অধিকভাবে করিবেন না । জীব এইরূপ শ্রীভগ-  
বদ্ব্যস্ম-নিষ্ঠাময়-বৃত্তিবিশিষ্ট হইলে অনন্যশরণ হয় ।

(পিতৃদেবার্চন-নিষেধে ষষ্ঠ প্রমাণ)—আরও শ্রীবৃহদ্বিশ্বপুরাণে  
আছে,—‘সাত্ত্বত ব্যক্তি কুশধারণ করিবেন না ; সঙ্কল্পের আচরণ,  
কাম্যমার্গের অনুসরণ শব্দদেবাদের পূজার অনুষ্ঠান করিবেন না ॥’ ৬ ॥  
সাত্ত্বত সত্ত্বাবলম্বী কেবল শ্রীবিষ্ণুপাসক ; ‘কাম্য’ ও ‘চ’—এই পদদ্বয়  
হইতে নিত্যনৈমিত্তিক-দৈব-পিতৃকৰ্ম্মাদি করিবেন না । অন্য সকল  
স্পষ্ট ।

যদিও নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যাদি-দেব-পিতৃকৰ্ম্ম অনুষ্ঠানকারীর  
কৰ্ম্মাধীনতাহেতু সকল দেবতা ও পিতৃগণ পৃথক্ পৃথক্ পূজা, তাহাতে

(১) তথা শ্রীভাগবতে (১২।২৫, ২৭)—ভেজিরে মুনয়োহথাগ্রে ভগবন্ত-  
মধোক্ৰজম্ । সত্বং বিত্ত্বকং ক্ষেমায় কল্পতে যেহনু তানিহ । রজস্তমঃ প্রকৃতয়ঃ  
সমশীলা ভজন্তি বৈ । পিতৃভূত প্রজেশাদীন্ ত্রিঐশ্বর্য্যপ্রজ্ঞেসবঃ ॥

এই কারণে সাত্ত্বিকপ্রকৃতি মুনীগণ পুরাকালে বিত্ত্বক সত্ত্বমুষ্টি অপ্রাকৃত  
বৈকুণ্ঠাধীশ্বর বিষ্ণুর ভজন করিয়াছেন । এই সংসারে সেই সকল মূনির অনু-  
বর্তনকারিগণ পরমকল্যাণ লাভ করিতে সমর্থ হন ॥ ২৫ ॥

রাজসিকপ্রকৃতি ও তামসিকপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ তাঁহাদের উপাস্য দেবতা  
পিতৃ-ভূত প্রভৃতির সহিত সমমুণ্ডাবিশিষ্ট বলিয়া লক্ষ্মী-বিত্ত-পুত্রাদি-কামনা  
পিতৃ-ভূত-প্রজেশাদি দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

তৎ ? গণেশাদিগ্রন্থত্রিশংকোটিদেবানাং প্রত্যেকং সৰ্ব্বেষামৰ্চনক্ষে-  
ত্রিয়তে তদা বিবুধার্চনং ভবতি ? এবং তথা স্বপিতৃমাত্ৰাদিতঃ  
সৃষ্টিকর্ত্তুর্ভ্রক্ষণঃ স দাশজ্জাতবীজীভূতপিতৃপিতামহপ্রপিতামহপুরুষা-  
দিতত্ত্বমুতপুরুষপর্য্যন্তং শ্রাদ্ধং যদি ক্রিয়তে তদা পিতৃাদ্যৰ্চনং ভবতি ?  
ন ত্বন্যা দোষো জায়তে ?

### ন্যূনত্বে কৰ্ম্মিণাং সৰ্ব্ববৈফল্যং তত্র প্রমাণচতুষ্ঠয়ম্

তত্র শ্রীবৃহদ্বিশ্বপুরাণে—

পূজ্যাঃ সৰ্ব্বৈ তু লোকানাং বিবুধাঃ পিতরশ্চ বৈ ।

সৰ্ব্বকৰ্ম্মসু রাজেন্দ্র সৰ্ব্বং চেৎ স্বার্থমন্যথা ॥ ১ ॥

লোকানাং বেদাদ্যুদিতসদসৎকৰ্ম্মাবিচারতিশয়-দেব-পিতৃপিতা-  
মহাদিবর্জ্যচরতাং সংসারিণাং, বৈ নিশ্চিতং, সৰ্ব্বকৰ্ম্মসু নিত্য-  
নৈমিত্তিককাম্যাপরদৈবপৈতৃমাঙ্গল্যাदिষু, সৰ্ব্ব গণেশাদিগ্রন্থত্রিশং-  
কোটীবিবুধাস্থা সৰ্ব্ব পিতরঃ শ্রমাতৃপিতৃাদিতঃ সৃষ্টিকর্ত্তুঃ ব্রহ্মণঃ

সন্দেহ এই,—গণেশাদি তেত্রিশকোটি দেবতার প্রত্যেকের অর্চন করা  
হইলে কি দেবপূজা হয় ? তদ্রূপ নিজ-পিতা-মাতা হইতে আরম্ভ  
করিয়া উদ্ধে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন বীজস্থানীয় পিতা-পিতা-  
মহ-প্রপিতামহ প্রভৃতি যাবতীয় মৃত পূৰ্ব্বপুরুষ পর্য্যন্ত সকলের শ্রাদ্ধ  
করা হইলে কি পিতৃগণের অর্চন হয় ? অন্যথা দোষ ঘটে কি ?

এই বিষয়ে চারিটি প্রমাণ । যথা—শ্রীবৃহদ্বিশ্বপুরাণে আছে,—  
‘হে রাজেন্দ্র ! সকল কৰ্ম্মে সকল দেবতা ও পিতৃগণ সকলের পূজা ;  
যদি অন্যথা হয়, তাহা হইলে সমস্তই ব্যর্থ ॥’ ১ ॥ লোকগণের—  
অর্থাৎ বেদাদিকথিত সদসৎকৰ্ম্মের অবিচারহেতু পিতৃগণের, দেবতা-  
গণের ও পিতামহাদি পূৰ্ব্বপুরুষের মার্গানুসরণকারী সংসারী লোকের,  
বৈ-অর্থে নিশ্চয়, সৰ্ব্বকৰ্ম্মে অর্থাৎ নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য-অপর-দৈব-  
পৈতৃ-মাঙ্গল্যাदि কৰ্ম্মে, গণেশাদি তেত্রিশকোটি দেবতা, নিজ-পিতা-মাতা  
হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্ধে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকট হইতে জাত

সকাশাৎ জাতবীজীভূতপুরুষাদিতত্ত্বম্ব্যাদাপর্য্যাপ্তাঃ, চকারাৎ সগোত্র-সকলকুটুম্বলোকাঃ । সৰ্ব্বৈ তে সৰ্ব্বতোভাবেন বিধিবদবশ্যমেব পূজ্য ভবন্তি, হে রাজেন্দ্র ! হে যুধিষ্ঠির !' অন্যথা এতদ্ব্যতিরেকেন সৰ্ব্বেষাং দেবতা-পিতৃ-সগোত্র-সকলকুটুম্বলোকানাং মধ্যে কেচি-দক্ষিতাঃ কেচিদনক্ষিতাঃ সন্তি চেৎ, তত্ত্বৎ সৰ্ব্বং কৰ্ম্ম ব্যর্থং ভবতীতি নির্গলিতার্থঃ ।

তথা চ শ্রুতিঃ,—

ওঁ কৰ্ম্মফলাপ্তঃ কৰ্ম্মী যজেৎ হব্যকব্যময়ৈঃ কামবান্ সৰ্ব্বাংশচ দেবান্ পিতৃনতিথীংশ্চ, পূৰ্ণং বিফলং নো যজন্তুঃ ইতি ॥ ২ ॥

ইহলোকে বৈ অতিশিচয়ং যঃ কোহপি কামবান্ সদা কাম্য-ভিলাষী কামী লোকঃ, তত্রাপি কৰ্ম্মী কৰ্ম্মনৈষ্ঠিকো, হব্যকব্যময়ৈঃ সৰ্ব্বদেবতা-পিতৃলোকাহঁদ্রব্যানিবহৈঃ সৰ্ব্বান্ দেবান্ তথা অতিথীন পূৰ্ব্বমনাগতান্, চকারাৎ সগোত্রাদিকুটুম্বলোকান্ ; অপর-চকারাদ-

বীজস্থানীয় পূৰ্ব্বপুরুষগণের সীমা পর্য্যন্ত পিতৃপুরুষসকল, চ-কার হইতে -সগোত্র সকল কুটুম্বলোক । ইহারা সকলে সৰ্ব্বতোভাবে যথাবিধি অবশ্যই পূজ্য । হে রাজেন্দ্র ! হে যুধিষ্ঠির ! অন্যথা অর্থাৎ এতদ্ব্যতীত সকল দেবতা, পিতৃগণ ও সগোত্র সকল কুটুম্বলোকের মধ্যে কেহ পূজিত, কেহ বা অপূজিত যদি হয়, তাহা হইলে সেই সকল বিবিধ কৰ্ম্ম পণ্ড হইয়া যায়—ইহাই বিশদার্থ ।

সেইরূপ শ্রুতিতে—‘কৰ্ম্মফলাভিলাষী কৰ্ম্মী লোক হব্য-কব্যময় দ্রব্যাদির দ্বারা সকল দেবতা, পিতৃপুরুষ ও অতিথিগণের যজ্ঞ করিবে, তাহা হইলে কৰ্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইবে ; পূর্ণভাবে যজ্ঞ না হইলে সেই কৰ্ম্ম নিশ্চয় বিফল ॥’ ২ ॥ এই সংসারে নিশ্চয়ই যে-কোন সাকাম কৰ্ম্মনৈষ্ঠিক ব্যক্তি, হব্য-কব্যময় অর্থাৎ সকল দেবতা ও পিতৃপুরুষের সেবার যোগ্য দ্রব্যাদির দ্বারা, সকল দেবতা ও অতিথি, চ-কার হইতে—সগোত্র কুটুম্বাদি লোক, দ্বিতীয় চ-কার

ভ্যাগতাদিসৰ্ব্ব জীবমাত্রান্, কৰ্ম্মীত্যানেন নিত্যনৈমিত্তিক কাম্যদৈবপৈত্র-মাজল্যাদিষু সৰ্ব্বকৰ্ম্মসু । যদি যজেৎ,—যজ্ধাতোরনেকার্থত্বাৎ দেবানাং পূজাদি চৎ, পিতৃগাং শ্রাদ্ধতর্পণাদিকং, অতিথীনাং যথাবিধি-মিজনপূৰ্ব্বকমজজলাদিভির্ভুক্তবৎ যথাবিধি-যথাশক্তি-সেবনং এবং সৰ্ব্বসগোত্রাদিকুটুম্বলোকানাং তথাহভ্যাগতাদি-সৰ্ব্বজীবমাত্রাণাং যথা-বিধিমিজনপূৰ্ব্বকং যথাশক্তিব্যবহারকুশলসেবনং, তথাঃজলাদিভিঃ সৰ্ব্বজীবসন্তর্পণং—যদি কুর্যাৎ, তদা কৰ্ম্মফলাপ্তঃ ( অর্থাৎ ) অবশ্যমেব কৃতকৰ্ম্মণাং স কৰ্ম্মী ফলং প্রাপ্নোতি । অন্যথা চেৎ, পূৰ্ণং নো যজন্ বিফলম্ । অন্নমর্থঃ—যদি কেশাঞ্চিদেবানামর্চনং কৃতং কেশাঞ্চিন্ন কৃতং, এবং পিতৃলোকানাং কেশাঞ্চিৎ শ্রাদ্ধতর্পণা-দিকং কৃতং কেশাঞ্চিন্ন কৃতং, তথাহতিথিসগোত্রাদিকুটুম্বলোকাভ্যা-গতাদি-সৰ্ব্বজীবমাত্রাণাং মধ্যে কেশাঞ্চিদমজজলাদিভির্যথাবিধি যথা-শক্তি ব্যবহারসন্তর্পণপূৰ্ব্বকং সেবনং কৃতং কেশাঞ্চিৎ ন কৃতং, তদা ( অপূর্ণত্বাৎ ) তৎ কৃতং কৰ্ম্ম সৰ্ব্বং বিফলং ভবতীত্যর্থঃ ।

হইতে—সকল অভ্যাগতাদি জীবমাত্র ; কৰ্ম্মিপদ হইতে—নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য-দৈব্য-পৈত্র-মাজল্যাদি সকল কৰ্ম্মে ; যদি যজ্ঞ করে—যজ্-ধাতুর অনেক অর্থ হেতু যজ্ঞ-শব্দে দেবগণের পূজা, পিতৃগণের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি, যথাযোগ্যরূপে সন্তোষণ পূৰ্ব্বক অন্ন-জলাদিদ্বারা অতিথিগণের যথাবিধি যথাশক্তি গুরু ন্যায় সেবা, যথাযোগ্য সন্তোষণ-পূৰ্ব্বক সকল সগোত্রাদি কুটুম্বলোকের ও অভ্যা-গতাদি সৰ্ব্বজীবমাত্রের যথাশক্তি ব্যবহারকুশলরূপে সেবা এবং অন্ন-জলাদিদ্বারা সকল জীবের তৃপ্তিবিধান ; যদি এইরূপ কেহ করে, তবে কৰ্ম্মফলাপ্ত অর্থাৎ সেই কৰ্ম্মী কৃতকৰ্ম্মের ফল অবশ্য প্রাপ্ত হয় । যদি অন্যথা হয়, তাহা হইলে পূর্ণ যজ্ঞ হয় না বলিয়া বিফল, অর্থাৎ যদি দেবগণের মধ্যে কাহারও অর্চন হইল, কাহারও হইল না ; পিতৃ-লোকের মধ্যে কাহারও শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি হইল, কাহারও হইল না ; অতিথি-সগোত্রাদি কুটুম্বলোক ও অভ্যাগতাদি জীবমাত্রের মধ্যে



কিঞ্চ দেবীপুরাণে—

সর্বেষাং পিতৃদেবানাং মাজল্যাদিষু কৰ্ম্মসু ।

তমো ক্রুতে প্রত্যাবায়ী পূজনং কৰ্ম্মঠো নরঃ ॥ ৩ ॥

মাজল্যাদিভিবত্যাতিপদেন নিত্যনৈমিত্তিককাম্যদৈবপৈত্তাদিসকল-  
কৰ্ম্মসু ( কৰ্ম্মঠঃ ) কৰ্ম্মতৎপরতয়াতিনিপুণো নরো বর্ণাদিমনুষ্যমাত্রঃ  
সর্বেষাং দেবানাং পিতৃণাং পূজনং—দেবানামর্চনাদিকং পিতৃণাং  
শ্রাদ্ধতর্পণাদিকং—কুর্যাৎ । তৎ নো ক্রুতে ; অয়ং ভাবঃ— ( তৎ  
তচ্চিন্ ) তেষাং গণেশাদিভিন্নস্ত্রিংশৎকোটিদেবানাং সর্বেষাং পূজনে  
নো ক্রুতে সতি, তথা সকলপিতৃলোকানাং স্বপিতৃমাত্রাদিবিশ্বসৃক-  
সকাশজাতবীজীভূতপুরুষাণাং পঞ্চভুগতানাং শ্রাদ্ধতর্পণাদিকে ন ক্রুতে  
সতি চ প্রত্যাবায়ী—( স্যাৎ ), তত্ত্বৎকৰ্ম্মাকরণদ্বয়োষাদিকং প্রাপ্নোতি ।

যথা চ রুদ্রযামলে—

দেবতাঃ পিতরঃ সর্বো শিবে পূজ্যাঃ প্রযত্নতঃ ।

ন্যূনাঃ সূক্ষ্মফলং কেচিৎ গৃহিভির্ষদি কৰ্ম্মসু ॥ ৪ ॥

কাহারও যথাবিধি যথাশক্তি ব্যবহার দ্বারা তৃপ্তিবিধানপূর্বক সেবা  
করা হইল, কাহারও হইল না ; তাহা হইলে অপূর্ণতাহেতু সেই  
কৃতকৰ্ম্ম সমস্ত বিফল হয় ।

আরও দেবপুরাণে—‘কৰ্ম্মনিপুণ ব্যক্তি মাজল্যাদি কৰ্ম্মে সকল  
দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করিবেন । তাহা না হইলে কৰ্ম্মী প্রত্য-  
বায়ী হন ॥’ ৩ ॥ মাজল্যাদি-শব্দের আদি-পদে—নিত্য-নৈমিত্তিক-  
কাম্য-দৈব-পৈত্তাদি সকল কৰ্ম্মে কৰ্ম্মতৎপরতাহেতু নিপুণ বর্ণাদি  
মনুষ্যমাত্র সকল দেবতার অর্চন ও সকল পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধতর্পণাদি  
করিবে । তাহা না করা হইলে অর্থাৎ সেই কৰ্ম্মে গণেশাদি তেত্রিশ-  
কোটি দেবতা পূজিত না হইলে এবং নিজ-পিতা-মাতা হইতে আরম্ভ  
করিয়া উদ্ধে বিঘ্নস্রষ্টা হইতে জাত বীজভূত পঞ্চভুগত সকল পূর্ব-  
পুরুষের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি অনুষ্ঠিত না হইলে সেই ব্যক্তি প্রত্যাবায়ী  
হয় অর্থাৎ সেই সকল কৰ্ম্মের অকরণজনিত দোষাদি প্রাপ্ত হয় ।

হে শিবে ! কল্যাণদায়িনি দুর্গে ! কৰ্ম্মসু—বহুবচনান্তত্বেন  
নিত্যনৈমিত্তিককাম্যদৈবপৈত্তমাজল্যাদিষু সর্বকৰ্ম্মসু, গৃহিভিবর্ণাদিভি-  
গৃহস্থমাত্রৈঃ প্রযত্নতঃ প্রকৃষ্টযত্নেন সর্বো দেবাস্থথা সর্বো পিতরঃ  
পূজ্যাঃ সূৰ্ত্তবেয়ুঃ । যদ্যেতেষু কৰ্ম্মসু ( দৈবপৈত্তেষু ) কেচিৎ ন্যূনাঃ  
( স্যাঃ ), অম্মর্থঃ—গণেশাদিভিন্নস্ত্রিংশৎকোটিদেবানাং মধ্যে যদি  
কেচিৎ পূজিতাঃ কেচন ন পূজিতাস্থথা সকলপিতৃলোকানাং মধ্যে  
কেচিৎ শ্রাদ্ধতর্পণাদিক্রিয়া কৃত্য কেচিৎকিঞ্চ কৃত্য তদগৃহিভিরিতি,  
তদা কৰ্ম্মকর্তৃণাং গৃহস্থানাং তেষাং কৃতং, তত্ত্বৎ সর্বং কৰ্ম্ম নিষ্ফলং  
ভবতীত্যন্বয়ঃ । অপরং প্রস্থবাহল্যম্ন লিখিতম্ ।

কন্নিগামসম্পূর্ণক্রিয়াকরণে প্রত্যাবায়ো ভক্তনাস্তু

তত্ত্বৎকৰ্ম্মকরণে সেবানামাপরাধঃ

মনু শ্রীহরিনামমন্ত্রদীক্ষিতবর্ণাদিগৃহস্থানাং নিত্যাদিসর্বকৰ্ম্মসু  
পুরাণবেদোপপুরাণাগমাদ্যুক্তপ্রমাণবচনৈর্গণেশাদিভিন্নস্ত্রিংশৎকোটিদেব-  
তার্চনে সম্পূর্ণমকৃতে সতি, তথা স্বপিতৃমাত্রাদি-ব্রহ্মসকাশজাতবীজী-

রুদ্রযামলেও—‘হে শিবে ! গৃহিগণ সকল কৰ্ম্মে সকল দেবতা  
ও পিতৃপুরুষের যত্নপূর্বক পূজা করিবে । যদি কাহারও ন্যূনতা হয়,  
তাহা হইলে কৰ্ম্ম নিষ্ফল হয় ॥’ ৪ ॥ হে কল্যাণদায়িনি দুর্গে !  
কৰ্ম্ম-শব্দের বহুবচনদ্বারা—নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্য-দৈব-পৈত্ত-মাজ-  
ল্যাদি কৰ্ম্মসকল ; গৃহিগণের অর্থাৎ বর্ণাদি গৃহস্থমাত্রের সকল  
দেবতা ও পিতৃপুরুষ অতিষত্রে পূজনীয় । যদি এই সকল কৰ্ম্মে  
কেহ ন্যূন হন অর্থাৎ যদি সেই গৃহিগণকর্তৃক তেত্রিশকোটি দেবগণের  
মধ্যে কেহ পূজিত, কেহ বা অপূজিত হন এবং পিতৃপুরুষ-  
গণের মধ্যে কাহারও শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি অনুষ্ঠিত, কাহারও অননুষ্ঠিত  
হয়, তাহা হইলে সেই কৰ্ম্মী গৃহস্থগণের কৃত সেই সকল কৰ্ম্ম  
নিষ্ফল হয় ।

প্রস্থবাহল্যভয়ে অপর প্রমাণ ও ব্যাখ্যা লিখিত হইল না ।

ভূতপুরুষান্তানাং সম্পূর্ণং শ্রাদ্ধতর্পণাদাবকৃতে সতি তত্ত্বং সর্বং কর্মং  
ব্যর্থং, প্রত্যবায়জনক-নিষ্ফলতাদিদোষশ্রবণঞ্চ। তথা শ্রীসদৃশ-  
শ্রীভগবন্মামস্ত্রোপদিষ্টবর্ণাদিসর্বলোকানাং নিত্যনৈমিত্তিককাম্যদেব-  
তার্চনাদি-পিতৃশ্রাদ্ধতর্পণাদিসর্বকর্মকরণে(১) সেবা-নামাপরাধ-দোষ-  
শ্রবণম্।

অতঃ কারণাৎ বর্ণাশ্রমসঙ্করাস্ত্যজাদীনাং তথা শ্রীকার্ষ বৈষ্ণবা-  
দীনাঞ্চ শ্রীভগবান্ হরিরেব পূজ্যঃ সর্বৈশ্বরহামান্য ইতি নিশ্চয়ঃ।  
তথাপি কেচিৎ বর্ণাদয়ো লোকাঃ সর্বং বিষ্ণুময়ং বিষ্ণুকৃতানং  
কেবল-শ্রীবিষ্ণুকার্য্যং ন বুদ্ধা—বিষ্ণুময়ং সর্বং জগৎ, সর্বজগ-  
দেব বিষ্ণুরিতি মত্বা সর্বদেবতাদীনামর্চনাদৌ কৃতে সতি শ্রীবিষ্ণু-

(কস্মিগণের উসম্পূর্ণ স্কিয়াকরণে প্রত্যবায়, ভক্তগণের সেই সকল কন্মা  
নুষ্ঠানে সেবানামাপরাধ)

—শ্রীহরিনাম-মন্ত্রে অদীক্ষিত বর্ণাদি-গৃহস্থগণের নিত্যাদি সকল  
কর্ম্মে গণেশাদি তেত্রিশকোটি দেবতার অর্চন সম্পূর্ণ অনুষ্ঠিত না  
হইলে, তদ্রূপ নিজ-পিতা-মাতা হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্ধে ব্রহ্মা  
হইতে জাত বীজপুরুষ পর্য্যন্ত পিতৃগণের প্রত্যেকের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি  
সম্পূর্ণ সম্পাদিত না হইলে, পুরাণ-বেদ-উপপুরাণ-আগমাদ্যন্ত প্রমাণ-  
ব্যাক্যানুসারে সেই সকল কর্ম্ম সমস্তই ব্যর্থ হয় এবং প্রত্যবায়জনক  
নিষ্ফলতাদি দোষের কথা শ্রুত হয়। পক্ষান্তরে,—শ্রীসদৃশ হইতে  
শ্রীভগবন্মাম-মন্ত্রে দীক্ষিত চতুর্বর্ণাদি সকল লোকের নিত্যনৈমিত্তিক-  
কাম্য-দেবতার্চনাদি-পিতৃশ্রাদ্ধ-তর্পণাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সেবা-  
নামাপরাধের কথা শুনা যায়। অতএব এই কারণে বর্ণাশ্রম-সঙ্কর-  
অস্ত্যজাদি সকলের, তদ্রূপ কার্ষ-বৈষ্ণবাদি সকলের সর্বৈশ্বর ভগবান্  
শ্রীহরিরই পূজ্য, অপর কেহ নহে—ইহাই সিদ্ধান্ত। তথাপি বর্ণাদি  
কোন কোন লোক মনে করিয়া থাকে যে,—সমগ্র জগৎ বিষ্ণুময়,  
অতএব সমস্ত জগৎই বিষ্ণু—এই বিচারে সকল দেবতাদির অর্চনাদি

(১) .....সর্বকর্ম্মণি কৃতে সত্যিতি বা পাঠঃ।

পূজনাদিকং ভবতি (ইতি মন্যন্তে)। (যৎ) ইদং নো বিধিঃ,  
কেবলনিষেধমাত্রং নশ্বরত্বাৎ (তৎ) শ্রীভগবদ্বচনেনান্ন প্রমাণয়তি।

দেবতাত্তরযজনস্য অবিধিত্ব তুচ্ছত্ব চ প্রমাণপঞ্চকম্  
ভগবদ্বাক্যতাৎপর্য্য—অন্যদেবযজনমবিধিপূর্ব্বকং  
ভগবন্তজনমেব

শ্রীভগবদ্গীতায় (৯।২৩)—

যেহপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াশ্ৰিতাঃ।

তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১ ॥

করা হইলেই শ্রীবিষ্ণুর পূজাদি কৃত হয়। কিন্তু নশ্বরতাহেতু এই মত  
যে বিধি নহে, কেবল নিষেধ-মাত্র, তাহা শ্রীভগবদ্বাক্যের দ্বারা এই  
স্থলে প্রমাণিত হইতেছে।

(অন্য দেবতার পূজা যে অবিধি ও তুচ্ছ—এ বিষয়ে পাঁচটি প্রমাণ)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯।২৩ শ্লোকে) —‘যে-সকল ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত

(১) অত্র শ্রীমদ্ভট্টগোষামিচরণকৃতব্যাক্যানুসারতন্ত্রিবিধঃ শ্লোকান্বয়ো যথা, —

(ক) যেহপি ভক্তাঃ (মড্ডন্তা ইত্যর্থঃ) (মযোব) শ্রদ্ধয়াশ্ৰিতাঃ (কিন্তু)  
অন্যদেবতা যজন্তে, হে কৌন্তেয়! তেহপ্যবিধিপূর্ব্বকং (অবিধিরহ কঁদাচিৎ দেবতা-  
ত্তরপূজানিষেধ-হেলনমাত্রং, নশ্বনাথা সদিদং) মামেব যজন্তি (ন তু দেবতাত্তরং,  
ময়াননাশরণত্বাৎ) ॥ ইত্যেকঃ ॥

(খ) হে কৌন্তেয়! যেহপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ (মড্ডন্তাঃ) তেহপি (ভাস্বেব  
দেবতাসু) শ্রদ্ধয়াশ্ৰিতা অবিধিপূর্ব্বকং (অবিধিরহ তাসু স্বতন্ত্রদেবতাপরিজানং)  
(ভাঃ) যজন্তে। (তেন যজনেন) যজন্তি মামেবেতি কাঙ্কঃ (মামেব যজন্তি  
কিম্? ন হি মামিত্যর্থঃ) ॥ ইত্যপরঃ ॥

(গ) হে কৌন্তেয়! যেহপ্যন্যদেবতাঃ (কিন্তু পশ্চাত্তর) শ্রদ্ধয়াশ্ৰিতাঃ  
সন্তো মামেব যজন্তে, অবিধিপূর্ব্বকমিতি কাঙ্কঃ (অবিধিপূর্ব্বকং কিম্? ন  
হীত্যর্থঃ) তেহপি ভক্তাঃ সন্তো (মাং) যজন্তি। ইতি তৃতীয়ঃ ॥

অবিধি তিন প্রকারঃ (১) বিষ্ণুভক্তের পক্ষে অন্য দেবতার পূজা নিষিদ্ধ।  
সেই নিষেধকে অবহেলামার করা হয়, কিন্তু এতদতিরিক্ত অন্য কোন প্রকার দোষ

যে অপি নিশ্চিতং, ভক্তা মন্তুজনাঃ, শ্রদ্ধান্বিতা অতিশয়-  
শ্রদ্ধামুতাঃ শ্রীসদৃশরূপদেশসময়াৎ পঞ্চত্বেন ভৌতিকদেহপাতপর্যন্তং,  
অবিধিপূর্বকং কদাপি নিষেধমাত্ররহিতত্বেন ( কিত্তুন্যথা ) সবিশ্বং

হইয়া অন্য দেবতার যজ্ঞন করেন, হে কৌন্তেয় ! তাঁহারাও অবিধি-  
পূর্বক আমারই যজ্ঞন করিয়া থাকেন ॥' ১ ॥ ভক্ত অর্থাৎ আমার  
ভক্তগণ যাহারাই শ্রদ্ধান্বিত অর্থাৎ শ্রীসদৃশরূপদেশ-সময় হইতে

বিশ্বসেবাতে প্রবেশ করে না। ইহাতে বিশ্বসেবা হইতে একান্তভাবে বিচ্যুতি ঘটে  
না। তথাপি ইহা অবিধি, সূতরাং পরিত্যজ্য।

( ২ ) বিশ্বভক্তিবিশীন অনাদেবোপাসকগণ বিশ্ব ভিন্ন অপরাপর দেবতা-  
গণকে স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানপূর্বক তাঁহাদেরই পূজা করে, বিশ্বভজন করে না। ইহা  
শূরতর অবিধি (নামাপরাধ)। এইরূপ অবিধিতে কোনক্রমেই বিশ্বসেবা হয়  
না, সূতরাং ইহা অতি নিন্দনীয় ও সর্বপ্রকারে পরিত্যজ্য।

( ৩ ) বিশ্বর ভজনও করে, অন্য দেবতার পূজাও করে—তন্মাবুদ্ধি  
অথবা ইতরস্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। ইহাও অবিধি ও নামাপরাধ—সূতরাং পরি-  
ত্যজ্য।

তাৎপর্য—গীতাজ্ঞ ‘অহং হি সর্বযজ্ঞ নাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ’ ( ৯।২৪  
এবং শ্রীভাগবতাজ্ঞ ‘তথাচ সর্বাহংমচ্যুতজ্য’ ( ৪.৩১।১৮ )—এই তত্ত্বজ্ঞানে  
জড়াব হইতে শ্রীভগবানের সেবায় ও অপর দেবতার পূজায় লোকের যে স্বতন্ত্রতা  
বুদ্ধি বা প্রয়োজনবোধ তাহাই অবিধি। উক্ত ত্রিবিধ অবিধি—ইহারই প্রকাশ  
ভেদ। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সর্বযজ্ঞেশ্বর ও সর্বময় প্রভু, তাঁহার সেবাতেই অপর  
সকলেরই অর্চন ও তৃপ্তি হয় এবং তাঁহারই অধীন ও অবয়বরূপ অপর সকল  
দেবতা অর্চনীয়—এই বিচারে শ্রীকৃষ্ণের ও অপর দেবতার যজ্ঞনই একমাত্র বিধি।  
এই বিচারে অন্য দেবতার যজ্ঞন-সত্ত্বেও বিধিপূর্বক ভগবত্বজ্ঞানের তথা বিধিপূর্বক  
অন্যদেবতা যজ্ঞনের আদর্শ শ্রীমভাগবত-কথিত ( ৫।৭ম অঃ ) মহাভাগবত রাজ  
ভরতের চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় : রাজা ভরত নানাবিধ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর  
শ্রীবাসুদেবেরই যজ্ঞন করিয়াছিলেন, তিনি—শ্রীবাসুদেবই একমাত্র কর্তা জানি-  
সকল যজ্ঞের ফল শ্রীবাসুদেবই সমর্পণ করিতেন, এবং যজ্ঞভাগী ইন্দ্রাদি অপর  
দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতিপ্রদানকালে সেই সকল দেবতাকে পরদেবতা শ্রীবাসুদেবের  
অবয়বরূপে লক্ষ্য করিতেন। অন্যদেবতা-যজ্ঞনের ইহাই বস্তুতঃ প্রকৃত রহস্য।

যথা ন ভবতি তথা, এবস্তৃতাঃ সন্তঃ তেহ্যপ্যতিনিশ্চলতয়ানন্যশরণত্বেন  
মামেব ভজন্তে, ন তু দেবতান্তরম্। অন্নমর্থ এবকারাজ্ জাতঃ।  
অন্তঃ সেবাসেবকত্বেন কেবলমন্তুজনেনৈব তেষাং পুনরাবর্তনং নাস্তি।

অতঃপরং এতন্নিমা যেহপি ( অনাদেবতাভক্তা অতো মম )  
অভক্তা মদ্বিষ্মুখাস্তেহপি শ্রদ্ধান্বিতাঃ কামনয়া ক্ষিপ্ৰং ফলপ্রাপ্ত্যাতি-  
দৃঢ়াঃ সন্তোহনাদেবতাঃ কেবলং যজন্তি, ন মামেব। কথং?—  
যতোহনাদেবতায়জ্ঞনাদিকং তেষামবিধিপূর্বকং ( অবিধিরহ তাসু  
স্বতন্ত্রদেবতাজ্ঞানং ) যথা ভবতি তথা ক্রিয়তে। অগ্নায়ং ভাবঃ,—  
হে, কৌন্তেয় ! অর্জুন ! মচ্ছবণ-কীর্তন-স্মরণ-যজ্ঞনাদিকঃ  
সর্বোন্নয়ং বিধিঃ, সত্যত্বেন সংসারবন্ধনমোচনদ্বাং। এতন্নিম্নোহন্যঃ  
সর্বদেবতায়জ্ঞন-যোগযজ্ঞাদিকো নিষেধো, মন্তুজনং বিনা নশ্বরত্বেন  
পুনঃ পুনরাবর্তনদ্বাং, অতএব মন্তুজনাদিকং সর্বতঃ শ্রেষ্ঠম্।

পাঞ্চভৌতিক দেহপাত পর্যন্ত অতিশয় শ্রদ্ধামুতা, অবিধি-পূর্বক অর্থাৎ  
কদাচিত্ নিষেধমাত্ররহিতরূপে অথচ বিশ্বমুক্ত স্বাধাতে না হয়, সেই-  
ভাবে ; এইরূপ হইয়া তাঁহারাও অতিনিশ্চলভাবে অনন্যশরণতাহেতু  
আমাকেই ভজন করেন,—অন্য দেবতাকে নহে। এব-শব্দ হইতে  
এই অর্থ প্রতীত হইতেছে। অতএব সেবা-সেবকধর্মগ্রমে একমাত্র  
আমার ভজনদ্বারাই তাঁহাদের পুনরাবর্তন হয় না। এতদ্ব্যতীত  
( অনাদেবোপাসক, অতএব ) আমাতে বহিষ্মুখ যে-সকল অভক্ত,  
তাঁহারাও শ্রদ্ধান্বিত অর্থাৎ কামনাবশতঃ শীঘ্র ফলপ্রাপ্তির আশায়  
অতি দৃঢ়চিত্ত হইয়া কেবল অন্যদেবতার যজ্ঞন করেন—আমার  
যজ্ঞন করেনই না। কেন?—কারণ, তাঁহাদের অনাদেবতা যজ্ঞ-  
নাদি অবিধিপূর্বক স্বাধাতে হয় সেইরূপেই অনুষ্ঠিত হয়। ইহার  
তাৎপর্য এই—হে অর্জুন ! আমার শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-যজ্ঞনাদি  
নিত্যহেতু সংসারবন্ধনমোচনের কারণ বলিয়া সমস্তই বিধি।  
এতদ্ব্যতীত সকল দেবতার যজ্ঞন-যোগ-যজ্ঞাদি অন্য কিছু—নিষেধ।  
কারণ, আমার ভজন ব্যতীত এই সমস্তই নশ্বর ও পুনঃ পুনঃ আব-

এতদ্ব্যতিরেকেণ মর্ত্যাদীনামন্যোঃ কা বার্তা—পুরাহৃতপানেনামর-  
ব্রহ্মেন্দ্রাদীনাং কেষাঞ্চিৎ সংহৃতিবন্ধনতো মুক্তিরূপাংন্যা নিষ্কৃতি-  
নাস্তীত্যর্থঃ ।

যদ্বা, যেহপ্যন্যদেবতা ব্রহ্মেন্দ্রাদয়ো অন্য দেবতা যেমাং তে  
জন্মতো মদ্বহির্মুখাঃ শৈব-শাক্ত-সৌর-গাণপত্যায়াঃ, পশ্চাদ্ গুরা-  
পদেশতঃ সাধুসঙ্গতশ্চাবিরতং শ্রদ্ধায়াশ্চিত্তাঃ অতিশয়শ্রদ্ধাবন্তঃ সন্তঃ,  
হে কৌন্তেয় ! হে পার্থ ! যদাহনন্যাশ্রয়েন মামেব যজন্তে নান্যান্,  
তদা তেহপি নিশ্চয়মেব ভক্তা মন্ত্তা ভবন্তি মন্তজনপ্রতাপাৎ । কিম্  
( ন ) যদ্যবিধিপূর্বকমর্থায় যজন্তি । কিং তৎ ? —মাং ভজন্তে,  
অন্যা দেবতা অপি পূজয়ন্তি, তদা অবিধিভবতি । অতঃ সর্বদা  
নির্বিঘ্নত্বেন মাং বিনাহন্যাস্য যজনাদিকং কিঞ্চিৎ—সহজেন যথাকালে  
তিষ্ঠতু—নিদ্রাবস্থায়ামপি যদি ন কুর্বন্তি তদা শুদ্ধসত্ত্বত্বেন মন্ত্ত  
ভবন্তীতি নির্গলিতার্থঃ ।

ভক্তের হেতু । অতএব আমার ভজনই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ইহ  
ব্যতিরেকে পূর্বে অমৃতপানে অমর ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি কাহারই সংসার  
বন্ধন হইতে মুক্তিরূপ অন্য নিষ্কৃতি নাই, মর্ত্যগণের কি কথা ?

ব্যাখ্যান্তরে—যাঁহারা অন্যদেবতাপরায়ণ অর্থাৎ ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি  
অন্যদেবতা যাঁহাদের ভজনীয়, সেই সকল আজ্ঞা আমার বহির্মুখঃ  
শৈব-শাক্ত-সৌর-গাণপত্যাদি, পশ্চাৎ গুরূপদেশে ও সাধুসঙ্গতঃ  
নিত্য অতিশ্রদ্ধান্বিত হইয়া যখন অনন্যশরণভাবে আমাকে যজ-  
করেন—অপরকে নহে, তখন তাঁহারা আমার ভজন-প্রভাবে নিশ্চয়  
আমার ভক্ত হন—কিন্তু যদি অবিধি-পূর্বক অর্থাৎ স্বার্থপ্রয়োজ-  
ভজন না করেন । উহা কিরূপ ?—আমাকে ভজন করে, অ-  
দেবতারও পূজা করে, তখন অবিধি হয় । অতএব, সময়ে সম-  
সহজভাবে পূজার কথা থাকুক—আমার ভজন সর্বদা নিরাপ-  
বিচার করিয়া অন্যের যজনাদি কিঞ্চিন্নাত্ত ও নিদ্রাবস্থাতেও যদি  
করে, তখন শুদ্ধসত্ত্বময় হইয়া আমার ভক্ত হয়—ইহা বিশদার্থ ।

### দেবতান্তরার্তনস্য তুচ্ছত্বম্

মনু ভগবদারাধনং বিনান্যৎ সর্বং নশ্বরং তুচ্ছত্বেন হেয়ম্ ।  
অত্র দেবানাং স্তুতিবচনেনাহ শ্রীভাগবতে ( ৬।৯।২২ )—

অবিষ্মিতং তং পরিপূর্ণকামং স্নেহৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্ ।

বিনোপসর্পতাপরং হি বালিশঃ শ্লাগ্মুলেনাতিতিততি সিজ্জম্ ॥ ২ ॥

তং গোবিন্দং বিনা যো বর্ণাদিলোকোহপরং বহিরঙ্গাদিদেবতা-  
ত্তরং উপসর্পতাপাসনং কৰোতি ভজতে ( ইত্যর্থঃ ) স এব বালিশো  
মহাভ্রতমঃ । কিং ভূতং—স্নেহৈব লাভেন স্বকীয়ানিমাদ্যষ্টভগ-  
বৈভবপূর্ণতমত্বেন সমং সহ পরিপূর্ণকামং পরিপূর্ণোহভিলাষঃ কামো  
যত্র তম্ । যতঃ শ্রীভগবতি হরাবষ্টিম্ অনন্যশরণো ভক্তো জনঃ  
সর্বানভিলষিতকামানবাপ্নোতি । অতঃপরং কাপি কোহপি সর্বতো-  
ভাবেন পূর্ণকামো নাস্তীত্যর্থঃ । অতএবাবিস্মিতং নিত্যত্বেন কিঞ্চি-  
দপি বিস্ময়ো নাস্ত্যত্র শ্রীমদুগোবিন্দে । অতঃ প্রশান্তং স্বকীয়ভক্তগণাং

শ্রীভগবানের আরাধনা ব্যতীত অন্য সমস্ত কিছু নশ্বর, তুচ্ছ  
বলিয়া হেয় । শ্রীমদ্ভাগবতে ( ৬।৯।২২ ) দেবগণের স্তুতিবাক্যে ইহা  
কথিত হইয়াছে ‘যে ব্যক্তি অবিষ্ময়ে অর্থাৎ সুনিশ্চিতরূপে স্বীয়-  
লাভে পরিপূর্ণকাম ও প্রশান্ত শ্রীগোবিন্দ বিনা অপরকে উপাসনা করে,  
সেই মুখ নিশ্চয়ই কুকুরের লাঙ্গল অবলম্বনে সিদ্ধু অতিক্রম করিতে  
ইচ্ছা করে’ ॥ ২ ॥ যে বর্ণাদি লোক সেই গোবিন্দ ব্যতীত অন্য  
বহিরঙ্গাদি দেবতাকে উপাসনা করে, সে বালিশ অর্থৎ মহামুখ ।  
সেই গোবিন্দ কিরূপ ?—স্বীয় লাভের সহিত অর্থাৎ নিজ-অগ্নিমাди  
অষ্টভগবৈভবের পূর্ণতমতার সহিত পরিপূর্ণকাম ; যেহেতু অনন্য-  
শরণ ভক্ত ভগবান্ শ্রীহরিতে সকল অভিলষিত কামনা লাভ করেন,  
সূতরাং ইহা অপেক্ষা কেহ কোথাও সর্বতোভাবে পূর্ণকাম নহে ;  
অতএব অবিষ্মিত নিত্যত্বহেতু শ্রীগোবিন্দে কিছুমাত্র বিস্ময়ের  
অবকাশ নাই ; অতএব প্রশান্ত—স্বকীয় ভক্তগণের বাঞ্ছনীয় রূপ-

বাঞ্ছনীয়রূপম্ । শ্রীভগবন্তমেব শ্রীগোবিন্দং বিহার যঃ কোহপি  
বর্ণাদিঃ শ্রীভগবন্মায়ামোহিতধীঃ সন্ দেবতান্তরং ভজতে তস্য বালিশ-  
ত্বং দর্শয়তি,—যথা অতিশয়মজ্ঞানঃ স্বলাঙ্গুলেন কুরুরস্য পুচ্ছেন  
অর্থাৎ কুরুরস্য পুচ্ছেৎ বিধৃত্য সিকুং সমুদ্রমতিততিত্ৰি অতিশয়েন  
তত্তুমিচ্ছতি, তথা শ্রীভগবদ্বহ্নির্মুখো বর্ণাশ্রমসঙ্করাস্ত্যজাদিনরোহতি-  
তুচ্ছকামনয়া ( অন্যদেবতাঃ ) সেবতে, কিন্তু কৰ্ণায়ত্ৰত্বাৎ ফলমপি  
ন প্রাপ্নোতি, পুনঃ পুনর্জন্মমরণত্বেন সংসৃতিবন্ধনতো ( তস্য ) নিষ্কৃতিশ্চ  
নাস্তীত্যর্থঃ ।

পাদ্যে—

যথা ধৃত্বা গুনঃ পুচ্ছেৎ তত্তুমিচ্ছৎ সরিৎপতিম্ ।

তথা ত্যক্ত্বা হরিং সেব্যমন্যোপাসনয়া ভবম্ ॥ ৩ ॥

অন্যোমাং বহিরঙ্গতটস্থাদীনামুপাসনয়া দেবানামর্চনাদিসেবয়া  
ভবং সংসারং তত্তুমিচ্ছতীত্যর্থঃ । সর্বমপরাং স্পষ্টম্ । তস্মাৎ  
শ্রীহরিব্যতিরেকেণ সংসারেহস্মিন্ ভজনীয়ঃ কোহপি নাস্ত্যপরঃ ।

বিশিষ্ট । ভগবন্মায়ামোহিতবুদ্ধি যো-কোন বর্ণাদি ব্যক্তি শ্রীভগ-  
বান্ গোবিন্দকে পরিত্যাগপূর্বক দেবতান্তর ভজন করে, তাহার  
বালিশত্ব প্রদর্শিত হইতেছে—যেমন অতিশয় অজ্ঞান কুরুরের পুচ্ছে  
ধরিয়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ শ্রীভগবদ্বহ্নির্মুখ বর্ণা-  
শ্রমসঙ্কর-অস্ত্যজাদি ব্যক্তি অতিতুচ্ছকামনাবশে অন্য দেবতা ভজন  
করে, কিন্তু ( তৎসমস্তের ফল ) কৰ্ণার অধীন বলিয়া ফলও প্রাপ্ত হয় না,  
—পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণহেতু সংসারবন্ধন হইতে তাহার নিষ্কৃতিও নাই ।

পদ্যপুরণে—‘লোক যেরূপ কুরুরের পুচ্ছে ধারণ করিয়া সমুদ্র  
উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে, তদ্রূপ সেব্য শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া  
অন্যের উপাসনাবলে সংসার উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে ।’ অন্যের—  
বহিরঙ্গ-তটস্থাদির উপাসনা অর্থাৎ দেবাদির অর্চনাদি-সেবাদ্বারা  
সংসার উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে । অপর সমস্ত স্পষ্ট । অতএব  
শ্রীহরি ব্যতীত এই সংসারে ভজনীয় অপর কেহ নাই ।

তত্র শ্রীনারদং প্রতি সদাশিববচনেনাহ, যথা—

ভুবনে সর্বলোকানাং নারাধ্যো বৈ হরিং বিনা ।

ভবার্ণবচ্ছিন্নকোহপি সর্বকামদকামদঃ ॥ ৪ ॥

ভুবনে চতুর্দশভুবনে সর্বলোকানাং ব্রহ্মাদীনামারাধ্যো হরি-  
ব্যতিরেকেণ কোহপি কাপি ন বর্ত্তত ইতি নিশ্চয়ঃ । কিন্তু যদ্যপি  
বেদস্মৃতিপুরাণাগমাদীনাম মতেন বহিরঙ্গতটস্থাদীনাম দেবতানাং  
পূজাদিকং करोति কোহপি বর্ণাদিলোকঃ সকলফলকামনয়া, তদ্যপি  
সর্বকামদ কামদঃ সর্বান্ কামান্ দদাতি কোহপি দেবন্তস্য কাম-  
দোহভীষ্টপ্রদোহপি শ্রীহরিঃ । অতএব তেষু বহিরঙ্গতটস্থাদিষু  
দেবেষু কোহপি ভবার্ণবস্য সংসারসমুদ্রস্য ছিদ্র সংসৃতিবন্ধনত্বেন  
পুনঃপুনরাবর্ত্তনস্য ছেত্তা ন ভবতীত্যর্থঃ । অতএব ঘোরসংসারমহা-  
ভয়-নিবারণকর্তা শ্রীভগবন্তং বিনা কোহপি নান্য ইতি নিশ্চয়ঃ ।

এই বিষয়ে নারদের প্রতি সদাশিবের বাক্য-প্রমাণে কথিত  
হইতেছে—‘এই ভুবনে সকল লোকের হরি বিনা আর কেহ আরাধ্য  
নিশ্চয়ই নাই ; ( ভগবান্ শ্রীহরি ব্যতীত ) আর কেহই কামদগণের  
কামদ ও ভবার্ণবছেত্তা নহেন ॥৪॥ ভুবনে অর্থাৎ চতুর্দশ ভুবনে  
ব্রহ্মাদি সকল লোকের আরাধ্য শ্রীহরি ব্যতীত কেহ কোথাও নাই—  
ইহা নিশ্চিত । কিন্তু যদি কোন বর্ণাদির লোক সর্বপ্রকার ফল-  
কামনাবশতঃ বেদ-স্মৃতি-পুরাণ-আগমাদির মতে বহিরঙ্গ-তটস্থাদি  
দেবতাগণের পূজাদি করে, সেই স্থলেও যে কোন সর্বকামদাতা  
দেবতার অভীষ্টদাতা শ্রীহরি ।’ অতএব সেই সকল বহিরঙ্গ-  
তটস্থাদি দেবগণের মধ্যে কেহই সংসারসমুদ্রের ছেদনকর্তা অর্থাৎ  
সংসারবন্ধনস্বরূপ পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনের ছেদনকারী নহেন । অত-  
এব শ্রীভগবান্ বিনা অন্য কেহ ঘোর সংসারের মহাভয়নিবারণকারী  
নাই—ইহা নিশ্চিত ।

## কৃষ্ণস্য শরণ্যৈকত্বং

অতঃ শ্রীভগবন্তং প্রত্যুদ্ববাক্যোনাহ শ্রীভাগবতে (১৯।১৯।৯)—

তাপত্রয়েণ্যপি(১) হতস্য ঘোরে সন্তপ্যমানস্য ভবান্নমীশ ।

পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাগ্নিহুত্বাতপত্রাদমুতাত্তিবর্ষাদ্ ॥ ৫ ॥

হে ঈশ প্রভো ! অগ্নিন্ ঘোর অনিবারণমহাভয়করে ভবান্নমি  
সংসারপথে তাপত্রয়েণ আধ্যাত্মিকাদিভৌতিকাদিদৈবিকময়েন, অপি  
নিশ্চিতং, সন্তপ্যমানস্য গর্ভযাতনাদিমহাকষ্টভোগতাপরিমিতক্লেশ-  
দহ্যমানস্য, অতো হতস্য হন্থাতোৰ্গত্যর্থত্বাৎ পুনঃ পুনর্জন্মমরণত্বা-  
গণিতগতাগতস্য, লোকমাত্রস্যাশরণস্য তবাগ্নিহুত্বাতপত্রাৎ চরণ-  
যুগলাতপত্রং বিনাহন্যচ্ছরণমহং ন পশ্যামি । অয়ং ভাবার্থঃ—  
লোকে আতপত্রং ছত্রং, তস্মাৎ যথা মহারৌদ্রসন্তাপজলবৃষ্টিাদিমু-  
পথিকাদিকস্য রক্ষা ভবতি, তথা সংসৃতিরজ্জুবন্ধনবন্ধস্য লোকমাত্রস্য

( একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ্যতা )—অতএব শ্রীমভাগবতে  
( ১৯।১৯।৯ ) শ্রীভগবানের প্রতি উদ্ধবের বাক্যে কথিত আছে ‘হে  
ভগবন্ ! ঘোর সংসার-পথে ত্রিতাপের দ্বারা দহ্যমান্ ও গতাগতি-  
বিশিষ্ট জনের আপনার অমৃতবর্ষী চরণযুগলছত্র ব্যতীত অন্য আশ্রয়  
দেখিতে পাইতেছি না ॥৫॥ হে ঈশ্বর ! এই ঘোর অর্থাৎ অনিবার্যতা-  
হেতু মহাভয়কর সংসারপথে আধ্যাত্মিক-আদিভৌতিক-আদিদৈবিক  
তাপত্রয়ের দ্বারা অপি অর্থাৎ নিশ্চিত সন্তপ্যমান অর্থাৎ গর্ভযাতনাদি  
মহাকষ্টভোগরূপ অপরিমিত ক্লেশে দগ্ধীভূত, অতএব পুনঃ পুনঃ  
জন্মমরণহেতু অগণিত গতাগতিবিশিষ্ট নিরাস্রয় লোকমাত্রের আপ-  
নার চরণযুগলছত্র ব্যতীত অন্য আশ্রয় আমি দেখিতে পাইতেছি না ।  
ভাবার্থ এই—সংসারে ছত্রদ্বারা যেমন অতিশয় রৌদ্রতাপ-জলবৃষ্টি  
প্রভৃতি হইতে পথিকাদির রক্ষা হয়, সেইরূপ সংসাররজ্জুতে বদ্ধ  
লোকমাত্রের ভববন্ধন হইতে উদ্ধারক আপনার চরণযুগলরূপ ছত্র-

( ১ ) তাপত্রয়েণ্যপিহিতসোপি পাঠান্তরম্ ।

তুচ্ছরণযুগলাৎ ভববন্ধোদ্ধারকভূতাত্ত্বজ্ঞাৎ, অতএবামুতাত্তিবর্ষাৎ,—  
অমৃতং সাযুজ্যাদিমুক্তিচতুষ্টয়ং তথা ভববন্ধমোক্ষস্বরূপ শ্রীভগবৎ-  
পদারবিন্দসেবা তত্ত্বদ্ব্যমপ্রাপ্তিঃ,—এতস্য অস্তি সর্বতোভাবেন বর্ষং  
অবিরতানন্দসন্দোহপ্রবাহরুটির্যস্মাৎ তৎ তস্মাৎ । এতেন শ্রীভগ-  
বচ্ছরণযুগলাৎ কোটিকোটিমুক্তিবৃন্দমগনিতরুটিধারাবস্তবতীতি ভাবঃ ।  
তস্মাদেতস্য জগত্যাং দেবতাসুরমনুষ্যাদিলোকমাত্রস্যানন্যশরণত্বেন  
শ্রীমভগবতস্তব চরণযুগলভজনব্যতিরেকেণ ভববন্ধমোচনরূপনিষ্কৃতির্ন  
লভ্যত ইত্যর্থঃ । যতস্তুচ্ছরণসেবী লোকে জীবনে পঞ্চত্বে বা সতি  
সর্বদৈব সুখী সংসারবন্ধনরহিতত্বাৎ ।

## অন্যশরণতাবিবেকঃ(১)

দেবতাদিপূজাদিব্যতিরেকেণ বর্ণাদিকস্যানন্যশরণত্বং দর্শয়তি,  
যথা শ্রীসনৎকুমারসংহিতায়্যাং—

অন্যশরণো নিত্যং তথৈবানন্যসাধনঃ ।

অন্যসাধনার্থশ্চ স্যাদনন্যপ্রয়োজনঃ ॥

দ্বারা (রক্ষা হয়) ; অমৃতাত্তিবর্ষী—অমৃত অর্থাৎ সাযুজ্যাদি মুক্তি-  
চতুষ্টয় এবং ভববন্ধন হইতে মুক্তিস্বরূপ শ্রীভগবৎপদারবিন্দসেবা  
ও তদীয়ধামপ্রাপ্তি,—এইরূপ অমৃতের সর্বতোভাবে বর্ষণ অর্থাৎ  
অবিরত আনন্দ-সন্দোহের ধারারুটি যাহা হইতে হয়, তাদৃশ ছত্র ।  
কোটি কোটি মুক্তিরূপি অগণিত রুটিধারার ন্যায় শ্রীভগবানের চরণ  
হইতে প্রবাহিত হয়—উক্ত বাক্য হইতে ইহা সূচিত । অতএব হে  
ভগবন্ ! এই জগতে দেবতা-অসুর মনুষ্যাদি জীবমাত্রের একমাত্র  
শরণ বলিয়া আপনার চরণযুগলভজন ব্যতিরেকে ভববন্ধন হইতে  
মুক্তিরূপ নিষ্কৃতি লভ্য হয় না । যেহেতু আপনার চরণসেবী জন  
জীবনে বা মরণে সংসার-বন্ধন-রহিত বলিয়া সর্বদাই সুখী ।

অন্য দেবতাদির অর্চনাদি বর্জনদ্বারা বর্ণাশ্রমিগণের অন্য-

( ১ ) ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।



নান্যঞ্চ পূজয়েদেবং ন নমোত স্মরেন চ ।  
ন পশ্যেত চ গায়েত ন চ নিন্দেৎ কদাচন ॥  
নান্যোচ্ছিষ্টঞ্চ ভুক্তীত নান্যশেষঞ্চ ধারয়েৎ ।  
অবৈষ্ণবানাং সন্তাষাবন্দনাদি বিবৰ্জয়েৎ ॥

শ্রীসদগুরুভগবন্মামমত্ৰদীক্ষিতো বর্ণাদিরন্যশরণো নিত্যমতি-  
নিশ্চয়মেব স্যাদ্ ভবেদিত্যর্থঃ,—শ্রীমদগোবিন্দং বিনা ন বিদ্যাতে  
ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বাহ্যো অনাঃ কোহপি শরণং সেব্যত্বেনেচ্চৎ যস্য সোহয়ম্ ।  
এবং সৰ্ব্বত্র ( স্যাদিত্যস্যাব্যয়ঃ ) । যথাহন্যশরণস্তথৈবাবশ্যমন্য-  
সাধনঃ—ন বিদ্যাতে শ্রীভগবদ্ধৰ্মনিষ্ঠারুত্বেনাবিরতশ্রীগোবিন্দপাদ-  
সেবনপূজনবন্দনসংখ্যানিবেদনে তন্মামশ্রবণকীৰ্ত্তনস্মরণমননাদিকং  
বিনাহন্যানি নিত্যনৈমিত্তিককাম্যদৈবপৈত্তমাজল্যাদিকৰ্ম্মাণি সাধনানি  
যস্য স তাদৃশঃ স্যাৎ,—শ্রীভগবন্তজন-ধৰ্ম্মনিষ্ঠকত্বেন নৈক্ষৰ্ম্ম্যবজ্ঞাৎ ।  
অতএবান্যসাধনার্থশ্চ ( স্যাৎ ),—অন্যসাধনানাং মহামহিমভাগ-

শরণতা প্রদর্শিত হইতেছে, যথা শ্রীসনৎকুমারসংহিতায় ‘সর্বদা  
অন্যশরণ, অন্যসাধন, অন্যসাধনার্থ ও অন্যপ্রয়োজন হইবে ।  
কখনও অন্য দেবতার পূজা, প্রণাম, স্মরণ, দর্শন, স্তুতি, নিন্দা,  
উচ্ছিষ্টভোজন ও অবশেষনিৰ্ম্মালা ধারণ করিবে না এবং অবৈষ্ণব-  
গণের সহিত সন্তাষণ-বন্দনাদি বৰ্জ্জন করিবেন ।

শ্রীসদগুরুর নিকট শ্রীভগবন্মাম-মত্রে দীক্ষিত বর্ণাশ্রমি-প্রভৃতি  
ব্যক্তি অতিনিশ্চয় অনন্যশরণ হইবে—অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে  
শ্রীগোবিন্দ ব্যতীত অপর কেহ শরণ্য বা সেবারূপে অতীষ্ট যাহার  
নাই, তাদৃশ হইবে । স্যাৎ-পদের সৰ্ব্বত্র এইরূপে অব্যয় হইবে ।  
যেমন অনন্যশরণ, সেইরূপ অন্যসাধন হইবে—শ্রীভগবদ্ধৰ্ম্মে নিষ্ঠা-  
ময়ী রুতিবশতঃ অবিরত শ্রীগোবিন্দের পাদসেবন-পূজন-বন্দন-সংখ্যা-  
আনিবেদন-দ্বারা শ্রীগোবিন্দের নামের শ্রবণ-কীৰ্ত্তন স্মরণ মননাদি  
ভিন্ন অন্য নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য-দৈব-পৈত্ত-মাজল্যাদি কৰ্ম্ম যাহার  
সাধন নহে,— তাদৃশ হইবে ; কারণ, ভগবন্তুত্বধৰ্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি

বতোক্তমান্যং সম্প্রদায়িনামেব,—ন তু শ্রীসদগুরুদীক্ষারহিতদৃষ্টশ্রুত-  
ছদ্যবেশিনাং সেবারা ইত্যর্থঃ, অর্থাৎ ধনাদি যস্যাস্তীতি শেষঃ অর্থাৎ  
সোহন্যশরণসেবীতি জ্ঞেয়ম্ । অন্য ব্যাখ্যা,—অন্যশরণকৃষ্ণৈক-  
তানাদিব্যতিরেকেণ অন্যশৈব-শাক্ত-সৌর-গাণপত্যাদি শ্রীগোবিন্দ-  
বহির্গুণানাং কেবলাতিথ্যাভ্যাগত-জীবমাত্র-বৃন্দানামমজলাদিদ্রব্যং  
সহজদেয়ং বিনা সেব্যসেবকভাবে সেবা ন কার্য্যা—শ্রীনামাপরাধভ্যা-  
দিত্তি । তথাহন্যপ্রয়োজনঃ স্যাত্তবেৎ,—ন বিদ্যাতে বর্ণাশ্রমাদিযুক্ত-  
বিষয়িবৎ শ্রীভগবচ্চরণযুগলসেবাদিব্যতিরেকেণান্যৎ কিঞ্চিৎ প্রয়ো-  
জনং যস্য স শ্রীহরিদাসত্বাৎ ।

এবংভূতোহন্যশরণঃ কার্ষাদিরন্যদেবং ন পূজয়েৎ । চ-কারাৎ  
নিত্যনৈমিত্তিককাম্যপিতৃশ্রাদ্ধতর্পণাদিকমপি ন কুর্য্যাৎ । কদাচন-  
ত্যস্য সৰ্ব্বগ্রান্বয়ঃ । তথান্যদেবং ন নমোৎ ন নমস্কুর্য্যাৎ । ‘অন্য-  
নৈক্ষৰ্ম্ম্যবান্ । অতএব অনন্যসাধনার্থও হইবে অর্থাৎ অনন্যসাধন  
মহামহিম সম্প্রদায়ী উক্তস ভাগবতগণের সেবার নিমিত্ত—( কিন্তু  
শ্রীসদগুরুর নিকট দীক্ষারহিত অথচ দেখিয়া বা শুনিয়া অনুকরণ-  
কারী ছদ্যবেশিগণের জন্য নহে )—অর্থ বা ধনাদি যাহার, তাদৃশ ,  
অর্থাৎ অনন্যশরণসেবী । ইহার ব্যাখ্যা এই—অন্যশরণ কৃষ্ণৈক-  
তানাদি ব্যতীত অপর শৈব-শাক্ত-সৌর-গাণপত্য প্রভৃতি শ্রীগোবিন্দ-  
বহির্গুণ কেবল অতিথি-অভ্যাগত জীবগণের অনায়াসে দেয় অন্ন-  
জলাদি দ্রব্যাদান ভিন্ন সেব্য-সেবকভাবে সেবা কর্তব্য নহে, কারণ  
তাহাতে নামাপরাধের ভয় আছে । তদ্রূপ অনন্যপ্রয়োজন হইবে—  
শ্রীহরিদাস বলিয়া শ্রীভগবানের চরণযুগলের সেবা ব্যতিরেকে বর্ণা-  
শ্রমাদিযুক্ত বিষয়ীর ন্যায় অন্য কোন প্রয়োজন যাহার নাই, তাদৃশ  
হইবে ।

এইরূপ অনন্যশরণ কৃষ্ণভক্তগণি অন্যদেবতার পূজা করিবে না  
এবং নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য-পিতৃশ্রাদ্ধতর্পণাদিও করিবে না । ‘কদাচ’  
এই পদের সৰ্ব্বত্র অব্যয় । তদ্রূপ অন্য দেবতাকে নমস্কার করিবে

দেবং ন স্মরেৎ তত্ত্বানামধেয়েন স্মরণমপি ন কুর্যাৎ । চ-কারাৎ প্রদক্ষিণং চ ন কুর্যাৎ । ন পশ্যেৎ বিবুধানাং ঘটাदिमुত্তীনাং দর্শনং ন কুর্যাৎ, চ-কারাৎ তত্ত্বদেবতামুত্তীর্ণস্পর্শনমপি ন কুর্যাৎ । তথা ন গায়েৎ তত্ত্বদেবতানাং গানং ন কুর্যাৎ, চ-কারাৎ তত্ত্বদেবতানাং কথোপকথনঞ্চ ন কুর্যাৎ । তথা ন চ নিন্দেৎ তত্ত্বদেবতানাং নিন্দাং চ-কারাৎ তত্ত্বদ্বন্দ্বনমপি ন কুর্যাৎ । অন্যোচ্ছিষ্টঞ্চ ন ভুজীত — অন্যদেবতানাং নির্মালাং চ-কারাৎ তন্নির্মাল্যপুষ্পজলাদীনাং গ্রহণ-ভোজনাদীনি ন কুর্যাৎ । তথান্যেধেয়ং চ ন ধারয়েৎ, অন্যদেবতা-নির্মাল্য-পুষ্পমাল্য-বস্ত্র-গন্ধচন্দনাদিধারণং ন কুর্যাৎ । চ-কারাৎ শ্রীকাক্ষাদীনাং প্রসাদ-পুষ্পমাল্যচন্দনাদিব্যাতিরেকেণাপরশৈবশাক্তসৌর-গানপত্যাাদীনাং বর্ণাদীনাং শ্রীভগবদ্বহ্নির্মুখানাং দত্তাপাদীনাং বা তেষাং প্রসাদীয়পুষ্পমাল্যগন্ধচন্দনবস্ত্রাদীনাং ধারণং ন কুর্যাৎ । পূর্বাবস্থায় শৈবশাক্তসৌরগানপত্যাदि-বহ্নির্মুখব্যবহারব্যবসায়ত্বেন যান্যুপাজ্জিতানি দ্রব্যানি, পশ্চাৎ শ্রীসদগুরুশ্রীগোবিন্দনামমন্ত্রদীক্ষিতো না, অন্য দেবতার নাম-গ্রহণ-পূর্বক স্মরণও করিবে না । চ-কার হইতে অন্য দেবতাকে প্রদক্ষিণও করিবে না । অন্য দেবতার ঘটাदि মুত্তী দর্শন ও স্পর্শন করিবে না । অন্যদেবতার গান, তাঁহাদের বিষয়ে কথোপকথন করিবে না । অন্য দেবতার নিন্দা এবং বন্দনাও করিবে না । কখনও অন্য দেবতার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না—অন্য দেবতার নির্মালা-পুষ্প-জলাদি গ্রহণ ও ভোজন করিবে না । সেইরূপ অন্যের অবশেষ অর্থাৎ অন্য দেবতার নির্মালা-পুষ্পমাল্য-গন্ধ-বস্ত্রাদি ধারণ করিবে না । চ-কার হইতে—শ্রীকাক্ষগণের প্রসাদ-পুষ্পমাল্য চন্দনাদি ব্যতিরেকে ভগবদ্বহ্নির্মুখ অপর শৈব-শাক্ত-সৌর-গানপত্য প্রভৃতি বর্ণাশ্রমিগণের প্রদত্ত জলাদি বা প্রসাদীয় পুষ্প-মাল্য-গন্ধ-চন্দন-বস্ত্রাদি ধারণ করিবে না । অথবা—পূর্বাবস্থায় শৈব-শাক্ত-সৌর-গানপত্য প্রভৃতি বহ্নির্মুখগণের ন্যায় ব্যবহার-চেষ্টায় উপাজ্জিত যে-সকল দ্রব্য, তৎসমস্ত পরে শ্রীসদগুরুর নিকট

ভবন্ পুনর্জন্মসংস্কারশুদ্ধায়ত্বেন তেষাং শ্রীগোবিন্দকাক্ষাদিসেবা-নিমিত্তং বিনা গার্হস্থ্য-সংগৃহীতত্বেন ধারণং নো কুর্যাদিত্যর্থঃ, তদ-দ্রব্যং শ্রীকৃষ্ণকাক্ষাদিসম্বন্ধে অপরাহাৎ ( অপিতহাৎ ) । তথা চাবৈষ্ণ-বানাং শ্রীভগবদ্বহ্নির্মুখানাং বর্ণাশ্রমাদিশৈবশাক্তসৌরগানপত্যাাদীনাং সন্তোষা সন্তোষাভ্যাসত্বেন সন্মতনং তেষাং বন্দনং নমস্কারং স্তুতিঞ্চ, —আদিপদেন তৎস্পর্শং সহোপবেশনভোজনাদিকং, ভোজন-পানার্থং তদন্নজলাদিকঞ্চ সর্বমেতদ্বিবর্জয়েৎ, অতিবিশেষযত্নতঃ পরিত্যজে-দিত্যম্বয়ঃ ।

### অন্যদেবার্চনে অবৈষ্ণবানামপ্যপরাধঃ

নবন্যশরণ-কাক্ষবৈষ্ণবাদীনামিত্যুপলক্ষণং, শ্রীবিষ্ণুনামমন্ত্রাহ-দীক্ষিত ব্রাহ্মণানামপ্যন্যদেবার্চনে মহান দোষঃ । তথাহি শ্রীনারদীয়-পুরাণে, যথা -

ব্রাহ্মণোহপি মুনির্জানী দেবমন্যং ন পূজয়েৎ ।

মোহেন কুরুতে যন্ত সদ্যচাণ্ডালতাং ব্রজেৎ ॥

সদান্যদেবতাভক্তিব্রাহ্মণানাং গরীয়সী ।

বিদূরয়তি বিপ্রত্বং চাণ্ডালত্বং প্রযচ্ছতি ॥

শ্রীগোবিন্দের নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পুনর্জন্ম ও সংস্কারদ্বারা শুদ্ধ-চিন্তিতা-হেতু শ্রীগোবিন্দ ও কাক্ষাদির সেবাদেশ্য ভিন্ন গার্হস্থ্যধর্মের জন্য সংগৃহীতরূপে ধারণ করিবে না । কারণ, সেই সকল দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের সম্বন্ধ হইতে বিচারে—‘অন্য’ । তদ্রূপ অবৈষ্ণব অর্থাৎ শ্রীভগবদ্বহ্নির্মুখ বর্ণাশ্রমাদি শৈব-শাক্ত-সৌর-গানপত্য প্রভৃতির সন্তোষণ অর্থাৎ কর্তব্যরূপে সন্তোষণ-পূর্বক আহ্বান করিয়া সন্মেলন, বন্দন, নমস্কার, স্তুতি, —আদি-পদে তাহাদের স্পর্শ, সহোপ-বেশন, ভোজনাদি, ভোজনপানার্থ অন্নজলাদি—এই সমস্ত বিশেষ যত্নে পরিত্যাগ করিবে ।

( অন্যদেবার্চনে অবৈষ্ণবেরও অপরাধ ) —‘অন্যশরণ কাক্ষ, বৈষ্ণব প্রভৃতি’—ইহা উপলক্ষণমাত্র । শ্রীবিষ্ণুনাম-মন্ত্রে অদীক্ষিত

ব্রাহ্মণো গায়ত্রীজ্ঞঃ--ব্রহ্ম গায়ত্রী শ্রীমন্নরদোপদিষ্টা -মহা-  
ভাগো তত্ত্বজ্ঞেন, অপি নিশ্চিতং, শ্রীবিষ্ণুজ্ঞাতা ভবতি। তস্মাদ্ধি  
বৈষ্ণবো বিষ্ণুঃ কল্মষে বিশেষত ইতি প্রমাণপ্রবণেন শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব-  
য়োরভিন্নত্বাৎ—ব্রাহ্মণ এব আদিবৈষ্ণবঃ। তত্রাপি মুনিঃ মননশীলঃ  
সদসদ্বিবেকবান্, জ্ঞানী আহারভুয়মৈথুননিদ্রাদ্যসজ্জ্ঞানব্যতিরেকেণ  
সদ্বিশিষ্টজ্ঞানঃ এবং বিশিষ্টো ব্রাহ্মণোহন্যং দেবং দেবতামাত্রং ন  
পূজয়েৎ। স চ যদি মোহেন কৰ্ম্মবশদ্রষ্টজ্ঞানেন কুরুতে তদা  
পুনশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ। অন্নমর্থঃ,—পঞ্চহে সতি তস্য পুনরাবর্তনং  
যদ্ববেৎ তৎ কিং বক্তব্যং—ইদানীং সাক্ষাদ্ ব্রাহ্মণাচারদ্রষ্টত্বাৎ  
চাণ্ডালবদ্বতি। অতঃ কারনাদন্যদেবতাভক্তিঃ কেবলশ্রীপরমভগ-

ব্রাহ্মণাদি বর্ণাশ্রমীরও অন্যদেবতার অর্চনে মহাপরাধ হয়। এ  
বিষয়ে শ্রীনারদপুরাণে কথিত আছে, যথা—‘মুনি ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণও  
অন্যদেবতার পূজা করিবেন না। যিনি মোহবশতঃ করেন, তিনি  
সদাঃ চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণগণের অন্যদেবতার বিশেষ ভক্তি  
সর্বদা বিপ্রত্ব দূর করিয়া চাণ্ডালত্ব প্রদান করে।’

ব্রাহ্মণ অর্থাৎ গায়ত্রীজ্ঞঃ; ব্রহ্ম-অর্থে গায়ত্রী—যাহা শ্রীনারদ-  
কর্তৃক উপদিষ্ট; মহাভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণ তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া নিশ্চয়ই বিষ্ণু-  
তত্ত্বজ্ঞাতা। ‘সেই হেতু অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া বিশেষতঃ কলি-  
কালে বৈষ্ণব বিষ্ণু’,—এই প্রমাণানুসারে শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের অভেদ-  
নিবন্ধন ব্রাহ্মণই আদি বৈষ্ণব। তাহাতে আবার মুনি অর্থাৎ মনন-  
শীল সদসৎ-বিচার-পরায়ণ ও জ্ঞানী অর্থাৎ আহার-ভুয়-মৈথুন-  
নিদ্রাদি অসৎ-জ্ঞান-ব্যতিরেকে বিশিষ্ট সজ্জ্ঞানী। এইরূপ বৈশিষ্ট্য-  
যুক্ত ব্রাহ্মণ অন্য দেবতামাত্রকে পূজা করিবেন না। তিনি যদি মোহ-  
বশতঃ অর্থাৎ কৰ্ম্মবশে দ্রষ্টজ্ঞানহেতু তাহা করেন, তাহা হইলে পুনঃ  
চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। তাৎপর্য্য এই—মৃত্যুর পরে তাঁহার যে পুনরা-  
বর্তন হয়, সেই বিষয়ে আর কি বলিব? বর্তমানে ব্রাহ্মণাচার হইতে  
দ্রষ্ট বলিয়া সাক্ষাৎ চাণ্ডালসদৃশ হন। এই কারণে অন্যদেবতা-ভক্তি

বতগায়ত্র্যুপাসনাব্যতিরেকেণ অন্যদেবতাসেবা তদ্ব্যতিরীক্য ব্রাহ্মণানাং  
গরীয়সী গরিষ্ঠা অভিনন্দিতা (অপি) এষাং বিপ্রত্বং ব্রহ্মত্বং বিদূর-  
য়তি বিনাশয়তি, চাণ্ডালত্বং প্রযচ্ছতি প্রকর্ষণে দদাতীত্যর্থঃ।

নন্ ব্রাহ্মণস্যোপলক্ষণং—‘বর্ণাশ্রমাদীন্যং সর্বেষাং বিষ্ণুং  
বিহায়ান্যদেবতার্চনে মহান্ দোষঃ। তত্রাহ স্বান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে,  
যথা—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোহন্যদেবমুপাসতে।

তাত্ত্ব্যমৃতং স মৃত্যুত্মা ভুঙ্কতে হলাহলং বিষম্ ॥

যঃ কশ্চিন্মনুষ্যমাত্রো বর্ণাশ্রমাদির্বাসুদেবমিত্যনেন শ্রীজগদীশ্বর-  
ত্বেন পরমপদাখ্যামহ্যাম্মিনং বিহায়ান্যদেবং দেবতামাত্রমুপাসত  
(ইত্যর্থমুপাস্ত ইত্যর্থঃ) সেবনীয়েত্বেনোপাসনাং কুরুতে সোহমৃতং  
তাত্ত্ব্য হলাহলং কালকূটং বিষম্ ভুঙ্কতে। যতো মৃত্যুত্মা অতিশয়াজ-  
তমত্বেনাব্যবসিতচিত্তঃ। অয়ং ভাব, শ্রীবাসুদেববহির্নুখত্বেন যো  
অর্থাৎ পরমভাগবতী গায়ত্রী উপাসনা ব্যতীত অন্যদেবতার সেবা বা  
তাঁহার দ্বারা বৃত্তি (অন্যথা) গরীয়সী অর্থাৎ অতি প্রশংসনীয় হইলেও  
তাহা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব বিদূরিত করে এবং চাণ্ডালত্ব প্রকৃষ্টরূপে  
প্রদান করিয়া থাকে।

ইহা ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে উপলক্ষণ-মাত্র। বর্ণাশ্রমী সকলেরই  
বিষ্ণুসেবা ব্যতীত অন্যদেবতার অর্চনে মহাপরাধ হয়। এই বিষয়ে  
কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে আছে, যথা—‘বাসুদেবকে পরিত্যাগ  
করিয়া যে অন্যদেবতার উপাসনা করে, সেই মৃত্যুত্মা অমৃত ত্যাগ-  
পূর্ব্বক হলাহল বিষ পান করে।’ যে-কোন বর্ণাশ্রমী মনুষ্যমাত্র যদি  
পরমপদধামে শ্রীজগদীশ্বরস্বরূপে বিরাজমান শ্রীবাসুদেবকে পরিত্যাগ  
করিয়া অন্য দেবতামাত্রকে উপাসনা করে, সে অমৃত ত্যাগ করিয়া  
হলাহল বা কালকূট বিষ ভক্ষণ করে। কারণ, সে মৃত্যুত্মা অর্থাৎ  
অতিশয় অজ্ঞতম অস্থিরচিত্ত। ভাবার্থ এই—শ্রীবাসুদেব বিমুখতা-  
হেতু যে ব্যক্তি মৃত্যুত্মা, সে অমৃত অর্থাৎ সংসার-বন্ধনের বিনাশ-

মৃত্যু সোহৃৎ সংস্থতিবন্ধনবিনাশকারকত্বেন মোক্ষস্বরূপং শ্রীমদ্ভা-  
সুদেবভজনং তাত্ত্বা হলাহলমবশ্যাতিশিষ্টমবিনাশিত্বেন বিষতুল্যং  
মহাঘোরতমং সংসারবন্ধতা-চতুরশীতিলক্ষ্যোনিভ্রমণ-বিবিধযাতনা-  
কর্মভোগং করোতি,—‘অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভমি’-  
ত্যাদিবচনপ্রমাণং ।

তথা শ্রীমহাভারতে হরিবংশে, যথা—

যন্ত বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্যমুপাসতে ।

স হেমরাশিমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং জিহ্মকৃতি ॥

মোহাৎ শ্রীবিষ্ণুমায়াদ্রাস্তত্বাৎ, যন্ত ইত্যনেন যঃ কোহপি নর-  
মাভঃ, বিষ্ণুং সর্বব্যাপিনং শ্রীজগদীশ্বরং, পরিত্যজ্য অনন্যশরণা-  
চরণেষ্টসেবাত্বেন তাত্ত্বা, অন্যং দেবোপদেবাদিকং উপাসত (উপাস্তে)  
ইষ্টত্বেনাথবা কাম্যকর্মাদিফলদাতৃত্বেন সেবতে, স হেমরাশিং কনক-  
সমুহমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং ধূলীনাং প্রাচুর্যং জিহ্মকৃতি গ্রহীতুমিচ্ছতি ।  
যদ্বা যন্তুতি—অনেকজন্ম গোবিন্দভজনপ্রতাপাৎ য ইহ মনুষ্যজন্ম  
কারিত্ব-নিবন্ধন মোক্ষস্বরূপ শ্রীবাসুদেবভজন পরিত্যাগ করিয়া হলাহল  
অর্থাৎ সুনিশ্চিত বিনাশকারী বলিয়া বিষতুল্য মহাঘোরতম সংসার-  
বন্ধন-চৌরশীলক্ষ্যোনি-ভ্রমণ-বিবিধ-যাতনা-কর্ম-ভোগ করে। ‘স্বকৃত  
শুভাশুভ কর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে’—ইত্যাদি শাস্ত্র  
এই স্থলে প্রমাণ ।

শ্রীমহাভারতে হরিবংশেও, যথা—‘যে ব্যক্তি মোহবশতঃ বিষ্ণুকে  
পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে হেমরাশি ত্যাগ-  
পূর্বক ধূলিরাশি গ্রহণের ইচ্ছা করে।’ মোহবশতঃ অর্থাৎ বিষ্ণু-  
মায়াতে দ্রাস্ত বলিয়া যে-কোন মনুষ্য সর্বব্যাপী জগদীশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে  
পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ অনন্যশরণগণের আচরণানুযায়ী ইষ্ট  
সেবারূপে গ্রহণ না করিয়া অন্য দেবতা-উপদেবতাদিগকে অভীষ্টরূপে  
অথবা কাম্যকর্মাদির ফলদাতরূপে সেবা করে, সে কনকরাশি পরি-  
ত্যাগপূর্বক প্রচুর ধূলি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে। অথবা ব্যাখ্যান্তরে

পুনঃ প্রাপ্য শ্রীসদৃশরূপদিষ্ট শ্রীভগবন্মামমত্তোহনন্যো ভবন্ অন্য-  
বিবিধবিবৃধবৃন্দং পরিত্যজ্য কায় বাঃমনোভির্দুরীকৃত্য কেবলৈকং  
শ্রীমদ্বিষ্ণুমুপাসতে স্বামিত্রতত্বেন ভজতে স পাংশুরাশিং অপরিমিত-  
ধূলিবৎ(১) বিবিধোনিভ্রমণ-গতাগতি-জন্মমরণসংসারবন্ধনপদ্ধতি-  
মুৎসৃজ্য সর্বতোভাবেন তাত্ত্বা হেমরাশিং কনকনিধিপ্ৰাপ্তিবৎ  
শ্রীগোবিন্দনিজদাসপদবীং জিহ্মকৃতি প্রাপ্নোতি—ধাতুনা মনেকার্থত্বাদিতি  
প্রামাণ্যৎ(২) অতএব শ্রীগোবিন্দকতানুভূতানাং সদসদ্বিচারকত্বেন  
সর্বকর্মসু শ্রীভগবদ্রম্যোক্তসদগ্রহণমপরিসকলপরিত্যাগঃ ।

—অনেক জন্মের গোবিন্দভজন-প্রভাবে যে-ব্যক্তি এই সংসারে পুনঃ  
মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া সদগুরুর নিকট শ্রীভগবন্মাম-মন্ত্র গ্রহণ-পূর্বক  
অন্য হইয়া অপর নানাবিধ দেবতারূপকে কাম্যমনোবাক্যে পরিত্যাগ  
করিয়া পতিনিষ্ঠরূপে একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করে, সে পাংশুরাশি  
অর্থাৎ অপরিমিত ধূলিরাশির ন্যায় বিবিধ-যোনিভ্রমণ-গতাগতি-  
জন্মমরণ-সংসারবন্ধন-প্রবাহ সর্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া মেহরাশি  
অর্থাৎ সুবর্ণ-নিধিপ্ৰাপ্তির ন্যায় শ্রীগোবিন্দের নিজদাস পদবী প্রাপ্ত হয়।  
ধাতুর অনেক অর্থ—এই বচনে-প্রমাণে জিহ্মকৃতি-পদের প্রাপ্তি অর্থ  
হইল ।

(১) ধূলীনাং পরিমিতবৎ

(২) তথা শ্রীভাগবতে (১১।৫।২-৩)

মুখবাহু-কর্ণাদেভ্যঃ পুরুষস্যাত্মমৈঃ সহ ।

চত্বারো জজিরে বর্ণা গুণৈবিশ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥

য এষাং পুরুষঃ সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্ ।

ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ গতজাযঃ ॥

নারদপঞ্চরাत्रে ( ২।৭।৩৭ )—চতুর্গামপি বর্ণানাং গুরুকৃষ্ণাচ্চনং পরম ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে ।

স্বকর্ম করিতেও সে যৌরবে পড়ি’ মজে ॥

## সচ্ছন্দবিবেকঃ

এতন্মিন্ প্রস্তাবে শ্রীভগবান্ অর্জুনং প্রতি সংশ্লষ্যার্থং শ্লোক-  
দ্বয়েনাহ, যথা শ্রীমভগবদ্গীতায়াং ( ১৭।২৬-২৭ )—

সদৃভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুক্ত্যতে ।

প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছন্দঃ পার্থ যুক্ত্যতে ॥

( ক ) সত্যাবে সত্য সত্ত্বগুণেন ভাবো জন্ম যস্য স তন্মিন্  
শ্রীগোবিন্দভক্তবিবুধে গায়ত্রীপুতভূসুরে চ ; তথা সত্য শুদ্ধসত্ত্বেন ভাবঃ  
আবির্ভাবঃ স্বরূপপ্রভবো যস্য যস্মাদ্ভা স তন্মিন্ শ্রীমদ্বিরাজ্যুপ-  
নারায়ণে চ দ্বিবিধাবতারে ; এবং সরসত্বেন সতি ভাবঃ পরং-  
পদাখ্যং বৈকুণ্ঠধাম সৎ, তন্মিন্ সত্তত্বস্থায়িত্বেনাবির্ভাবো যস্য স

[ শ্রীভাগবতে ( ১১।৫।২-৩ ) বিরাট পুরুষের মুখ, বাহ, উরু ও পদ হইতে  
সত্ত্বাদি-গুণ ও ব্রহ্মচর্যাদি চারি আশ্রমের সহিত যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারিবিধ  
উৎপন্ন হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে যাহারা সাক্ষাৎ নিজ-পিতা ঈশ্বরকে ভজন করে  
না, পরন্তু অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহার স্ব-স্ব স্থান অর্থাৎ বর্ণাশ্রম হইতে দ্রষ্ট  
হইয়া অধঃপতিত হয় । ]

অতএব একনিষ্ঠ গোবিন্দভক্তগণের সদসদ্বিচার-পরায়ণতা-  
নিবন্ধন সকল কর্মে শ্রীভগবদ্বাক্যে উপদিষ্ট 'সদ'-গ্রহণ ও অপর  
সমস্তেরই বর্জন বিধেয় ।

( সংশ্লষ্য বিচার )—এই প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দুইটী  
শ্লোকে 'সৎ'-শব্দের অর্থ উপদেশ করিয়াছেন, যথা শ্রীভগবদ্গীতায়াং  
( ১৭।২৬-২৭ )—'হে পার্থ ! সদৃভাবে ও সাধুভাবে 'সৎ'—এই শব্দ  
প্রযুক্ত হয় । তদ্রূপ প্রশস্ত কর্মে ও 'সৎ'-শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে ।'

( ক ) সত্যাবে—সৎ অর্থাৎ সত্ত্বগুণের দ্বারা ভাব বা জন্ম যাহার  
তাদৃশ শ্রীগোবিন্দভক্ত দেবতা ও গায়ত্রীপুত ব্রাহ্মণে এবং সৎ বা  
বিশুদ্ধ ভাব অর্থাৎ আবির্ভাব বা স্বরূপ-প্রকাশ যাহার বা যাহা হইতে,  
সেই শ্রীবিরাট ও দ্বিবিধ নারায়ণাবতারে ; এই প্রকারে সরসত্ব-নিবন্ধন  
সৎ-এ ভাব যাহার পরমপদাখ্য বৈকুণ্ঠধাম সৎ, তাহাতে নিত্য-

তন্মিন্ শ্রীমহারায়ণাখ্যবাসুদেবে ; অপরঞ্চ সত্য অতিবিশুদ্ধসত্ত্বেন  
ভাবঃ স্বাণিমাদিবিবিধসুখবৈভব-নাম-গুণকর্মলীলাদি-স্বেচ্ছাময়-প্রাক-  
ট্যং যস্য স তন্মিন্ শ্রীমৎকৃষ্ণে তদ্ধামিন শ্রীমদ্বন্দ্বাবনে চ ; তথা  
সত্যং কার্যাদীনাং—পিঙ্গপাত্তভৌতিকদেহজন্ম শৌর্যং পূর্বাজ্জিত-  
সংস্কারতঃ—অস্মাদন্যো ভাবঃ শ্রীভগবন্মামমন্ত্রোপদেশ-তত্ত্বকর্মশাস্ত্রাদি-  
শিক্ষাদিতোহত্যন্তাশ্চর্য্যং পুনর্জন্ম যস্মাৎ স যন্মিন্ শ্রীগুরৌ । তথা  
( খ ) সাধুভাবে চ সাধুনাং শ্রীমৎকৃষ্ণৈকতানাদীনামন্যভক্তানাং  
ভাবঃ পরমোৎকৃষ্টঃ—স্বভাবোহতিশয়মনোনির্মল্যং যস্মাৎ স  
তন্মিন্ শ্রীভগবন্মামমন্ত্রগুণ-কর্মলীলাদৌ, তথা শ্রীভগবদ্ব্যাক্ত্যুদ্ভূতি-  
স্মৃতি-পুরাণোপপুরাণগমসিদ্ধান্ত-পঞ্চরাত্রশাস্ত্রাদৌ চ, তথা সাধুসঙ্গাদৌ  
চ, তথা শ্রবণাদিসকল ভুক্তিবিষয়ে তদঙ্গে চ । সদিত্যেতৎ, রজ-  
স্তমোগুণব্যতিরেকেণ কেবলশুদ্ধসত্ত্ব-পরসত্ত্ব-বিশুদ্ধসত্ত্বতো নিত্যত্বাৎ  
সত্যত্বাচ্চ দেবব্রাহ্মণাদিষেবৈতন্মু শ্রীভগবদাশ্রয়পরেণ বস্তুবসি প্রক-

বিরাজমানরূপে আবির্ভাব যাহার, 'সেই শ্রীনারায়ণ-সংজ্ঞক বাসুদেবে ;  
আরও সৎ বা অতিবিশুদ্ধসত্ত্বময়তাহেতু ভাব অর্থাৎ নিজ-অণিমাди  
বিবিধ সুখবৈভব, নাম, গুণ, কর্ম, লীলা প্রভৃতির সহিত স্বেচ্ছাময়  
প্রাকট্য যাহার, সেই শ্রীকৃষ্ণে ও তদীয়ধাম শ্রীহন্দাবনে ; আরও, সৎ  
বা কার্যাদির—পূর্বাজ্জিত সংস্কার-বশতঃ পিতা-মাতার নিকট প্রাপ্ত  
ভৌতিকদেহলাভরূপ শৌর্যজন্ম হইতে ভিন্ন ভাব অর্থাৎ শ্রীভগবন্মাম-  
মন্ত্রোপদেশ ও সেই সকল ধর্মশাস্ত্রাদিশিক্ষাপ্রভাবে অতি আশ্চর্য্য  
পুনর্জন্ম যাহা হইতে, সেই শ্রীগুরুদেবে ; ( খ ) সাধুভাবে—সাধুগণের  
অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকর্মিষ্ঠ অনন্যভক্তগণের ভাব অর্থাৎ পরমোৎকৃষ্ট স্বভাব  
—মনের অতিশয় নির্মলতা—যাহা হইতে, সেই শ্রীভগবন্মাম-মন্ত্র-  
গুণ-কর্ম-লীলাদি, তদ্রূপ শ্রীভগবদ্ব্যাক্ত্যুদ্ভূতি-স্মৃতি-পুরাণোপপুরাণ-  
আগম-সিদ্ধান্ত-পঞ্চরাত্র শাস্ত্রাদি, সাধুসঙ্গাদি, শ্রবণাদি সকল ভুক্তি-  
বিষয় ও ভক্ত্যঙ্গে ; রজস্তমোগুণরহিত কেবল শুদ্ধসত্ত্ব-পরসত্ত্ব-  
বিশুদ্ধসত্ত্বময় বস্তুর নিত্যত্ব ও সত্যত্বহেতু উক্ত সকল বিষয়ে, শ্রীভগবদা-

র্ষণ যুক্তিতে বর্ততে—তেষু তাৎপর্যাৎ । তথা (গ) প্রশস্তে কর্ম্মণি, শ্রীগোবিন্দবহির্মুখ-কর্তৃবাতিরেকণ পরমমঙ্গলাতিমঙ্গলে সাত্ত্বিক-কর্ম্মণি, যথাবিধানোক্তযাবচ্ছ্রীভগবৎসকলসেবাদৌ, তথা শ্রীভৃগু-বৈষ্ণবকার্ষ্যব্রাহ্মণাদীনাম্ বিধিবৎ সর্ব্বসেবনে, তথা শ্রীমদ্গোবিন্দস্য সকল যাত্রামহোৎসব-নামকীর্তনসংকীর্তনাদৌ চ । হে পার্থ ! অর্জুন ! এতেষু অপর-শ্রীভগবৎকৃষ্ণ-কার্ষ্যাদিসকলকর্ম্মসু সচ্ছন্দঃ যুক্তিতে সঙ্গত ইত্যর্থঃ ।

কিঞ্চ ( ১৭।২৭ )—

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে ।

কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥

যজ্ঞে (ঘ) শ্রীবিষ্ণুযজ্ঞে ব্রাহ্মমূহুর্ভে মঙ্গলবন্দনাদি-শয়ন-পুষ্পা-ঞ্জলিকৃত্যপর্য্যন্তে শ্রবণাদিভক্তিপূর্ব্বক শ্রীভগবৎসকলসেবনকর্ম্মণি ; তথা (ঙ) তপসি নিত্যনৈমিত্তিককাম্যাদিত্যাগেন কেবল শ্রীভগবৎজন-

শ্রমপর দেবতা-ব্রাহ্মণাদি ও বস্তুসকলে ‘সৎ’ এই পদ প্রকৃষ্টরূপে প্রযুক্ত হয় -কারণ, ঐ সকল বিষয়েই সৎ-শব্দের তাৎপর্য্য । তদ্রূপ (গ) প্রশস্ত কর্ম্মে অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ বহির্মুখ-কর্তৃ-বিরহিত পরম মঙ্গলা-তিমঙ্গল সাত্ত্বিক-কর্ম্মে, যথাবিধানোক্ত যাবতীয় ভগবৎসেবাদি কার্য্যে, শ্রীভৃগু-বৈষ্ণব-কার্ষ্য-ব্রাহ্মণাদি বিধিমত সর্ব্ববিধ সেবায়, শ্রীগোবিন্দের যাত্রা-মহোৎসব-নামকীর্তন-সংকীর্তনাদি সকল ব্যাপারে এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও কার্ষ্যগণের সকল কর্ম্মে, হে পার্থ ! সচ্ছব্দের প্রয়োগ সঙ্গত হয় ।

আরও—‘যজ্ঞ, তপঃ ও দানে স্থিতি অর্থাৎ অবিচলিত অবস্থানও সৎশব্দে অভিহিত হয় । তৎ-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কর্ম্মও সৎ-শব্দে কথিত হয়’ ( গীঃ ১৭।২৭ ) ।

যজ্ঞ-অর্থে (ঘ) শ্রীবিষ্ণুযজ্ঞ —শ্রবণাদি-ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মমূহুর্ভে মঙ্গল-বন্দনাদি হইতে রাগিতে শয়নপুষ্পাঞ্জলী পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের সকল সেবাকার্য্য ; (ঙ) তপঃ অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যাদি কর্ম্ম

নিষ্ঠানন্যাচারাচরণকর্ম্মণি ; (চ) দানে চ ভক্তিপ্রদায় কাম্যমনোভি-র্থথাশক্তি শ্রীমন্মহাভাগবতকার্ষ্যাদিসকলসেবাকর্ম্মণি ; চকারাৎ ব্রাহ্ম-ণাদিসর্ব্বজীবানুকম্পয়া যথাশক্ত্যমজলাদিভিঃ সন্তোষকারকত্বেন জীব-সন্তুর্পণকর্ম্মণি । অথবা যজ্ঞো বিষ্ণুস্তুতিমন্ সেব্যসেবকত্বেন যথা-বিধ্যুক্ততদন্যভজনকর্ম্মণি । এতদাশ্রয়া স্থিতিশ্চ(১) তত্তদাচরণকর্তৃ-ত্বেন নিষ্ঠাবস্থিতিঃ—এতদবশ্যমেবকর্তৃব্যং নান্যদিতি । স্যাদিতি শব্দ এষু যজ্ঞাদিসু তৎস্থিতৌ চোচ্যতে কথ্যতে, নত্বরপরযাগযজ্ঞাদিসর্ব্ব-কর্ম্মসু, যতস্তত্তদুপাগাদিকং সকলং বন্দ্যাসৎ । তথা (ছ) তদর্থীয়মেব—তত্তৎযজ্ঞতপোদানাদিনির্ব্বাহার্থং কাম্যক্লেশোহঙ্গীকৃতঃ, কৃষীবলাদ্য-বেতন-ভিক্ষাসেবাদিভিঃ তদর্থং দ্রব্যোপার্জনাদিকং, কুপবাণীখাত-তড়াগদীঘিকারামপুষ্পোদ্যান বিবিধরক্ষ-রোপণ-মন্দিরাদিকঞ্চ যতদর্থং তৎ তদর্থীয়ং কর্ম্ম চ সকলং বিব্রজিঃ সদিত্যেব নিশ্চিতমভিধীয়তে সর্ব্বতোভাবেন কথ্যতে ইতি নাত্র সন্দেহঃ ।

পরিহরিপূর্ব্বক কেবল শ্রীভগবৎজননিষ্ঠার অনন্য আচারের অনুষ্ঠান-কার্য্য ; (চ) দান-গ্রথৈ ভক্তি-প্রদায় কাম্যমনোবাক্যে যথাশক্তি মহা-ভাগবত কার্ষ্যগণের সর্ব্বপ্রকার সেবাকার্য্য ; চ-কার হইতে—ব্রাহ্মণাদি সকল জীবের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ অমজলাদি দ্বারা যথাশক্তি সন্তোষ-বিধায়ক জীবসন্তুর্পণকার্য্য । অথবা যজ্ঞ-অর্থে -বিষ্ণু, সেব্যসেবকরূপে যথাবিধানোক্ত তাঁহার ভজন-কর্ম্ম । এই সকলের আশ্রয়ে স্থিতি অর্থাৎ ইহা অবশ্যই কর্তব্য, অন্য কিছু নহে—এই বিচারে সেই সকলের আচরণকারিরূপে নিষ্ঠা-পূর্ব্বক অবস্থান । ‘সৎ’ এই শব্দ এই সকল যজ্ঞাদি ও তৎস্থিতিতে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু অপর যাগ-যজ্ঞাদি সকল কর্ম্ম ‘অসৎ’ বলিয়া সেই সকলে প্রযোজ্য হয় না । সেই প্রকারে (ছ) তদর্থীয় অর্থাৎ সেই সকল যজ্ঞতপোদানাদি নির্ব্বাহের জন্য অবলম্বিত কাম্যক্লেশ, কৃষীবলাদির নিকট হইতে অবৈতনিক ভিক্ষাসেবাদি দ্বারা

( ১ ) এষু স্থিতিরাত্র ইত্যর্থঃ ।

অতএব শ্রীভগবন্মামমজ্ঞোপদিষ্টোহনন্যাকার্যাদিগৃহস্থঃ সন্ডাব-  
গৃহীত্বেন সৰ্ব্বকৰ্মসু শ্রীভগবৎপূজামব্রুং কুৰ্য্যাৎ, ন দেবতাপিতৃব্রত-  
দীন্। যতঃ শ্রীমদগোবিন্দে পূজিতে সতি সৰ্ব্বে দেবাঃ পিতরশ্চ  
পূজিতা ভবন্তি।

### গোবিন্দপূজয়া সৰ্ব্বপূজনং

তত্ত্বাহ শ্রীকৃষ্ণপুরাণে—

অচ্চিত্তে দেবদেবেশ অবজস্বদধারে।

অচ্চিত্তাঃ পিতরোদেবা যতঃ সৰ্ব্বমম্মো হরিঃ ॥

দেবানাং ব্রহ্মবংশকোতীনাং অমরাবতীশ্বরস্তুদধিকারী ইন্দ্রো-  
দেবস্তস্য দেবো বন্দনীয়ো ব্রহ্মা তস্যাপীশঃ প্রভুঃ শ্রীহরিঃ, তথা সৰ্ব-  
পিতৃণামপি। অতন্তন্নিম্নবংশশ্চতঃপদাধারে বাসুদেবে অচ্চিত্তে

তদুদ্দেশ্যে দ্রব্য-সংগ্রহাদি, তদুদ্দেশ্যে কৃপ-বাপী-খ্যাত-তড়াগ-দীক্ষিকা-  
আরাম-পুষ্পোদ্যান বিবিধ ব্রহ্মরোপণ-মন্দিরাদি—এই সকল তদর্থীয়  
কৰ্ম 'সৎ' বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্তৃক সৰ্ব্বতোভাবে নিশ্চিতরূপে কথিত  
হইয়াছে—ইহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব শ্রীভগবানের নাম-মন্ত্রে উপদিষ্ট অনন্য কৃষ্ণভক্ত  
গৃহস্থ সন্ডাবগৃহীত অর্থাৎ বিগৃহসত্ত্বে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছেন বলিয়া  
সকল কর্মেই শ্রীভগবৎপূজামাত্রই করিবেন—অন্য দেবতা-পিতৃবর্গের  
নহে। কারণ, শ্রীগোবিন্দ পূজিত হইলে সকল দেবতা ও পিতৃগণ  
পূজিত হন।

(শ্রীগোবিন্দ-পূজাতে সকলের পূজা)—কৃষ্ণপুরাণে কথিত আছে—  
'পদ্ম-শঙ্খ-গদাধর দেবদেবেশ শ্রীভগবান্ অচ্চিত্ত হইলে দেবগণ ও পিতৃ-  
গণ অচ্চিত্ত হন, যেহেতু হরি সৰ্ব্বমম্ম।' তেত্রিশকোটি দেবতার অধীশ্বর  
দেবতা ইন্দ্র, তাঁহারও দেবতা বা বন্দনীয় ব্রহ্মা, তাঁহারও ঈশ বা প্রভু  
শ্রীহরি; সেইরূপ সকল পিতৃপুরুষেরও প্রভু। সেই পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-  
গদাধারী শ্রীবাসুদেব অচ্চিত্ত হইলে দেবগণ, পিতৃগণ—( নিত্য-

পূজিতে সতি,—দেবাঃ পিতরশ্চৈত্যানেন সৰ্ব্বেষু নিত্যনৈমিত্তিককাম্য-  
মাজল্যাদিকৰ্মসু দেবাঃ পিতরশ্চ প্রত্যাবায়পরিহারার্থং পূজাঃ,—সৰ্ব-  
ত অচ্চিত্তাঃ ভবন্তি। যতঃ সৰ্ব্বমম্মঃ সকলদেবতাপিতৃাদীনাং মূলং  
সৰ্ব্বেশ্বরত্বাৎ, অতএব শ্রীহরিরনন্যনিজসেব কানামাধ্যাত্মিকাদিতাপন্ন-  
হর্ভেতি।

মনু কলিযুগে শ্রীহরিনামকীর্তনপূজাদিপরায়ণবর্ণাদয়ো লোক-  
যাত্রানিত্যাদিকৰ্মাকরণত্বেনাপি সম্পূর্ণকৰ্মকর্তারো ভবন্তীত্যাহ হহ-  
ম্মারদীয়ে—

হরিনামপরা যে চ হরিকীর্তনতৎপরঃ।

হরিপূজাপরা যে চ তে কৃতার্থাঃ কলৌ যুগে ॥

যে চ শ্রীসদৃশুর শ্রীভগবন্মামগ্রহণসৎসঙ্গ শ্রীভগবদ্ধর্মশিক্ষাতিশয়-  
শুদ্ধাশয়েন কায়বাক্যমনোভিঃ কেবলশ্রীহরিনামপরা ইত্যয়ং ভাবঃ  
শ্রীহরিকীর্তনতৎপরত্বেন শ্রীহরিনামগুণকর্ম্মলীলাদিমরণানুমোদন-  
মননপ্রবণকীর্তনমহোৎসব শ্রীভাগবত-শ্রীভগবদ্গীতা-শ্রীকৃষ্ণোপনিষ-  
হীনারায়ণোপনিষদাদ্যপর শ্রীভগবদ্ধর্মোক্তবেদাগমপুরাণোপপুরাণ-  
স্মৃতিভারতাদ্যপর-বৈষ্ণবশাস্ত্রপাঠ-তচ্ছবণ-তত্তৎপক্ষানুসারবিচার-

নৈমিত্তিক-কাম্য-মাজল্যাদি সকল কর্ম্মের প্রত্যাবায় পরিহারার্থ দেবতা  
ও পিতৃগণের পূজা কর্তব্য) —অচ্চিত্ত হন। কারণ, শ্রীহরি—  
নিজ অনন্য সেবকগণের ব্রিতাপহারী শ্রীভগবান্—সৰ্ব্বমম্ম অর্থাৎ  
সৰ্ব্বেশ্বর বলিয়া সকল দেব-পিতৃপুরুষের মূল।

কলিযুগে শ্রীহরিনাম-কীর্তন-পূজাদিপরায়ণ বর্ণাশ্রমী প্রভৃতি ব্যক্তি  
লোকযাত্রা-নিত্যাদি কর্ম্মের অকরণেও সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা হইয়া  
থাকেন। এই বিষয়ে হুম্মারদীম্পুরাণে উক্ত হইয়াছে—'যাঁহার  
হরিনাম-পরায়ণ, হরিকীর্তনে তৎপর ও হরিপূজা-পরায়ণ, তাঁহার  
কলিযুগে কৃতার্থ।' যাঁহার শ্রীসদৃশুর হইতে শ্রীভগবন্মামগ্রহণ, সৎসঙ্গ ও  
শ্রীভগবদ্ধর্মশিক্ষার দ্বারা অতিশয় শুদ্ধচিত্ত হইয়া কায়মনোবাক্যে কেবল  
শ্রীহরিনাম-পরায়ণ, এই ভাবার্থ; হরিকীর্তনতৎপরতাহেতু শ্রীহরির



সৎকৰ্ম করণবাতিরেক্ষেণ সংসারবন্ধসকল কৰ্ম কৰ্ত্ত্বেনাবশ্যমেব রহিতাঃ ; তথা হরিপূজাপরা পিতৃ-দেবাদ্যর্চনসৰ্বকৰ্মাদিকমূতে কেবল-শ্রীহরিপূজায়াং পরাঃ একান্তভজনতৎপরঃ, চকারাৎ শ্রীকৃষ্ণৈকতানা-দিসেবাপূৰ্বকজীবদয়াসৰ্বপ্রাণিসন্তর্পণরতাঃ ; এবং বিশিষ্টা যে জনাঃ সংসৃতাবপি স্থিতাঃ সন্তাঃ ; কলৌযুগ ইত্যনেনাং ভাবার্থঃ,— সত্যজ্ঞেতা-দ্বাপরযুগে তু তপোমজ্জার্চনদানাদিভিবিবিধশ্রীভগবত্ত্বজন-প্রকারৈঃ শ্রীভগবদুপাসনাং কুৰ্ব্বন্তোহনেককালেন সম্পূর্ণার্থা ভবন্তি লোকাঃ, ইহ কলিযুগে তু শ্রীমদ্গোবিন্দসম্বন্ধীয়তয়া যজ্ঞব্রতদানকুপ-বাপীতড়াগখাতারামবিবিধপুষ্পোদ্যানসেতুবন্ধনোত্তমমন্দিরনিৰ্ম্মাণদ্বাদশ-মাসীক্ষযাত্রা-মহোৎসব-শ্রবণসংযুতান্ন-জলাপূপপায়স-বিবিধবজ্রালঙ্কার সুগন্ধিপুষ্প-গন্ধমলয়জাগুরু-কর্পূর-তাম্বুলধূপদীপবন্দাপনীয়শঙ্খঘণ্টাদি নানাবাদ্যপ্রাতঃসাম্ভংসকীর্তনাদিভিঃ প্রত্যহং শ্রীভগবৎসেবায়্যং যজ্ঞ-বতি তদব্রজাদীনামপাগোচরসুখকৃত্যম্ । এতন্নিষ্ঠান্ত য়ে নিত্যাদি-নাম-গুণ-কৰ্ম্ম-লীলাদির স্মরণ, অনুমোদন, মনন, শ্রবণ, সংকীৰ্ত্তন-মহোৎসব, শ্রীভগবত-শ্রীগীতা-শ্রীকৃষ্ণোপনিষদ্-শ্রীনারায়ণোপনিষাদি ও শ্রীভগবদ্বাক্তোক্ত অপর বেদ-আগম-পুরাণ-উপপুরাণ-স্মৃতি-ভারত অন্যান্য বৈষ্ণব-শাস্ত্রের শ্রবণ এবং সেই সকল পঞ্চানুসারী বিচারে সৎকৰ্ম্মনিষ্ঠান-ব্যতীত সংসার-বন্ধনের হেতুভূত সকল কৰ্ম্মের অবশ্যই কৰ্ত্ত্ব্য রহিত হইয়া ; হরিপূজাপরায়ণ পিতৃ ও দেবাদির অর্চন এবং সকল কৰ্ম্মাদি ব্যতীত কেবল শ্রীহরিপূজম্পর অর্থাৎ একান্তভজনতৎপর চ-কার হইতে—শ্রীকৃষ্ণৈকতানগণের সেবাপূৰ্বক জীবদয়াবশে সৰ্ব-প্রাণীর সন্তর্পণে রত । এইরূপে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সংসারে স্থিত হইয়াও ; কলিযুগে, ইহার ভাবার্থ এই, লোকসকল সত্য-জ্ঞেতা-দ্বাপর-যুগে তপো-যজ্ঞ-অর্চন-দানাদি ভগবত্ত্বজনের বিবিধ প্রকার দ্বারা ভগবদুপাসনা করিয়া দীর্ঘকালে পূর্ণাভিলাষ হন ; কিন্তু এই কলিযুগে শ্রীগোবিন্দের সম্বন্ধ-নিবন্ধন-যজ্ঞ-দান-ব্রত-কুপ-বাপী-তড়াগ-খাত-আরাম, বিবিধ পুষ্পোদ্যান, সেতুবন্ধন, উত্তম মন্দির নিৰ্ম্মাণ, দ্বাদশ

সকলং কৰ্ম্মবিহায় কেবলানন্যশরণত্বাৎ শ্রীহরিনামতৎকীর্তনতৎ-পূজাপরায়ণা ভবন্তি তে কৃতার্থা সেবানামপরাধরহিততাবিরত-শ্রীহরি-নামস্মরণতৎপূজানিষ্ঠাবৃত্তিহেন কৃতো নিত্যনৈমিত্তিকাদ্যপরসৰ্বকৰ্ম্ম-সমস্তদেবতা—পিতৃপূজায়াগযজ্ঞদানব্রতাদিকোহর্থঃ প্রয়োজনং যেষাং তাদৃশা ভবন্তি । তে অবশ্যমেব ভববন্ধনরজ্জুতো মুক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ ।

তথা পাদ্মে শ্রীদুর্গাং প্রতি সদাশিববাক্যং—

ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে সৰ্বধৰ্ম্মবিবজ্জিতাঃ ।

বাসুদেবপরা মর্ত্যাশ্চে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥

ঘোরে মহাভয়কর সামান্যতঃ, অথবা সংসাররজ্জুবন্ধনানিবার্য-জালসঙ্কটসঙ্কুলে, এবমুদ্যে কলিযুগে প্রাপ্তে, দ্বাপরশেষকলিযুগপ্রাপ্তেন মাসের যাত্রা-মহোৎসব, রসপ্রবাহযুক্ত অন্ন-জল-অপূপ-পায়স, বিবিধ অলঙ্কার সুগন্ধি পুষ্প, গন্ধ-মলয়জ-অগুরু-কর্পূর ও তাম্বুল-ধূপ-দীপ, বন্দাপনীয় শঙ্খ-ঘণ্টাদি নানা বাদ্যের সহিত প্রাতে ও সন্ধ্যায় সংকীর্ত্তনাদিদ্বারা প্রত্যহ শ্রীভগবৎসেবায় যাহা অনুষ্ঠিত বা সম্পন্ন হয়, সেই সকল কৃত্য ব্রজাদিরও অগোচর আনন্দময় । ঈদৃশ-ভজননিষ্ঠ যাহারা, তাহারা কেবল অনন্যশরণতাবশতঃ নিত্যাদি সকল কৰ্ম্ম বর্জন করিয়া শ্রীহরির নামকীর্ত্তন ও পূজাপরায়ণ হইয়া কৃতার্থ হন অর্থাৎ সেবা-নামাপরাধ-রাহিত্যের সহিত অবিরত শ্রীহরির নাম-স্মরণ ও পূজায় নৈষ্ঠিকবৃত্তিবিশিষ্ট বলিয়া নিত্য-নৈমিত্তিকাদি অপর সমস্ত কৰ্ম্ম, সমস্ত দেবতা-পিতৃপূজা-য়াগ-যজ্ঞ-দান-ব্রতাদি অর্থ বা প্রয়োজন যাহাদের সিদ্ধ, তাদৃশ হন । তাহারা অবশ্যই ভববন্ধনরজ্জু হইতে মুক্ত হন ।

পদ্মপুরাণে শ্রীদুর্গাদেবীর প্রতি শ্রীসদাশিবের বাক্য এই—‘ঘোর কলিযুগ সমাগত হইলে সৰ্বধৰ্ম্ম-বিবজ্জিত বাসুদেবপরায়ণ মর্ত্যগণ নিঃসংশয়ে কৃতার্থ হইয়া থাকেন ।’ ঘোর অর্থাৎ সাধারণতঃ মহাভয়কর, অথবা সংসার-রজ্জুর বন্ধনহেতু অনিবার্যজাল-সঙ্কট-সঙ্কুল, এইরূপ কলিযুগ উপস্থিত হইলে,—(দ্বাপরশেষে কলিযুগের পরিমাণ ৪৩২০০০

দ্বাত্রিংশৎসহস্রবৎসরাধিকং চতুল্লক্ষং জাপিতং—সর্বধর্মবিবর্জিতাঃ,  
—গ্ৰীগোবিন্দৈকতানতয়া পিতৃদেবতাকর্চন-নিত্যনৈমিত্তিককাম্যকর্মাদি-  
করণত্যাগস্য কা বার্তা—বর্ণাশ্রমাদিসর্বধর্মবিশেষরহিতা অপি মর্ত্যা  
মরণধর্মবস্তো মে, কেবলং যদাপি বাসুদেবপরায়ণ কৃতার্থাস্তে ভবন্তী-  
ত্যর্থঃ সংশয়ো নাস্তি কশ্চন।(১)

শ্রীহরিনামাদিপরত্নেন শ্রীবাসুদেবপরত্নং জাতং জাপিতঞ্চ  
কৃতার্থত্বমপি তথা, পূর্বং বৈ তদ্ব্যয়ং ব্যাখ্যাতম্। তথা চ ক্লেদে  
স কর্তা সর্বধর্ম্যাণাং ভক্তো যন্তব কেশব।

স কর্তা সর্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যত।।

শ্রীব্রহ্মা স্বয়ং বদতি,—হে কেশব। তব যো ভক্তঃ সামান্যতঃ  
কোইপি বর্ণাশ্রমাদিলোকস্তাং বিনাহন্যং ন যদি ভজতে তদা ত্বত্ত্ব-  
জ্ঞাৎ সর্বধর্ম্যাণাং কর্তা ভবতি। অগ্নমর্থঃ—কেবলৈকান্তোহনন্যজ্ঞা-

বৎসর) ;—সর্বধর্ম-বিবর্জিত অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দৈকতানতাহেতু পিতৃ-  
দেবতা-অর্চন, নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যকর্মাদির অনুষ্ঠান ত্যাগের কি  
কথা—বর্ণাশ্রমাদি সর্বপ্রকার বিশেষধর্মরহিত হইয়াও মরণশীল  
জীবগণ যদি কেবল বাসুদেবপরায়ণ হয়, তাহা হইলে কৃতার্থ হইয়া  
থাকে—কোন সন্দেহ নাই। [ পদ্মপুরাণে—সর্বপ্রকার ধর্ম হইতে  
চ্যুত, কিন্তু একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর নাম-মাত্র কীর্তনকারী ব্যক্তি সুখে যে  
গতি প্রাপ্ত হন, তাহা সর্ব উপধর্মের যাজনকারিগণ প্রাপ্ত হন না। ]

শ্রীবাসুদেবপরায়ণতা তথা কৃতার্থতাও শ্রীহরিনামাদিপরায়ণতা-  
রূপে পরিজ্ঞাত ও জাপিত হইয়াছে এবং এই দুই বিষয় পূর্বে  
ব্যাখ্যাতও হইয়াছে।

সেইরূপ ক্রন্দপুরাণে—‘হে কেশব। যিনি তোমার ভক্ত, তিনি  
সর্বধর্মের অনুষ্ঠাতা। হে অচ্যুত! যিনি তোমার ভক্ত নহেন, তিনি  
তথা পাদে—

সর্বধর্মোজ্জ্বিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজঙ্করা।

সুখেন যঃ গতিং যাস্তি ন তাং সর্বোপধাশ্রিকাঃ ॥

তৎপূজনাদিকর্তৃ হহেন বর্ণাশ্রমাদিশ্রদ্ধধর্মাবশ্য কর্তব্যানি পিতৃদেবতাদি-  
পূজন-নিত্যাদীনি যানি তানি সর্বাণি করোত্যসংশয়ম্।(১) তথা হে  
অচ্যুত! তব যো ন ভক্তঃ শ্রীসদৃশত্বমামমজ্ঞোপদেশসঙ্কর্মাচার-  
চরণব্যতিরেকবহির্নুখত্বেন সততং কর্ম্যাভিলাষঃ কর্ম্মী লোকঃ স  
সর্বপাপানাং কর্তা ভবতি। কথমেতৎ?—কেবলশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপত্বদ-  
ন্যায়শরণভাবার্চনাদিরহিততাপাতিব্রত্যাধর্মপরিত্যাগেন শুদ্ধরাজসতা-  
মস্মৃতিস্মৃতি-পুরাণাদ্যুক্ত-বিবিধযোগযজ্ঞ-হোম-দানব্রতবিবৃদ্ধার্চনাদি-  
কর্ম্মাচরণং বেশ্যাবৃত্তিবৎ কুর্ক্বন্ যথাকালে পঞ্চত্রে সতি স্বকর্ম্মফলভুক্

সর্বপাপের অনুষ্ঠানকারী। ব্রহ্মা স্বয়ং বলিতেছেন,—হে কেশব।  
তোমার ভক্ত যে-কোন বর্ণাশ্রমী প্রভৃতি ব্যক্তি তোমা ভিন্ন অপর  
কাহাকেও যদি ভজন না করেন, তখন তোমার ভক্ত বলিয়া সর্ব-  
ধর্মের অনুষ্ঠানকারী হন। অর্থ এই—শুদ্ধ একান্তী ভক্ত অনন্যতা-  
হেতু তোমার পূজাদির অনুষ্ঠাতা বলিয়া নিজ-নিজ বর্ণাশ্রমাদি ধর্মে  
অবশ্যকর্তব্য যে-সকল পিতৃ-দেবাদের পূজা ও নিত্যাদি কর্ম্ম,  
তৎসমস্ত অসংশয়ে করিয়া থাকেন। [ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—  
এই চারি পুরুষার্থ লাভের জন্য যে সাধন-সম্পদ, তদ্ব্যতীতও  
নারায়ণপ্রীত ব্যক্তি তৎসমস্ত লাভ করিয়া থাকেন। ] হে অচ্যুত!  
যে তোমার ভক্ত নহে অর্থাৎ শ্রীসদৃশ হইতে তোমার নাম-মন্ত্রে  
দীক্ষালাভপূর্বক সঙ্কর্মাচারের আচরণ ব্যতিরেকে বহির্নুখতাবশতঃ  
সতত কর্ম্মাভিলাষী কর্ম্মী, সে সকল পাপের কর্তা হয়। ইহা কি  
প্রকারে সম্ভব?—একমাত্র শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ তোমার অনন্যভাবে অর্চ-  
নাদির অভাবে পরিব্রত্যাধর্ম-পরিত্যাগহেতু কেবল রাজস-তামস  
স্মৃতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-কথিত বিবিধ যোগ-যজ্ঞ-হোম-দানব্রত-দেবা-  
র্চনাদি কর্ম্ম বেশ্যাবৃত্তির ন্যায় আচরণ করিয়া পুরুষ কালে-কালে

(১) তথা নারায়ণীয়ে—

যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে।

তয়া বিনা তদাপ্রোতি নরো নারায়ণশ্রয়ঃ ॥

পুমানিতি প্রমাণতত্ত্বৎকর্মফলভোক্তৃত্বেন চতুরশীতিসক্কয়োনিভ্রমণঃ  
স্যাৎ । তত্র তত্র মনুষ্যজন্ম প্রাপ্যাপি পূর্বজন্মাজ্জিত কর্মদ্বারা তানি  
তানি সর্বপাপানি করোতীত্যর্থঃ শ্রীভগবদ্বাক্যচারচরণরহিতত্বাৎ ।

কিঞ্চ তত্র—

পাপং ভবতি ধর্মোহপি তব ভক্তেঃ কৃতং হরে ।

নিঃশেষকর্মকর্তা বাপ্যভক্তো নরকে পতেৎ ॥

উক্তাভক্তয়োর্থ পূর্বশ্লোকে ব্যাখ্যাতঃ । হে হরে ! তব  
ভক্তেঃ কৃতং পিতৃগীর্বাণাদিযজন-নিত্যনৈমিত্তিককাম্যাদ্যপরবেদাদ্যুক্ত  
সাংসারিককর্মাদ্যকরণে প্রত্যবায়জনিতং(১) যৎ পাপং তদপি নিশ্চি-  
তং ধর্ম শ্রীভগবদ্বাক্যে ভবতি শ্রীভগবদেকান্তানন্যভজননিষ্ঠাচরণ-  
ত্বাৎ । বা পক্ষান্তরে যদি তবাত্তে নিঃশেষকর্মকর্তাপি ( নরকে

পঞ্চত প্রাপ্ত হইলে, সে 'স্বকর্ম ফলভুক্ পুমান্'—এই প্রমাণানুসারে  
ঐ সকল কর্মের ফলভোক্তরূপে চৌরশীলক্কয়োনিভ্রমণকারী হয় ।  
সেই সকল যোনিভ্রমণের মধ্যে মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াও পূর্বজন্মাজ্জিত  
কর্মদ্বারা বিবিধ পাপকর্মসকল আচরণ করে যেহেতু সে ভগ-  
বদ্বাক্যচারের আচরণ-রহিত ।

ঋন্দপুরাণে আরও—‘হে হরি ! তোমার ভক্তগণকর্তৃক আচরিত  
পাপও ধর্ম হয় ।’ অভক্ত ব্যক্তি নিঃশেষে সকল কর্মানুষ্ঠান  
করিয়াও নরকে পতিত হয় ।’ ভক্ত ও অভক্তের অর্থ পূর্বশ্লোকে  
ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । হে হরি ! তোমার ভক্তগণের অনুষ্ঠিত পাপ-  
কর্ম অর্থাৎ পিতৃ ও দেবতাদির যজন, নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য প্রভৃতি  
ও বেদাদি-কথিত অন্যান্য সাংসারিক কর্মাদির অকরণে প্রত্যবায়-  
জনিত যে পাপ, তাহাও একান্ত ভগবদ্বাক্যগণের অনন্যভজননিষ্ঠায়  
আচরিত বলিয়া নিশ্চয়ই শ্রীভগবদ্বাক্য হইয়া থাকে । পক্ষান্তরে, যদি  
তোমার অভক্ত নিঃশেষে সর্বকর্ম নিষ্ঠাতাও হয়, তথাপি নরকে পতিত

পতেৎ ) অয়ং ভাবার্থঃ,—নিত্যাদি কর্মণাং কা কথা, অথ রজস্বমো-  
ব্যবহারপ্রমাণবেদাদ্যুক্তসোম-যাগবাজপেয়-ষড়ঙ্গাদি-চান্দ্রায়ণব্রতাদি-  
মহামহোত্তম-কষ্টসাধন-পক্ষাগ্নিসাধন-বায়ুভোজনাদ্যপরাশ্রমেধাদি-  
পশুহিংসায়জ-যাগব্রত-হোমবিবিধবিবৃদ্ধার্চনাদিসকলকর্মাদি ইহ-  
লোকে কৃৎস্না পরন্তু তত্তৎকর্মফলভোক্তৃত্বেন কদাপি তন্নলোকে নিবসতি,  
কদাপি স্বর্গে তিষ্ঠতি কদাপি নরকে পতিতি ( তবাত্ত ইত্যর্থঃ ) ‘হে  
হরে’—ইতি সম্বোধনপদদ্বয়েনাতিশয়ত্বেন সত্যবচননিবেদনোক্ত্যা  
বিধাতা শ্রীভগবান্ নিজদাসানুদাস কলিভয়েনোক্তঃ ।

কিঞ্চ তত্রৈব পুনঃ—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ ।

বিষ্ণুভক্তিসমায়ুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্বোত্তমোত্তমঃ ॥

ক্রমেন বর্ণতঃ শ্রেষ্ঠত্বং

বিষ্ণুভক্তিসমায়ুক্তস্য সর্বোত্তমোত্তমত্বেন বর্ণাশ্রমাত্ম্যাদীনাম্  
সর্বেষাং ( বিষ্ণুভক্তানাং ) সর্বতঃ শ্রেষ্ঠ্যমুক্তং, সর্বতোভাবেন

হয় । ভাবার্থ এই—( তোমার অভক্ত জনগণ )—নিত্যাদি কর্মের  
কি কথা, রাজস-তামস ব্যবহারিক ও বেদাদি-কথিত সোমযাগ-  
বাজপেয়-ষড়ঙ্গ প্রভৃতি, চান্দ্রায়ণ-ব্রতাদি, মহামহোত্তম কষ্টসাধন-  
পক্ষাগ্নিসাধন-বায়ুভোজনাদি, অশ্রমেধাদি, পশুহিংসায়জ যাগ-যজ-  
ব্রত-হোম, বিবিধ দেবার্চনাদি কর্মসকল এই সংসারে অনুষ্ঠান করিয়া  
পরে সেই সকল কর্মের ফলভোক্তরূপে কখনও ইহলোকে বাস করে,  
কখনও স্বর্গে অবস্থান করে, কখনও নরকে পতিত হয় । ‘হে হরে !’  
সম্বোধনের এই পদদ্বয়ের দ্বারা ভগবানের নিজদাসানুদাস কলির ভয়ে  
ব্রহ্মা শ্রীভগবান্কে অতিশয় সত্যবাক্যে নিবেদন করিয়াছিলেন ।

অধিকন্তু পুনঃ ঋন্দপুরাণেই কথিত আছে—‘ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,  
বৈশ্য, শূদ্র বা অন্য যে-কেহ যদি বিষ্ণুভক্তিসমন্বিত হন, তাহা হইলে  
তাহাকে সর্বোত্তম বলিয়া জানিতে হইবে ।’

তেমাং পিতৃ-দেবতাপূজাদ্যপরিবিধিরাজসতামসবেদপুরাণাদ্যুক্তসর্ব-  
কর্মনিত্যনৈমিত্তিক কাম্যাদিকর্মাণ্যপি দূরীকৃতানি চ, অগ্রাশ্নং  
ভাবার্থঃ । বেতি ক্রমে, পক্ষে যদি । সঙ্করাজ্যাদীনং শূদ্রবদা-  
চারব্যবহারস্তথাপি সংস্কারজনকসর্বকর্ম পরিত্যাগ কেবলৈ-  
কান্তভক্তিদ্বিজসেবিত্বেন তেমাং উত্তমত্বং বিপ্রকুত্রিয়বিশাং সেবকাত্তস্মাৎ  
ভক্তদ্বিজসেবী শূদ্র উত্তমঃ ।

শূদ্রস্ত জাত্যা একাদশ । তত্র প্রমাণং যথাহ হারীতঃ,—

পলগণ্ডস্ত্রব্যায়ো মালাকারশ্চ তৈলিকঃ ।

কর্মকারস্তাম্বুলিকো মোদকো খালিকো নরঃ ।

তাম্বুলীকুস্তথা শূদ্রাঃ সংশূদ্রো গোপনাপিতৌ ॥

পলগণ্ডঃ কুস্তকারঃ । অপরং সর্বং স্পষ্টতম্ ।

(যথাক্রমে বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব) -বিষ্ণুভক্তি-সমায়ুক্ত ব্যক্তির সর্বো-  
ত্তমতানিবন্ধন বিষ্ণুভক্ত বর্ণাশ্রমাত্ম্যাদি সকলের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা  
কথিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের পিতৃ-দেবতাপূজাদি, অপর নানাবিধ  
রাজস-তামস বেদপুরাণাদ্যুক্ত সকল কর্ম, নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যাদি  
কর্মসকল সর্বতোভাবে নিরাকৃত হইয়াছে —এই স্থলে ইহা ভাবার্থ ।  
বা-পদ ক্রম-অর্থে, যদি-পদ পক্ষ-অর্থে । সঙ্কর-অন্ত্যাদির শূদ্রবৎ  
আচার-ব্যবহার, তথাপি সংসারবন্ধনজনক সর্বকর্ম পরিত্যাগপূর্বক  
কেবল একান্ত ভক্তিপরায়ণ দ্বিজগণের সেবক বলিয়া তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব  
স্বীকৃত । কেবল ব্রাহ্মণ-কুত্রিয়-বৈশ্যের সেবক শূদ্র হইতে ভক্ত  
দ্বিজসেবী শূদ্র উত্তম ।

শূদ্র জাতিতে একাদশ প্রকার । এই বিষয়ে হারীতসংহিতার  
প্রমাণ, যথা—‘পলগণ্ড ( কুস্তকার ), ত্রব্যায়, মালাকার, তৈলিক,  
কর্মকার, তাম্বুলী, মোদক, খালীকর ও তাম্বুলীকৃৎ—ইহার শূদ্র,  
গোপ ও নাপিত সং-শূদ্র ।’ পলগণ্ড-অর্থে কুস্তকার, অপর সমস্ত  
স্পষ্ট ।

তথা দ্বিজসেবিনঃ শূদ্রাৎ স্বর্গনরকভোগফলপ্রাপ্তিকর্ম ব্যতিরেকেণ  
কৃষিবাণিজ্যগোপালনাদিপূর্বকং কেবলবিপ্রকুত্রিয়সেবী বৈশ্য উত্তমঃ ।  
তথৈবভূতাদ্বৈশ্যৎ পুনঃ সংসারার্ণবানুদ্বারকর্মকর্তব্যরহিতত্বেন শূর-  
বীরত্বকল্পধর্মদৃঢ় তরনিপুণস্বাশ্রম-সর্বলোক-গোদ্বিজপরিপালনপূর্বকং  
কেবলৈকান্তশ্রদ্ধাভক্তিবিশ্রসেবী কুত্রিয় উত্তমঃ । তথৈবভূতাত্ম কুত্রিয়াৎ  
ভবরজ্জুবন্ধনাশেষমোনিভ্রমণজন্মমরণস্বোপার্জনাংসংখ্যনরকভোগবিবিধ-  
গহিতকর্মকর্তৃত্বব্যতিরেকেণ কেবলব্রহ্মগায়ত্রী-ভাগবতীয়াষ্টদশগুণ-  
যুক্তো ব্রাহ্মণ উত্তমঃ ।

দ্বাদশগুণাঃ যথা ( মহাভারতে সনৎসজাতোক্তাঃ )—

ধর্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ হ্যমাৎসর্যং হ্রীস্তিতিক্ষাহনসয়া ।

যজ্ঞশ্চ দানশ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য ॥(১)

স্বর্গ-নরকভোগরূপ-ফলপ্রদ কর্ম ব্যতীত কৃষি-বাণিজ্য-গোপা-  
লনাদিপূর্বক শুধু বিপ্র ও কুত্রিয়ের সেবক বৈশ্য দ্বিজসেবী শূদ্র  
অপেক্ষা উত্তম । সংসার-সমুদ্র হইতে পুনঃ অনুদ্বারের হেতুভূত  
কর্মসকলের অনুষ্ঠানরহিত এবং শূর-বীরত্বাদি কল্পধর্মের দ্বারা দৃঢ়-  
তরুরূপে নিপুণ হইয়া নিজ-আশ্রমে সর্বলোক-গো-দ্বিজ পরিপালন-  
পূর্বক কেবল একান্ত শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন বিপ্রের সেবক কুত্রিয় উত্তম  
প্রকার বৈশ্য অপেক্ষা উত্তম । তদ্রূপ এতাদৃশ কুত্রিয় অপেক্ষা সংসার-  
রজ্জুর দ্বারা বন্ধন, অশেষ মোনি-ভ্রমণ, জন্ম-মরণ ও সোপার্জিত  
অসংখ্য নরক-ভোগের কারণীভূত বিবিধ নির্দিত কর্মের কর্তৃত্ব-  
ব্যতিরেকে কেবল ব্রহ্ম-গায়ত্রী, ভাগবতোক্ত অষ্টদশ গুণে  
অলঙ্কৃত ব্রাহ্মণ উত্তম ।

(১) ভাগবতীয়াষ্টগুণাঃ,—

ধৃতা তনুরুশতী মে পুরাণী যেনেহ সত্ত্বং পরমং পবিত্রম্ ।

শমো দমঃ সত্যমনুগ্রহশ্চ তপস্তিতিক্ষানুভবশ্চ যত্র ॥ ( ভাঃ ৫:৫:২৪ )

ভাগবতীয়াষ্টদশগুণাঃ,—

মন্যে ধনাভিজন-রূপ-তপঃ-শ্রুতোজ-

স্তেজঃ-প্রভাব-বল-পৌরুষ-বুদ্ধি-যোগাঃ ।

বৈ নিশ্চিতঃ, শ্রীগায়ত্রীপুত্রব্রাহ্মণস্য দ্বাদশ ব্রতান্যেতানি ভবন্তি ।  
এতেষু ধর্ম্য, চকারাৎ যৎকিঞ্চিন্নাগ্রাধ্যক্ষ্যক্রিয়াব্যতিরেকেণ শিষ্টাচার-  
ধর্ম্যব্রতত্বম্ । তথা সত্যং, চ-কারাৎ প্রাণান্তেহপি মিথ্যাকথাভাষণ-  
রহিতত্বেন সদা সত্যবাদিত্বম্ । তথা দমো জিতেজিয়ত্বম্ । তথা

দ্বাদশগুণ, যথা ( মহাভারতের সনৎসূজাত-কথিত ) -- ‘ধর্ম্য,  
সত্য, দম, তপঃ, অমৎসরতা, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান,  
ধৃতি ও শ্রুত—এই দ্বাদশটী ব্রাহ্মণের ব্রত ।’

[যে ব্রাহ্মণ ইহলোকে আমার নিত্য ও বিদগ্ধ বেদতনু ধারণ করেন, যে  
ব্রাহ্মণে পরম পবিত্র সত্ত্বগুণ, শম, দম, সত্য, অনুগ্রহ, তপস্যা, সহিষ্ণুতা ও বেদার্থ-  
জ্ঞান—ভাগবতোক্ত এই অষ্টগুণ বিদ্যমান । শ্রীমদ্বাদশ বলিলেন,—ধন, আভি-  
জাত্য, রূপ, তপঃ, শ্রুত, ওজঃ, তেজঃ, প্রভাব, বল, পৌরুষ, বুদ্ধি, যোগ—এই  
দ্বাদশ গুণ পরমপুরুষ শ্রীভগবানের প্রীতির কারণ হয় না, মনে করি । শ্রীভগবান্  
ভক্তিদ্বারা গজেন্দ্রের প্রতি তুষ্ট হইয়াছিলেন ।]

বৈ—অর্থে—নিশ্চিত, তু—অর্থে—পুনঃ । শ্রীগায়ত্রীপুত্র ব্রাহ্মণের  
এই দ্বাদশ ব্রত । তন্মাধো ধর্ম্য, চ-কার হইতে—যৎকিঞ্চিন্নাগ্রাধ্যক্ষ্য-  
ক্রিয়া ব্যতীত শিষ্টাচারধর্ম্যে নিষ্ঠা ; সত্য, চ-কার হইতে—প্রাণান্তেও  
মিথ্যাভাষণ-বর্জনহেতু নিত্যসত্যবাদিতা ; দম—অর্থে জিতেজিয়তা ;

নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো

ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজমুখপায় ॥ ( ভাঃ ৭।১৯৯ )

অথবা,—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্রান্ত্যর্জবিরজ্ঞতাঃ ।

মৌনবিক্রানসন্তোষাঃ সত্যাস্তিকো বিষড়্ গুণাঃ ॥ ( দ্বামিতীকাধৃত )

উক্ত অষ্ট বা দ্বাদশ গুণ ব্রাহ্মণের সাধারণ গুণমাত্ররূপে শ্রীমদ্বাগবতে কথিত  
হইয়াছে ] কিন্তু প্রকৃত সাত্ত্বিক দৈব-বর্ণাপ্রমী ব্রাহ্মণের লক্ষণ এই,—

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষাঃ ক্ষান্তিরার্জবম্ ।

জানং দয়াদ্যুতান্বতং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্ ॥ ( ভাঃ ৭।১৯১২১ )

বস্তুতঃ অচ্যুতান্বতা অর্থাৎ কৃষ্ণসেবাপরায়ণতাই ব্রাহ্মণের মুখ্য লক্ষণ—

ব্রাহ্মণানাং ব্রহ্মর্ষচ সত্যং কৃষ্ণসেবনম্ ।

নিত্যং তে ভুক্ততে সন্তস্তমৈবেদ্যং পাদোদকম্ ॥ ( নাঃ পঃ ১।২।৪২ )

তপঃ চকারাৎ কাম্যবৃহৎকষ্টসাধনকাম্যতপো বিনা ব্রহ্মণো নিত্য-  
চারতপোনিষ্ঠত্বম্ । তথা হ্রীঃ অতিশয়শিষ্টতয়া নিন্দাকর্ম্মপ্রবৃত্তি-  
লোকলজ্জাভীতিতঃ সর্বদৈব লজ্জাশীলত্বম্ । অমাৎসর্য্য—পরাস্য-  
শেষগুণবিঘাতনগাহস্থ্যস্থ্যাদ্যুৎকর্ষাদর্শনত্বং মাৎসর্য্যং, এতদুতে  
অপরসকলোৎকর্ষদর্শনোৎসাহত্বমমাৎসর্য্যম্ । তথা তিতিক্ষাকটু-  
বচনতিরস্কারাপমানপরাভবা-মানাদ্যপরশরীরবিবিধপীড়াদিসহিষ্ণুতা ।  
তথা অনসূয়া সর্বস্তাবকত্বেনাদোষদর্শিত্বম্ । তথা যজ্ঞঃ চকারাৎ  
কামনাবিবিধযজ্ঞাদিব্যতিরেকেণ শতসহস্রায়ুতলক্ষাদিসংখ্যায়্য কেবল  
শ্রীগায়ত্রীজপযজ্ঞব্রতত্বম্(১) । তথা দানং, চ-কারাৎ অন্নজলাদিশেষ-  
দানফলভোগনিমিত্তসংকল্পবাক্যং বিনা নিমন্তিতেভ্যোহথবা—স্বেচ্ছাপ-  
স্থিতাভ্যাগত্যাতিথি-স্বকুটুম্বলোকাদিসর্ববর্ণাশ্রমসঙ্করান্ত্যজাদিভ্যশ্চ ভক্তি-

তপঃ, চ-কার-হইতে—শারীরিক মহাকষ্টসাধ্য কাম্য তপস্যা ব্যতীত  
ব্রাহ্মণের নিত্যচাররূপ তপোনিষ্ঠতা ; হ্রী অর্থাৎ অতিশয় শিষ্টতা-  
বশতঃ নিন্দনীয় কর্ম্মে প্রবৃত্তির ও লোকলজ্জার ভয়ে সর্বদা লজ্জা-  
শীলতা ; অমাৎসর্য্য, পরে অশেষ-গুণ-বিঘাতক গাহস্থ্য ঐশ্বর্য্যাদির  
উৎকর্ষাদর্শনশীলতা—মাৎসর্য্য, এতদ্ব্যতীত অপরের সকল বিষয়ে  
উৎকর্ষ-দর্শনে উৎসাহশীলতা—অমাৎসর্য্য ; তিতিক্ষা—কটুবাক্য,  
তিরস্কার, অপমান, পরাভব, অমান প্রভৃতি ও বিবিধ শারীরিক  
পীড়াদি সহিষ্ণুতা ; অনসূয়া অর্থাৎ সকলের প্রশংসাকারিকরূপে অদোষ-  
বর্ণিতা ; যজ্ঞ চ-কার হইতে—কামনা, বিবিধ যজ্ঞাদি ব্যতীত শত-  
সহস্র-অযুত-লক্ষাদি সংখ্যাপূর্ব্বক কেবল শ্রীগায়ত্রীজপরূপ যজ্ঞপরা-  
য়ণতা ; দান, চ-কার হইতে—অন্নজলাদি অশেষ দানের ফল-  
ভোগোদ্দেশ্যে সংকল্পবাক্য ব্যতিরেকে নিমন্তিতগণকে, অথবা স্বেচ্ছা-  
ক্রমে উপস্থিত অভ্যাগত-অতিথি-স্বকুটুম্বলোক প্রভৃতি সকল বর্ণাশ্রমী-  
সঙ্কর-অন্ত্যজাদিগণকেও ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ব্বক যথাশক্তি জল-অন্ন-বস্ত্রাদি

( ১ ) কেবলশ্রীগায়ত্রীশতসহস্রায়ুতলক্ষাদি সংখ্যায়্য জপযজ্ঞব্রতত্বম্ ।

শ্রদ্ধাপূর্বকং যথাশক্তি জলাম্রবস্তাদিনিবেদনং সহজতঃ (১) তথা ধৃতিঃ  
সংসাররূপোপদ্রবোপকৃত্তরাহিত্যেন সদা সন্তোষ চিত্তধৈর্যতা । তথা  
শ্রুতং, চ-কারাৎ রাজসতামসবেদাধ্যায়নব্যতিরেকেণ সাত্ত্বিকবেদপাঠা-  
ধ্যাপনশ্রবণস্বভাবত্বমিত্যর্থঃ ।

### বর্ণাদপ্যাশ্রমাণাং ক্রমতঃ শ্রেষ্ঠত্বং

তথৈবভূতাৎ ব্রাহ্মণাজ্জন্মাদিদেহপাতপর্য্যন্তং পূর্বোক্তব্রাহ্মণ-  
ব্রতনিষ্ঠাভূতিপূর্বকাপরশ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদ্যন্তব্রহ্মচর্য্যব্রতাত্চারকর্ত্ত্বেন  
ব্রহ্মচারী উত্তমঃ । তথা তস্মাৎ ব্রহ্মচারিণঃ পূর্বোক্তব্রাহ্মণব্রতধর্ম্মঃ  
সন্ আমন্ত্রণাহ্বানব্যতিরেকযদুচ্ছাগুহোপস্থিতবর্ণাশ্রমাদি সর্বলোকো-  
তিথ্যাভ্যাগতাতিশয়দয়াশ্রদ্ধাপূর্বকাম্রজলাদিযথাশক্তিসমুপর্ণাদিসেবাকর্ত্ত-  
ত্বেন গৃহস্থ উত্তমঃ । তথৈব তস্মাৎ গৃহিণো ব্রাহ্মণব্রতাত্চারচরণ-  
নিষ্ঠত্বগৃহাশ্রমপরিত্যাগ-সঙ্গীকবনবসতিত্বেন বনাশ্রমী ভবন্ বানপ্রস্থ  
সহজভাবে প্রদানঃ ধৃতি—সংসাররূপ উপদ্রবের দ্বারা উপকৃত না  
হইয়া সর্বদা সন্তোষচিত্তে ধৈর্য্যশীলতা ; শ্রুত, চ-কার হইতে  
রাজস-তামস বেদ-পাঠ ব্যতীত সাত্ত্বিক বেদপাঠ-অধ্যাপন-শ্রবণে  
স্বভাববিশিষ্টতা ।

( বর্ণাপেক্ষা আশ্রমের ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠত্ব )—আজন্মদেহপাতপর্য্যন্ত  
পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণব্রতের নৈষ্ঠিক আচরণপূর্বক অপর শ্রুতি-স্মৃতি-  
পুরাণাদি-কথিত ব্রহ্মচর্য্যব্রতের আচরণকারিসূত্রে ব্রহ্মচারী কেবল  
তাদৃশ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উত্তম । পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণ-ব্রত-ধর্ম্মে অবস্থিত  
হইয়া আমন্ত্রণ-আহ্বান ব্যতীত যদুচ্ছাগুহোপস্থিত বর্ণাশ্রমী  
প্রভৃতি সকল লোক ও অতিথি-অভ্যাগতগণের অতি দয়া ও শ্রদ্ধার  
সহিত অম্রজলাদিদ্বারা যথাশক্তি তৃপ্তিবিধান প্রভৃতি সেবার অনুষ্ঠান-  
কারী গৃহস্থ তাদৃশ ব্রহ্মচারী হইতে উত্তম । ব্রাহ্মণব্রতাত্চার-পালনে  
নিষ্ঠাপরায়ণ, গৃহাশ্রম-পরিত্যাগপূর্বক সঙ্গীক বনবাসী বনাশ্রমী বান-

( ১ ) জলাম্রবস্তাদিকং নিবেদয়িতব্যং সহজতঃ ।

উত্তমঃ । তথৈবভূতাদ্ বানপ্রস্থাৎ বেদপুরাণোপপুরাণভারত-ধর্ম্ম-  
শাস্ত্রাদিযথোক্তং সন্ন্যাসধর্ম্মমাচরন সন্ন্যাসী উত্তমঃ ।

সন্ন্যাসং যথা শ্রীভগবান্ অজ্জুনং প্রত্যাহ শ্রীমত্তগবদগীতায়াম্  
( ১৮।২ )—

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ ।

সর্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥

### অস্য তাৎপর্য্যবিচারঃ

শ্রীভগবতা কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং কবয়ঃ পণ্ডিতাঃ সন্ন্যাসং  
বিদূর্জানন্তীতি পদং, সর্বকর্ম্মফলত্যাগং বিচক্ষণা বিবেকনিপুণাঃ  
পণ্ডিতাত্যাগং প্রাহর্বদন্তীতি পদঞ্চ যদুত্তমব্রাহ্মণত্বার্থো বিদ্যতে, অন্যথা  
সন্দেহঃ স্যৎ ।

কিং ততো যাবৎকাম্যকর্ম্মব্যতিরেকেণ নিত্যনৈমিত্তিকাদিকং  
সকলং কর্ম্ম করোতু ? তস্মিন্ কৃতে বা সন্ন্যাসঃ কৃতঃ ? যথা  
শ্রুতিঃ -ও তদ্বান্ বৈ কর্ম্মকৃৎ, সন্ন্যাসো নৈগমং কর্ম্ম চ, অন্যাসাৎ  
কর্ম্মী, ( ন্যাসাৎ ) সন্ন্যাসঃ হে হীতি ।

প্রস্থ তাদৃশ গৃহস্থ অপেক্ষা উত্তম । বেদ-পুরাণ-উপপুরাণ-মহাভারত-  
ধর্ম্মশাস্ত্রাদি-কথিত যথাযথ সন্ন্যাসধর্ম্ম-আচরণকারী সন্ন্যাসী তাদৃশ  
বানপ্রস্থ অপেক্ষা উত্তম ।

শ্রীভগবান্ অজ্জুনকে সন্ন্যাস-বিষয়ে শ্রীগীতায় ( ১৮।২ ) বলিয়া-  
ছেন—“কবি বা পণ্ডিতগণ কাম্য-কর্ম্মের পরিত্যাগকে ‘সন্ন্যাস’ বলিয়া  
জানেন । বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সকল কর্ম্মফলের ত্যাগকে ‘ত্যাগ’ বলিয়া  
থাকেন ।”

( স্নোকে তাৎপর্য্য-বিচার )—কাম্য-কর্ম্মের ন্যাস বা বর্জনকে  
পণ্ডিতগণ সন্ন্যাস’ বলিয়া জানেন, বিচক্ষণ অর্থাৎ বিবেকনিপুণ  
পণ্ডিতসকল কর্ম্মফলত্যাগকে ‘ত্যাগ’ বলিয়া থাকেন—শ্রীভগবৎকথিত  
এই বাক্যের নিগূঢ় অর্থ আছে,—অন্যথা সন্দেহ হইবে ।

হি ভবধারণে, ইহলোকে নৈগমং বেদবিহিতং নিত্যাদি কর্ম,  
(তৎ)-কৃৎ পূমান্ বৈ নিশ্চিতং কর্মী ভবতি, তত্তৎকর্মনিপুণত্বাৎ  
কর্মঠো ভবতি। অতঃপরং ন্যাসাৎ তত্তৎকর্মাকরণাৎ সম্যাসঃ  
সম্যাসধর্মো জায়তে। তদ্বান্ তৎ সম্যাসধর্মমাচরন সন্ সম্যাসী ভব-  
তীত্যর্থঃ।

### সম্যাসার্থঃ

তথোত্তরগীতায়াক্ষ—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং কর্মত্রিবিধমুচ্যতে।

সম্যাসঃ কর্মণাং ন্যাসো ন্যাসী তদ্র্মমাচরন্ ॥

নিত্যাদিকং ত্রিবিধং কর্মেতি কর্মবিভিক্রিয়াতে। তেষাং কর্মণাং  
ন্যাসোহকরণং সম্যাসঃ। তদ্র্মমাচরন্ ন্যাসধর্মমাচরণং কুর্বন্ সন্  
পুরুষো ন্যাসী সম্যাসী স্যাদিত্যবয়ঃ।

তবে কি যাবতীয় কাম্য-কর্ম-ব্যতীত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সকল  
কর্ম কর্তব্য? তাহা করা হইলে সম্যাস বা কেমন করিয়া হয়?

শ্রুতি বলিতেছেন—‘তদ্বিশিষ্ট অর্থাৎ সম্যাসবিশিষ্ট ও কর্ম-  
কারী, সম্যাস ও বৈদিক কর্ম, অ-ন্যাসহেতু কর্মী, ন্যাস হইতে  
সম্যাস। হি-শব্দ নিশ্চয়ার্থক; এই সংসারে নৈগম্য অর্থাৎ বেদ-  
বিহিত নিত্যাদি কর্ম, সেই কর্মকারী পুরুষ নিশ্চিত কর্মী,—সেই  
সকল কর্মে নিপুণতাবশতঃ কর্মঠ। অতঃপর ন্যাস অর্থাৎ সেই  
সকল কর্মের অকরণ হইতে সম্যাস অর্থাৎ সম্যাসধর্মের উৎপত্তি।  
তদ্বান্ অর্থাৎ সম্যাসধর্ম আচরণকারী সম্যাসী হন।

(সম্যাসের অর্থ)—উত্তরগীতাতেও—“নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য-  
ভেদে কর্ম তিন প্রকার বলিয়া কথিত হয়। কর্মসকলের ন্যাস বা  
বর্জনকে ‘সম্যাস’ কহে, সেই ন্যাস-ধর্ম আচরণকারী ‘সম্যাসী’।”  
কর্মবিদগ্গ কর্ম নিত্যাদি ত্রিবিধ—ইহা বলিয়া থাকেন। সেই সকল  
কর্মের ন্যাস বা অকরণ—‘সম্যাস’। ন্যাস-ধর্ম আচরণ করিয়া পুরুষ  
সম্যাসী হন।

তথা সর্বকর্মফলত্যাগন্ত্যাগো বা কথং ভবেৎ? যতঃ ফল-  
কামনাব্যতিরেকেণ (অপি) নিত্যাদিকর্মমাত্রেশ্চ সংসৃ তত্তৎকর্মকর্তৃ-  
ত্বেনাবশ্যমেব ফলং ভবতীতি নান্ত সন্দেহঃ।

অথাহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীতেতি শ্রুত্যাди প্রমাণতোহকরণপ্রত্য-  
বায়পরিহারার্থং সন্ধ্যোপাসনাদিকং নিত্যং কর্ম ক্রিয়তে, ন তু তৎ-  
ফলাকাঙ্ক্ষয়া ক্রিয়তে, তথাপি ফলং ভবতি। যথা গ্রীহারীতঃ—

প্রত্যহং যন্মিকালজঃ সন্ধ্যোপাসনকুন্দিজঃ।

ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি গায়ত্রীজপতৎপরঃ ॥

প্রত্যহং প্রতিদিবসে ষঃ সন্ধ্যোপাসনকৃৎ দ্বিজো বিপ্রঃ,—দ্বিজ-  
ত্বেন ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যশ্চ জাতব্যঃ—ত্রিকালজঃ প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়ংকালং  
জানাতীতি, তথা গায়ত্রীজপতৎপরঃ অর্থাৎ তত্র সন্ধ্যোপাসনায়  
গায়ত্রীমতিশয়েন পুনঃ পুনঃ জপন্ সন্ পশ্চাদন্তে পঞ্চমে সতি ব্রহ্ম-  
লোকমবাপ্নোতি,—ফলাকাঙ্ক্ষারহিতত্বেন সহজস্বভাবতো (তস্য)  
ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিফলং স্যাৎ।

সর্বকর্মফলত্যাগই বা ত্যাগ কি প্রকারে হয়? কারণ, ফল-  
কামনা ব্যতিরেকেও নিত্যাদি কর্মমাত্র অনুষ্ঠিত হইলে সেই সকলের  
কর্তৃত্ববশতঃ অবশ্যই ফল-লাভ ঘটিবে—ইহাতে সন্দেহ নাই।

‘প্রত্যহ সন্ধ্যোপাসনা করিবে’—এই শ্রুতি-প্রমাণে অকরণজনিত  
প্রত্যবায় পরিহারোদ্দেশ্যে সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া  
থাকে; কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষায় উহা অনুষ্ঠিত হয় না, তথাপি  
কলোৎপত্তি হয়। যথা, হারীতসংহিতা বলেন—‘প্রত্যহ ত্রিকালজ  
সন্ধ্যোপাসনাকারী গায়ত্রীজপতৎপর ব্রাহ্মণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।’ যে  
দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রতি দিবসে সন্ধ্যোপাসনাকারী,  
ত্রিকালজ অর্থাৎ প্রাতর্মধ্যাহ্ন-সায়াহ্ন কালত্রয় অবগত আছেন এবং  
গায়ত্রীজপতৎপর অর্থাৎ সন্ধ্যোপাসনাকালে পুনঃ পুনঃ আত্যন্তিকভাবে  
গায়ত্রী জপ করেন, তিনি মৃত্যুতে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন,—ফলাকাঙ্ক্ষা-  
রহিত বলিয়া সহজস্বভাবে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিফল লভ্য হয়।



এবং নৈমিত্তিকে শ্রাদ্ধাদিকে কৰ্ম্মণি ( অপি ) ফলসঙ্কল্পং বিনা তু ফলং ভবতি । তত্রাহ স্বাক্ষে—

গয়ায়াং বিরজে চৈব মাহেন্দ্রে জাহ্নবীতটে ।

অত্র পিণ্ডপ্রদো যাতি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্ ॥

গয়ায়াং শ্রীবিষ্ণুপদাদ্যেকক্লেশপর্য্যন্তভূমৌ সর্ব্বতঃ । অথবা পুরাণান্তরমতে যোজনপরিমিতে বিষ্ণুপদে গয়াভূমিক্ষেত্রে, বিরজে বিরজক্ষেত্রে মাহেন্দ্রক্ষেত্রে । চ সারাৎ,—এবেতি নিশ্চয়ং, কুরুক্ষেত্রবদরীকেদারক্ষেত্র-ব্যেক্টাচলক্ষেত্রশ্রীরঙ্গনাথক্ষেত্রশ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রাদ্যপরসকলতীর্থপুণ্য-ভূমিষু । তথা জাহ্নবীতটে যত্র কৃাপি শ্রীগঙ্গাগর্ভজলাদ্যেকক্লেশপরিমিত-ভূমিত্বেনায়ত জাহ্নবীতটমিতি সম্ভবতি তত্র চ । অত্রৈতৎস্থলে শ্রাদ্ধকৃত্যে পিণ্ডঃ প্রদীয়তে যস্মৈ পুত্রাদিনা স তু পিণ্ডপ্রদঃ সন্ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তত্বেন কৃতার্থো ভবত্যবশ্যমেব । তথা শ্রাদ্ধকর্ত্ত্বেন পিণ্ডং প্রদদাতীতি পিণ্ডপ্রদঃ পুত্রাদিরপি ত্বনাময়ং দ্বিপরার্দ্ধপর্য্যন্তরোগশোকাদিতাপব্রহ্ম-পরসর্ব্বোপদ্রবরহিতং ব্রহ্মলোকং যাতি সত্যলোকং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ।

এইরূপে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধাদিকার্য্যও ফলসঙ্কল্প ব্যতীতও ফল হইয়া থাকে । ঋন্দপুরাণে কথিত আছে—‘গয়ায়, বিরজাক্ষেত্রে, মাহেন্দ্রপর্ব্বতে, জাহ্নবীতটে পিণ্ডদানকারী ব্যক্তি অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন করেন ।’ গয়া-শ্রীবিষ্ণুপদ প্রভৃতি এক ক্লেশ পর্য্যন্ত ভূমি সর্ব্বত্র, অথবা পুরাণান্তর-মতে যোজনপরিমিত বিষ্ণুপদক্ষেত্র, চ-কার হইতে—কুরুক্ষেত্র, বদরীক্ষেত্র, কেদারক্ষেত্র, ব্যেক্টাচলক্ষেত্র, শ্রীরঙ্গনাথক্ষেত্র, শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রাদি অপর সকল তীর্থ ও পুণ্যভূমি জাহ্নবীতট—গঙ্গাগর্ভস্থ জল হইতে এক ক্লেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমির যে-কোন স্থান, এই সকল স্থলে শ্রাদ্ধকার্য্যে যাঁহাকে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, সেই ‘পিণ্ডপ্রদ’ ব্যক্তি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া অবশ্যই কৃতার্থ হন তদ্রূপ শ্রাদ্ধকর্ত্ত্বরূপে পিণ্ডপ্রদানকারী পুত্রাদিও অনাময় অর্থাৎ দ্বিপরার্দ্ধ-পর্য্যন্ত রোগ-শোকাদি তাপব্রহ্ম ও অপর সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবশূন্য ব্রহ্মলোকে গমন করেন অর্থাৎ সত্যলোক প্রাপ্ত হন ।

কাম্যং তু কৰ্ম্ম কেবলফলসঙ্কল্পেনৈব ভবতি । তত্রাপি কাম্য-কৰ্ম্মণঃ ফলকামনাব্যতিরেকেণাপি ফলং ভবতি । যথা শ্রীবৃহদ্বিষ্ণু-পুরাণে—

যঃ কশ্চিৎ পুরুষোহপীহ কৃত্বা চান্দ্ৰায়ণং ব্রতম্ ।

মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যস্তথা দ্বাদশবার্ষিকম্ ॥

ইহলোকে পুরুষো বর্ণসঙ্করাস্ত্যাজাতগতো যঃ কশ্চিৎ কামপি ফলা-কাঙ্ক্ষামুতে স্বেচ্ছয়া চান্দ্ৰায়ণব্রতং কৃত্বা, তথা ফলকামনাং বিনা দ্রব্যাত্ম্যভাবতঃ কেবল দ্বাদশবার্ষিকং কৃত্বা সর্ব্বপাপেভ্যঃ পাতকোপ-পাতকমহাপাতকাতিপাতকানুপাতকাদিভ্যো মুচ্যতে । অয়ম্ভাবঃ,—এতৎপাতকাদিনিরম্মভোগব্যতিরেকেণ সংসৃতিবন্ধনরহিতত্বেন চ মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ।

অতএবাচ্যতে—নিত্যানৈমিত্তিক কাম্যকৰ্ম্মাদিসর্ব্বন্যাসেন সম্যাসো ভবতি । তথা নিত্যাদিসর্ব্বকৰ্ম্মাত্যাগেন সর্ব্বকৰ্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগঃ স্যাদিত্যন্তর্গতান্বয়োনান্ন সন্দেহঃ কর্ত্তব্যঃ ।

কিন্তু কেবল ফলসঙ্কল্পেই কাম্যকৰ্ম্মের সম্ভাবনা । তাহাতেও কাম্যকৰ্ম্মের ফলকামনা ব্যতিরেকেও ফল হইয়া থাকে । যথা, শ্রীবৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—‘যে-কোন ব্যক্তি ইহলোকে চান্দ্ৰায়ণ ও দ্বাদশ-বার্ষিক ব্রত করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হন ।’ এই সংসারে বর্ণ-সঙ্কর-অন্ত্যাজাতগত যে-কেহ কোনরূপ ফলকামনাব্যতীত স্বেচ্ছায় চান্দ্ৰায়ণ ব্রত করিয়া, তদ্রূপ ফলকামনাব্যতীত ধনশালীতাহেতু স্বভা-বতঃই কেবল ‘দ্বাদশ বার্ষিক’ ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া পাতক-উপপাতক-মহাপাতক-অতিপাতক-অনুপাতকাদি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন । এই সকল পাতকাদিজনিত নরকভোগ-ব্যতিরেকেও সংসারবন্ধনরহিত হইয়া মুক্ত হন—ইহা ভাবার্থ ।

( ত্যাগ-তাৎপর্য্য )—অতএব নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যকৰ্ম্মাদি সমস্ত পরিত্যাগ-দ্বারা ‘সম্যাস’ হয় বলিয়া কথিত এবং নিত্যাদি সকল কৰ্ম্মের অপরিত্যাগে সর্ব্বকৰ্ম্মের ফল পরিত্যক্ত হইলেই ‘ত্যাগ’ হয়—ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য । ইহাতে সন্দেহ অকর্ত্তব্য ।

## অথ মঙ্গলাচরণম্ (১)

অথ প্রথমং বিবাহাদিকৃত্যাদৌ মঙ্গলাচরণং কর্তব্যম্ । তত্র  
প্রথমং প্রাগ্গণে চতুর্মুণ্ডাধিকচতুর্হস্তপরিমিতাং চতুষ্কোণাং ছায়ামণ্ডপ-  
সহিতাং বেদীং কুর্য্যাৎ ।

### অত্র প্রমাণমাহ শ্রীকপিলপঞ্চরাত্রঃ—

সংস্কৃত্যামুত্তমায়াং প্রযতায়্যাং বিশেষতঃ ।  
ভূমৌ কুর্য্যান্ততুষ্কোণাং বেদিকাং শুভদায়িনীম্ ॥  
চতুর্হস্তচতুর্মুণ্ডিষ্টপরিমাণেন চিহ্নিতাম্ ।  
শুক্লাভির্মাতৃকাভিষ্ট সঙ্কোকেনাপি নির্মিতাম্ ॥  
মুণ্ডির্বাতিঃ পবিত্রাভিঃ সদ্যোগোময়লেপিতাম্ ।  
খর্পরাজারকেশাঙ্ঘ্রিত্বাদিপরিবর্জিতাম্ ॥  
ততঃ কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন ছায়ামণ্ডপবর্জনম্ ।  
জহ্মদ্রবকুলাদীনাম্ দলভোরণ মণ্ডিতম্ ॥  
নানাবর্ণপতাকাশ্চ দদ্যাৎ অষ্টঘটোপরি ।  
ঘটোশ্চ চিত্রিতাঃ কার্য্যাঃ পঞ্চবর্ণৈঃ সুমঙ্গলাঃ ॥  
পূর্বাং দি ক্রমতঃপাণ্ডে ঘটোঃ স্থাপ্য বিধানতঃ ।  
অষ্টো দি ধ্বজাঃ সপতাকাঃ শুভ্রা বেদ্যাশ্চ পূর্বতঃ ॥

(১) অথ মঙ্গলাচরণ—বিবাহাদি কার্য্যসকলে প্রথমে মঙ্গলাচরণ  
কর্তব্য । তাহাতে প্রথমতঃ প্রাগ্গণে চারিহস্ত-চারিমুণ্ডি-পরিমিত,  
চতুষ্কোণ ও ছায়ামণ্ডপ-যুক্ত বেদি রচনা করিবে । এই বিষয়ে কপিল-  
পঞ্চরাত্রের প্রমাণ, যথা—

বিশেষভাবে সংস্কৃত, উত্তম, পবিত্র ভূমিতে উভয়দিকে চারিহস্ত-চারিমুণ্ডি-  
পরিমিত, বিশুদ্ধ মাতৃকা-দ্বারা চিহ্নিত, সঙ্কোকের দ্বারা নিশ্চিত, পবিত্র মুণ্ডিকা  
জল ও সদ্যোগোময়-দ্বারা লেপিত, খর্পর-অজার-কেশ-অঙ্ঘ্রি-ত্বাদিশূন্য চতুষ্কোণ-  
মঙ্গল-বেদিকা নির্মাণ করিবে । অনন্তর জাম, আশ্র, ধকুল প্রভৃতির পত্ররচিত  
ভোরণদ্বারা ছায়া-মণ্ডপকে সজ্জিত করিবে । পূর্বাং দি ক্রমে অষ্টদিকে অষ্ট  
মঙ্গলঘট বিধিমত স্থাপন করিয়া ঘটের উপর নানাবর্ণ পতাকা স্থাপন করিবে এবং

তত্র ছায়ামণ্ডপোদ্ধুং চন্দ্রাতপবিমণ্ডিতম্ ।  
নানাপুষ্পাদিরচিতপ্রগুড়িমজ্জুলশোভনম্ ॥  
পঞ্চবর্ণকুতৈশ্চূর্ণৈর্বেদিকান্ সধবান্ ॥  
সাধোয়া বিচিত্রিতাং কুর্য্যান্ধারিণং বিবিধলিপিকৈঃ ॥  
মঙ্গলাচরণং চৈতৎ বাদ্যভাণ্ডস্য বাদনৈঃ ।  
শঙ্খঘণ্টাদীনাম্ ঘোষৈঃ জ্বলমতান্তমঙ্গলম্ ।  
মুখবাদ্যৈর্জলুনাং সধবানাঞ্চ ঘোষিতাম্ ॥

(ক) ততঃ প্রথমং মঙ্গলদায়কং সর্ববিঘ্নবিনাশকারকং যজ্ঞ-  
দর্শনমতেন পৃথঙ্নামধেয়ং শ্রীমজ্জগবন্তং ভক্ত্যা প্রণমেৎ ।

যথা বৃহদ্বিশ্বপুরাণে—

যং ব্রহ্ম বেদান্তবিদো বদন্তি পরে প্রধানং পুরুষং তথান্যে ।

বিশ্বোদগতেঃ কারণমীশ্বরং বা তস্মৈ নমো বিঘ্নবিনাশনায় ॥

ততো বেদোক্তং মন্ত্রং পঠেৎ, যথা সামবেদে—

ও তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ো দিবীব চক্ষুরাত-  
তম্ ।

ঘটগুলি পঞ্চবর্ণে চিত্রিত করিবে । বেদির পূর্বাং দিকে পতাকা-সহিত আটটি  
ধ্বজা স্থাপিত করিবে । ছায়ামণ্ডপের উপরিভাগ চন্দ্রাতপের দ্বারা মণ্ডিত ও  
নানাপুষ্পরচিত মাল্যাদির দ্বারা মনোরমভাবে শোভিত করিবে । সাধী সধবা  
নারীগণ পঞ্চবর্ণের গুড়িকা-দ্বারা বেদী এবং বিবিধ আলিপনার দ্বারা চিত্রিত  
করিবে । মঙ্গলাচরণে নানাবাদ্যধ্বনিত, শঙ্খ-ঘণ্টাদির শব্দে ও সধবা জীগণের  
ধ্বন্যধ্বনিত সেই স্থান অতি মঙ্গলময় করিবে ।

(ক) অনন্তর সর্বপ্রথমে মঙ্গলদায়ক, সর্ববিঘ্নবিনাশন, ছয় দর্শ-  
নের মতে পৃথক্ পৃথক্ নাম বিশিষ্ট শ্রীভগবান্কে ভক্তিপূর্বক প্রণাম  
করিবে,—যথাবৃহদ্বিশ্বপুরাণে—‘যং ব্রহ্ম’ ইত্যাদি শ্লোকে । তারপর  
সামবেদোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে—‘ও তদ্বিষ্ণোঃ পরমং’ ইত্যাদি ।  
অতঃপর ঋগ্বেদান্তর্গত কৃষ্ণোপনিষদের মন্ত্র পাঠ করিবে—‘ও কৃষ্ণো  
বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ’ ইত্যাদি । তদনন্তর শ্রীপুরাণসূক্ত-মন্ত্র পাঠ করিবে  
—‘ও সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ’ ইত্যাদি । অথর্ববেদোক্ত শ্রীনারায়ণো-  
পনিষৎ পাঠও কর্তব্য—‘ও অথ পুরুষ হ বৈ নারায়ণঃ’ ইত্যাদি ।

অপরমুণ্ডেবদে কৃষ্ণোপনিষদি—

ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ, কৃষ্ণ আদিপুরুষঃ, কৃষ্ণঃ পুরু-  
ষোত্তমঃ, কৃষ্ণো হা উ কৰ্মাদিমূলঃ, কৃষ্ণঃ স হ সৰ্বকাম্যঃ, কৃষ্ণঃ  
কাংশকদাদীশমুখপ্রভুপূজ্যঃ, কৃষ্ণোহনাদিস্তম্ভিম্নজাভাত্ববাহ্যে যন্মসলং  
তলভতে কৃতী ।

অপরপি চ মঙ্গলস্বরূপাণি সাময়জুর্বেদাদ্যুক্তানি শ্রীপুরুষসূক্ত-  
মন্ত্রাণি চ পঠেৎ—

ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।

স ভূমিং বিশ্বতো বৃদ্ধাহত্যতিষ্ঠদশজ্বলম্ ॥ ১ ॥

ওঁ পুরুষ এবদং সর্বং যদ্বুতং যচ্চ ভব্যম্ ।

উতামৃতত্বস্যোনো যদমেনাতিরোহতি ॥ ২ ॥

ওঁ এতাবানস্য মহিমাংহতো জ্যায়াম্শ্চ পুরুষঃ ।

পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃদং দিবি ॥ ৩ ॥

ওঁ ত্রিপাদুর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোহস্যোহাহভবৎ পুনঃ ।

ততো বিচবত্ত্ব্যক্রামৎ সাশনাননশনে জভি ॥ ৪ ॥

ওঁ তস্মাৎ বিরাজজায়ত বিরাজৌ অধিপুরুষঃ ।

স জাতৌ অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৫ ॥

ওঁ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্বহতঃ সন্তুতং পৃষদাজাম্ ।

পশুংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ য়ে ॥ ৬ ॥

ওঁ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্বহতঃ স্তঃ সামানি জজিরে ।

হুন্মাংসি জজিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৭ ॥

ওঁ তস্মাদস্বাহজায়ন্ত য়ে কে চোভয়াদতঃ ।

গাবো হ জজিরে তস্মান্তস্মাজ্জাতা অজা বয়ঃ ॥ ৮ ॥

ওঁ তং যজ্ঞং বহিষি প্রৌকন্ পুরুষং জাতমগ্নতঃ ।

তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ য়ে ॥ ৯ ॥

ওঁ যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্ ।

মুখং কিমস্য কৌ বাহু কা উরুপাদা উচ্যতে ॥ ১০ ॥

ওঁ ব্রাহ্মণোহস্য মুখ্যাসীৎ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ ।

উরুঃ তদস্য যদৈশ্য পত্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ১১ ॥

ওঁ চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ৰোঃ সূর্য্যো অজায়ত

মুখাদিস্তশ্চাগ্নিশ্চ প্রাপাৎ বায়ুরজায়ত ॥ ১২ ॥

ওঁ নাভ্যাসীদন্তরিক্ষং শীর্ষো দেয়ঃ সমবর্তত ।

পত্যাং ভূমিদিশঃ প্রোগ্রাত্থা লোকৌ অকল্পয়ন্ ॥ ১৩ ॥

ওঁ যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতম্বত ।

বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধমঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ১৪ ॥

ওঁ সন্তাস্যাসন্ পরিধরন্তিঃ সন্ত সমিধঃ কৃত্যঃ ।

দেবা যদ্ যজ্ঞং তম্বান্য অবধূন্ পুরুষং পশুম্ ॥ ১৫ ॥

ওঁ যজেন যজ্ঞমযজন্ত দেবান্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্ ।

তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যজ্ঞ পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬ ॥

ওঁ অজ্ঞাঃ সরঃ ভূতং পৃথী বৈ রসাস্ত বিশ্বকর্ম্মণঃ সমবর্ততাগ্রে ।

তস্য ত্বষ্টা বিদধদ্রুপমেতি তন্মর্তস্য দেবত্বমায়াতমগ্রে ॥ ১৭ ॥

ওঁ বেদোহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।

তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুনেতি নান্যঃ পস্থা বিদ্যতে অয়নায় ॥ ১৮ ॥

ওঁ প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভ অন্তরজায়মানো বহুধাভিজায়তে ।

তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাস্তম্ভিন্ হ তস্মদুর্বনানি বিশ্বা ॥ ১৯ ॥

ওঁ যো দেবেভ্য আতপতি যো দেবান্য পুরোহিতঃ ।

পূর্ব্বো যো দেবেভ্যো জাতৌ নমো রুচ্যন্ ব্রাহ্মণে ॥ ২০ ॥

ওঁ রুচং ব্রাহ্মং জনয়ন্তো দেবা অগ্রে তদশ্রবন্ ।

যন্তেবং ব্রাহ্মণো বিন্দ্যাৎ তস্য দেবা আসন্ বশে ॥ ২১ ॥

ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রৈ পাশ্বে নক্ষত্রাণি ।

রূপমস্থিনৌ ব্যাতং ইধমমিমাণামুন্ন ইমাণ সর্বলোকং ম ইমাণ ॥ ২২ ॥

অপরো মঙ্গলপ্রদোহথর্ববেদোক্তনারায়ণোপনিষৎপাঠশ্চ কর্তব্যো

যথা—

“ওঁ অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোহকাময়ত প্রজাঃ সৃজয়েতি

প্রজাঃ সৃজেরন্ । নারায়ণাধ্বজা জায়তে, নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে, নারায়ণাদ্ভাদশাদিত্যা রুদ্রাঃ, সৰ্ব্বা দেবতাঃ সৰ্ব্বে ঋষয়ঃ সৰ্ব্বাণি ভূতানি নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে । নারায়ণে প্রলীয়েত্বে ।” “অথ নিত্যো দেব একো নারায়ণো ব্রহ্মা চ নারায়ণঃ শিবশ্চ নারায়ণঃ শক্রশ্চ নারায়ণো রুদ্রশ্চ নারায়ণো বসবোহশ্বিনৌ চ নারায়ণঃ সৰ্ব্বে ঋষয়শ্চ নারায়ণঃ কালশ্চ নারায়ণো দিশশ্চ নারায়ণোহধশ্চ নারায়ণ উদ্ধৃৎ নারায়ণো মূর্ত্তোহমূর্ত্তশ্চ নারায়ণোহন্তর্বহিশ্চ নারায়ণঃ নারায়ণ এবদং সৰ্ব্বং যজুতং যচ্চ ভব্যম্ । অথ নিত্যো নিষ্কলো নিরাখ্যাতো নির্বিকলো নিরঞ্জনঃ শুক্লো দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োহস্তি কশ্চিৎ । য এবং দেব,—বোধঞ্চ সারথিং কৃত্বা মনঃ-প্রগ্রহবান্ পুমান্ ॥ প্রয়াতি পরমং পারং বিশ্বাখ্যং পদমব্যয়ম্ ॥ বিশ্বাখ্যং পদমব্যয়মিতি ॥ এতদৈ নারায়ণোপনিষদং যো বৈ নারায়ণোপনিষদমধ্যোতি স সৰ্ব্বেভ্যো দোষেভ্যো বিমুক্তো ভবতি, স সৰ্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি । অমৃতত্বঞ্চ লব্ধাহমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতীতি ।” “ওমিত্যগ্রে ব্যাহরেৎ । নম ইতি পশ্চাৎ । নারায়ণায়ৈতু্যপরিণ্টাৎ । ওমিত্যেকাক্ষরম্ । নম ইতি দ্বৈ অক্ষরে । নারায়ণায়ৈতি পঞ্চা-ক্ষরাণি । এতদৈ নারায়ণস্যাপ্টাক্ষরং পদম্ । যো হ বৈ নারায়ণ-স্যাপ্টাক্ষর-পদ-মধ্যোতি । অনপশুতবঃ(১) সৰ্ব্বমায়ুরেতি । বিন্দতে প্রজাপত্যং রায়স্পোষং গোপত্যং ততোহমৃতত্বমমুত ইতি ॥ প্রত্যগা-নন্দং ব্রহ্মপুরুষং প্রণবস্বরূপম্ । অকার উকারো মকার ইতি । তা অনেকধা সমভবন্তদেতদোমিতি । যমুক্তা মুচ্যতে যোগী জন্মসংসার-বন্ধনাৎ ॥ ওঁ নমো নারায়ণায়ৈতি মন্ত্রোপাসকো(২) বৈকুণ্ঠভুবনং গমিষ্যতি । তদিদং পুণ্ডরীকং বিজানঘনং তস্মাৎ তদ্বিভাদমাত্রম্ । ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ । ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিশ্বরূঢ়া ইতি । সৰ্ব্বভূতস্বমেকং বৈ নারায়ণং কারণ-পুরুষমকারণং পরং ব্রহ্ম ওঁ । প্রাতরধীয়ানো রাত্রিকৃতং পাপং

(১) সোহনুপলব্ধঃ । (২) তস্মান্নম্রোপাসনাৎ ।

নাশয়তি । সাযমধীয়ানো দিবসকৃতং পাপং নাশয়তি । মধ্যদিন-মাদিত্যাভিমুখোহধীয়ান পঞ্চমহাপাতকোপপাতকানি(৩) নাশয়তি । সৰ্ব্বেদেদপারায়ণপুণ্যং লভতে । নারায়ণাৎ সামুজ্যমাপ্নোতি ॥”(৪)

ততঃ কুকুমাক্ততগুলান্ অভাবে হরিদ্রাক্ততগুলান্ গৃহীত্বা (খ) স্বস্তিবাচনং করণীয়ং, যথা—ঋগ্বেদে কৃষ্ণোপনিষদি—

ওঁ স্বস্তি নো গোবিন্দঃ স্বস্তি নোহচ্যুতানভৌ, স্বস্তি নো বাসুদেবো বিষ্ণুর্দধাতু । স্বস্তি নো নারায়ণো নরো বৈ, স্বস্তি নঃ পদ্মনাভঃ পুরুষোত্তমো দধাতু ॥ স্বস্তি নো বিশ্বকসেনো বিশ্বেশ্বরঃ, স্বস্তি নো ঋষীকেশো হরির্দধাতু । স্বস্তে নো বৈনতেয়ো হরিঃ, স্বস্তি নোহঞ্জনা-সুতোহনুর্ভাগবতো দধাতু ॥ স্বস্তি স্বস্তি সুমঙ্গলৈঃ কেশো মহান্ শ্রীকৃষ্ণঃ, সচ্চিদানন্দঘনঃ সৰ্বেশ্বরেশ্বরো দধাতু ॥

ততঃ পুটাজলিং বদ্ধা পঠেৎ যথা সম্মোহনতজ্ঞে,—

করোতু স্বস্তি মে কৃষ্ণ সৰ্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ ।

কার্যাদয়শ্চ কুব্বন্ত স্বস্তি মে লোকপাবনাঃ ॥

বিষ্ণুযামলসংহিতায়াং,—

কৃষ্ণো মমৈব সৰ্বত্র স্বস্তি কুর্য্যাৎ শ্রিয়া সমম্ ।

তথৈব চ সদা কাঞ্চিঃ সৰ্ববিশ্ববিনাশনঃ ॥

অতঃপরং (গ) মঙ্গলবাচনং পদ্যং পঠেৎ—

(খ) তাহার পর কুকুমাক্ত তগুল, তদভাবে হরিদ্রাক্ত তগুল হস্তে লইয়া স্বস্তিবাচন করিবে । মন্ত্র, যথা—“ওঁ স্বস্তি নো গোবিন্দ” ইত্যাদি । অতঃপর কুটাজলি হইয়া পাঠ করিবে—“করোতু স্বস্তি মে কৃষ্ণঃ” ইত্যাদি, “কৃষ্ণো মমৈব সৰ্বত্র ইত্যাদি ।

(গ) অনন্তর মঙ্গলবাচন পদ্যসকল পঠনীয়—“অতসী-কুসুমোপমেন্ধকান্তিঃ” ইত্যাদি ॥

(৩) পঞ্চমহাপাতকোপপাতকাৎ প্রমুচ্যতে । (৪) নারায়ণাৎ সামুজ্যমবাপ্নোতি ।

বিষ্ণু রহস্যে,—

অতসীকুসুমোপমেয়কান্তির্মুনা কুলকদম্বমূলবতী ।  
নবগোপবধুবিলাসশালী বিতনোতু নো মঙ্গলাপি ॥

নারদীয়পুরাণে,—

কৃষ্ণঃ কনোতু কল্যাপং কংশকুঞ্জরকেশরী ।  
কালিন্দীজলকল্লোল কোলাহল কুতূহলঃ ॥

নারসিংহে,—

মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি ।  
স্মরন্তি সাধবঃ সৰ্ব্বে সৰ্ব্বকাৰ্য্যেষু মাধবম্ ॥

পাণ্ডবগীতায়,—

লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাভবঃ ।  
যেষামিন্দীবরশ্যামো হৃদয়স্থো জনার্দনঃ ॥

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে —

মঙ্গলং ভগবান্ বিষ্ণুমঙ্গলং মধুসূদনঃ ।  
মঙ্গলং হৃষীকেশোহয়ং মঙ্গলায়তনো হরিঃ ॥  
বিষ্ণুচারণমাত্রৈপ কৃষ্ণস্য স্মরণাক্ষরেঃ ।  
সৰ্ববিঘ্নানি নশ্যন্তি মঙ্গলং স্যাম সংশয়ঃ ॥

পাদে,—

সত্যং কলিযুগে বিপ্র স্রীহরেনাম মঙ্গলম্ ।  
পন্নং স্বস্তায়নং নৃপাং নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

বিষ্ণু ধর্মোত্তরে,—

পুণ্ডরীকাক্ষ-গোবিন্দ-মাধবাদীংশ্চ যঃ স্মরেৎ ।  
তস্য স্যামঙ্গলং সৰ্বকৰ্মাদৌ বিঘ্ননাশনম্ ॥

রুদ্রহামলে,—

মঙ্গলায়তনং কৃষ্ণং গোবিন্দং গরুড়ধ্বজম্ ।  
মাধবং পুণ্ডরীকাক্ষং বিষ্ণুং নারায়ণং হরিম্ ॥

বাসুদেবং জগন্নাথমচ্যুতং মধুসূদনম্ ।

তথা মুকুন্দানন্দাদীন্ যঃ স্মরেৎ প্রথমং সুধীঃ ॥

কর্তা সৰ্বত্র সুতরাং মঙ্গলানান্তকৰ্মণঃ ॥(১)

## অথাধিবাসঃ (২)

অথাধিবাস-কর্তব্যম্ । —( পূর্বদ্বাঃ ) গোধূলিসমনে তদভাবে  
( কৃতাদিবসে ) প্রাতঃকালে বাহ্যধিবাসদ্রব্যাগ্যানীয় যথাক্রমমধিবাস-  
য়েৎ । তানি যথা—মহী গন্ধঃ শিলা ধান্যং দুর্বা পুষ্পং ফলং দধি ।  
ঘৃত-স্বস্তিক-সিন্দূর-শঙ্খ-কঙ্কল-রোচনাঃ । সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং  
তাম্রং দীপশ্চ দৰ্পণম্ । অতঃ সুগন্ধিস্থানীয়ং হরিদ্রা বসনং তথা ।  
সূর্যকং চামরং যোজ্যং চন্দনং চাতিবন্দনম্ ॥ ( আচমন-বিষ্ণুস্মরণ-  
স্বস্তিবাচনাদি-পূর্বকমেব অধিবাসোক্তং কার্য্যং কুর্য্যৎ । )

( ২ ) অথ অধিবাস—কার্য্যের পূর্বদিন গোধূলি সময়ে  
অথবা কার্য্যের দিন প্রাতঃকালে অধিবাস-দ্রব্যসকল আনিয়া যথা-  
ক্রমে অধিবাস করিবে । অধিবাস-দ্রব্য, যথা—মহী, গন্ধ, শিলা,  
ধান্য, দুর্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক ( ঘৃতাক্ত আতপ তণ্ডুল ),  
সিন্দূর, শঙ্খ, কঙ্কল, রোচনা, সিদ্ধার্থ, ( শ্বেতসর্ষপ ), কাঞ্চন, রৌপ্য,

( ১ ) তথা গোপালপূর্বতাপন্যং—নমো বিষ্ণুরূপায় বিশ্বস্থিতান্তহেতবে ।  
বিষ্ণেহরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে ।  
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমল-  
মালিনে । নমঃ কমলনাভায় কমলাপত্যয়ে নমঃ ॥ বহীপীড়াদিরামায় রামায়-  
কুন্তমেধসে । রম্যমানসহংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ কংশবংশবিনাশায়  
কেশিচানুরঘাতিনে । কৃষ্ণভধ্বজবন্দ্যায় পার্থসারথয়ে নমঃ ॥ বেণুনাদবিনোদায়  
গোপালায় হিমদ্দিনে । কালিন্দীকুললোভায় লোলকুণ্ডলধারিণে ॥ বহুবীৰ্য-  
বান্ধোজমালিনে নৃত্যশালিনে । নমঃ প্রণতপালায় স্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ নমঃ  
পাপপ্রণাশায় গোবর্দ্ধনধরায় চ । পুতনাজীবিভাত্তায় তৃণাবর্তাসুহারিণে ॥ নিফলায়

তত্র প্রথমং (১) গঙ্গামুক্তিকয়া—ভূমিঃ অসি, অদিতি অসি, বিশ্বধাম্মা বিশ্বস্য ভুবনস্য ধাত্রী, পৃথিবীং যচ্ছ, পৃথিবীং দৃংহ, পৃথিবীং মা হিংসীঃ । —অনয়া গঙ্গামুক্তিকয়া শুভাধিবাসঃ অন্ত ।

প্রথমং শ্রীবিষ্ণোঃ পশ্চাৎ বরকন্যায়োরধিবাসঃ কর্তব্যঃ ।

(২) ততো গন্ধেন—ওঁ গন্ধদ্বারা দুরাধর্ষাৎ নিতাপুচ্চাৎ করী-  
মিণীং, ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং স্বাং ইহোপাহবয়ে শ্রিয়াম্ । অনেক  
গন্ধেন শুভাধিবাসঃ অন্ত ।—এবং সর্বত্র ।

(৩) ততঃ শিলয়া—ওঁ প্রপর্বতস্য ব্রহ্মতস্য পুষ্টান্ নারশ-  
রতি স্বসিচ ই অনন্তো আরব্রহ্মং ন ধরা শুদত্তা অহিং ব্রধু মনুবীজ-  
মানা, বিষ্ণোবিক্রমণমসি বিষ্ণোবিক্রান্তমসি ।

(৪) ততো ধান্যেন—ওঁ ধান্যমসি, ধিনুহি দেবান্, ধিনুহি  
যজ্ঞং, ধিনুহি যজ্ঞপতিং, ধিনুহি মাং যজ্ঞনাম্ ।

(৫) ততো দুর্বায়—ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষঃ  
পরি । এবা নো দুর্বে প্রতনু সহস্রেন শতেন চ ।

(৬) ততঃ পুষ্পেন—ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ, পত্ন্যা অহোরাত্রে  
পার্শ্বে । নক্ষত্রাণি রূপমগ্নিনৌ ব্যাঙম্ । ইধ্নমিমাণ অমুখ্যা ইমাণ  
সর্বলোকং য ইমাণ ।

(৭) ততঃ ফলেন—ওঁ যাঃ ফলিনীঃ যাঃ অফলা অপুষ্ণা  
যাশ্চ পুষ্পিণীঃ বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত অহংসঃ ।

তান্ন, দীপ, দর্পণ, সুগন্ধি তৈল, হরিদ্রা, বস্ত্র, সূত্র, চামর, চন্দন,  
অভিবন্দন (সকল দ্রব্যে একত্রে বন্দনা), নির্ঘঞ্জন । (আচমন-  
বিষ্ণুমরণ-স্বস্তিবাচনাদি সমাপন করিয়া অধিবাসের কার্য্য করিতে  
হইবে) ।

বিমোহায় শুক্রায়াক্ষবৈরিণে । অধিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ প্রসীদ  
পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর । আধিব্যাধিভুজ্জেন দল্টং মামুজর প্রভো ॥ শ্রীকৃষ্ণ  
রুক্মিণীকান্ত গোপীজনমনোহর । সংসারসাগরে মগ্নং মামুজর জগদ্ভুরো ।  
কেশব কেশহরণ নারায়ণ জনাৰ্দ্দন । গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুজর মাধব ॥

(৮) ততো দধা—ওঁ দধি ক্ৰাবুঃ অকার্ষ্যং জিফোঃ অশ্বস্য  
বাজিনঃ । সুরভি নো মুখাকরোৎ প্রাণ আয়ুঃশি, তারিষৎ ।

(৯) ততো ঘৃতেন—ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানাং অভিশ্রিয়োকী  
পৃথ্বী মধুদুগ্ধে সুপেশসা । দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা বিক্ৰতিতে  
অজরে ভুরিরেতসা ।

(১০) ততঃ স্বস্তিকেন—ওঁ স্বস্তি নো গোবিন্দঃ স্বস্তি ন অচ্য-  
তানন্তৌ স্বস্তি নো বাসুদেবো বিষ্ণুর্দধাতু । স্বস্তি নো নারায়ণো  
নরো বৈ, স্বস্তি নঃ পদ্মনাভঃ পুরুষোত্তমো দধাতু । স্বস্তি নো বিষ্ণু-  
সেনো বিশ্বেশ্বরঃ, স্বস্তি নো হাষীকেশো হরির্দধাতু । স্বস্তি নো  
বৈনতেয়ো হরিঃ, স্বস্তি নঃ অজনা সুতো হনুর্ভাগবতো দধাতু । স্বস্তি  
সুমনস্কৈকেশো মহান্ শ্রীকৃষ্ণঃ, সচ্চিদানন্দঘনঃ সর্বেশ্বরেশ্বরো  
দধাতু ।

(১১) ততঃ সিন্দুরেন—ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধবনে শুঘনাসো  
বাতপ্রমীয়ঃ পতয়ন্তি যক্ষাঃ । ঘৃতস্য ধারা অরুশো নঃ বাজী কাষ্ঠা  
ভিন্দন্ উশ্মিতিঃ পিন্ধমানঃ ।

(১২) ততঃ শঙ্খেন—ওঁ প্রতিশ্রুতকাম্য অর্ন্তনং ঘোষায় বহ-  
বাদিনং অনন্তায় মুকং শব্দায় আভিষ্রাঘাতং মহসে বীণাবাদং  
ক্রোশায় ত্রুণবধ্নাং অপরম্পরায় শঙ্খধ্বং বলায় বনস্পতো বন্যায়  
দাবপম্ ।

(১৩) ততোহঞ্জনেন—ওঁ সমিক্কাহঞ্জন কুদম্বতীনাং ঘৃতং  
অগ্নে মধুমং পিন্ধমানঃ । বাজী বহন্ বাজিনং জাতবেদো দেবানাং  
বক্ষি প্রিয় আসধস্থম্ ।

(১৪) ততো রোচনয়া—ওঁ যুজন্তি ব্রধুং অরুশং চরন্তং  
পরিতস্তৃষঃ রোচন্তে রোচন্য দিবি ।

(১৫) ততো সিদ্ধার্থেন—ওঁ রক্ষোহনো বল্গহনঃ প্রোক্ষামি  
বৈষ্ণবান্, রক্ষোহনো বল্গহনো বল্ল্যামি বৈষ্ণবান্ রক্ষোহনো বল্গ-

গহনো বঃ তুণামি বৈষ্ণবান্, রক্ষোহনো বাং বল্গহনো উপদধানী  
বৈষ্ণবী, রক্ষোহনো বাং বল্গহনো পর্য্যাহামি বৈষ্ণবী, বৈষ্ণবমসি  
বৈষ্ণবাঃ হু ।

(১৬) ততঃ কাঞ্চনেন—ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য  
জাতঃ পতিরেক আসীৎ । স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ  
দেবায় হবিষা বিধেম ।

(১৭) ততো রজতেন—ওঁ কশনো রুচয়তরুব্যাপ্যভো দুর্ঘমঃ  
আপুঃ শ্রোয়ো রুচানং অগ্নিং অমৃতং অভবৎ । বয়োভির্ষদেনং  
ছোরজনয়ন্ স্ফুরিতাঃ ।

(১৮) ততস্তাম্রেন—ওঁ অসৌ যস্তাম্রঃ অরুণঃ উতবহুঃ  
সুমঙ্গলঃ । যে চৈনহং রুদ্রা অভিভো দিক্ষু শ্রিতাঃ সহস্রশো বৈষা  
হেড়ুইমহে ।

(১৯) ততো দীপেন—ওঁ মনো জুতিজুঁষতাং আজ্যস্য বৃহ-  
স্পতির্যজ্ঞং ইমং তনোতু । অরিষ্টং যজ্ঞং ইমং দধাতু, বিদ্বো দেবাস  
ইহ, মাদয়ন্তাং ওঁ প্রতিষ্ঠ ।

(২০) ততো দর্পণেন—ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ, কৃষ্ণ  
আদিপুরুষঃ, কৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ, কৃষ্ণো হা উ কর্মাদিমূলং, কৃষ্ণঃ স  
হ সর্বকর্মাঃ, কৃষ্ণঃ কাশংকৃদাদীশমুখপ্রভুপূজ্যঃ, কৃষ্ণঃ অনাদিঃ,  
তস্মিন্ অজাণ্ডান্তবাহ্যে যৎ মঙ্গলং তৎ লভতে কৃতী ।

(২১) ততঃ সুগন্ধিতৈলেন—ওঁ তুষ্টিফোঃ পরমং পদং সদা  
পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীৰ চক্ষুরাততম্ ।

(২২) ততো হরিদ্রয়া—ওঁ বিষ্ণোঃ বিক্রমণং অসি, বিষ্ণোঃ  
বিক্রান্তং অসি, বিষ্ণোঃ ক্রান্তমসি, বিষ্ণোঃ ক্রান্তমসি, যুজ্যন্ত্যস্য কাম্যা  
হবিঃ বিপঞ্চসারথে শোনে ঘৃক্ষুঃ নবাহসা ।

(২৩) ততো বস্ত্রেন—ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স  
উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ । তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি সাধ্যো  
মনসা দেবয়ন্তঃ ।

(২৪) ততঃ সূত্রেণ—ওঁ সূত্ৰামাণং পৃথিবীং দ্যাং অনেহসং  
সুশর্মাণং অদিতিং সুপ্রণীতিং দেবীং নারং সুরিদ্রাং অনাগসং অস্মরতীং  
আরুহে মাশ্ম স্যয়ে ॥ অনেন মন্ত্রেণ, 'ওঁ তুষ্টিফোরিতি' মন্ত্রেণ চ,  
'ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘন' ইতি মন্ত্রেণ চ বরস্য নবগুণপরিমিতং  
বৈষ্ণবব্রাহ্মণেন, কন্যায়াঃ সন্তগুণপরিমিতং বৈষ্ণবীভিঃ সধবান্নাভিচ্চ  
শ্রীকৃষ্ণস্মরণপূর্বকং কুরুমচন্দনহরিদ্রাজসুগন্ধনং কার্য্যম্ ।

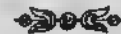
(২৫) ততশ্চাম্রেন—ওঁ বাতো বা মনো বা গন্ধর্বাঃ সন্ত-  
বিশ্বেতিঃ তে হুগ্রে সমযুজন্ তে অস্মিন্ যবং আদধুঃ ॥

(২৬) ততশ্চন্দনেন—ওঁ কোহসি কতমোহসি কস্মৈ হা  
কায় হা সুলোক সুমঙ্গল সত্য রাজন্ ।

(২৭) ততঃ সর্বদ্রব্যাগোকাঙ্ক্য বন্দাপনং, কুর্য্যাৎ—ওঁ  
প্রতিপনসি প্রতিপদে হা, অনুপদসি অনুপদে হা, সম্পদসি সম্পদে হা,  
তেজোহসি তেজসে হা ॥ ইত্যনেন সর্বাস্থং স্পষ্টা,

(২৮) চতুঃপ্রদীপং পঞ্চপ্রদীপং সন্তপ্রদীপং বা প্রজ্জ্বাল্য নির্দ-  
শনং কুর্য্যাৎ ।

এবংবিধিনা বরকন্যায়োরধিবাসঃ ॥



নামাপরাধতয়াৎ নান্দীমুখপ্রাক্ষমত্র ন কর্তব্যম্ । কিন্তু তেষাং  
পিতৃণাং পরমসুখার্থং শ্রীগুরুপরম্পরাপূজনং কুর্য্যাৎ, তেজ্যে মহা-

আচমনের পর মূলে লিখিত মন্ত্র সকল পাঠপূর্বক শ্রীবিষ্ণুস্মরণ  
করিবে । তদনন্তর স্বস্তিবাচন, যথা—কুরুমাক্ত অথবা হরিদ্রাক্ত  
তণুল হস্তে লইয়া 'ওঁ স্বস্তি নো গোবিন্দ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া  
তণুল ছড়াইয়া দিয়া পুনঃ জোড়হস্তে 'করোতু স্বস্তি মে কৃষ্ণ' ইত্যাদি  
শব্দসম্মিলন পাঠ করিবে । তৎপর পাদ্যাদির দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর অর্চন  
করিবে ।

তৎপর এক একটী দ্রব্য লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক প্রথমে শ্রীবিষ্ণু-



প্রসাদঞ্চ দদ্যাৎ, বৈষ্ণবব্রাহ্মণেভ্যোহন্নবস্ত্রাদিকং যথাশক্তি সহজে নৈব  
দেয়ং বিষ্ণুপ্রীত্যে বিষ্ণুস্মরণপূর্বকম্ ॥ (১) অতঃপরং কুড়োপরি  
ঘূতেন পঞ্চ সন্ত বা পরিমিতা বসুধারা দেয়া । তত্র মহাভাগবতং  
শ্রীচৈতন্যং রাজানং শ্রীবিষ্ণু-মহাপ্রসাদ-পুষ্পজলনৈবেদ্যাদিভিঃ প্রপূ-  
জয়েৎ ।

### অথ শ্রীবাসুদেবার্চনম্ (৩)

অথ বিবাহদিবসে শ্রীগোবিন্দভক্তোহন্ন্যশরণো দীক্ষিতো  
বর্ণাদিঃ প্রাতঃ কৃতাহ্নিকঃ কৃতান্নাঃ কৃতনিত্যকৃত্যন্তর হ্যন্নামগুপে

পাদপদ্মে স্পর্শ করাইবে । পরে বরকন্যার মস্তকে স্পর্শ করাইবে ।  
বিবাহ-কার্যে সূত্রের দ্বারা অধিবাস করাইবার পর, সেইস্থলে লিখিত  
মন্ত্রসকল উচ্চারণ ও শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ-পূর্বক কোন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ  
বরের হস্তে কুঙ্কুম-চন্দন-হরিদ্রা-রঞ্জিত নয়গুণ সূত্র এবং বৈষ্ণবী  
সধবাসনা কন্যার হস্তে সাতগুণ সূত্র বন্ধন করিয়া দিবেন ।

নামাপরাধভয়ে নান্দীমুখ-শ্রাক্ত কর্তব্য নহে । কিন্তু পিতৃপুরুষ-  
গণের পরম-সুখ-সম্পাদনের নিমিত্ত শ্রীগুরু-পরম্পরার পূজা করিবে  
এবং পিতৃগণকে মহাপ্রসাদ দিবে । বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণগণকে যথাশক্তি  
অক্লেশে অন্নবস্ত্রাদি বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ বিষ্ণুস্মরণ-পূর্বক দান করিবে ।  
তৎপরে দেওয়ালে ঘূতের দ্বারা পাঁচটী বা সাতটী বসুধারা দিবে ।  
সেইস্থানে মহাভাগবত চৈদিরাজকে মহাপ্রসাদ-জল-নৈবেদ্যাদি দ্বারা  
পূজা করিবে ।

( ৩ ) অথ শ্রীবাসুদেবার্চন । সদৃগুরুর নিকট পঞ্চসংস্কারে  
দীক্ষিত, অনন্যশরণ, গোবিন্দভক্ত যে-কোন বর্ণের ব্যক্তি বিবাহদিবসে

( ১ ) প্রথমে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাজের অর্চন তদনন্তর শ্রীবাসুদেবের অর্চন,  
অতঃপর ভগবৎপ্রসাদনির্মাল্যাদি দ্বারা যথাবিধি শ্রীগুরুপরম্পরার অর্চন, তৎপরে  
শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবসেবার্থ দানাদি, অনন্তর শ্রীভগবানের ভোগ ও আরাত্রিক, তৎপরে  
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে মহাপ্রসাদ নিবেদন, তৎপরে বসুধারা—এই ক্রম অনুসরণীয় ।

মণ্ডিতে ( শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে বা ) কৃতকুশাদ্যাসন আচাতঃ শ্রীবিষ্ণুস্মরণং  
কৃত্বা ( অর্চনপদ্ধতৌ দ্রষ্টব্যং ) পরমমনোহর-বিচিত্রমণ্ডলে ঘটং  
সংস্থাপ্য তদৃষটোপরি তাত্রপাত্রে সংস্থাপ্য শ্রীশালগ্রামং পুরুষসূক্তমন্ত্রে  
পূজয়েৎ । তত্রাপি শ্রীশালগ্রামস্থ-শ্রীমন্নারায়ণপূজনে বিবাহদিসর্ব-  
কর্ম্মণি নামাপরাধ-সেবাপরাধ-ভয়ে গণেশাদিপঞ্চদেবান্ আদিত্যাদি-  
নবগ্রহান্ ইন্দ্রাদিলোকপালান্ গৌর্যাদিমাতৃগণাদীনি চ ন পূজয়েৎ, কিন্তু  
বৈষ্ণবাদীন পূজয়েৎ ।

যথা, প্রমাণং হি পাদে,—শুদ্ধসত্ত্বময়ো বিষ্ণুঃ কল্যাণগুণসাগরঃ ।  
নারায়ণঃ পরংব্রহ্ম বিপ্রাণাং দৈবতং হরিঃ ॥ ব্রহ্মণ্যঃ শ্রীপতিবিষ্ণুর্বাসু-  
দেবো জনার্দনঃ । ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো গোবিন্দো হরিরচ্যুতঃ ॥  
স এব পূজ্যো বিপ্রাণাং নেতরে পুরুষর্ষভাঃ । মোহাদ্ যঃ পূজয়ে-  
দন্যং স পাশ্চাতী ভবেদ্বৈষ্ণবম্ ॥ স্মরণাদেব কৃষ্ণস্য বিমুক্তিঃ পাণি-

প্রাতঃকালে স্নান, আহ্নিক ও নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া সুসজ্জিত  
হ্যন্নামগুপে অথবা শ্রীবিষ্ণুগৃহে প্রবেশপূর্বক কুশাদি-আসনে উপবিষ্ট  
হইয়া আচমন ও শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করিবে ( মঙ্গলাচরণ দ্রষ্টব্য ) ।  
অতঃপর পরম মনোহর বিচিত্র মণ্ডলে ঘট স্থাপন করিয়া তদুপরি  
তাত্রপাত্রে শ্রীশালগ্রাম স্থাপনপূর্বক পুরুষসূক্তমন্ত্রে শ্রীশালগ্রামের অর্চন  
করিবে । বিবাহাদি সর্বকার্যেই শ্রীশালগ্রামস্থ শ্রীনারায়ণের পূজায়  
নামাপরাধ ও সেবাপরাধের ভয়ে গণেশাদি পঞ্চ দেবতা, আদিত্যাদি  
নবগ্রহ, ইন্দ্রাদিলোকপাল, গৌরী প্রভৃতি মাতৃগণের পূজা করিবে না,  
কিন্তু বৈষ্ণবাদির পূজা করিবে ।

এই বিষয়ে প্রমাণ, যথা পদ্মপুরাণে—শ্রীবিষ্ণু শুদ্ধসত্ত্বময়,  
কল্যাণগুণসাগর, তিনি নারায়ণ, পরব্রহ্ম, বিপ্রগণের ( আরাধ্য ) দেবতা,  
হরি । বিষ্ণু—শ্রীপতি, বাসুদেব, জনার্দন, ব্রাহ্মণগণের উপাস্য  
ব্রহ্মণ্যদেব, পুণ্ডরীকাক্ষ, গোবিন্দ, হরি, অচ্যুত । হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ ।  
তিনিই বিপ্রগণের পূজ্য—অপরে নহেন । যিনি মোহবশতঃ অন্য দেবতার  
পূজা করেন, তিনি নিশ্চয়ই পাশ্চাতী । কৃষ্ণের শরণমাত্রই পাণিগণেরও

নামপি । তস্য পাদোদকং সেব্যং ভুক্তোচ্ছিষ্টঞ্চ পাবনম্ ॥ স্বর্গাপ-  
বর্গদং নৃণাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ । বিশ্ণোনিবেদিতং নিত্যং  
দেবেভ্যো জুহুয়ান্নবিঃ ॥ পিতৃভ্যশ্চৈব তদদ্যাং সৰ্ব্বমানন্ত্যমগ্নুতে ॥  
যো ন দদ্যাদ্বরেভুজং পিতৃণাং শ্রাদ্ধকৰ্ম্মণি । অগ্নস্তি পিতরন্তস্য  
বিন্মুগ্ধং সততং দ্বিজাঃ ॥ তস্মাদ্বিশ্ণোঃ প্রসাদো বৈ সেবিতব্যো  
দ্বিজগ্ননা । ইতরেষাং তু দেবানাং নিৰ্ম্মালাং গহিতং ভবেৎ ॥ সঙ্ক-  
দেব হি যোহয়্যাত্রি ব্রাহ্মণো জ্ঞানপূৰ্ব্বতঃ । নিৰ্ম্মালাং শঙ্করাদীনাং  
স চাণ্ডালো ভবেদধ্ববম্ । কল্পকোটিসহস্রাণি পচ্যন্তে নরকাগ্নিনা ॥  
নিৰ্ম্মালাং তু দ্বিজশ্রেষ্ঠা রুদ্রাদীনাং দিবৌকসাম্ । রক্ষোযক্ষপিশাচা-  
নাং মদ্যমাংসসুরাসমম্ ॥ তদব্রাহ্মণৈর্ন ভোক্তব্যং দেবানাং ভুক্তিতং  
হবিঃ । তস্মাদন্যং পরিত্যজ্য বিষ্ণুমেব সনাতনম্ । পূজয়ধ্বং  
দ্বিজশ্রেষ্ঠা যাবজ্জীবনমতন্মিতাঃ ॥ অর্চনেন্নস্তরত্নেন বিধিনা পুরুষো-

মুক্তিঃ হয় । তাঁহার পাদোদক ও ভুক্তোচ্ছিষ্ট পাবন ও স্বর্গাপবর্গপ্রদ—  
অতএব জীবের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের সেব্য । বিষ্ণুকে নিবেদিত  
হবি-দ্বারা (ঘৃত-দ্বারা) দেবগণের নিত্য হোম করিবে, পিতৃগণকেও  
তাহাই (বিষ্ণুনিবেদ্য) অর্পণ করিবে—তৎসমস্ত আনন্ত্য অর্থাৎ  
অনন্তসফলতা লাভ করে । হে দ্বিজগণ ! যে ব্যক্তি পিতৃপুরুষের  
শ্রাদ্ধকার্য্যে হরির উচ্ছিষ্ট প্রদান করে না, তাহার পিতৃপুরুষগণ  
সর্বদা বিষ্ঠা ও মূত্র ভক্ষণ করিয়া থাকে । অতএব দ্বিজ ব্যক্তির  
বিষ্ণুপ্রসাদ সেবা করাই কর্তব্য ; পক্ষান্তরে অপর দেবতার নিৰ্ম্মালা  
তাঁহাদের পক্ষে গহিত । যে ব্রাহ্মণ শঙ্করাদি অপর দেবতার নিৰ্ম্মালা  
জ্ঞানপূর্ব্বক একবারও ভক্ষণ করে, সে নিশ্চয়ই চণ্ডাল হয় এবং  
সহস্রকোটি কল্পকাল নরকাগ্নিতে দগ্ধ হয় । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! রুদ্রাদি  
দেবতাগণের, যক্ষ-রক্ষঃ-পিশাচগণের নিৰ্ম্মালা—মদ্য-মাংস সুরাতুলা ।  
অতএব ব্রাহ্মণগণ দেবতাগণের ভুক্ত হবিঃ (প্রসাদ) ভক্ষণ করিবেন  
না । সুতরাং হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! অন্য দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া  
সনাতন বিষ্ণুকেই যাবজ্জীবন অনলসভাবে পূজা কর । বিধি-

ভুমম্ । প্রসাদায় বৈ কুর্য্যান্নিত্যং ভক্তিমতস্ত্রিতঃ । তস্যাবরণ-  
পূজায়াং ত্রিদশার্চনায়ৈৎ সুধীঃ । শ্রীবিষ্ণোঃ পূজয়েৎ সদা নিত্য-  
পার্ষদবৈষ্ণবান্ ॥ অনন্যশরণো ভক্তো-নাম-মন্ত্রেষু দীক্ষিতঃ । কদা-  
চিন্নার্চয়েদেবান্ গণেশাদীংস্ত বৈষ্ণবঃ ॥ যত্র যত্র সুরাঃ পূজ্যা  
গণেশাদ্যাস্ত কন্মিণাম্ । বিষ্ণুর্চনে তত্র তত্র বৈষ্ণবানাং হি বৈষ্ণবাঃ ॥  
বিষ্ণুর্সেনং সসনকং সনাতনমন্তঃপরম্ । সনন্দনসনৎকুমারৌ  
পঞ্চৈতান্ পূজয়েত্ততঃ ॥ যস্মিন্নবগ্রহা অর্চ্যাস্তত্র কব্বাদয়ো নব ।  
যত্র যজস্তি বিধিনা দিক্‌পালাদীংস্ত কন্মিণঃ । তত্র প্রপূজয়েদেতান্  
বিধিং ভাগবতং শুকম্ ॥ সদাশিবং বৈনতেয়ং নারদং কপিলং  
বলিম্ । ততো ভাগবতং ভীষ্মং প্রহ্লাদমজ্ঞানাসুতম্ ॥ অম্বরীষঞ্চ  
জনকং মহাভাগবতং যমম্ ॥ মনুং স্বায়ম্ভুবং ব্যাসাদিকঞ্চ বৈষ্ণবো-  
ত্তমম্ । যুগে যুগে চ বিখ্যাতানপরান বৈষ্ণবানপি ॥ হর্ষার্চনে

অনুসারে মন্ত্ররত্নের দ্বারা পুরুষোত্তমের অর্চন করিবে, তাঁহার প্রসাদ  
বা কৃপালাভের জন্য সর্বদা অতন্মিত হইয়া তাঁহার সেবা করিবে ।  
শ্রীবিষ্ণুর আবরণ-দেবতা-পূজায় (অপর) দেবতাগণের অর্চন  
করিবে না ; সর্বদা তাঁহার নিত্যপার্ষদ বৈষ্ণবগণের পূজা করিবে ।  
(পঞ্চসংস্কারে) নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত অনন্যশরণ ভক্ত বৈষ্ণব কখনও  
গণেশাদি দেবতার অর্চন করিবে না ; যে যে স্থলে গণেশাদি দেবতা  
কন্মিগণের পূজ্য, বিষ্ণুপূজায় সেই সেই স্থলে বিষ্ণুর্সেন, সনক,  
সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার—এই পঞ্চ মহাভাগবতের পূজা বৈষ্ণব-  
গণের কর্তব্য । যেস্থলে নবগ্রহ কন্মিগণের অর্চনীয়, সেই স্থলে  
কবিপ্রমুখ নবযোগেন্দ্র বৈষ্ণবগণের পূজনীয় । কন্মিগণ যেস্থলে বিধি-  
পূর্ব্বক দিক্‌পালগণের পূজা করিয়া থাকেন, বৈষ্ণবগণ সেই স্থলে  
ব্রহ্মা, মহাভাগবত শুকদেব, সদাশিব, গরুড়, নারদ, কপিল, বলি,  
ভীষ্মদেব, প্রহ্লাদ, হনুমান্, অম্বরীষ, জনক, মহাভাগবত যমদেব,  
স্বায়ম্ভুব মনু এবং বৈষ্ণবোত্তম ব্যাসাদির পূজা করিবেন । শ্রীবিষ্ণুর  
অর্চনে যুগে যুগে প্রসিদ্ধ অপর বৈষ্ণবগণও পূজনীয়, কিন্তু কদাচ

যজ্ঞেন্ৰিত্যং ন তু দেবান্ কদাচন । যত্র মাতৃগণাঃ পূজ্যাস্তত্র হ্যেতাঃ  
প্রপূজয়েৎ ॥ সদা ভগবতী পৌর্ণমাসী পদ্মাস্তরজিকা । গঙ্গা কলিন্দ-  
তনয়া গোপী চন্দ্রাবলী তথা ॥ গায়ত্রী তুলসী বাণী পৃথিবী গৌশ্চ  
বৈষ্ণবী । শ্রীযশোদা দেবহুতিঃ দেবকী রোহিণীমুখা ॥ শ্রীসীতা  
দ্রৌপদী কুন্তী অপরা যা মহর্ষয়ঃ । রুক্মিণ্যা দ্যাস্তথা চাশ্চট মহিষ্যো  
যাশ্চ তা অপি ॥ গোপালোপাসকশ্চৈব শ্রীদামাদীন্ বিশেষতঃ এত-  
স্যা বরণেহেন গোপালান্ পরিপূজয়েৎ ॥ শ্রীকৃষ্ণোপাসকস্ত তদর্চনে  
সর্বকর্মণি ললিতাদ্যাঃ সহচরীঃ সসখীরঙ্গিনীমুতাঃ ॥ পূজয়েদ্বিধিনা  
কার্ষ্যো যতো বৈষ্ণবদৈবতঃ । নান্যান্ কদাচিদ্ধিবানুপদেবাংশ্চ  
শুদ্ধধীঃ ॥ বৈষ্ণবানাঞ্চ কার্য্যাণাং ক্রিয়ৈষা সাত্ত্বিকী যতঃ । ন  
রাজসী ন তামসী পাশ্চাৎস্বর্গভীতিতঃ ॥

পুনরত্রৈব শ্রীভগবন্তং প্রতি ভূগুবচনং,—অহো রূপমহো শীল-  
মহো শান্তিরহো দয়া । অহো সুনির্মলা ক্ষান্তিরহো সত্ত্বং গুণা হরে ।  
নৈসর্গিকং শুভং সত্ত্বং তবৈব গুণ-বারিধে । নান্যেমাং বিদ্যাতে কিঞ্চিৎ

দেবগণের পূজা কর্তব্য নহে । হে মহর্ষিগণ ! যে-স্থলে মাতৃগণের  
পূজা কন্নিগণের কর্তব্য, সেই স্থলে বৈষ্ণবগণ সর্বদা ইহাদিগকে পূজা  
করিবেন—ভগবতী পৌর্ণমাসী, পদ্মা, অস্তরজিকা, গঙ্গা, যমুনা, চন্দ্রা-  
বলী, গায়ত্রী, তুলসী, সরস্বতী, পৃথিবী, বৈষ্ণবী, গো, যশোদা, দেব-  
হুতি, দেবকী, রোহিণী, সীতা, দ্রৌপদী, কুন্তী, রুক্মিণী প্রভৃতি অপর  
সকল এবং যে যে অশ্চট মহিষী তাহারা । শ্রীগোপালোপাসক  
শ্রীগোপালের আবরণরূপে শ্রীদামাদি গোপালগণের বিশেষভাবে পূজা  
করিবেন । শ্রীকৃষ্ণোপাসক কৃষ্ণার্চনে ও সকলকর্ম্মে সখী ও রঙ্গিনী-  
গণসহিত ললিতাদি সহচরীর বিধিপূর্বক পূজা করিবেন । শুদ্ধবুদ্ধি  
কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবদেবতাপরায়ণ বলিয়া কখনও অন্য দেবতা ও উপ-  
দেবতার পূজা করিবেন না । বৈষ্ণব-ক্রিয়াকলাপের ইহাই ক্রিয়া-  
পদ্ধতি—যেহেতু ইহা সাত্ত্বিকী । পাশ্চাৎস্বর্গভয়ে রাজসী ও তামসী  
ক্রিয়া বৈষ্ণবের অবিধেয় ।

সর্বেষাং ত্রিদিবৌকমাস্ ॥ ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ ত্বমেব পুরুষোত্তম ।  
ব্রাহ্মণানাং ত্বমেবেশো নান্যঃ পূজ্যঃ সুরঃ কুটিং ॥ যেহর্চয়তি সুরা-  
নন্যান্ ত্বাং বিনা পুরুষোত্তম । তে পাশ্চাত্ত্ব্যমাপন্যঃ সর্বলোকবিগ-  
হিতাঃ ॥ বিপ্রাণাং বেদবিদুষাং ত্বমেবেজ্যো জনার্দন । নান্যঃ  
কশ্চিৎ সুরাণাস্ত পূজনীয়ঃ কদাচন ॥ অশুদ্ধা ব্রহ্মরূপাদ্যা রজস্তমো-  
বিমিশ্রিতাঃ । ত্বং শুদ্ধসত্ত্বগুণবান্ পূজনীয়োহগ্রজন্মানাম্ ॥ ত্বৎপাদ-  
সলিলং সেব্যং পিতৃগাঞ্চ দিবৌকসাম্ । সর্বেষাং ভূসুরাণাং চ  
মুক্তিদং কল্মষাপহম্ ॥ ত্বত্ত্বজ্ঞোচ্ছিষ্টশেষং বৈ পিতৃগাং চ দিবৌ-  
কসাম্ ॥ ভূসুরাণাং চ সেব্যং স্যাৎ নান্যেমাং তু কদাচন ॥ ইত-  
রেমাং তু দেবানাং অন্নং পুষ্পং জলাদিকম্ । অম্পৃশ্যং তু ভবেৎ  
সর্বং নির্মাল্যং সুরয়া সমম্ ॥ তস্মাদ্ভৈ ব্রাহ্মণো নিত্যং পূজয়িত্বা  
সনাতনম্ । তত্তীর্থং ভুক্তমন্নঞ্চ ভজতৈবানিশং বৃধঃ ॥ নান্যদেবং

পুনঃ পদ্মপুরাণেই ভূগু শ্রীভগবান্কে বলিতেছেন,—হে হরি !  
তোমার রূপ, শীল, শান্তি দয়া, সুনির্মল ক্ষান্তি, সত্ত্ব ও গুণ—অপূর্ব ।  
হে গুণবারিধি ! স্বাভাবিক মঙ্গলময় সত্ত্ব তোমারই আছে, সমস্ত  
দেবতার মধ্যে অপর কাহারও কিছুই নাই । হে পুরুষোত্তম ! তুমিই  
ব্রহ্মণ্যদেব ও শরণ্য, তুমিই ব্রাহ্মণগণের প্রভু, কদাচ অন্য কোন  
দেবতা (তাঁহাদের) পূজ্য নহেন । হে পুরুষোত্তম ! যাহারা তোমাকে  
ব্যতীত অপর দেবতাকে অর্চন করে, তাহারা পাশ্চাত্ত্ব্য প্রাপ্ত হইয়া  
সর্বজন-নিন্দিত হয় । হে জনার্দন ! বেদবিজ্ঞ বিপ্রগণের তুমিই পূজ্য,  
দেবগণের মধ্যে অপর কেহই কদাচ পূজনীয় নহেন । ব্রহ্ম-রূপাদি  
দেবগণ রজস্তমোগুণমিশ্রিত, অতএব অশুদ্ধ, তুমি শুদ্ধ-সত্ত্বময় ও  
ব্রাহ্মণগণের পূজনীয় । তোমার পাদোদক ও ভুক্তাবশেষ পাপনাশক  
ও মুক্তিপ্রদ, তাহাই সকল পিতৃপুরুষের, দেবগণের ও ব্রাহ্মণগণের  
সেব্য ; অপর কাহারও পাদোদক ও ভুক্তাবশেষ কদাচ সেব্য নহে ।  
কিন্তু অপর দেবতার অন্ন, পুষ্প, জলাদি সমস্ত নির্মাল্য সুরাসদৃশ ও  
অম্পৃশ্য । অতএব বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ সর্বদা সনাতন-দেবকে পূজা করিয়া

নিরীক্ষিত ব্রাহ্মণো ন চ পূজয়েৎ । নান্যপ্রসাদং ভুক্ত্বিত নান্যদায়তনং  
বিশেৎ ॥ তদুদাত্তি হি যো বিপ্র পিতৃণাং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি । তদুত্তমম্  
তীর্থঞ্চ তৎ সর্ব্বং বিফলং ভবেৎ ॥ কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটি-  
শতানি চ । পতন্তি পিতরন্তস্য নরকে পুষ্পশোণিতে ॥ নিবেদিতং  
তব বিভো যো জুহোতি দদাত্তি বা । দেবতানাঞ্চ পিতৃণামানন্ত্যং  
ধ্রুবমগ্নুতে ॥ তস্মাত্ত্বমেব বিপ্রাণাং পূজ্যো নান্যোহস্তি কশ্চন ।  
মোহাদ্যঃ পূজয়েদন্যং স পাশতী ভবেদুধ্রুবম্ ॥ ত্বং হি নারায়ণঃ  
শ্রীমান্ বাসুদেবঃ সনাতনঃ । বিষ্ণুঃ সর্ব্বগতো নিত্যঃ পরমাত্মা  
মহেশ্বরঃ । ত্বমেব সেব্যো বিপ্রাণাং ব্রহ্মণ্যঃ শুদ্ধসত্ত্ববান্ ॥ পূজ্য-  
ত্বাদ্ভ্রাহ্মণানাং বৈ শুদ্ধসত্ত্বগদেপি । সর্ব্বেষামেব দেবানাং ব্রাহ্মণ-  
ত্বমবাপ্যতে ॥ ত্বামেব হি সদা বিপ্রা ভজন্তি পুরুষোত্তম । ব্রাহ্মণত্বে  
বভূবুস্তে নান্যে তন্ন ন সংশয়ঃ ॥

কিঞ্চ, যথা স্বান্দে সেতুখণ্ডে, -ব্রহ্মজ্ঞো ব্রাহ্মণঃ প্রোক্তঃ শুদ্ধ-  
সত্ত্বাশয়ঃ সদা । দেবাদিদেবং গোবিন্দমুত্তে নান্যৎ প্রপূজয়েৎ ॥

তাঁহার পাদোদক ও ভুজ্ঞান সর্ব্বদা সেবা করিবেন । ব্রাহ্মণ অন্য  
দেবতাকে দর্শন ও পূজা করিবেন না, অন্য দেবতার প্রসাদ সেবা  
করিবেন না, অন্য দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করিবেন না । অতএব  
যে বিপ্র পিতৃগণের শ্রাদ্ধকার্য্যে অপর দেবতার উচ্ছিষ্ট ও পাদোদক  
অর্পণ করেন, তৎসমস্ত বিফল হয় ; তাঁহার পিতৃগণ পুষ্পশোণিতময়  
নরকে শতসহস্রকোটিকল্প পতিত হইয়া থাকেন । যে ব্যক্তি তোমার  
নিবেদিত দ্রব্যে দেবগণের হোম করে এবং তাহা পিতৃগণকে অর্পণ  
করে, সে নিশ্চয়ই আনন্ত্য লাভ করে । সুতরাং তুমিই বিপ্রগণের  
পূজ্য—অপর কেহ নহে । যে ব্যক্তি মোহবশতঃ অপরের পূজা করে,  
সে নিশ্চয়ই পাশত হইয়া পড়িবে । তুমিই লক্ষ্মীপতি নারায়ণ, সনাতন বাসুদেব  
সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু, নিত্য মহেশ্বর পরমাত্মা । শুদ্ধসত্ত্বময় ব্রহ্মণ্যদেব  
তুমিই ব্রাহ্মণগণের সেব্য । তুমি ( ব্রহ্মণ্যদেব ) সকল ব্রাহ্মণের ও  
দেবগণের পূজ্য বলিয়া ( তোমার পূজার দ্বারা ) এবং শুদ্ধসত্ত্বগণের

নিত্যে নৈমিত্তিকে কাম্যে সর্ব্বমঙ্গলকর্ম্মণি । যদি মোহাৎ তু বিবু-  
ধান্ স চাণ্ডালো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে,—মোহাদ্ যো ব্রাহ্মণো ভূত্বা হ্যজানাজ্ জ্ঞান-  
পূর্ব্বতঃ । অর্চয়েদ্বিধাংশ্চৈত্ বিনা বিষ্ণুমধোগতিঃ ।

তথা শ্রীউত্তরগীতায়াম্,—বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্থান্য-  
দেবতাঃ । উপদেবাং জ্ঞথা যক্ষরক্ষোভূতগণানপি ॥ বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে,  
—মামৃতেহন্যাংস্ত বিবুধান্ বৈষ্ণবো ব্রাহ্মণোহথবা । যদ্যর্চয়েদ-  
বৈষ্ণবাংশ্চাণ্ডালত্বমবাপ্নুয়াৎ ॥ এতানি প্রমাণানি সুগমত্বান ব্যাখ্যা-  
তানি । অপর্যাপি প্রমাণানি বহুতরাণি গ্রন্থ-বাহুল্যায় লিখিতানি ।  
শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণং—মুমুক্ধবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ ।

যারা ব্রাহ্মণত্ব লভ্য হইয়া থাকে । যে পুরুষোত্তম ! যেহেতু ব্রাহ্মণগণ  
সর্ব্বদা তোমার ভজন করেন, তাহাতেই তাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন  
—অন্যোরা নহে, তাহাতে সংশয় নাই ।

আরও ক্ষুদ্রপুরাণে সেতুখণ্ডে—নিত্য শুদ্ধসত্ত্বময়চিত্ত ব্রহ্মজ ব্যক্তি  
ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত । নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, সর্ব্বমঙ্গলকর্ম্মে  
দেবাদিদেব গোবিন্দ ভিন্ন অন্যকে পূজা করিবেন না । যদি কেহ  
মোহ-বশতঃ অন্য দেবতার পূজা করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই  
চাণ্ডাল হয় । ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়াও মোহবশতঃ জানে  
বা অজানে বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতার অর্চন করে, তাহার অধোগতি  
হয় ॥ উত্তরগীতায়—হে কৌন্তেয় ! বৈষ্ণবদেবগণের সেবা কর, অন্য  
দেবতা, উপদেবতা, যক্ষ-রক্ষঃ-ভূতগণকে পূজা করিও না ॥ বৃহদ-  
বিষ্ণুপুরাণে—যদি বৈষ্ণব অথবা ব্রাহ্মণ আমা ভিন্ন অপর অবৈষ্ণব  
দেবতার অর্চন করেন, তাহা হইলে তিনি চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন ॥

এই সকল প্রমাণ সুবোধ্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হইল না । গ্রন্থ-  
বাহুল্যভয়ে অন্যান্য বহুতর প্রমাণও লিখিত হইল না । শ্রীমদ্ভাগবতেও  
—অসূয়াহীন অর্থাৎ অপর দেবতার অনিন্দক, শাস্ত্রস্বভাব মুমুক্ধগণ  
ভীষণ-স্বরূপ পিতৃ-ভূতপতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া নারায়ণাবতার-

নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসুম্ববঃ ॥ রজস্তমঃ প্রকৃতয়ঃ সমশীলা  
ভজন্তি বৈ । পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেশ্ববঃ ॥ ( ভাঃ  
১।২।২৬-২৭ ) ॥

তন্মতে শ্রীবিষ্ণুপূজায় তদাবরণপূজাত্বেন প্রথমং গণেশাদি-  
পূজাহকরণপ্রত্যায়পরিহারার্থং শ্রীবিষ্ণুসেন-সনক-সনাতন-সনন্দন-  
সনৎকুমারানতান্ পঞ্চমহাভাগবতান্ পূজয়েৎ । তত্র নবগ্রহপূজাদ্য-  
করণে প্রত্যায়পরিহারার্থং শ্রীকবিশ্বাত্তরীক্ষাদীন্ নবযোগেন্দ্রান্  
প্রপূজয়েৎ । তন্ত্রেদ্রাদিদিব্জপাঙ্গাদিপূজাহকরণপ্রত্যায়পরিহারার্থং  
মহাভাগবতশ্রীপিতামহ- শুকদেব-সদাশিব- গরুড়- নারদ-কপিল-বলি-  
ভীষ্মপ্রহ্লাদহনুমদম্বরীষ-জনক-শমন-স্বান্তুবমন্মদ-ব্যাসাদয়, এতান্  
শ্রীভাগবতোক্তমান্ সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলিযুগেষু যে যে মহাভাগবতো-  
ক্তমান্তানপি পূজয়েৎ । তত্র গৌর্যাদিমাতৃগণপূজাহকরণপ্রত্যায়পরি-  
হারার্থং পৌর্ণমাসী-লক্ষ্ম্যন্তরঙ্গা-গঙ্গা-যমুনা-গোপী-বৃন্দাবতী-গায়ত্রী-  
গণের ভজন করেন । কিন্তু পিতৃ-ভূত-প্রজাপতিগণের তুল্যপ্রকৃতি-  
বিশিষ্ট রজস্তমঃ-স্বভাব ব্যক্তিগণ শ্রী-ঐশ্বর্য্য পুত্রাদিকামনায় পিতৃ-ভূত-  
প্রজাপতির ভজন করে ।

অতএব শ্রীবিষ্ণুপূজায় গণেশাদি দেবতার অপূজন-জন্মিত  
প্রত্যায়-পরিহারার্থ প্রথমতঃ শ্রীবিষ্ণুর আবরণ-দেবতারূপে শ্রীবিষ্ণু-  
সেন-সনক-সনাতন-সনন্দন-সনৎকুমার এই পঞ্চ মহাভাগবতের  
পূজা করিবে । নবগ্রহপূজার অকরণ-জন্মিত প্রত্যায়-পরিহারার্থ  
শ্রীকবি-হবি-অন্তরীক্ষাদি নবযোগেন্দ্রের পূজা করিবে । ইন্দ্রাদি  
দিব্জপাঙ্গগণের অপূজনদোষ-পরিহারার্থ মহাভাগবত ব্রহ্মা, শুকদেব,  
সদাশিব, গরুড়, নারদ, কপিল, বলি, ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, হনুমান,  
অম্বরীষ, জনক, যমদেব, স্বান্তুবমন্মদ, উদ্ধব, ব্যাস প্রভৃতি ভাগবতো-  
ক্তমগণের এবং সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলিযুগের যে-সকল মহাভাগবত,  
তঁাহাদেরও পূজা করিবে । গৌরী প্রভৃতি মাতৃগণের পূজা-অকরণ-  
দোষ পরিহারের নিমিত্ত পৌর্ণমাসী, লক্ষ্মী, অন্তরঙ্গা, গঙ্গা, যমুনা, গোপী,

তুলসী-সরস্বতী-পৃথিবী-গাবস্তথা, শ্রীযশোদা-দেবহুতি-দেবকী-  
রোহিণী-সীতা-দ্রোপদী-কুন্তী-রুক্মিণী-সত্যভামা-জাম্ববতী-নাগজিতী-  
লক্ষ্মণা-কালিন্দী-ভদ্রা-মিহ্রবিন্দা এতা অপরা যা বৈষ্ণবাস্তা অপি পরি-  
পূজয়েৎ । শ্রীগোপালোপাসকঃ শ্রীদামাদীন্ গোপালান্ অস্য পার্শ্বদ-  
ত্বেন পূজয়েৎ । অপরঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণোপাসকো ভক্তঃ শ্রীললিতাদ্যাঃ  
সখীসহচরী-রঞ্জিনীগণযুতা অনয়োঃ শ্রীযুগলয়োঃ পার্শ্বদত্বেনাবশ্যমেব  
পরিপূজয়েৎ । ততোহপরে শ্রীমন্নারায়ণস্য শ্রীমৎস্যাদিবিবিধাবতারো-  
পাসকাস্ত তত্তন্নিজসেবকপার্শ্বদত্বেন তেষাং তেষাং তান্ তান্ পার্শ্বদ-  
ভক্তান্ প্রপূজয়েয়ুঃ । অয়ং ভাবার্থঃ । এবং বিধিনা শ্রীমদ্বাসুদেবং  
ষোড়শোপচারৈর্দ্বাদশোপচারৈর্দশোপচারৈঃ পঞ্চোপচারৈর্বা(১) পার্শ্বদৈঃ  
সহ পূজয়িত্বা পুরুষসূক্তমন্ত্রৈরপরসত্ত্বগুণসম্বলিতসদ্বৈদমন্ত্রৈর্বা আগমো-

বৃন্দাবতী, গায়ত্রী, তুলসী, সরস্বতী, পৃথিবী, গো, যশোদা, দেবহুতি,  
দেবকী, রোহিণী, সীতা, দ্রোপদী, কুন্তী, রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী,  
নাগজিতী, লক্ষ্মণা, কালিন্দী, ভদ্রা, মিহ্রবিন্দা -এই সকল এবং অপর  
বৈষ্ণবীগণের পূজা করিবে । শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক ভক্ত সখী-  
সহচরী-রঞ্জিনীগণসহিত শ্রীললিতাদিকে শ্রীযুগলের পার্শ্বদরূপে অবশ্য  
পূজা করিবেন । শ্রীনারায়ণের মৎস্যাদি বিবিধ অবতারের উপাসক  
ভক্তগণ তঁাহাদের নিজ-নিজ সেবক-পার্শ্বদরূপে অবতারগণের পার্শ্বদ-  
বর্গের পূজা করিবে । এইরূপ বিধিতে পার্শ্বদসহ ভগবান্ শ্রীবাসু-  
দেবের ষোড়শ, দ্বাদশ, দশ বা পঞ্চ উপচারে পুরুষসূক্তমন্ত্রে বা অপর

(১) ষোড়শোপচার—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, মধুপর্ক, স্নান,  
বস্ত্র, উপবীত, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, নমস্কার । ( হঃ ভঃ ষিঃ ৩৪  
বিঃ আসনাদ্যপৰ্ণ )

দ্বাদশোপচার—আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, মধুপর্ক, স্নান, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ,  
দীপ, নৈবেদ্য, নমস্কার ।

দশোপচার—আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য,  
নমস্কার ।

পঞ্চোপচার—আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প ।

জৈর্মজ্জৈবী, ততোহধিবাসং বিধানোক্তং কুর্য্যাৎ । কেবলং শ্রীভগ-  
বত্তং বিনা, তথা শ্রীকার্ফাদিসকলবৈষ্ণবান্ শ্রীবিষ্ণুক্সেনাদীন্ বিনা  
নিত্যনৈমিত্তিককাম্যাপরসকলমাজল্যাदिषু সৰ্বকৰ্মসু স্বপ্নেহপি প্রাণান্তে  
নৈব গণেশাদিবিবুধান্ সৰ্বান্ পূজয়েৎ গৃহী বৈষ্ণবো যঃ কোহপি  
ব্রাহ্মণাদিঃ ।



## অথ বিবাহকৰ্ম (৪)

অথ বিবাহকৰ্মাভিধীয়তে

তত্র [ জাতিকৰ্ম (৪ক), যথা ] —যথা—বিবাহদিবসে মুদগ-  
যব-মাষ-মসুরাণাং স্নগ্ধচূর্ণান্যেকীকৃত্য কন্যায়াঃ শরীরে স্নগ্ধস্নিহা—  
(১) 'ও' প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা,  
জাতিকৰ্মণি কন্যায়াঃ শরীরপ্লাবনে বিনিয়োগঃ,—ও' বিষ্ণুদেব  
শ্রীবিষ্ণুনামাসি, সমানয় অমুং (অত্র পতি নাম বক্তব্যং), প্রহ্বা তে  
অভবৎ, পরমত্র জন্মাপ্নোঃ তপসো নিম্নিতোহস্তি স্বাহা'—অনেন অমু-  
মিতি স্থানে পতি নাম লিখিত্বা উদকপূৰ্ণকুন্তে নিঃক্ষিপ্য, কুন্তস্থবারিণা

সত্ত্বগুণসম্বলিত সন্দেশমন্ত্রে অথবা আগমোক্তমন্ত্রে পূজা করিয়া বিধানা-  
নুসারে অধিবাস করিবে । যে-কোন ব্রাহ্মণাদি গৃহী বৈষ্ণব নিত্য-  
নৈমিত্তিক-কাম্য ও অন্যান্য সকল মঙ্গলকৰ্মে কেবল শ্রীভগবান্,  
কার্ফাদি সকল বৈষ্ণব ও শ্রীবিষ্ণুক্সেনাদি ব্যতীত গণেশাদি দেবগণকে  
প্রাণান্তে স্বপ্নেও পূজা করিবে না ।

(৪) অনন্তর বিবাহকৰ্ম অভিহিত হইতেছে । তদন্তৰ্গত  
জাতিকৰ্ম (ক) যথা—বিবাহদিবসে মুদগ, যব, মাষকলাই মসুরের  
সুক্ষ্ম চূর্ণ একত্র করিয়া কন্যার শরীরে মাখাইবে । তৎপরে একটি  
পত্রে পতির নাম লিখিয়া উহা জলপূর্ণ কলসীর মধ্যে নিঃক্ষেপ করিয়া

শিরঃ প্রভৃতি কন্যাং স্নাপয়েৎ । ততঃ (২) 'ও' প্রজাপতিঃ বিষ্ণু  
ঋষিঃ মধোজ্যোতির্জগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা জাতিকৰ্মণি কন্যায়া  
নাভেরধোদেশপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ, ও' ইমং অধোদেশং নাভেঃ মধুনা  
প্রক্ষালয়ামি, প্রজাপতেঃ মৃখমেতৎ ত্রিতীয়ং, তেন পুংসোহভিভবাসি  
সৰ্বান্ অবশান্, বশিনী অসি রাজ্ঞী স্বাহা'—অনেন কিঞ্চিৎ শিরসি  
দত্ত্বা ক্রোড়ে বহুতরং জলং দদ্যাৎ । (৩) 'ও' প্রজাপতিঃ বিষ্ণু  
ঋষিঃ উপরিষ্ঠাভ্যোতিস্তিষ্ঠত্পুছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা জাতিকৰ্মণি  
কন্যায়াঃ শির-আদিপাদ-পর্য্যন্ত-সৰ্বশরীরপ্লাবনে বিনিয়োগঃ,—ও'  
তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীৰ চক্ষুরাততং স্বাহা'  
—অনেনাপি পূৰ্ব্ববদেব শিরসি কিঞ্চিদুদকং দত্ত্বা তদিত্তরদেশে বহু-  
জলং দদ্যাৎ, যতঃ সৰ্বদেহঃ প্লাবিতো ভবতি । ইতি জাতিকৰ্ম ॥

## সম্প্রদানম্ (৪খ)

অথ সম্প্রদাতা লগ্নসময়ে সম্প্রদানশালায়াম্ উত্তরতো ধেনুং  
বদ্ধ্বা বিষ্টরাদিকং সজ্জীকৃত্য আচম্য উত্তরাভিমুখ উপবিষ্টতিষ্ঠেৎ ।  
ততঃ সম্মুখোপস্থিতে বরে শ্রীবিষ্ণুস্মরণং স্বস্তিবাচনঞ্চ কৃত্বা (অচ্চ'ন-  
পদ্ধত্যাং দ্রষ্টব্যং) বরং ব্রূয়াৎ । যথা—সম্প্রদাতা কৃতাজলির্বরং

মূলস্থ ১ সংখ্যক মন্ত্র পাঠপূৰ্বক কুন্তস্থ জলদ্বারা মস্তক হইতে আরম্ভ  
করিয়া কন্যাকে স্নান করাইবে । অতঃপর মূলস্থ ২ সংখ্যক মন্ত্র  
পাঠপূৰ্বক কন্যার মস্তকে কিঞ্চিৎ জল দিয়া ক্রোড়েদেশে প্রচুর জল  
চালিয়া দিবে । অনন্তর মূলস্থ ৩ সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে  
কিঞ্চিৎ জল দিয়া অন্য সৰ্বাঙ্গে প্রচুর জল দিবে—স্বাহাতে সমস্তদেহ  
প্লাবিত হয় ॥ ইতি জাতিকৰ্ম ॥

(খ) সম্প্রদান—অনন্তর সম্প্রদাতা লগ্নসময়ে সম্প্রদানগৃহে  
উত্তরদিকে একটি গাতী বন্ধন করিয়া, বিষ্টরাদি সজ্জিত করিয়া  
আচমনপূৰ্বক উত্তরমুখী হইয়া উপবেশন করিবে । বর সম্মুখে

বদেৎ—‘ওঁ সাধু ভবান্ আস্তাম্’। জামাতা বদেৎ—‘ওঁ সাধু অহম্ আসে’। সম্প্রদাতা বদেৎ—‘ওঁ অচ্‌ন্নিম্যামো ভবন্তম্’। জামাতা বদেৎ—‘ওঁ অচ্‌ন্’। ততঃ সম্প্রদাতা গন্ধ-মাল্য-যথা-শজ্যপুৰীষ-মজোপবীত-বাসোযুগানি জামাত্রে সমর্প্য কৃতাজ্জলিবদেৎ—‘ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎ সৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিষ্ণে ভাক্ষরে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ কন্যাদানার্থং এতিঃ গন্ধাদিভিঃ অভ্যক্তং ভবন্তং অহং বরন্তেন ব্রুণে’। জামাতা বদেৎ—‘ওঁ ব্রুতোহস্মি’। ততঃ সম্প্রদাতা ইমং মন্ত্রং পঠেৎ—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনু-ষ্টপ্‌ ছন্দঃ অর্হণীয়া গোঃ বিষ্ণুঃ দেবতা গবোপস্থাপনে বিনিয়োগঃ—ওঁ অর্হণা পুত্রবাসসা ধেনুরভবৎ যমে, সা নঃ পয়স্বতী দুহাম্ উত্তরামুত্তরং সমাম্’। ততো জামাতা পঠতি—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দো বিরাড় বিষ্ণুঃ দেবতা উপবিশদ্-অর্হণীয়জপে বিনিয়োগঃ ওঁ ইদমহমিমাং পাদ্যাং বিরাজম্ অন্নাদ্যাদ্যধিত্তামি’—ইমং মন্ত্রং জপন্‌ আসনে প্রাণমুখ উপবিশতি। ততঃ সম্প্রদাতা সাগ্রপঞ্চবিংশতিকুশপত্রৈঃ সার্কদ্বির্বামাবর্তগ্রস্থিরচিতম্ অধোমুখং বিষ্ণুটরমুত্তরাগ্রম্ উত্তানহস্তাভ্যাং গৃহীত্বা, ‘ওঁ বিষ্ণুরো বিষ্ণুরো বিষ্ণুরঃ প্রতিগৃহ্যতাম্’, ইত্যভিধানো জামাত্রে বিষ্ণুরমর্পয়তি।

উপস্থিত হইলে সম্প্রদাতা শ্রীবিষ্ণুস্মরণ ও স্থিতিবাচন করিয়া (অচ্‌ন্-পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য) বরকে বরণ করিবে। যথা, সম্প্রদাতা করজোড়ে বরকে বলিবে—‘ওঁ সাধু’ ইত্যাদি। জামাতা বলিবে—‘ওঁ সাধু’ ইত্যাদি। সম্প্রদাতা—‘ওঁ অচ্‌ন্নিম্যামঃ’ ইত্যাদি। জামাতা—‘ওঁ অচ্‌ন্’। অনন্তর সম্প্রদাতা গন্ধ-মাল্য যথাশক্তি-অপুৰীষক-মজো-পবীত-বস্ত্রযুগল জামাতাকে অর্পণ করিয়া করজোড়ে বলিবে—‘ওঁ বিষ্ণুঃ’ ইত্যাদি। জামাতা—‘ওঁ ব্রুত, ইত্যাদি। তৎপরে সম্প্রদাতা মন্ত্র পাঠ করিবেন—‘ওঁ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি। অতঃপর—জামাতা—‘ওঁ প্রজাপতিঃ.....অধিত্তামি’ মন্ত্র পাঠ করিয়া আসনে পূর্বমুখ হইয়া বসিবে। তৎপরে সম্প্রদাতা পঁচিশটী অগ্রভাগ-সহিত

জামাতা, ‘ওঁ বিষ্ণুরং প্রতিগৃহ্যামি’, ইতি বিষ্ণুরং প্রতিগৃহ্যতি। ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টপ্‌ ছন্দ ওষধ্যো বিষ্ণুঃ দেবতা বিষ্ণু-রস্য আসনদানে বিনিয়োগঃ—ওঁ যা ওষধীঃ সোমরাজীঃ বহবীঃ শতবিচক্ষণাঃ, তা মহ্যমস্মিন্‌ আসনে অচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছত’—ইত্যাসনে বিষ্ণুরমুত্তরাগ্রং দ্বোপবিশতি। ততঃ পুনরপি সম্প্রদাতা তাদৃশমেব বিষ্ণুরং গৃহীত্বা, ‘ওঁ বিষ্ণুরো বিষ্ণুরো বিষ্ণুরঃ প্রতিগৃহ্য-তাম্’, ইত্যভিধানস্তথৈব বিষ্ণুরমর্পয়তি। জামাতা, ‘ওঁ বিষ্ণুরং প্রতিগৃহ্যামি’, ইতি তথৈব বিষ্ণুরং গৃহীত্বা পঠেৎ—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টপ্‌ ছন্দ ওষধ্যো বিষ্ণুঃ দেবতাঃ বিষ্ণুরস্য পাদয়ো-রধস্তাদানে বিনিয়োগঃ—ওঁ যা ওষধীঃ সোমরাজীঃ বিষ্ঠিতাঃ পৃথি-বীম্‌ অনু, তা মহ্যমস্মিন্‌ পাদয়োঃ অচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছত’—ইতি পাদয়োঃরধস্তাদ উত্তরাগ্রং বিষ্ণুরং স্থাপয়েৎ। অথ সম্প্রদাতা পানীয়পাত্রং গৃহীত্বা, ‘ওঁ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ প্রতিগৃহ্যতাম্’, ইত্য-ভিধানঃ পাদ্যা অর্পয়তি। জামাতা চ, ‘ওঁ পাদ্যাঃ প্রতিগৃহ্যামি’, ইতি গৃহীত্বা ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বিরাড়গায়ত্রী ছন্দঃ আপো বিষ্ণুঃ দেবতাঃ পাদপ্রক্ষালনার্থোদকবীক্ষণে বিনিয়োগঃ, ওঁ যতো দেবীঃ প্রতিপশ্যামি আপঃ ততো মা ঋদ্ধিরাগচ্ছত’—ইত্যনেন উদকং বীক্ষেত। ততো জামাতা তস্মাদেব পাত্রাদুদকাঞ্জলিং গৃহীত্বা, ‘ওঁ

কুশপত্রকে আড়াইটী কুশপত্রের দ্বারা বামাবর্তে গ্রহিবদ্ধ করিয়া ঐ কুশগ্রন্থিকে অধোমুখ ও উত্তরাগ্রভাবে উত্তান হস্তদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া ‘ওঁ বিষ্ণুরঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে জামাতাকে অর্পণ করিবে। জামাতা ‘ওঁ বিষ্ণুরঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে উহা গ্রহণ করিয়া, ‘ওঁ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র-পাঠপূর্বক আসনে উত্তরাগ্র বিষ্ণুর স্থাপন করিয়া উপবেশন করিবে। সম্প্রদাতা পুনরায় ঐরূপ বিষ্ণুর গ্রহণ করিয়া ঐরূপ মন্ত্রে ঐরূপভাবে জামাতাকে দিবে। জামাতা পূর্ববৎ উহা গ্রহণ করিয়া ‘ওঁ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতঃ পদদ্বয়ের নীচে উত্তরাগ্র বিষ্ণুর স্থাপন করিবে। অনন্তর সম্প্রদাতা পানীয় পাত্র গ্রহণ করিয়া ‘ওঁ পাদ্যাঃ’



প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বিরাড়গায়ত্রী ছন্দঃ আপো বিষ্ণুঃ দেবতা সব্য-  
পাদপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ, ওঁ সব্যং পাদম্ অবনেনিজে, অগ্নিন্ রাষ্ট্রে  
শ্রিয়ং দধে—ইত্যনেন বামপাদে উদকাজলিং দদ্যাৎ। ততঃ পুনরপি  
উদকাজলিং গৃহীত্বা, 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বিরাড়গায়ত্রী ছন্দঃ  
আপো বিষ্ণুঃ দেবতা দক্ষিণপাদপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ, ওঁ দক্ষিণং  
পাদম্ অবনেনিজে, অগ্নিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়মাবেশ্যামি'—অনেন দক্ষিণ-  
পাদে উদকাজলিং দদ্যাৎ। ততঃ পুনরুদকাজলিং গৃহীত্বা, 'ওঁ  
প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বিরাড়গায়ত্রী ছন্দঃ আপো বিষ্ণুঃ দেবতা  
উভয়পাদপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ, ওঁ পূর্বম্ অন্যং পরম্ অন্যম্ উভয়-  
পাদৌ অবনেনিজে, রাষ্ট্রস্যার্য্য অভয়স্যাবরুদ্ধৌ'—অনেন পাদদ্বয়-  
मध्ये উদকাজলিং দদ্যাৎ। ততঃ সম্প্রদাতা সাক্ষতদূর্বাগ্নবান্  
শব্দাদিপাত্রে নিধায়, 'ওঁ অর্ধ্যম্ অর্ধ্যম্ অর্ধ্যং প্রতিগৃহ্যতাং', ইতি  
জামাত্রে অর্ধ্যম্ অর্পয়তি। জামাতা, 'ওঁ অর্ধ্যং প্রতিগৃহ্যামি', ইতি  
গৃহীত্বা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অর্ধ্যরূপো বিষ্ণুঃ দেবতা অর্ধ্য-  
প্রতিগ্রহণে বিনিয়োগঃ, ওঁ অন্নস্য রাষ্ট্রিষ্টরসি রাষ্ট্রিষ্ট্রে ভূয়াসং'—  
অনেনাৰ্য্যং শিরসি দদ্যাৎ। ততঃ সম্প্রদাতা পুনরুদকপাত্রং গৃহীত্বা,  
'ওঁ আচমনীয়ম্ আচমনীয়ম্ আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং', ইতি জামাত্রে  
সমর্পয়তি। জামাতা, 'ওঁ আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্যামি', ইত্যুদকপাত্রং  
ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্য অর্পণ করিবে। জামাতা 'ওঁ পাদ্যঃ' ইত্যাদি  
মন্ত্রে উহা গ্রহণ করিয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে ঐ জল দর্শন  
করিবে। অতঃপর জামাতা সেই পাত্র হইতে এক অঞ্জলি জল লইয়া  
'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে উহা বাম পদে দিবে। পুনরায় আর  
এক অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণ পদে  
দিবে। পুনঃ অপর অঞ্জলি গ্রহণ-পূর্বক 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি  
মন্ত্রে উভয় পদে দিবে। অতঃপর সম্প্রদাতা অক্ষত ও দূর্বাগ্নব  
শব্দাদি পাত্রে স্থাপন করিয়া 'ওঁ অর্ধ্যং' ইত্যাদি মন্ত্রে জামাতাকে অর্পণ  
করিবে। জামাতা 'ওঁ অর্ধ্যং' ইত্যাদি মন্ত্রে উহা গ্রহণ করিয়া 'ওঁ

গৃহীত্বা পঠেৎ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষি আচমনীয়ং বিষ্ণুঃ দেবতা  
আচমনীয়াত্মনে বিনিয়োগঃ, ওঁ যশোহসি যশোময়ি ধেহি'—  
অনেনোত্তরাভিমুখীভূয় আচামেৎ। ততঃ সম্প্রদাতা স্মৃতদধিমধুযুক্তং  
মধুপকং পবিত্রপাত্রে নিধায় পাত্রান্তরেণ পিহিতং গৃহীত্বা পঠেৎ, 'ওঁ  
মধুপকো মধুপকো মধুপকঃ প্রতিগৃহ্যতাং', ইতি মধুপকমর্পয়তি।  
জামাতা, 'ওঁ মধুপকং প্রতিগৃহ্যামি', ইতি গৃহীত্বা—'ওঁ প্রজাপতিঃ  
বিষ্ণুঃ ঋষিঃ মধুপকো বিষ্ণুঃ দেবতা অর্হণীয়মধুপকগ্রহণে বিনি-  
য়োগঃ, ওঁ যশসো যশোহসি'—অনেন মধুপকং গৃহীত্বা ভূমৌ সং-  
স্থাপ্য, —'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ মধুপকো বিষ্ণুঃ দেবতা অর্হণীয়-  
মধুপকপ্রাশনে বিনিয়োগঃ, ওঁ যশসো ভক্ষোহসি, মহসো ভক্ষোহসি  
প্রীভক্ষোহসি, শ্রিয়ং ময়ি ধেহি'—অনেন মন্ত্রেণ বারংবার ভক্ষয়িত্বা  
পুনঃ সক্রুৎ তুফীং ভক্ষয়েৎ।

ততঃ পূর্বাভিমুখং বয়ং সম্প্রদাতা উত্তরাভিমুখঃ অথবা পশ্চি-  
মাভিমুখো ভূত্বা কন্যাসম্প্রদানং কुर্য্যাৎ।

অন্নস্য' ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত অর্ধ্য মস্তকে দিবে। 'অতঃপর সম্প্রদাতা  
পুনঃ উদকপাত্র লইয়া —'ওঁ আচমনীয়ং' ইত্যাদি মন্ত্রে উহা জামাতাকে  
অর্পণ করিবে। জামাতা 'ওঁ আচমনীয়ং' ইত্যাদি মন্ত্রে উহা গ্রহণ  
করিয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে পাত্রপূর্বক উত্তরমুখী হইয়া  
আচমন করিবে। অতঃপর সম্প্রদাতা স্মৃত-দধি-মধুযুক্ত মধুপক  
পবিত্র পাত্রে স্থাপন করিয়া অন্য পাত্রের দ্বারা উহা আচ্ছাদনপূর্বক  
হস্তে হইয়া 'ওঁ মধুপকঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে জামাতাকে দিবে। জামাতা  
তখন 'ওঁ মধুপকং' ইত্যাদি মন্ত্রে গ্রহণ করিয়া, 'ওঁ প্রজাপতিঃ'  
ইত্যাদি মন্ত্রে মধুপক মাটিতে স্থাপন করিয়া, 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি  
মন্ত্রে উচ্চারণ-পূর্বক উহা তিনবার ভক্ষণ করিবে। পুনরায় অমন্ত্রক  
একবার ভক্ষণ করিবে।

অতঃপর সম্প্রদাতা উত্তরমুখী বা পশ্চিমমুখী হইয়া পূর্বাভিমুখে  
উপবিষ্ট বরকে কন্যা সম্প্রদান করিবে।

যথা মনুঃ—সর্বত্র প্রাণমুখো দাতা গ্রহীতা চ উদরমুখঃ ।  
অন্নমুত্তো বিধির্দানে বিবাহে তু বিপর্যায়ঃ ॥ সর্বত্র দানে অন্নজলাদি-  
বিবিধসকলদানবিষয়ে দাতা প্রাণমুখঃ পূর্বমুখো ভবেৎ, গ্রহীতা  
উদরমুখ উত্তরমুখো ভবেৎ । অন্নং বিধিঃ সর্বমুনিতিরূপঃ কথিতো,  
নান্ন সন্দেহঃ । কিন্তু বিবাহে স এব ব্যতিক্রমো ভবতি । ব্যতিক্রম-  
মাহ—কন্যাসম্প্রদানকর্তৃকদমুখঃ কন্যাগ্রহণকর্তৃঃ প্রাণমুখত্ব-  
মেবেতিনির্গলিতার্থঃ । তথা হারীতঃ—দানং পূর্বমুখঃ কুর্যাৎ সর্ব-  
মন্নজলাদিকম্ । আর্য্যাবর্তে সম্প্রদাতা কন্যাদানমুদরমুখঃ ॥ কিঞ্চ  
বিষ্ণুঃ—প্রাণমুখঃ সর্বদানেষু দাতা ভবতি সর্বদা । কন্যাপ্রদত্ত  
সর্বত্র বৈ ভবেদুত্তরামুখঃ ॥ তথা হয়শীৰ্ষপঞ্চরাত্রে—বরায় প্রাণমু-  
খায়েহ পুতায় হ্যুত্তরামুখঃ । পশ্চিমাভিমুখীং কন্যাং পিতা দদ্যাৎ  
সুলক্ষণাম্ ॥

ততো জামাতা আচাত্তো মঙ্গলৌষধিলিপ্তেন দক্ষিণহস্তেন তাদৃশ-  
মেব কন্যায় দক্ষিণহস্তং গৃহীত্বা স্বদক্ষিণহস্তোপরি নিদধ্যাৎ । ততঃ  
সৌভাগ্যবতী পতিপুত্রবতী নারী মঙ্গলপূর্বকং কুশেন ( মাল্যযুক্তেন )  
হস্তদ্বয়ং বধ্যতি । ততঃ সম্প্রদাতা গন্ধ-পুষ্প-তুলসী-ফলসহিত-

যথা মনুসংহিতায়—দাতা সর্বত্র পূর্বমুখ, গ্রহীতা উত্তরমুখ—  
ইহা দানবিধি । কিন্তু বিবাহে ইহার বিপর্যায় । অন্নজলাদি নানাবিধ  
দ্রব্যের সর্বপ্রকার দান-বিষয়ে দাতা পূর্বমুখ হইবেন, গ্রহীতা উত্তর-  
মুখ হইবেন—এই বিধি মুনীগণ বলিয়াছেন, সন্দেহ নাই । কিন্তু  
বিবাহে তাহার ব্যতিক্রম হয় । ব্যতিক্রম এই—কন্যা-সম্প্রদান-  
কর্তার উত্তরমুখতা, কন্যাগ্রহীতার পূর্বমুখতা—ইহাই ফলিতার্থ ।  
হারীতসংহিতায়—আর্য্যাবর্তে দাতাপূর্বমুখ হইয়া অন্নজলাদি সমস্ত  
দান করিবে, উত্তরমুখ হইয়া কন্যাদান করিবে । বিষ্ণুসংহিতায়—  
সর্বপ্রকার দানে দাতা পূর্বমুখী হইয়া থাকে, কন্যাদাতা সর্বত্র  
উত্তরমুখী হইবে । হয়শীৰ্ষপঞ্চরাত্রে—উত্তরমুখী পিতা পূর্বমুখী  
বরকে পশ্চিমাভি মুখী সুলক্ষণা কন্যা দান করিবে ॥

মুদকপাত্রং গৃহীত্বা শ্রীবিষ্ণুস্মরণং কুর্যাৎ । ততঃ—‘ও’ বিষ্ণুঃ ও’  
তৎসৎ অদ্য ব্রহ্মণো দ্বিতীয়পরার্দ্ধে, শ্বেতবরাহকল্পে ( বা পান্নকল্পে )  
বৈবস্বতাখ্যম্ভবতঃ, অষ্টাবিংশতিকলিমুগস্য প্রথমসন্ধ্যায়াং ব্রহ্মবিৎ-  
শতৌ বর্তমানায়াং, যথানাম শুভসম্বৎসরে, যথায়নে, অমুক-ঋতৌ,  
অমুক-মাসি, অমুক-পক্ষে, অমুক-রাশিহিতে ভাকরে, অমুকতিথৌ  
অমুকবারাশ্বিত্যায়াম্ অমুকনক্ষত্রসংযুতায়াম্, শ্রীচন্দ্রমসি যথাস্থানাব-  
স্থিতে ভৌমাদিগ্রহযোগ-করণ-মুহূর্তশকাदिমু, জম্বুদ্বীপে ভারতখণ্ডে  
মেধীভূতস্য সুমেরোঃ দক্ষিণে লবণার্ণবসোত্তরে কোণে পঙ্গায়াঃ  
পশ্চিমে ( বা অন্যাস্চিম্ন ) ভাগে পুরাণভূমৌ শ্রীশালগ্রামশিলা-গো-  
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-বহিঃ-সন্নিধৌ অস্চিম্ন বিশিষ্টে ভারতবর্ষাখ্যপুণ্যভূ-  
মুদেশে অমুক-গোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকবেদান্তর্গতস্য অমুকশাখৈ-  
কদেশাধ্যায়িনঃ অমুকদেবশর্মণঃ(১) প্রপৌত্রায়, অমুকগোত্রস্য অমুক-  
প্রবরস্য অমুকবেদান্তর্গতস্য অমুকশাখৈকদেশাধ্যায়িনঃ অমুকদেব-  
শর্মণঃ পৌত্রায়, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকবেদান্তর্গতস্য  
অমুকশাখৈকদেশাধ্যায়িনঃ অমুকদেবশর্মণঃ পুত্রায়, অমুকগোত্রায়  
অমুকপ্রবরায় অমুকবেদান্তর্গতায় অমুকশাখৈকদেশাধ্যায়িনে শ্রীঅমুক-  
দেবশর্মণে বিশিষ্টবরায়, —অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকবেদা-  
ন্তর্গতস্য অমুকশাখৈকদেশাধ্যায়িনঃ অমুকদেবশর্মণঃ প্রপৌত্রীং,

তৎপরে জামাতা আচমনপূর্বক মঙ্গলৌষধিলিপ্ত নিজ দক্ষিণ-  
হস্তে কন্যার তাদৃশ দক্ষিণহস্ত স্থাপন করিবে । অনন্তর পতিপুত্রবতী  
সৌভাগ্যবতী নারী মাল্যযুক্ত কুশের দ্বারা মঙ্গলাচারপূর্বক হস্তদ্বয়  
বন্ধন করিয়া দিবে । অতঃপর সম্প্রদাতা তিল-তুলসী-কুশ-কুসুম-  
ফলসহিত জলপাত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করিবে । ( অর্চন-  
পদ্ধতি দ্রষ্টব্য ) । অনন্তর ‘ও’ বিষ্ণুঃ ও’ তৎসৎ ইত্যাদি সম্প্রদান-

(১) পাক্ষরাজিক শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ অমুকদেবশর্ম-স্থলে শ্রীশঙ্করদেবের নিকট  
ব্রাহ্ম নাম উল্লেখ করিবেন । যথা—গোপালদাসাধিকারী, অথবা গোপালদাসশর্মা ।

অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকবেদান্তর্গতস্য অমুকশাখৈকদেশা-  
ধ্যায়িনঃ অমুকদেবশর্মণঃ পৌত্রীং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য  
অমুকবেদান্তর্গতস্য অমুকশাখৈকদেশাধ্যায়িনঃ অমুকদেবশর্মণঃ  
পুত্রীম্, অমুকগোত্রাম্ অমুকপ্রবরাম্ অমুকবেদান্তর্গতাম্ অমুকশাখৈক-  
দেশাধ্যায়িনীম্ শ্রীমতীম্ অমুকাভিধানাং এতাং কন্যাং সবভ্যাং যথা-  
শতুলসীজলং গন্ধপুষ্পাদিসংযুক্তম্ অর্পয়েৎ । ততো জামাতা, ‘ও’  
স্বস্তি’, ইতি শ্রুত্বাৎ, ততঃ শ্রীমতীং বৈষ্ণবীং গায়ত্রীং জপেৎ—‘ও’  
নারায়ণায় বিদ্বাহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ’;  
অথবা ‘ও’ ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্বাহে কামদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ  
প্রচোদয়াৎ ।’ ততঃ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণস্মরণং কুর্য্যাৎ—‘ও’ হরে কৃষ্ণ  
হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে  
হরে ॥’

ততঃ,—‘ও’ কন্যায়ং ও’ প্রজাপতিবিষ্ণুদেবতাকা’, ইত্যুক্তা  
( কামস্তুতিং ) পঠেৎ—‘ও’ ক ইদং কস্মা অদাৎ, কামঃ কামায়  
অদাৎ, কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা, কামঃ সমুদ্রম্  
আবিশৎ, কামেন ত্বা প্রতিগৃহ্ণামি, কাম এতৎ তে’—ইতি জপ্তা  
কন্যায় হৃদয়ং সংস্পৃশেৎ । ততঃ সম্প্রদাতা চ,—‘ও’ বিষ্ণুঃ ও’

মন্ত্র পাঠ করিয়া সম্প্রদাতা বরকন্যার হস্তোপরি তিলকসুমাদিসহিত  
ঐ তুলসীজল দিবে । অতঃপর জামাতা ‘ও’ স্বস্তি’ বলিয়া ‘ও’ নারা-  
য়ণায় বিদ্বাহে’ ইত্যাদি বৈষ্ণব-গায়ত্রী জপ করিবে ; তৎপরে মৌল-  
অঙ্কর মহামন্ত্রে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ স্মরণ করিবে । অতঃপর ‘ও’ কন্যায়ং  
ইত্যাদি পাঠপূর্বক ‘ও’ ক ইদং’ ইত্যাদি কামস্তুতি পাঠ করিয়া  
কন্যার হৃদয় স্পর্শ করিবে । তদনন্তর সম্প্রদাতা মূলোক্ত মন্ত্র পাঠ  
করিয়া ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ স্মরণ করিয়া তুলসী-জল-তিলাদি সহিত

তৎ সৎ অদ্যোত্যাদি অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকবেদান্তর্গতায়  
অমুকশাখৈকদেশাধ্যায়িনে শ্রীমতে অমুকদেবশর্মণে বরায় কৃতৈতৎ-  
কন্যাসম্প্রদানসুপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণাং সুবর্ণমূল্যোপকল্পিতাং শ্রীশ্রীরাধা-  
কৃষ্ণস্মরণপূর্বকং শ্রীঅমুকদেবশর্মণদ্বারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ দত্তাম্—  
ইতি পঠিত্বা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ স্মৃত্বা চ গন্ধপুষ্পতুলসীজলাদিসংযুক্তাং  
দক্ষিণাং বরহস্তে দদ্যাৎ । ( বরো দক্ষিণাং গৃহীত্বাৎ ) জামাতা  
পূর্ববৎ, ‘ও’ স্বস্তি’, ইতি—শ্রুত্বাৎ, ততঃ পঠেৎ—‘ও’ ক ইদং কস্মা  
অদাৎ, কামঃ কামায় অদাৎ, কামো দাতা, কামঃ প্রতিগ্রহীতা, কামঃ  
সমুদ্রম্ আবিশৎ কামেন ত্বা প্রতিগৃহ্ণামি, কাম এতৎ তে’—ইতি  
পঠিত্বা শ্রীমতীং বৈষ্ণবীং গায়ত্রীং জপেৎ, ততঃ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণস্মরণং  
কুর্যাদনেকশঃ । অথবা, যস্য য ইষ্টচন্দ্রনামধেয়ং বা, শ্রীনারায়ণবিষ্ণু-  
রামনৃসিংহ-হরিবামনাদিকং বা স্মরেৎ । ( অগ্নিমন্ অবকাশে  
সম্প্রদাতা যৌতুকাদিকং শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবসেবার্থানাদিকঞ্চ দদ্যাৎ ।  
ততো বস্ত্রেণ হরিতকীডবাকাদিসংযুক্তেন তুলসী-গন্ধপুষ্প-কুঙ্কম-  
হরিদ্রা-চন্দনাদিমাংসলাদ্রব্যসংযুক্তেন চ শ্রীকন্যাবরয়োঃ স্থিবিধ্বজনং  
কুর্য্যাৎ । তদ্ যথা—‘শ্রীলক্ষ্মীপীতাম্বরয়োঃ রেবতীবজরাময়োঃ ।  
তথা সীতারাময়োঃ শ্রীদুর্গাশিবয়োঃ । দেবহৃতিবর্দ্ধনয়োঃ শচী-  
মঘবতোঃ । শতরূপাস্বরূপবয়োঃ রেণুকাজামদগ্নয়োঃ ॥ যথাহহ-

দক্ষিণা বরের হস্তে দিবে । বর দক্ষিণা গ্রহণ-পূর্বক ‘ও’ স্বস্তি’  
বলিয়া, কামস্তুতি পাঠ করিয়া, বৈষ্ণবী গায়ত্রী জপ করিবে এবং  
বহবার শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ স্মরণ করিবে । অথবা স্বীয় ইষ্টদেবতার  
নাম, কিংবা নারায়ণ-বিষ্ণু-রাম-নৃসিংহ-হরি-বামনাদি নাম স্মরণ  
করিবে । ( এই সময়ে সম্প্রদাতা বরকে যৌতুকাদি এবং বিষ্ণু-বৈষ্ণব-  
সেবার্থ দানাদি দিবে ) । তারপর হরিতকী-ডবাকাদিসহিত ও  
তুলসী-গন্ধ-পুষ্প-কুঙ্কম-হরিদ্রা-চন্দনাদি মাংসলাদ্রব্যসহিত বস্ত্রের দ্বারা  
বরকন্যার গ্রন্থিবিধ্বজ করিতে করিতে ‘শ্রীলক্ষ্মীপীতাম্বরয়োঃ’ ইত্যাদি  
শ্লোক পাঠ করিবে । অতঃপর নাপিত ‘গৌঃ গৌঃ’ বলিবার

ল্যাপৌতমমোদেবকীবসুদেবমোঃ । মন্দোদরীরাবগম্যোর্থশোদানন্দমো-  
র্থথা ॥ শ্রীদ্রোপদীপাণ্ডবমোঃ শ্রীতারাবালিত্তুভুজোঃ । দময়ন্তীনল-  
কমোঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণমোর্থথা ॥ অনমোঃ কন্যাবরমোস্তথা স্যাদ্ প্রস্থি-  
বন্ধনম্ ॥—অনেন শ্রীকন্যাবরমোগ্রস্থিবন্ধনং কুর্য্যাৎ । ততো নাপি-  
তেন,—‘গৌঃ গৌঃ’, ইত্যুক্তে জামাতা পঠেৎ—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু-  
ঋষিঃ ব্রহ্মতী ছন্দো গোরূপো বিষ্ণুঃ দেবতা পূর্ববন্ধগবীমোক্ষণে  
বিনিয়োগঃ, ও’ মুঞ্চ গাং বরূপপাশাদ্ দ্বিমন্তং মে অভিধেহি । তৎ  
জহি অমুষ্য ( অর্থাৎ অমুক দেবশর্মণঃ ) (১) চোভমোঃ, উৎসৃজ গাম্  
অন্তু তুণানি পিবতৃদকম্—ইতি পঠিত্বা নাপিতেন মুক্তয়াং গবি  
জামাতা ( পুনঃ ) পঠেৎ ‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো  
গোরূপো বিষ্ণুঃ দেবতা গবানুমন্তণে বিনিয়োগঃ, ও’ মাতা রুদ্রাণাং  
দুহিতা বসুনাং স্বসা আদিত্যানাম্ অমৃতস্য নাভিঃ । প্র নু বোচং  
চিকিতুষে জনায় মা গাম্ অনাগাম্ অদিতিং বধিষ্ট’—অনেন মন্ত্রেণ  
গাং বিসজ্জয়েৎ । ততঃ সম্প্রদাতা অচ্ছিদ্রবাচনং কুর্য্যাৎ ।

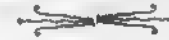
সম্প্রদাতা কৃতাজলিঃ কুর্য্যাৎ—‘ও’ অস্মিন্ কন্যাসম্প্রদানকর্মণি  
অঙ্গহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ ভবেৎ । অস্ত তৎ সর্বং অচ্ছিদ্রং  
কৃৎকাকর্ষপ্রসাদতঃ ॥ ততোহর্ঘ্যাহান্তঃ পুনঃ পঠেৎ—‘ও’ বিষ্ণুঃ ও’  
তৎসৎ ও’ অদ্যোতাদি কৃতেহস্মিন্ কন্যা সম্প্রদানকর্মণি যৎকিঞ্চিৎ

পর জামাতা ‘ও’ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিলে নাপিত গাভীকে  
বন্ধনমুক্ত করিবে এবং জামাতা পুনঃ ‘ও’ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র  
পাঠ করিয়া গাভীকে ছাড়িয়া দিবে । তৎপরে অচ্ছিদ্রবাচন—  
সম্প্রদাতা বলিবে ‘ও’ অস্মিন্ ইত্যাদি । অতঃপর বৈশ্বাণ-সমাধান  
—সম্প্রদাতা ‘ও’ অদ্য’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক শ্রীবিষ্ণুমরণ করিবে  
এবং শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-গোব্রাহ্ম-গাঙ্কর্ষিকা-গিরিধারীকে দণ্ডবৎ প্রণাম  
করিবে । ইতি সম্প্রদান ।

( ১ ) অর্থাৎ সম্প্রদাতার নাম উল্লেখ করিবে ।

বৈশ্বাণ্যং জাতং তদ্যোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুমরণমহং করোমি’—ইতি  
শ্রীবিষ্ণুমরণ-মহামন্ত্রকীর্তনপূর্বকং শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-গোব্রাহ্ম-গাঙ্কর্ষিকা-  
গিরিধারীন্ নমস্কুর্য্যাৎ ।

ইতি সম্প্রদানম্ ।



## কুশণ্ডিকা (৪গ)

ততো জামাতা সম্প্রদানশালায়াং প্রধানগৃহাগতো বা কুশণ্ডি-  
কোক্তবিধানেন শ্রীবিষ্ণুরূপং যোজক-নামানমগ্নিং সংস্থাপ্য কুশণ্ডিকা-  
বিধানং কুর্য্যাৎ । (১)

তত্র পূর্বকৃতাং উভয়তশ্চতুর্হস্তচতুর্মুষ্টি-পরিমিতাং বেদিকাং  
( ভূমিং বা ) কেশভূম্যঙ্গারাস্থিশর্করাদিরহিতাং পূর্বোত্তরপূর্ব-সমানাং  
বা ছায়ামণ্ডপসহিতাং গোময়েনালিপ্য, বিধিনা স্নাতঃ শুচিরাচাতঃ  
দ্বিবাশঃ প্রাথমুখঃ কুশসহিতাসনোপবিষ্টঃ কুশণ্ডিকাকর্মকর্তা  
উত্তরস্যং দিশি অভ্যক্ষণার্থং গন্ধপুষ্পতুলসীযব-শুবাক-হরিতকী-দূর্বা-  
চন্দনাকৃত-হরিদ্রা-সিদ্ধার্থসহিতং সজলং তাম্রপাত্রং মৃৎপাত্রং ( ঘটং )  
বা নিধায়, ততো দক্ষিণজানু ভূমোপাতয়িত্বা সব্যহস্তস্য প্রাদেশমাত্রং  
ভূমৌ নিধায়, উভয়তো হস্ত-প্রমাণে চতুরস্ত্রে যথাবিধিনিম্নিতে কুণ্ডে  
অগুষ্ঠমাত্রোচ্চে বালুকাময়ে স্থণ্ডিলে বা মধ্যভাগে সর্ব্বরেখাসু অগ্নি-  
স্থাপনং কুর্য্যাৎ ।

কুশণ্ডিকা—অতঃপর জামাতা সম্প্রদান-শালাতে অথবা প্রধান  
গৃহে আসিয়া কুশণ্ডিকোক্ত-বিধানে শ্রীবিষ্ণুরূপ যোজক-নামক অগ্নি  
স্থাপন করিয়া কুশণ্ডিকা-অনুষ্ঠান করিবে ।

( ১ ) জামাতা স্বয়ং কুশণ্ডিকা-সম্প্রদানে অসমর্থ হইলে কোন যোগ্য বৈষ্ণব-  
ব্রাহ্মণকে হোতা এবং অপর বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মা বরণ করিবে ।

তদনুষ্ঠানং বিধীয়তে, যথা—দক্ষিণহস্তগৃহীতকুশমুলেন (১) পঞ্চরেখাঃ কুর্য্যাৎ । তত্র প্রথমরেখা দ্বাদশাঙ্গুলপ্রমাণা প্রাথমুখী পীতবর্ণা লেখ্যা,—(ক) ‘ও’ রেখে হ্রং পৃথ্বীরূপা পীতবর্ণাসি । তন্মূল-লগ্না উদমুখ্যোকবিংশতাঙ্গুলপ্রমাণা লোহিতবর্ণা লেখ্যা, গোরূপা বৈষ্ণবী ধোয়া—(খ) ‘ও’ রেখে হ্রং গোরূপা লোহিতবর্ণাসি ।’ ততঃ প্রথমরেখাতঃ সপ্তাঙ্গুলান্তরিতা উত্তরাগ্ররেখা-লগ্না প্রাথমুখী প্রাদেশ-প্রমাণা কৃষ্ণবর্ণা লেখ্যা, কালিন্দীরূপা বৈষ্ণবী ধোয়া—(গ) ‘ও’ রেখে হ্রং কালিন্দীরূপা কৃষ্ণবর্ণাসি ।’ ততোহপি সপ্তাঙ্গুলান্তরিতা উত্তরাগ্র-রেখালগ্না প্রাথমুখী প্রাদেশপ্রমাণা স্বর্ণবর্ণা লেখ্যা, শ্রীরূপা বৈষ্ণবী ধোয়া—(ঘ) ‘ও’ রেখে হ্রং শ্রীরূপা স্বর্ণবর্ণাসি ।’ ততোহপি সপ্তাঙ্গুল-ান্তরিতা উত্তরাগ্ররেখালগ্না প্রাথমুখী প্রাদেশপ্রমাণা গুরুবর্ণা লেখ্যা, সরস্বতীরূপা বৈষ্ণবী ধোয়া—(ঙ) ‘ও’ রেখে হ্রং সরস্বতীরূপা গুরুবর্ণাসি ।’

ততো দক্ষিণহস্তানামিকাজুষ্ঠাভ্যাং প্রদক্ষিণরুমেণ সর্বরেখাসু (২) উৎকরং গৃহীত্বা, ‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উৎকর নিরসনে বিনিয়োগঃ, ও’ নিরস্তঃ পরাবসুঃ—ইত্যনেন ঐশান্য্যং হুণ্ডিলদরস্ত্রিমাত্রান্তরিতে দেশে প্রক্ষিপেৎ । ততঃ পূর্বস্থ-পিতজলেন (৩) রেখাত্যক্ষণং কুর্য্যাৎ ।

কুশভিকা (৪গ)—উভয়দিকে চারিহস্ত-চারিমুষ্টি-পরিমিত পূর্বনির্মিত বেদিকা অথবা ভূমি কেশ-তুষ-অঙ্গার-অঙ্কি-শর্করা প্রভৃতি-রহিত, পূর্বোত্তর দিকে দ্রুমশঃ নীচ অথবা সমান করিয়া, উহাও ছায়ামণ্ডপ গোময়লিঙ্গ করিবে । কুশভিকা-কর্তা যথাবিধি স্নান করিয়া গুটি হইয়া আচমন-পূর্বক বস্ত্রদ্বয় ধারণ করিবে এবং কুশাসনে পূর্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া হুণ্ডিলের উত্তরদিকে অভ্যক্ষণের নিমিত্ত কুশ-কুসুম-যব-তিল-তুলসী-গুবাক-হরীতকী-দুর্বা-চন্দন-তণ্ডুল-হরিদ্রা-শ্বেতসর্ষপ-সহিত জলপূর্ণ তাম্র-পাত্র বা মৃৎপাত্র স্থাপন করিবে । তৎপরে দক্ষিণজানু ভূমিতে পাতিয়া বামহস্তের প্রাদেশমাত্র ভূমিতে

সন্নিধাগিতাশ্বেজুলদিজনং গৃহীত্বা ‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা (৪) অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগঃ, ও’ জব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং, যমরাজ্যং গচ্ছতু বিপ্রবাহঃ—ইত্যনেন নৈখাত্যাং প্রক্ষিপেৎ ।

ততোহপরজজদিজনং গৃহীত্বা, ‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ রুহতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা (৫) অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ, ও’ ভূভূবঃ স্বঃ ও’ ইত্যনেন আত্মাভিমুখং কুবন্ অগ্নিং তৃতীয়-রেখোপরি (কৃষ্ণবর্ণা) স্থাপয়েৎ । অত্রৈব হস্তিন্ কৰ্ম্মণি যোহগ্নি বিহিতস্তন্নাশনা তমাবাহয়েৎ । অত্র বিবাহে তু যোজকনামা এব । ততঃ ‘ও’ যোজকনামাগ্নে ইহাগচ্ছ, অগ্নে হ্রং যোজকনামাসি—ইত্যাখ্যায়, ‘শ্রীবিষ্ণোস্তেজ এবান্ম’—ইতি বিচিন্ত্য অগ্নিং পাদ্যাদিত্তিঃ বিক্ষুধ্যানেন চ পূজয়েৎ । ততো (বদ্ধাঙ্গলিঃ) জপেৎ—‘ও’ কৃষ্ণানন্ত মুকুন্দ মাধব হরে গোবিন্দ বংশীমুখ । শ্রীগোপীজনবল্লভ ব্রজসুহৃৎ ভক্তপ্রিয়েড্যাচ্যুত ॥ ভক্ত-প্রেমবশক্রিয়াকলরসানন্দৈক দীনাতিহাৎ । রাধাকান্ত দূরন্তসংসৃতি-হরেত্যাখ্যাহি জিহবে সদা ॥ ‘ও’ তদ্বিক্ষেপঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ ও’ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দধনঃ, কৃষ্ণঃ

স্থাপন করিয়া, যথাবিধি নির্মিত উভয়দিকে একহস্ত-প্রমাণ চতুষ্কোণ যজ্ঞকুণ্ডে অথবা অসুষ্ঠমাত্র উচ্চ বালুকাময় হুণ্ডিলে মধ্যভাগে সর্ব-রেখায় অগ্নি স্থাপন করিবে । অগ্নিস্থাপনবিধি, যথা—দক্ষিণহস্তে কুশমূল গ্রহণ করিয়া (১) পঞ্চরেখা করিবে । প্রথম রেখা দ্বাদশাঙ্গুল-প্রমাণ পূর্বমুখী ও পীতবর্ণ অঙ্কিত করিবে এবং ‘ও’ রেখে’ (ক) ইত্যাদি মন্ত্রে উহাকে পৃথিবীরূপিণী বৈষ্ণবী ধ্যান করিবে । প্রথম রেখার মূল হইতে উত্তরদিকে একবিংশতি আঙ্গুলপ্রমাণ লোহিতবর্ণ রেখা লিখিবে এবং ‘ও’ রেখে’ (খ) ইত্যাদি মন্ত্রে উহাকে গোরূপা বৈষ্ণবী ধ্যান করিবে । তারপর প্রথম রেখা হইতে সাত আঙ্গুল ব্যবধানে ও উত্তরমুখী রেখা হইতে পূর্বদিকে প্রাদেশপ্রমাণ কৃষ্ণবর্ণ রেখা অঙ্কিত করিয়া উহাকে ‘ও’ রেখে’ (গ) ইত্যাদি মন্ত্রে কালিন্দী-

আদিপুরুষঃ, কৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ, কৃষ্ণো হা উ কৰ্মাদিমূলং, কৃষ্ণঃ স হ সর্বকাম্যঃ, কৃষ্ণঃ কাশংকুদাদীশমুখপ্রভৃপূজাঃ, কৃষ্ণোহনাদিন্দ্ৰাশ্বিনজাণ্ডান্তর্বাহ্যে যমজলং তল্লভতে কৃতী। ততো ব্রহ্মজলিঃ পঠেৎ—‘ও’ অগ্নিং দূরং পুরোদধে, হব্যবাহমুপশ্রবে, দেবা আশদয়াদিহ। ‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ, ও ইহৈবায়ম্ ইত্যরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্। ততো দ্ব্যতান্তঃ প্রাদেশপ্রমাণং সমিধং তুফীমগ্নৌদদ্যাৎ

ততো (৬) ব্রহ্মস্থাপনম্। বৈষ্ণবব্রাহ্মণং উদভাবে কুশময়-ব্রাহ্মণং বর্ণুয়াৎ। জামাতা বৈষ্ণবব্রাহ্মণং শ্রুয়াৎ—‘ও’ সাধু ভবান্ আস্তাম্। বৈষ্ণবব্রাহ্মণঃ—‘ও’ সাধু অহম্ আসে। জামাতা—‘ও’ অচ্-ঋষ্যামো ভবন্তম্। বৈষ্ণবব্রাহ্মণঃ—‘ও’ অচ্-ঋ। জামাতা গন্ধ-পুষ্প-তুলসী-বস্ত্রাদিভির্ব্রাহ্মণস্য জানু স্পৃষ্টা—‘ও’ বিষ্ণুঃ ও তৎসৎ অদ্য ইত্যাদি অস্য বিবাহকর্মণো হোমকর্মণি কৃতাকৃতাবেক্ষণরূপব্রহ্মকর্মকরণায় ভবন্তমহং বর্ণো। ব্রাহ্মণঃ—‘ও’ ব্রতো-হস্মি। জামাতা—ও যথাযথং ব্রহ্মকর্ম কুরু। ‘ও’ যথাজানং

রূপা বৈষ্ণবী ধ্যান করিবে। অনন্তর এই রেখা হইতে সপ্তাঙ্গুল ব্যবধানে ও উত্তরমুখী রেখা হইতে পূর্বমুখে প্রাদেশপ্রমাণ স্বর্ণবর্ণ রেখা অক্ষনপূর্বক উহাকে ‘ও’ রেখে (ঘ) ইত্যাদি মন্ত্রে শ্রীরূপা, বৈষ্ণবী ধ্যান করিবে। ইহা হইতেও সপ্তাঙ্গুল ব্যবধানে ও উত্তরমুখী রেখা হইতে পূর্বদিকে প্রাদেশ-প্রমাণ গুরুবর্ণ রেখা লিখিয়া উহাকে ‘ও’ রেখে (ঙ) ইত্যাদি মন্ত্রে সরস্বতীরূপা বৈষ্ণবী ধ্যান করিবে। (২) উৎকরনিরাসন—দক্ষিণহস্তের অনামিকা-অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা সকল-রেখা হইতে প্রদক্ষিণক্রমে উৎকর লইয়া ‘ও’ প্রজাপতিঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ঈশান (পূর্বোত্তর) কোণে স্থণ্ডিল হইতে অরতিমাত্র দূরে নিক্ষেপ করিবে। (৩) রেখাভ্যক্ষণ—অতঃপর পূর্বস্থাপিত পঞ্চপাত্রের জল-দ্বারা রেখাসকলের অভ্যক্ষণ করিবে। (৪) অগ্নিসংস্কার—নিকটে স্থাপিত অগ্নি হইতে প্রজ্জ্বলিত ইন্ধন গ্রহণ করিয়া ‘ও’ প্রজাপতিঃ

করবাণি—ইতি তেন বৈষ্ণবব্রাহ্মণেন বক্তব্যম্। হোতা (জামাতা) ধারাসহিতমুদকপাত্রং গৃহীত্বা, প্রদক্ষিণক্রমেণ দক্ষিণাং দিশং গত্বা, অরতিমাত্রান্তরিতে দেশে প্রাণমুখীং বারিধারাং দত্ত্বা, তদুপরি বৈষ্ণব-ব্রহ্মাসনে প্রাগগ্রান্ কুশানান্তীর্ষ্য, তেষাং পুরস্তাৎ প্রত্যমুখ উদ্ধং তিষ্ঠন্ বামহস্তানামিকাস্পৃষ্ঠাভ্যাম্ আন্তীর্ণকুশমেকমাদায় ‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা তৃণনিরাসনে বিনিয়োগঃ, ও নিরস্তঃ পরাবসুঃ—ইত্যেনে নৈখ্যাত্যাং নিক্ষিপেৎ। ততো জলং স্পৃষ্টা দক্ষিণেন পাদেন সব্যপাদমণ্ডত্যা উত্তরাতিমুখীভূয় আস্তৃত-কুশান্ জলেনাভ্যক্ষ্য, বৈষ্ণবব্রাহ্মণং উদমুখং কুশাসনে উপবেশয়েৎ। ততো জলং স্পৃষ্টা পঠেৎ—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা বৈষ্ণবব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ, ও আ বসোঃ সদনে সীদ। ‘সীদামি’—ইতি বৈষ্ণবব্রহ্মণা, কুশময়ব্রহ্মপক্ষে তু জামাতা (হোতা) স্বয়মেব বক্তব্যম্। ‘ততঃ’ কুশময়ব্রহ্মপক্ষে পূর্বপ্রাণ, বৈষ্ণবব্রহ্মপক্ষে তত্তরাগ্রং কুশং দত্ত্বা শ্রীকৃষ্ণ-মহাপ্রসাদ-চন্দন-কুসুম-নৈবেদ্য-ফলমূলমিষ্টান্নাদিকং চরণোদকঞ্চ দত্ত্বা তমচ্চ য়েৎ। ততস্তে-নৈব পথা প্রত্যারত্যা জামাতা (হোতা) নিজাপনে প্রাণমুখ উপবেশেৎ।

ইত্যাদি মন্ত্রে উহাকে নৈখ্যাত (দক্ষিণপশ্চিম) কোণে নিক্ষেপ করিবে। (৫) অগ্নিস্থাপন—তৎপরে আর একটী প্রজ্জ্বলিত ইন্ধন গ্রহণ করিয়া ‘ও’ প্রজাপতিঃ ইত্যাদি মন্ত্রে উহাকে নিজের অভিমুখে তৃতীয়-রেখার (কৃষ্ণবর্ণা) উপর স্থাপন করিবে। এই সময়ে যে কার্যের যে অগ্নি বিহিত, সেই নামে অগ্নির আবাহন করিবে। বিবাহে যোজক-নামক অগ্নি। অতঃপর ততঃ মন্ত্রে যোজক-অগ্নিকে আবাহন, বিষ্ণুতেজরূপে চিত্তা, পাদ্যাদি ও বিষ্ণুধ্যানের দ্বারা অর্চন করিবে। তৎপরে ‘ও’ কৃষ্ণনস্ত ইত্যাদি মন্ত্রসকল পাঠ করিবে। পুনঃ কৃতাজলি হইয়া পাঠ করিবে ‘ও’ অগ্নিং ইত্যাদি ‘ও’ প্রজাপতিঃ ইত্যাদি। অতঃ-পর প্রাদেশপ্রমাণ দ্ব্যতান্ত সমিধ অগ্নিতে অমন্ত্রক দিবে। (৬) ব্রহ্ম-স্থাপন—বৈষ্ণবব্রাহ্মণ, অভাবে কুশময় ব্রাহ্মণকে যথাবিধি বরণ

যদি ব্রহ্মভারোপিতো ব্রাহ্মণোহযজ্ঞিয়বাণ্চনং বৃদ্ধাৎ তদা মন্ত্রমিমাং  
জপেৎ—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা  
অযজ্ঞিয়বাণ্চননিমিত্তজপে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইদং বিষ্ণুঃ বিচক্রমে,  
ত্রেধা নিদধে পদং, সমুচ্চম্ অস্য পাৎশুলে।’ কুশময়ব্রহ্মপক্ষে তু কৰ্ম-  
কর্তৃরেব কৃতাকৃতাবেক্ষণাপিকৰ্মকর্তৃত্বাদযজ্ঞিয়বাণ্চননিমিত্তজপং স  
এব কুর্য্যাৎ।

অথ প্রকৃতে কৰ্ম্মণি চরুহোমোহস্তি চেদগ্ৰৈব চরুং জপয়েৎ,  
অগ্নেরুত্তরতশ্চরুং স্থাপয়িত্বা (৭) ভূমিজপং কুর্য্যাৎ। যথা—অধো-  
মুখো হস্তো ভূমৌ নিধায়, ‘ওঁ পরমেষ্ঠী বিষ্ণুঃ ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ  
শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ভূমিজপে বিনিয়োগঃ, ‘ওঁ ইদং ভূমেঃ ভজামহে ইদং  
ভদ্রং সুমঙ্গলং, পরা সপত্নান্ বাধস্ব, অন্যেমাং বিন্দতে ধনম্’—ইতি  
সকৃজপেৎ। রাত্রৌ চেৎ ‘বিন্দতে বসুম্’ ইতি পঠেৎ।

ততোহগ্নিসম্মুখীকরণম্ (৮)—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ  
গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা অগ্নিসম্মুখীকরণে বিনিয়োগঃ, ওঁ একো  
হ দেবঃ প্রদিশো নু সৰ্ব্বাঃ পূৰ্ব্বো হ জাতঃ স উ গৰ্ভে অন্তঃ, স এব  
জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যজ্জনাস্তিষ্ঠতি সৰ্ব্বতোমুখঃ।’

করিবে। তৎপরে হোতা (জামাতা) ধারাসহিত উদকপাত্র গ্রহণ  
করিয়া, প্রদক্ষিণক্রমে দক্ষিণদিকে গিয়া, অরস্ত্রিমাত্র দূরস্থানে পূৰ্ব্বমুখী  
জলধারা দিয়া, তাহার উপর বৈষ্ণব-ব্রহ্মার আসনে পূৰ্ব্বদিকে অগ্র-  
ভাগ করিয়া কুশ বিছাইয়া দিয়া, উহার সম্মুখে পশ্চিমমুখে দণ্ডায়মান  
হইয়া, বামহস্তের অনামিকা-অঙ্গুলির দ্বারা একগাছি আন্তর্গণ কুশ  
লইয়া ‘ওঁ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি নৈঋত কোণে ত্যাগ করিবে। তৎপরে  
জল স্পর্শ করিয়া, দক্ষিণ পদের দ্বারা বামপদ চাপিয়া ধরিয়া,  
বিস্তারিত কুশগুলি জলের দ্বারা অভ্যাক্ষণ করিয়া, বৈষ্ণব-ব্রহ্মাকে  
উত্তরমুখ করিয়া কুশাসনে বসাইবে। অতঃপর জল স্পর্শ করিয়া  
‘ওঁ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। বৈষ্ণব-ব্রহ্মা ‘ওঁ সীদামি’  
বলিবে। কুশময়-ব্রহ্মপক্ষে হোতা নিজেই তাহা বলিবে। তৎপরে

ততো দক্ষিণহস্তেন কুশান্ গৃহীত্বা অগ্নেরুত্তরতঃ প্রভৃতি তৃণা-  
দিকং অনেন মন্ত্রত্রেণেণ ত্রিঃ শোধয়েৎ (৯)। মন্ত্রত্রেণস্য ঋষ্যাদয়ঃ  
সাধারণাঃ।—‘ওঁ বৌৎস ঋষিঃ জগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা  
পৃষ্ঠাস্য ষড়্ভস্য ষষ্ঠেহহনি আগ্নিমারুতে শস্ত্রে পরিসমূহনে বিনিয়োগঃ,  
—(ক) ওঁ ইমং স্তোমম্ অর্হতে জাতবেদসে, রথমিব সন্মহেমা মনী-  
ষয়া, ভদ্রা হি নঃ প্রমতিঃ অস্য সংসদি, অগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং  
তব; (খ) ওঁ ভরাম ইধমং কৃণবামা হবীংষি তে, চিত্তয়ন্তঃ পৰ্বণা  
পৰ্বণা বয়ম্, জীবাতবে প্রতরাং সাধয়া ধিয়ঃ, অগ্নে সখ্যে মা রিষামা  
বয়ং তব; (গ) ওঁ শকেম ত্বা সমিধং সাধয়া ধিয়ঃ, ত্বে দেব হবিঃ অদন্ত্যা-  
হতং, ত্বাদিত্যান্ আ বহ তান্ হুত্বমসি, অগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং  
তব।’ ততঃ পরিসমূহনকুশান্ ঐশান্যং দ্বিগেৎ। ততোহগ্নেঃ  
পূৰ্ব্বতঃ উত্তরাত্মাৎ দক্ষিণাত্মং যাবদুপমূললুনান্ একপত্রীকৃতান্ প্রাগ-  
গ্রান কুশান্ অগ্নেণ মূলমাচ্ছাদয়ন বারং বারমন্তরেৎ। এবং দক্ষিণস্যং

কুশময়-ব্রহ্মাকে পূৰ্ব্বাগ্র কুশ, বৈষ্ণব-ব্রহ্মাকে উত্তরাগ্র কুশ অর্পণ  
পূৰ্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রসাদ-চন্দন-কুসুম-নৈবেদ্য-ফল-মূল-মিষ্টানাদি  
ও চরণোদকের দ্বারা ব্রহ্মার অর্চন করিবে। তৎপরে সেই পথে  
ফিরিয়া আসিয়া হোতা (জামাতা) নিজাসনে পূৰ্ব্বমুখ হইয়া বসিবে।  
ব্রহ্মত্রে আরোপিত ব্রাহ্মণ অযজ্ঞিয় বাণ্-বচন প্রয়োগ করিবার আশ-  
ঙ্কায় ‘ওঁ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। কুশময়-ব্রহ্মপক্ষে  
হোতা স্বয়ংই উহা জপ করিবে। অনন্তর অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্মে চরুহোমের  
ব্যবস্থা থাকিলে এই সময়ে চরু পাক করিবে এবং উহা অগ্নির উত্তর-  
দিকে স্থাপন করিয়া ভূমিজপ করিবে। (৭) ভূমিজপ—দুইহস্ত  
উপুড় করিয়া ভূমিতে স্থাপন-পূৰ্ব্বক ‘ওঁ পরমেষ্ঠী বিষ্ণুঃ’ ইত্যাদি  
মন্ত্র একবার জপ করিবে। রাত্রিতে হইলে ‘ধন’ স্থানে ‘বসু’ পাঠ  
করিবে। (৮) অগ্নির সম্মুখীকরণ—‘ওঁ প্রজাপতিঃ.....সৰ্ব্বতো-  
মুখঃ’ এই মন্ত্র পাঠ করিবে। (৯) তৃণাদি-শোধন—অতঃপর  
দক্ষিণহস্তে কুশ লইয়া অগ্নির উত্তর দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া বক্ষ্য-

পূর্বান্তাৎ পশ্চিমাংস্তং যাবৎ, উত্তরস্যাং পশ্চিমাংস্তাৎ পূর্বান্তং যাবৎ, প্রতীচ্যাঞ্চ দক্ষিণান্তাদুত্তরাংস্তং যাবৎ ক্রমেণান্তরেৎ ।

ততো দশদিক্ পূর্বাদিক্রমেণ ব্রহ্মাদিবৈষ্ণবভ্যোঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ-চন্দনপুষ্পনৈবেদ্যাदिभिः ( ১০ ) স্বস্তিকান্ নিবেদয়েৎ । যথা—“ওঁ এতম্‌হাপ্রসাদ-নৈবেদ্যাদি পূর্বস্যাং শ্রীনারদায় স্বাহা, আগ্নেয়াং শ্রীকপিলদেবায়, যাম্যে শ্রীযমভাগবতায়, নৈঋত্যাং শ্রীভীষ্মদেবায়, প্রতীচ্যাং শ্রীশুকদেবায়, বায়ব্যাং শ্রীজনকায়, উদীচ্যাং শ্রীসদাশিবায়, ঐশান্যাং শ্রীপ্রহলাদায়, উর্দ্ধং শ্রীব্রহ্মণে, অধঃ শ্রীবলিরাজায় ।” ততঃ ( ১১ ) প্রাদেশদ্বয়প্রমাণং খদিরপলাশোড়ুম্বরাণাং অন্যতমস্য বিংশতি-কাষ্ঠিকাং গৃহীত্বা, মধ্যে ঘৃতসুতবৎ দত্ত্বা, শ্রীবিষ্ণুং মনসা ধ্যাত্বা তৃক্ষীং অগ্নৌ জুহুয়াৎ । ততঃ ( ১২ ) আজ্যসংস্কারঃ ।—আন্তরণকুশাদেব সাগ্নকুশপত্রদ্বয়ং গৃহীত্বা কুশান্তরণেণ বেষ্ঠয়িত্বা, ( ক ) ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ পবিত্রে বিষ্ণুঃ দেবতে পবিত্রচ্ছেদনে বিনি-মাণ তিন মস্ত্রে তৃণাদি তিনবার শোধন করিবে, তিন মস্ত্রেই ঋষি প্রভৃতি একরূপ । ( ক ) ‘ওঁ কৌৎসঃ.....বয়ং তব’; ( খ ) ‘ওঁ কৌৎসঃ.....বয়ং তব’; ( গ ) ‘ওঁ কৌৎসঃ.....বয়ং তব’ ॥

তৎপরে পরিসমূহন-কুশগুলি ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিবে । অতঃ-পর কতকগুলি ছিন্নমূল কুশ লইয়া অগ্নির পূর্বদিকে উত্তরপ্রান্ত হইতে দক্ষিণপ্রান্ত পর্য্যন্ত এক একটি করিয়া পূর্বাপ্র করিয়া বিছাইয়া, পুনঃ তাহার উপর আর একসারি কুশ ইহাদের অগ্রভাগের দ্বারা পূর্ব-পাতিত কুশের মূলভাগ আচ্ছাদনপূর্বক বিছাইবে; পুনঃ তদুপরি আর একসারি কুশ অগ্রভাগদ্বারা দ্বিতীয়বারে পাতিত কুশসকলের অগ্রভাগ আচ্ছাদনপূর্বক বিছাইবে । এইরূপে অগ্নির দক্ষিণদিকে পূর্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত তিন স্তর, অগ্নির উত্তরদিকে পশ্চিম হইতে পূর্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমদিকে দক্ষিণপ্রান্ত হইতে উত্তরপ্রান্ত পর্য্যন্ত যথাক্রমে তিন স্তর করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে কুশ পাতিবে । ( ১০ ) স্বস্তিক নিবেদন—তৎপরে পূর্বাদিক্রমে দশদিকে মূলোক্ত-

য়োগঃ, ওঁ পবিত্রে হো বৈষ্ণবৌ”—ইতানেন কুশদ্বয়ং প্রাদেশপ্রমাণং নখব্যতিরেকেণ ছিত্বা, ( খ ) ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ পবিত্রে বিষ্ণুঃ দেবতে পবিত্রমার্জনে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণে মনসা পুতে স্থঃ’—ইতানেন মস্ত্রেণাভ্যুক্ষা, তাম্রাদিপাত্রে সংস্থাপ্য তত্র হোমার্থং ঘৃতং নিক্ষিপেৎ । ততস্তৎ কুশপত্রদ্বয়ং অগ্নে দক্ষিণহস্তা-নামিকাস্থাভ্যোং মূলে চ বামহস্তানামিকাস্থাভ্যোং গৃহীত্বা দক্ষিণ-হস্তোপরিভাবেনাধোমুখব্যস্তপাণিঃ ( গ ) ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ আজ্যং বিষ্ণুঃ দেবতা আজ্যোৎপলবনে বিনিয়োগঃ, ওঁ দেবস্তা সবিতোৎপুনাতু অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ, বসোঃ সূর্য্যস্য রনিমত্তিঃ স্বাহা’—ইতানেন মস্ত্রেণ কুশপত্রদ্বয়মধ্যেন ঘৃতমগ্নৌ সঙ্কজ্জুহুয়াৎ, তৃক্ষীং বারদ্বয়ম্ । ততস্তৎকুশপত্রদ্বয়মন্ডিরভ্যুক্ষা অগ্নৌ প্রক্ষিপেৎ । ততঃ আজ্যপাত্রস্য উদকেনানুমার্জ্যনং, অগ্নেরুপরি নিধানমুত্তরস্যাং দিশ্যবতারণঞ্চ—এবং বারদ্বয়ং কুর্য্যাৎ । ইত্যাজ্যসংস্কারঃ ॥

ততঃ ( ১৩ ) খদিরপলাশোড়ুম্বরাণাম্ অন্যতমস্য সুতবম্ অরঙ্গি-প্রমাণং ভ্রমিতালুষ্ঠপর্ববিলম্ ইথমেব বারদ্বয়ং সংস্কুর্য্যাৎ । ইতি সুতবসংস্কারঃ ।

মস্ত্রে শ্রীবিষ্ণু-প্রসাদ-চন্দন-পুষ্প-নৈবেদ্যাदि-দ্বারা স্বস্তিক নিবেদন করিবে । ( ১১ ) বিংশতি-কাষ্ঠিকা-হোম—অতঃপর খদির, পলাশ বা যজ্ঞভূমুরের দুই প্রাদেশ দীর্ঘ কুড়িটি কাঠি (অভাবে, কুশ) লইয়া, উহাদের মধ্যভাগে এক সুতব ঘৃত দিয়া, মনে মনে শ্রীবিষ্ণুচিন্তা করিয়া, অমন্ত্রক অগ্নিতে হোম করিবে । ( ১২ ) আজ্য-সংস্কার—তৎপরে দুইগাছি অগ্রভাগযুক্ত কুশ লইয়া, অপর কুশের দ্বারা উহা বেষ্ঠন করিয়া, ( ক ) ‘ওঁ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মস্ত্রে কুশদ্বয়ের প্রাদেশ-প্রমাণ নখব্যতিরেকে ছিন্ন করিয়া, ( খ ) ‘ওঁ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মস্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিয়া, তাম্রাদি-পাত্রে সংস্থাপন করিয়া সেই পাত্র হোমের ঘৃত ঢালিবে । অনন্তর সেই কুশদ্বয়ের অগ্রভাগ দক্ষিণ-হস্তের অনামিকা-অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা, মূলভাগ বামহস্তের অনামিকা-



ততো দক্ষিণং জানু ভূমৌ পাতয়িত্বা ( ১৪ ) উদকাঞ্জলিসেকং  
কুর্যাৎ—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা  
উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ, ও’ অনন্ত অনুমন্য’—অনেনাগ্নেদক্ষি-  
ণতঃ পশ্চিমাস্তাৎ পূর্বাস্তং যাবৎ উদকাঞ্জলিনা সিঞ্চেৎ ॥১॥ ‘ও’ প্রজা-  
পতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅনুতো দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে  
বিনিয়োগঃ, ও’ অচ্যুত অনুমন্য’—অনেনাগ্নেঃ পশ্চিমাতো দক্ষি-  
ণাস্তাদুত্তরাস্তং যাবদুদকাঞ্জলিনা সিঞ্চেৎ ॥২॥ ‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু  
ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ, ও’  
সরস্বতানুমন্য’ অনেনাগ্নেঃপশ্চিমাতঃ পশ্চিমাস্তাৎ পূর্বাস্তং যাবদুদ-  
কাঞ্জলিনা সিঞ্চেৎ ॥ ৩ ॥ ততঃ ‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী  
ছন্দঃ শ্রীঅনিরুদ্ধো দেবতা অগ্নিপৰ্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ, ও’ প্রভো অনি-  
রুদ্ধ, প্র সুব যজ্ঞং প্র সুব যজ্ঞপতিং তগায়, পাতা সর্বভূতস্থঃ কেতপূঃ  
কেতং নঃ পুনাতু, বাগীশঃ বাচং নঃ স্বদতু—অনেনোদকাঞ্জলিনা  
দক্ষিণাবৰ্ত্তনাগ্নিং বেষ্টয়েৎ ।

ততো দক্ষিণং জানু উত্থাপ্য উপর্য্যধ্যঃস্থিতদক্ষিণবামমুষ্টিভ্যাং

অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা, ধরিয়া, দক্ষিণহস্তধৃত্য উপরদিকে ও অপরদিকে  
নীচের দিকে ধরিয়া, ( গ ) ‘ও’ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে কুশদ্বয়ের  
মধ্যভাগ দ্বারা অগ্নিতে একবার হোম করিবে; পরে পুনরায় সেই-  
ভাবেই দুইবার অমন্ত্রক হোম করিবে । তৎপরে কুশদ্বয় জলের দ্বারা  
অভ্যুক্ষিত করিয়া অগ্নিতে নিষ্ক্ষেপ করিবে । তদনন্তর জলের দ্বারা  
আজ্যপাত্রের অনুমার্জন ( ছিটা দেওয়া ), অগ্নির উপরে স্থাপন এবং  
উত্তরদিকে অবতারণ—এইরূপ তিনবার করিবে । ইতি আজ্য-  
সংস্কার ॥ ( ১৩ ) স্তব-সংস্কার—খদির, পলাশ বা যজুডুমুরকাঠে  
নির্মিত, অরুদ্রপ্রমাণ স্তব ( মাহার গন্তভাগে অঙ্গুষ্ঠের একপৰ্ব্ব  
ঘুরাইতে পারা যায় ) উত্তরূপে অর্থাৎ অভ্যুক্ষণ, অগ্নির উপর স্থাপন  
ও উত্তরদিকে অবতারণ—এইরূপে তিনবার সংস্কার করিবে । ( ১৪ )  
উদকাঞ্জলিসেক—অতঃপর দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিয়া উদকাঞ্জলি-

সাক্ষাতগজপুষ্পফলাদীনি গৃহীত্বা শ্রীমহাভাগবতবিরূপাক্ষং জপেৎ  
( ১৫ )—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দো রুদ্ররূপো বিষ্ণুঃ  
দেবতা শ্রীমহাভাগবতবিরূপাক্ষজপে বিনিয়োগঃ, ও’ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ও’  
মহান্তং বিরূপাক্ষং স্বাং আত্মনা প্রপদ্যে, ভাগবতবিরূপাক্ষোহসি  
দস্ত্যজিঃ তস্য তে শয্যা পর্ণে, গৃহং অন্তরিক্ষে বিমিতং হিরন্ময়ম্ ।  
তদ্দেবানাং হৃদয়ানি অরুণমহে কুণ্ডেহন্তঃ সন্নিহিতানি তানি । বলভূক্ত  
বলসাক্ষি রক্ষতোহপ্রমণী অনিমিষৎ । তৎ সত্যং যত্তে দ্বাদশপুত্রাঃ,  
তে স্বা সংবৎসরে সংবৎসরে কামপ্রণ যজ্ঞেন যাজ্ঞিত্বা পুনঃ ব্রহ্ম-  
চর্য্যম্ উপয়ন্তি । ত্বং দেবেষু ব্রাহ্মণোহসি, অহং মনুষ্যেষু, ব্রাহ্মণো  
বৈ ব্রাহ্মণম্ উপধাবতি, উপ স্বা ধাবামি, জপন্তং মা মা প্রতিজাপীঃ,  
ভূহন্তং মা মা প্রতিহৌষীঃ, কুর্বন্তং মা মা প্রতিকারীঃ, স্বাং প্রপদ্যে ।  
ত্বয়া প্রসূত ইদং কৰ্ম্ম করিষ্যামি; তন্মৈ রাধাতাং তন্মৈ সমুধাতাং,  
তন্মৈ উপপদ্যতাম্ । সমুদ্রো মা বিশ্বব্যচা ব্রহ্মা অনুজানাতু, তুথো মা  
বিশ্ববেদা ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ অনুজানাতু, স্বাত্তো মা প্রচেতা মৈত্রাবরুণঃ  
অনুজানাতু । তস্মৈ বিরূপাক্ষায় দস্ত্যজয়ে, সমুদ্রায় বিশ্বব্যচসে,  
তুথায় বিশ্ববেদসে, স্বাত্তায় প্রচেতসে, সহস্রাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় পরম-  
ভাগবতোত্তমায় নমঃ—ইতি জন্তু গৃহীতদ্রব্যানি প্রাপ্তদীচ্যাং ( গ্রীশা-  
ন্যাং ) দিশি প্রক্ষিপেৎ । ততো বজ্রাঞ্জলিরপরং জপেৎ—‘ও’ তপশ্চ  
সেক করিবে,—‘ও’ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণপার্শ্বে পশ্চিম  
হইতে পূর্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত উদকাঞ্জলি সিঞ্চন করিবে ॥ ১ ॥ ‘ও’ প্রজা-  
পতিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির পশ্চিমপার্শ্বে দক্ষিণ হইতে উত্তরপ্রান্ত  
পর্য্যন্ত উদকাঞ্জলি সিঞ্চন করিবে ॥ ২ ॥ ‘ও’ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে  
অগ্নির উত্তরদিকে পশ্চিম হইতে পূর্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত উদকাঞ্জলি সিঞ্চন  
করিবে ॥ ৩ ॥ তৎপরে অগ্নিপৰ্য্যুক্ষণ—‘ও’ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে  
দক্ষিণাবৰ্ত্তনে উদকাঞ্জলি দ্বারা অগ্নিকে বেষ্টিত করিবে । তৎপরে  
( ১৫ ) বিরূপাক্ষজপ—দক্ষিণজানু উঠাইয়া দক্ষিণমুষ্টি নীচে, বাম-  
মুষ্টি উপরে স্থাপনপূর্বক ফল-পুষ্প-সহিত কুশ গ্রহণ করিয়া ‘ও’

তেজশ্চ শ্রদ্ধা চ হ্রীশ্চ সত্যঞ্চ অক্লোশ্চ ত্যাগশ্চ ধৃতিশ্চ ধর্মশ্চ সত্যশ্চ  
বাক্ চ মনশ্চ আত্মা চ ব্রহ্ম চ তানি প্রপদ্যে, তানি মামবন্ত ।' ততঃ  
মৃত্যুভ্যং প্রাদেশ প্রমাণং সমিধং গন্ধপুষ্পচন্দনসহিতং তুক্ষীমগ্নৌ  
জুহুয়াৎ ॥ ইতি সর্বকর্মসাধারণী কুশণ্ডিকা ॥

### পাণিগ্রহণম্ (৪ঘ)

ততো জামাতুঃ কশিদেকো বয়স্যঃ অশোষজলাশয়োদ্ধৃত জল-  
পূর্ণকলসহস্তো বস্ত্রাবৃতকায়ো বাগ্ধৃতঃ পূর্ব্বপাশিং পরিক্রম্য অগ্নে-  
দক্ষিণস্যাং দিশি উত্তরাভিমুখঃ উক্লৃপ্তিষ্ঠেৎ । ততোহপরোহপি  
কশিদ্বয়স্যঃ পট্টনিকাহস্তঃ অথৈব গত্বা জলকলসধারিণঃ পৃষ্ঠদেশে  
তথৈব তিষ্ঠেৎ । ততোহগ্নেঃ পশ্চিমতঃ শমীপত্রমিত্রিতান্ লাজান  
চতুরঞ্জলিপরিমিতান্ শূর্পে নিধায় স্থাপয়েৎ । তৎসমীপে সপুত্রাং  
শিলাং সংস্থাপ্য, তৎপশ্চিমতো বীরপত্ররচিতং পটবেষ্টিতং কটঞ্চ  
সংস্থাপ্য, জামাতা গৃহং প্রবিশ্য, অহতবাসোমুগম্(১) অধশ্চোপরি চ  
প্রজাপতিঃ.....মামবন্ত' এই মন্ত্রে শ্রীমহাভাগবত বিরূপাক্ষের জপ  
করিবে । তৎপরে প্রাদেশ প্রমাণ মৃত্যুভ্যং কুশ-সমিধ-গন্ধ-পুষ্প-  
চন্দনসহিত অগ্নিতে অমন্ত্রক হোম করিবে । ইতি সর্বকর্ম-সাধারণ  
কুশণ্ডিকা ॥

পাণিগ্রহণ (৪ঘ) :—অতঃপর জামাতার একজন বয়স্য অশোষা  
জলাশয়ের জলের দ্বারা পরিপূর্ণ কলস হস্তে করিয়া, বস্ত্রাবৃতদেহে  
নিঃশব্দে অগ্নির পূর্ব্বদিক্ দিয়া মাইয়া দক্ষিণদিকে উত্তরমুখে দণ্ডায়-  
মান হইবে । তদনন্তর অপর একজন বয়স্য পাচনবাড়িহস্তে সেই-  
রূপভাবে গিয়া কলসধারীর পশ্চাতে দাঁড়াইবে । তৎপরে শমীপত্র-  
মিশ্রিত চারি অঞ্জলি পরিমিত লাজ (খই) একখানি কুলাতে করিয়া

(১) অহতলক্ষণং—ঈহকৌতং নবং শুভ্রং সদশং যম ধারিতম্ । অহতং  
তৎ বিজানীয়াৎ সর্বকর্মসু পাবনম্ ॥

বধূমেনে মন্ত্রদ্বয়েন যথাক্রমং পরিধাপয়েৎ । (১) 'ও' প্রজাপতিঃ  
বিষ্ণুঃ ঋষিঃ জগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু দেবতা অধোবস্ত্রপরিধাপনে বিনি-  
য়োগঃ, 'ও' যা অক্লুপ্তন অবয়ব-যা অতশ্চত, যাশ্চ দেবো অন্তান্  
অভিতঃ অততহ, তাঃ স্বা দেবো জরসা সংব্যস্ত, আয়ুষ্কতি ইদং  
পরিধেয় বাসঃ', অনেন নববস্ত্রং বধুমধঃ পরিধাপয়েৎ ( 'ও' প্রজা-  
পতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ ত্রিষ্টুপছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উত্তরীয়বস্ত্র-পরিধা-  
পনে বিনিয়োগঃ, 'ও' পরি ধত ধত বাসসা এনাং শতায়ুযীং কৃণুত  
দীর্ঘমায়ুঃ, শতঞ্চ জীব শরদঃ সুবর্চাঃ বসুনি চ আর্যো বিভূজাসি  
জীবন'—অনেন যজোপবীতরূপমুত্তরীয়বাসঃ পরিধাপয়েৎ । ততো  
জালে তস্যাঃ সিন্দুরং দদ্যাৎ—(৩) 'ও' প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ  
অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা সিন্দুরদানে বিনিয়োগঃ 'ও' সিক্কোরিব  
ব্রাহ্মণে শূঘনাসো বাতপ্রমীয়ঃ পতয়ন্তি মহাবাঃ, মৃতস্য ধারা অক্লমো  
নঃ বাজী, কাষ্ঠা ভিন্দন্ উন্মিতিঃ পিঙ্গমানঃ ।'

ততো বধুমগ্নাভিমুখং নমন্ জামাতা পঠতি—(৪) 'ও' প্রজা-  
পতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা পত্যাঃ কন্যানম্নন-  
তপে বিনিয়োগঃ, 'ও' সোমঃ অদদৎ গন্ধর্ব্বায়, গন্ধর্ব্বঃ অদদৎ অগ্নয়ে,  
রস্নিঞ্চ পুত্রাংশ্চ অদাৎ অগ্নিঃ মহ্যম্ অথ ইমাম্ ।' ততোহগ্নেঃ পশ্চি-  
মতো গত্বা বীরপত্ররচিতং পটবেষ্টিতং কটং বহিস্তরপদেশসমীপ-  
পর্য্যন্তং দক্ষিণপাদেন প্রেরয়ন্তীং বধুমিমং মন্ত্রং জামাতা বাচয়তি—  
(৫) 'ও' প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ দ্বিপাড্জগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা

অগ্নির পশ্চিমদিকে স্থাপন করিবে । উহার নিকটে শিলা ও নোড়া  
স্থাপন করিয়া তাহার পশ্চিমদিকে বেগার অথবা কুশপত্রের দ্বারা  
ব্রহ্মত, বস্ত্রাচ্ছাদিত একখানি চাটাই (কট) স্থাপন করিবে । অতঃপর  
জামাতা গৃহে প্রবেশ করিয়া অহত (অব্যবহৃত, ধোত ও নুতন)  
অধোবস্ত্র ও উত্তরীয়বস্ত্র যথাক্রমে মন্ত্রদ্বয় পাঠপূর্ব্বক বধুকে পরিধান  
করাইবে,—মন্ত্র (১) 'ও' প্রজাপতিঃ.....বাস', (২) 'ও' প্রজাপতি  
.....জীবন' তৎপরে 'ও' প্রজাপতিঃ, ইত্যাদি (৩) মন্ত্রে বধুর কপালে

কটপাদপ্রবর্তনে বিনিয়োগঃ, ওঁ প্র মে পতিমানঃ পহাঃ কল্পতাং, শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গম্যম্ ।' অথ লজ্জাবশাৎ যদি বধূন পঠতি তদা মন্ত্রমিমং জামাতা স্বয়ং পঠেৎ—( ৬ ) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ দ্বিপাজ্জগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা কন্যাকটপাদপ্রবর্তনে বিনিয়োগঃ, ওঁ প্র অস্যাঃ পতিমানঃ পহাঃ কল্পতাং, শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গম্যাঃ ।'

ততঃ কটস্য পূর্বাঙ্কে বধুঃ পত্ন্যর্দক্ষিণত উপবিশতি, জামাতা চ বধ্বাঃ উত্তরতঃ । ততঃ প্রকৃতহোমার্থং তুষ্ণীং প্রাদেশ-প্রমাণং স্মৃতাভ্যাং সমিধমগ্নৌ প্রক্ষিপ্য মহাব্যাহতিহোমং কুর্যাৎ, -- 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুঃ স্বাহা । ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুবঃ স্বাহা । ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ স্বঃ স্বাহা ॥' ততো বধূর্দক্ষিণহস্তেন পত্ন্যর্দক্ষিণ স্বক্ষং স্পৃষ্টা তিষ্ঠতি, জামাতা চ মড়াজ্যাহতীঃ জুহুয়াৎ, যথা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অজিতগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা আজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ এতু প্রথমো বৈ সর্বোভ্যঃ সোহসৈ প্রজাং মুঞ্চাতু মৃত্যুপাশাৎ, তদয়ং প্রভুঃ অচ্যুতঃ অনুমন্যতাং, যথেষং স্ত্রী পৌত্রং অঘং ন রোদাৎ স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অতিজগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা আজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইমাং কৃষ্ণঃ ব্রাহ্মতাং গার্হপত্যে, প্রজাং অসৌ জরদষ্টিং কৃণোতু, অশুন্য-ক্লোড়া জীবতাং অস্ত্র মাতা, পৌত্রং আনন্দং অভিবুধ্যতাং ইয়ং স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ শকুরী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা আজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ হরিঃ, তে রক্ষতু পৃষ্ঠং বিষ্ণুঃ উরু, নর-নারায়ণৌ স্তনদ্বয়ং তে পুত্রান্ শ্রীকৃষ্ণঃ অভিরক্ষতু আবাসসঃ পরি-ধানাৎ, অনন্তঃ অস্য অবতারা অভিরক্ষন্ত পশ্যাৎ স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অতিজগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা আজ্যাহোমে

বিনিয়োগঃ ওঁ মা তে গৃহেষু নিশি ঘোষ উখাৎ, অন্যত্র ত্বৎ রুদত্যঃ সংবিশন্ত, মা ত্বং রুদতী উর আ বধিষ্ঠা, জীবপত্নী পতিলোকে বিরাজ, পশ্যন্তী প্রজাং সুমনস্যমানাং স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ উপরিষ্টাৎ হতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা আজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ অপ্রজস্যং পৌত্রমর্ত্যং পাপমানং উত বৈ অঘং, শীর্ষঃ ব্রজং ইবোন্মুচ্যে দ্বিষন্ত্যঃ প্রতিমুঞ্চামি পাশং স্বাহা ॥ ৫ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা আজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ পরিতু মৃত্যুঃ, অমৃতং মে আগাদ, বৈবস্বতো নো অভয়ং কৃণোতু, পরং মৃত্যো অনুপরেহি পহাং, যত্র নো অন্য ইতরো দেবযানাৎ, চক্ষুশ্বতে শৃংবতে তে ব্রবীমি, স্বাহা মা নঃ প্রজাং রীরিষঃ মা উত বীরান্ ॥ ৬ ॥ ইতি মড়াজ্যাহতীঃ সমাপ্য ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমং কুর্যাৎ, যথা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্ত-সমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুঃ স্বাহা । ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতি-হোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভুবঃ স্বাহা । ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ স্বঃ স্বাহা । ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ রুহতী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা ব্যস্তসমস্তব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ তুর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা ।'

সিন্দুর দিবে । অনন্তর বধুকে অগ্নির দিকে আনিতে আনিতে জামাতা ৪-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিবে । তৎপরে অগ্নির পশ্চিমদিকে গিয়া বধুর দক্ষিণপদের দ্বারা উক্ত চাটাইখানি কুশান্তরণস্থানপর্যন্ত সরাইয়া বধুকে ৫-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করাইবে । বধু লজ্জাবশতঃ মন্ত্র পাঠ না করিলে জামাতা স্বয়ং ৬-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিবে । অতঃপর উক্ত চাটাইর পূর্বপ্রান্তে বধু বরের দক্ষিণে, বর বধুর উত্তরে বসিবে । তৎপরে প্রকৃত হোমের উদ্দেশ্যে প্রাদেশ প্রমাণ স্মৃতাজ্ঞ সমিধ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহতিহোম করিবে ( মূল দ্রষ্টব্য ) । অনন্তর

## অথ লাজহোমঃ কন্যাশরিণয়ঃ

ততো বধুসহিতঃ পতিরুখায় পত্নীপৃষ্ঠদেশেন দক্ষিণদেশং গচ্ছা  
উত্তরমুখো দক্ষিণহস্তেন বধুহস্তদ্বয়ং অঞ্জলিরূপং গৃহীত্বা তিষ্ঠতি ।  
অথ বধ্বা মাতা ভ্রাতা অন্যো বা ব্রাহ্মণঃ পূর্বস্থাপিত-লাজানাদায়  
অগ্রভঃ সপুত্রাং শিলাং নিধায় বধুং দক্ষিণপাদাগ্রেণ শিলামাক্রাময়তি,  
জামাতা চ মন্ত্রং পঠতি—( ১ ) ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্-  
ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা অশ্বাক্রামণে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইমং অশ্বানং  
আরোহ, অশ্বেমব ত্বং স্থিরা ভব পরমপদে, দ্বিষন্তং অপবাসস্ব, মা চ  
ত্বং দ্বিষতাং অধঃ ।’ ততো বধ্বঞ্জলৌ পতিদত্তদ্রুতস্রবদ্রয়োপরি বধ্বা  
মাতাদিঃ পক্ষাবতান্ লাজান্ দদাতি, পতিশ্চ তদুপরি দ্রুতস্রবদ্রয়ং  
দদ্যাৎ । ততো বরেনাগ্নিমন্ মন্ত্রে পঠিতে বধুরাঞ্জলিভেদমকুর্বতী  
লাজান্ জুহোতি—( ২ ) ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উপরিষ্টাঙ্জো-  
তিষ্মতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা লাজহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইয়ং নারী  
বধু দক্ষিণহস্তে পতির দক্ষিণকক্ষ স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইবে, জামাতা  
হয়টি আজ্য-হোম করিবে (মূল দ্রষ্টব্য) । আজ্যহোম সমাপন করিয়া  
ব্যস্ত-সমস্ত-মহাব্যাহতি-হোম করিবে—যথা মূলে ।

লাজহোম ও পরিণয়ন—অনন্তর পতি বধুসহিত দাঁড়াইবে,  
পত্নীর পিছন দিয়া দক্ষিণদিকে গিয়া উত্তরমুখ হইয়া, বধুর অঞ্জলি-  
বদ্ধ হস্তদ্বয় স্বীয় দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিবে । তৎপরে বধুর মাতা,  
ভ্রাতা বা অন্য ব্রাহ্মণ পূর্বস্থাপিত লাজ-কুলা লইয়া, বধুর সম্মুখে  
নোড়াসহ শিলা স্থাপন করিয়া বধুর দক্ষিণ পদ ঐ শিলার উপর স্থাপন  
করাইবে এবং জামাতা (১) ‘ওঁ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ  
করিবে । বধুর অঞ্জলিতে পতিকর্তৃক প্রদত্ত দুই স্রব দ্রুতের উপর  
বধুর মাতা প্রভৃতি পাঁচভাগ লাজ দিবে ; পতি ঐ লাজের উপর পুনঃ  
দুই স্রব দ্রুত দিবে । অতঃপর বর (২) ‘ওঁ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র  
পাঠ করিলে, বধু অঞ্জলি না খুলিয়াই লাজগুলি অগ্নিতে হোম করিবে ।

উপশ্রুতে অগ্নৌ লাজান্ আবপন্তী, দীর্ঘায়ুঃ অস্ত মে পতিঃ, শতং  
বর্ষাণি জীবতু, এধতাং নৌ হরৌ ভক্তিঃ স্বাহা ।’ ততঃ পতিরগ্রতো  
বধুং কৃদ্ধা ইমং মন্ত্রং পঠন্ অগ্নিপ্রদক্ষিণং কৰোতি,—( ৩ ) ‘ওঁ  
প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা কন্যা-পরিণয়নে  
বিনিয়োগঃ, ওঁ কন্যালা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতী ইয়ম্ অপদীক্ষাম্  
অযষ্ট, কন্যে উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইব অতিগাহেমহি দ্বিষ ॥১৥  
পুনস্তথৈব বধ্বঞ্জলিং গৃহীত্বা উত্তরাভিমুখঃ পতিরবতিষ্ঠেত,  
পূর্ববৎ মাতাদিঃ লাজানাদায় তিষ্ঠেৎ, বধুং দক্ষিণপাদেন সপুত্রাং  
শিলামাক্রাময়তি, জামাতা চ পঠতি (৪) ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু  
ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা অশ্বাক্রামণে বিনিয়োগঃ, ওঁ  
ইমং অশ্বানং আরোহ, অশ্বেমব ত্বং স্থিরা ভব পরমপদে দ্বিষন্তং অপ-  
বাসস্ব, মা চ ত্বং দ্বিষতাং অধঃ ।’ পুনস্তথৈব বধ্বঞ্জলৌ লাজাদিকং  
দাতব্যং, বধুঃ পূর্ববৎ জুহোতি, জামাতা চ পূর্ববৎ মন্ত্রং পঠতি—  
( ৫ ) ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উপরিষ্টাঙ্জোতিষ্মতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ  
দেবতা লাজহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণুং নু দেবং, কন্যা হরিং অয-  
ক্ষত, স ইমাং দেবো বিষ্ণুঃ প্র ইতো মুঞ্চাতু মাং উত স্বাহা ।’ ততঃ  
পুনঃ পূর্ববৎ পতিবধুমগ্রতঃ কৃদ্ধা মন্ত্রমিমং পঠন্ অগ্নিং প্রদক্ষিণং  
কৰোতি—( ৬ ) ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ  
দেবতা কন্যাপরিণয়নে বিনিয়োগঃ, ওঁ কন্যালা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং  
যতী ইয়ম্ অপদীক্ষাং অযষ্ট, কন্যে উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইব  
তৎপরে পতি বধুকে অগ্রবত্তিনী করিয়া (৬) সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিতে  
করিতে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবে ॥১৥ বর পুনরায় পূর্ববৎ বধুর অঞ্জলি  
গ্রহণ করিয়া উত্তরমুখ হইয়া দাঁড়াইবে, বধুর দক্ষিণপদের দ্বারা শিলা-  
নোড়া আক্রমণ করাইবে ; জামাতা (৪) ‘ওঁ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র  
পাঠ করিবে ; পুনঃ পূর্ববৎ বধুর অঞ্জলিতে লাজাদি দিবে, বধু উহা  
হোম করিবে, জামাতা (৫) ‘ওঁ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি হোম-মন্ত্র পাঠ  
করিবে ; পতি বধুকে অগ্রে করিয়া (৬) সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিতে

অতিগাহেমহি দ্বিষঃ ।' ২ ॥ পুনস্তথৈব বধ্বজলিং গৃহীত্বা উত্তরমুখঃ  
পতিবতিষ্ঠেত । পূর্ববৎ লাজানাদায় মাতাদির্বধুং দক্ষিণপাদাগ্ৰেণ  
শিলামাক্রাময়তি, জামাতা চ মস্তং পঠতি—(৭) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু  
ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা অশ্রমাক্রামণে বিনিয়োগঃ, ওঁ  
ইমং অশ্রমং আরোহ, অশ্রমং ত্বং স্থিরা ভব পরমপদে দ্বিষন্তং  
অপবাসন্ত, মা চ ত্বং দ্বিষতাং অধঃ ।' পুনস্তথৈব লাজাদিভিঃ বধ্বা  
অঞ্জলিপূরণং, বধুকৰ্জ্জকো হোমঃ, জামাতা চ পঠতি—(৮) 'ওঁ  
প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উপরিষ্টিট্ৰাহতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা  
লাজহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণুং নু দেবং কন্যা হরিং অযক্ষত, স  
ইমাং দেবো বিষ্ণুঃ প্র ইতো মুঞ্চ তু মাং উত স্বাহা ।' পতির্বধু-  
সহিতঃ পূর্ববৎ অগ্নিং প্রদক্ষিণং কৰোতি, পঠতি চ -(৯) 'ওঁ  
প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা কন্যাপরিণয়নে  
বিনিয়োগঃ, ওঁ কন্যালা পিতৃভ্যাঃ পতিলোকং যতী ইয়ং অপদীক্ষাং  
অযষ্ট, কন্যে উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইব অতিগাহেমহি দ্বিষঃ  
॥' ৩ ॥ ততঃ শূৰ্গস্যোত্তরার্দ্ধে ঘৃতস্রবদ্বয়ং দত্ত্বা তদুপরি লাজশেষং  
নিধায় পুনস্তদুপরি ঘৃতস্রবদ্বয়ং দত্ত্বা, 'ওঁ স্বস্তিকৃতে শ্রীঅচ্যুতায় স্বাহা',  
মস্ত্রেণ শূৰ্পেণৈব জুহুয়াৎ ।

করিতে অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিবে ॥২॥ পুনঃ সেইরূপে বধুর অঞ্জলি গ্রহণ  
করিয়া পতি উত্তরমুখ হইয়া দাঁড়াইবে, মাতা প্রভৃতি লাজ গ্রহণ  
করিয়া বধুর দক্ষিণপদদ্বারা শিলা আক্রমণ করাইবে, জামাতা (৭)  
'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে, পুনরায় লাজাদিদ্বারা  
বধুর অঞ্জলিপূরণ, বধুকৰ্জ্জক হোম (৮) এবং জামাতাকৰ্জ্জক 'ওঁ  
প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ । তৎপরে বধুর সহিত পূর্ববৎ অগ্নি-  
প্রদক্ষিণ এবং জামাতাকৰ্জ্জক (৯) সংখ্যক মন্ত্রপাঠ ॥৩॥ অতঃপর  
কুলার অগ্রভাগে দুই স্রব ঘৃত দিয়া, তাহার উপর অবশিষ্ট লাজ  
দিয়া, তার উপর পুনঃ দুই স্রব ঘৃত দিয়া 'ওঁ স্বস্তিকৃতে, ইত্যাদি  
মন্ত্রে কুলার দ্বারাই হোম করিবে ।

অথ সন্তপদীগমনম্ । ততো জামাতা ঐশান্যং দিশি বধুং  
সন্তপ্তির্মন্ত্রেঃ সন্তপু মণ্ডলিকাসু সন্তপদানি নয়ৎ, বধুষ্ট মণ্ডলিকায়ং  
অগ্রে দক্ষিণপাদং নীত্বা পশ্চাৎ বামপাদং নয়ৎ, জামাতা চ বধুমিদং  
শূর্যাৎ—'মা বামপাদেন দক্ষিণপাদং আক্রাম ।' 'ওঁ প্রজাপতিঃ  
বিষ্ণু ঋষি একপাদ্ বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা একপাদাক্রমণে  
বিনিয়োগঃ, ওঁ একং ইষে বিষ্ণুঃ স্বা নয়তু' ॥ ১ ॥ ইতি প্রথমং  
দক্ষিণং পাদং নয়তি । 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ দ্বিপাদিরাট্ ছন্দঃ  
শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা দ্বিপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ, ওঁ দ্বৈ উর্জ্জৈ বিষ্ণুঃ স্বা  
নয়তু' ॥ ২ ॥ ইতি বামং পাদং নয়তি । 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু  
ঋষিঃ ত্রিপাদিরাট্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ত্রিপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ, ওঁ  
ত্রীণি ব্রতায় বিষ্ণুঃ স্বা নয়তু' ॥ ৩ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ  
চতুষ্পাদিরাট্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা চতুষ্পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ, ওঁ  
চত্বারি মায়াভবায় বিষ্ণুঃ স্বা নয়তু' ॥ ৪ ॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু  
ঋষি পঞ্চপাদিরাট্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা পঞ্চপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ,  
ওঁ পঞ্চ পশুভ্যো বিষ্ণুঃ স্বা নয়তু' ॥ ৫ ॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ  
ষট্পাদিরাট্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ষট্পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ, 'ওঁ  
ষড়্ রায়স্পোষায় বিষ্ণুঃ স্বা নয়তু' ॥ ৬ ॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ  
সন্তপাদিরাট্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা সন্তপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ, ওঁ সন্তপ  
সন্তপ্যো হোজাভ্যো বিষ্ণুঃ স্বা নয়তু' ॥ ৭ ॥

ততঃ সন্তপদীগতাং কন্যাং পতিরশান্তে—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু  
ঋষিঃ সামিকীপঙ্তিঃ ছন্দঃ শ্রীহরিঃ দেবতা পাদাক্রমণান্তরং  
আশাসনে বিনিয়োগঃ, ওঁ সখা সন্তপদী ভব, সখ্যং তে গমেয়ং, সখ্যং  
তে মা যোষাঃ, সখ্যং তে মা যোচ্যতাঃ ।'

সন্তপদীগমন—অনন্তর পতি সাততী মস্ত্রে সাতমণ্ডলে পদক্ষেপ  
করাইয়া বধুকে ঐশানদিকে লইয়া যাইবে । বধু প্রথমে দক্ষিণপদ,  
পরে বামপদ বাড়াইবে । জামাতা বধুকে বলিবে—'মা বামপাদেন'  
ইত্যাদি । জামাতা এক একটি মন্ত্র পাঠ করিবে, বধু এক এক পদ

ততো জামাতা বিবাহং দ্রষ্টুমাগতান্ জনান্ আমন্ত্রয়েৎ—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা বিবাহপ্রেক্ষক-  
জ্ঞানমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ, ও’ সুমঙ্গলীঃ ইয়ং বধূঃ, ইমাং সমেত পশ্যত,  
সৌভাগ্যং অসৌ দত্ত্বায় অস্তং বিপরেত্তন।’

তত উদককুন্তধারী জামাতুবরসোহয়ঃ পশ্চিমদেশেন সপ্তপদী-  
স্থানমাগত্য মুষ্ণি বরমভিষিক্তেৎ। জামাতা চ পঠতি—‘ও’ প্রজাপতিঃ  
বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবাসুদেবাদ্যা দেবতা মুষ্ণাভিষেকেন  
বিনিয়োগঃ, -ও’ সমজন্তু বাসুদেবাদ্যাঃ সম্ আপো হৃদয়ানি নৌ,  
সম্ মাতরিষা সম্ ধাতা সমু দেষ্টৌ দধাতু নৌ।’ পশ্চাদনেনৈব  
মন্ত্রেণ বধুমপ্যভিষিক্তেৎ।

### অথ পাণিগ্রহণম্

ততো জামাতা অধোনিহিতবামহস্তেন বধ্বজলিং, দক্ষিণহস্তেন চ  
সাজুর্ধমুত্তানং বধুদক্ষিণহস্তং গৃহীত্বা সপ্তপদীস্থান এব মণ্ডলান্ জপতি  
—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সনকাদয়ো দেবতা  
গৃহীতাকন্যাপাণেঃ পত্ন্যঃ জপে বিনিয়োগঃ, ও’ গৃভ্ণামি তে সৌভগ-  
দ্বায় হস্তং, ময়া পত্ন্য জরদণ্ডিঃ যথা অসিঃ, সনক-সনাতন-সনন্দন-  
সনৎকুমার মহ্যং ত্বা অদুঃ কার্ষ গার্হপত্যায় দেবাঃ ॥১৥ ও’ প্রজাপতিঃ

বাড়াইবে ॥ সপ্তপদীগমনান্তে পতি বধুকে আশীর্বাদ করিবে—‘ও’  
প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি। অতঃপর জামাতা বিবাহ-দর্শনার্থ সমাগত  
ব্যক্তিগণকে ‘ও’ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে আমন্ত্রণ করিবে। অনন্তর  
জলকুন্তধারী বরস্য অগ্নির পশ্চিমদিক্ দিয়া সপ্তপদীস্থানে আসিয়া  
বরের মস্তকে অভিষেক করিবে এবং জামাতা ‘ও’ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি  
মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে ঐ মন্ত্রেই বধুর মস্তকেও অভিষেক করিবে।

পাণিগ্রহণ।—তদনন্তর সপ্তপদীস্থানেই জামাতা নীচে বামহাত  
দিয়া বধুর অঙ্গলি গ্রহণ করিয়া, দক্ষিণহস্তে বধুর উত্তানভাবস্থ

বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা গৃহীতাকন্যাপাণেঃ পত্ন্যঃ  
জপে বিনিয়োগঃ, ও’ অঘোরচক্ষুঃ অপতিগ্নী এধি, শিবা পশুভ্যঃ  
সুমনাঃ সুবর্চাঃ বীরসুঃ জীবসুঃ কৃষ্ণকামা সোমনা, শং নো ভব দ্বিপদে  
শং চতুষ্পদে ॥ ২ ॥ ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ জগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ  
দেবতা গৃহীতাকন্যাপাণে পত্ন্যঃ জপে বিনিয়োগঃ, ও’ আ নঃ প্রজাং  
জমন্তু বিষ্ণুঃ আজরসায়, সমনন্তু কৃষ্ণঃ, অদূর্মঙ্গলীঃ পতিলোকং  
আবিশ, শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ৩ ॥ ও’ প্রজাপতিঃ  
বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা গৃহীতাকন্যাপাণেঃ পত্ন্যঃ  
জপে বিনিয়োগঃ, ও’ ইমাং ত্বং বিষ্ণো মীতুঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃধি,  
দশ অস্যাং পুত্রানাধেহি, পতিং একাদশং করু ॥ ৪ ॥ ও’ প্রজাপতিঃ  
বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা গৃহীতাকন্যাপাণেঃ পত্ন্যঃ  
জপে বিনিয়োগঃ, ও’ সন্ন্যাজী স্বস্তরে ভব, সন্ন্যাজী স্বশ্রাং ভব, ননন্দরি  
চ সন্ন্যাজী ভব, সন্ন্যাজী অধি দেবসু ॥ ৫ ॥ ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ  
ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা গৃহীতাকন্যাপাণেঃ পত্ন্যঃ জপে বিনি-  
য়োগঃ, ও’ মম ব্রতে হৃদয়ং দধাতু, মম চিত্তং অনু চিত্তং তেহস্ত, মম  
বাচম্ একমনা জুশ্বস্ব, শ্রীবিষ্ণুঃ ত্বা নিষুনন্তু মহ্যম্ ॥’ ৬ ॥

তত পাণিগ্রহণনন্তরং অগ্নিসমীপমাগত্য বধুং বামতঃ ক্রুদ্ধো-  
পবিষ্টো জামাতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমং কুর্য্যৎ—‘ও’ প্রজাপতি  
বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে  
বিনিয়োগঃ—ও’ ভুঃ স্বাহা। ও’ প্রজাপতি বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ  
শ্রীঅচ্যুতো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ও’ ভুবঃ  
স্বাহা। ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো  
দেবতা ব্যস্তসমস্তমহা-ব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ও’ স্বঃ স্বাহা। ও’

দক্ষিণহস্ত অঙ্গুষ্ঠসহিত ধারণ করিয়া, (মূলোক্ত) ছয়টি মন্ত্র জপ  
করিবে। তৎপরে পাণিগ্রহণান্তে অগ্নিসমীপে আসিয়া, বধুকে বামে  
করিয়া উপবিষ্ট হইয়া ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোম করিবে। অতঃ-  
পর প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে অমন্ত্রক হোম করিবে।

প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ রুহতী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা ব্যাস্তসমস্তমহা-  
ব্যাহতি-হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ তুঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা ॥' ততঃ প্রাদেশ-  
প্রমাণং ঘৃতাজ্যং সমিধং তৃক্ষীমগ্নৌ জুহুয়াৎ । [ ততঃ সর্বকর্ম-  
সাধারণং শাট্যগ্ননহোমাদি-বামদেব্যগানান্তমুদীচ্যৎ কর্ম কৃত্বা দক্ষিণাৎ  
দদ্যাৎ কিন্তু বিবাহহোমদিবসে চতুর্থীহোমশ্চেৎ ক্রিয়তে, শাট্যগ্নন-  
হোমাদিস্ত অস্তে কর্তব্যঃ । ] ইতি পাণিগ্রহণকর্ম ।

### অথ উত্তরবিবাহঃ (৪৬)

অথ [ পুনরপি যোজকনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষজপান্তাৎ  
কুশণ্ডিকাং সমাপ্য, যদি দিবান্তাগে বিবাহস্তদা নক্ষত্রোদয়ং যাবৎ  
পতিস্তিষ্ঠেৎ । অথোদিতো নক্ষত্রে ] সুখাসনে বধুং বাগ্ধতামুপবেশ্য  
উপবিষ্টো বরঃ পুনরপি সমিৎপ্রক্ষেপানন্তরং ব্যাস্তসমস্তমহাব্যাহতি-  
হোমং কৃত্বা ষড়াজ্যাহতীঃ জুহুয়াৎ প্রত্যাহতিশেষঞ্চ সূত্বলগ্নমাজ্যং  
বধুশিরসি নিদধ্যাৎ । যগ্নাং মজ্জাণাং ঋষ্যাদয়ঃ সাধারণাঃ । 'ওঁ  
প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উত্তরবিবাহে  
পাণিগ্রহণস্যাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ লেখাসন্ধিষু পক্ষসু আবর্তেষু চ  
যানিতে তানি তে পূর্ণাহত্যা সর্বাণি শময়ামি অহং স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ  
কেশেষু যচ্চ পাপকং ঈক্ষিতে রুদিতো চ যৎ, তানি তে পূর্ণাহত্যা  
সর্বাণি শময়ামি অহং স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ শীলে যচ্চ পাপকং ভামিতে

অতঃপর সর্বকর্মসাধারণ শাট্যগ্ননহোম হইতে বামদেব্যগান পর্য্যন্ত  
উদীচ্যকর্ম শেষ করিয়া দক্ষিণা দিবে । কিন্তু বিবাহহোম-দিবসে  
চতুর্থীহোম করা হইলে শাট্যগ্ননহোমাদি তদন্তে কর্তব্য । ] ইতি  
পাণিগ্রহণ ॥

(৪৬) উত্তরবিবাহ—অনন্তর [ পুনরায় যোজক-নামক অগ্নি-  
স্থাপনপূর্বক বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা শেষ করিয়া, দিবান্তাগে বিবাহ  
হইলে নক্ষত্রোদয় পর্য্যন্ত পতি আপেক্ষা করিবে । নক্ষত্র উদিত হইলে ]

হসিতে চ যৎ, তানি তে পূর্ণাহত্যা সর্বাণি শময়ামি অহং স্বাহা ॥ ৩ ॥  
ওঁ আরোকেষু চ দন্তেষু হস্তয়েঃ পাদগ্নোচ্চ যৎ, তানি তে পূর্ণাহত্যা  
সর্বাণি শময়ামি অহং স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ উর্কোঃ উপস্থে জন্ময়োঃ  
সন্ধানেষু চ যানি তে, তানি তে পূর্ণাহত্যা সর্বাণি শময়ামি অহং  
স্বাহা ॥ ৫ ॥ ওঁ যানি কানি চ ঘোরাণি সর্বাঙ্গেষু তব অভবন্,  
পূর্ণাহতিভিঃ আজ্যস্য সর্বাণি তানি অশীশমং স্বাহা ॥' ৬ ॥

ততঃ সবধূর্বরঃ উথায় বহিনিষ্ক্রম্য বধুমিমং মজ্জং পাঠয়ন্  
ধ্রুবং দর্শয়তি—( ক ) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দো  
ধ্রুবপ্রিয়ো দেবতা ধ্রুবদর্শনে বিনিয়োগঃ, ওঁ ধ্রুব অসি, ধ্রুবা অহং  
পতিকুলে, শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবসেবাসু ভূয়াসং, শ্রীঅমুকদাসাধিকারিনঃ  
অনুগতা শ্রীঅমুকদেব্যহম্ ।' ইতি উভয়ানামগ্রহণং বধ্বা কর্তব্যম্ ।  
ততো জামাতা বধুমমং মজ্জং পাঠয়ন্ অরুন্ধতীং দর্শয়তি—( খ ) 'ওঁ  
প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা অরুন্ধতীদর্শনে  
বিনিয়োগঃ, ওঁ অরুন্ধতিঃ অবরুন্ধা অহং অন্নিম্ ।' ততো বধুং  
পশান্ বরো জপতি—( গ ) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষি অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ  
শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা কন্যানুমন্ত্ৰণে বিনিয়োগঃ, ওঁ ধ্রুবা দৌঃ, ধ্রুবা  
পৃথিবী, ধ্রুবং বিষ্ণুং ইদং জগৎ, ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে, ধ্রুবা স্ত্রী

বধু নীরবে আসনে বসিবে, পতি আসনে উপবিষ্ট হইয়া পুনঃ সমিৎ  
প্রক্ষেপ করিয়া, ব্যাস্তসমস্তমহাব্যাহতি হোম করিয়া ছয়টি মজ্জা ছয়টি  
আজ্যহোম করিবে । প্রতিবার হোমশেষে সূত্বলগ্ন দ্বত বধুর মন্তকে  
দিবে । সকল মন্ত্রের ঋষি-প্রভৃতি সমান । মজ্জা মূলে দ্রষ্টব্য । তৎপরে  
যর বধুসহ উত্তিয়া বাহিরে আসিয়া ক-মজ্জা পাঠ করাইতে করাইতে  
বধুকে ধ্রুব দর্শন করাইবে । ( মজ্জাপাঠে বধু পতি ও নিজের নাম  
উল্লেখ করিবে ) । অনন্তর বধুকে খ-মজ্জা পাঠ করাইতে করাইতে  
অরুন্ধতী দর্শন করাইবে । অতঃপর বধুর দিকে চাহিয়া জামাতা  
গ-মজ্জা পাঠ করিবে । অনন্তর বধু নিজপিতৃগোর উল্লেখে 'অমুক  
গোত্রা' ইত্যাদি বাক্যে পতিকে অভিবাদন করিবে । বর 'ওঁ কৃষ্ণ-

পতিকুলে শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবসেবাস ইয়ম্ ।' ততো বধুঃ পিতৃ-গোত্রেন(১) ভর্তারমতিবাদয়েৎ—'অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী অহং ভো ভবন্তু অমুকগোত্রং অভিবাদয়ে ।' বরো বদেৎ—'ও' কৃষ্ণমতিঃ ভব সৌম্যে ।' ততস্ত্যক্তমৌনয়া বধ্বা সহিতং বরং আচারতো বৈদী-মুখ্য্য জলপূর্ণকলসমাদায় অবিধবা নার্যাঃ সহকারপল্লবোদকেন স্নানাদিমঙ্গলং কুর্যাঃ । ততো বরঃ অগ্নিসমীপমাগত্য পূর্ববৎ ব্যস্ত-সমস্তমহাব্যাহতিহোমং সমিৎক্ষেপং উদীচ্যৎ কৰ্ম চ কুর্যাৎ ।

### অথ ভোজনাধুতিহোমঃ (৪৮)

তত্র জামাতা প্রতির্মজ্জৈঃ শ্রীমহাপ্রসাদায় ভূজীত । মন্ত্রো যথা—'ও' প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্ঠুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা মহাপ্রসাদাভোজনে বিনিয়োগঃ, ও' শ্রীমহাপ্রসাদান্নেন অনেন প্রাণসুগ্ৰেণ বিষ্ণুনা বধ্বামি সত্যগ্রহিণা, মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে ॥ ১ ॥ 'ও' প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্ঠুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবসেবনকৰ্মসু দম্পত্যোঃ হৃদয়ে ক্যপ্রার্থনে বিনিয়োগঃ, ও' যদেতদ্ হৃদয়ং তব, তদন্ত মতিঃ ভব সৌম্যে' বলিয়া আশীর্বাদ করিবে । অবিধবা নারীগণ বরবধুকে বেদিতে উঠাইয়া জলপূর্ণ কলস হইতে সহকার-পল্লবের জল-দ্বারা স্নানাদি মঙ্গলাচার করিবে । তৎপরে বর অগ্নিসমীপে আসিয়া পূর্ববৎ ব্যস্ত-সমস্তমহাব্যাহতি-হোম,—সমিৎক্ষেপ ও উদীচ্যকৰ্ম করিবে ।

(৪৮) ভোজনাধুতিহোমঃ—অন্তঃপর জামাতা মূলোক্ত তিনটি মন্ত্রে শ্রীমহাপ্রসাদান্ন ভোজন করিবে । তৃতীয় মন্ত্রে 'অসৌ' স্থলে

(১) চতুর্থীহোমের পূর্বে বধুর গোত্রান্তর সম্পূর্ণ হয় না । সূতরাং চতুর্থী-হোমের পূর্বপর্যন্ত কন্যার পিতৃগোত্রের উল্লেখ হইবে । তারপর হইতে পতিগোত্রের উল্লেখ ।

হৃদয়ং মম, যদিদং হৃদয়ং মম তদন্ত হৃদয়ং তব ॥ ২ ॥ 'ও' প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ দ্বিপাজ্জগতী ছন্দঃ শ্রীহরিঃ দেবতা অম্বস্ততৌ বিনিয়োগঃ, ও' অন্নং প্রাণস্য পঙক্তিংশঃ তেন বধ্বামি ত্বা অসৌ (বধু নাম) স্বাহা ॥ ৩ ॥ অসাবিত্যক্ত দেব্যন্ত-সম্বোধনান্তং বধু নাম যোজ্যম্ । ইদানীং যদি ন ভূজ্যতে, তচ্চ শ্রীমহাপ্রসাদাদিকং পশ্চাৎ ভোজনার্থং স্থাপনীয়ম্ । ভুক্তোচ্ছিষ্টং বৈধৈ প্রদাতব্যম্ । ততঃ প্রভৃতি ত্রিরাত্রং মহাপ্রসাদমাত্রসেবিনৌ দম্পতী ব্রহ্মচারিণৌ ভূমিশয়া-ন্যং শরীয়াতাম্ ।

ততো দিনান্তরে অনেন মন্ত্রেণ বধুং রথাক্রুড়াং কৃষ্টা বরঃ স্বগৃহং নয়েৎ,—(১) 'ও' প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা যানারোহণে বিনিয়োগঃ, ও' সুকিং শুকং শান্মলিং বিশ্বরূপং সুবর্ণবর্ণং সুকৃতং সুচক্রম্, আরোহ সূর্য্যে অমৃতস্য নাভিং, স্যো নং পত্যো বহতুং কণ্ঠব ॥ ততো বধুসহিতঃ পতির্গচ্ছন্ অধ্বনি চতুষ্প-থাদীন্ আমন্ত্রয়েৎ—(২) 'ও' প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্ঠুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা চতুষ্পথাধ্যামন্ত্রণে বিনিয়োগঃ, ও' মা বিদন্ পরি-পস্থিনো যে আসীদন্তি দম্পতী, সুগেভিঃ দুর্গং অতীতাং, অপদ্রান্ত অরা-তয়ঃ ॥' ততো যানাদবতার্যা, বামদেব্যং গীত্বা পতির্বধুং গৃহং প্রবে-শয়েৎ । ততঃ কৃতমঙ্গলাচারঃ পূর্ববত্যাঃ অবিধবা বৈষ্ণব্যঃ বধুং

দেবীপদান্ত ও সম্বোধনান্ত বধুর নাম উল্লেখ করিবে । যদি সেই সময়ে খাওয়া না হয়, তবে পরে খাইবার জন্য মহাপ্রসাদাদি রাখিয়া দিবে । ভুক্তশেষ বধুকে দিবে । সেই দিন হইতে দম্পতী ত্রিরাত্র মহাপ্রসাদমাত্র সেবা পূর্বক ব্রহ্মচারী হইয়া ভূমিতে শয়ন করিবে ।

পরের দিন পতি বধুকে ১-সংখ্যক মন্ত্র পাঠপূর্বক যানে আরোহণ করাইয়া স্বগৃহে লইয়া যাইবে । বধুসহিত গমনকালে পতি ২-সংখ্যক মন্ত্র পথে চতুষ্পথাদি আমন্ত্রণ করিবে । বধুকে যান হইতে অবতরণ



গুভাসনে উপবেশয়েনু, পতিশ্চ মন্ত্রং পঠতি — ( ৩ ) 'ও' প্রজাপতিঃ  
বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্ঠুপ্ হ্রদঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা আসনোপবেশনে বিনি-  
য়োগঃ, ওঁ ইহ গাবঃ প্রজায়ন্তাম্, ইহ অশ্বা, ইহ পুরুষাঃ, ইহ উ  
প্রেম্ণা, সমচ্চিতো শ্রীবাসুদেবো বিরাজতাম্ ॥' ততঃ পতিঃ কৃষ্ণ-  
শিকাবিধানেন ধৃতিনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য সমিৎপ্রক্ষেপং বাস্তসমস্তমহা-  
ব্যাহতিহোমঞ্চ কৃত্বা অষ্টাবাজ্যাহতীর্জুহুয়াৎ । অষ্টানাম্ মন্ত্রণাং  
ঋষ্যাদয়ঃ সাধারণাঃ ।— 'ও' প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ রুহতী হ্রদঃ  
শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ধৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইহ ধৃতিঃ স্বাহা ॥ ১ ॥  
ওঁ ইহ স্বধৃতিঃ স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ ইহ রস্টিঃ স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ ইহ  
রমস্ব স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ ময়ি ধৃতিঃ স্বাহা ॥ ৫ ॥ ওঁ ময়ি স্বধৃতিঃ  
স্বাহা ॥ ৬ ॥ ওঁ ময়ি রমঃ স্বাহা ॥ ৭ ॥ ওঁ ময়ি রমস্ব স্বাহা ॥ ৮ ॥  
ততো বাস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমং কৃত্বা, প্রাদেশপ্রমাণং যুতাক্ষাং  
সমিধং তৃক্ষীমগ্নৌ হত্বা, পতিবধুং স্বস্তুরাদিযু পিতৃগোত্রোণাতিবাদনং  
করয়েৎ । ততঃ সর্বকর্মসাধারণং শাট্যায়ন-হোমাদি-বামদেব্য-  
গানান্তং উদীচ্য কর্ম সমাপ্য কর্মকারয়িতুবৈষ্ণবব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং  
দদ্যাৎ ॥

করাইয়া, বামদেব্যগান ( অথবা কেবল স্বস্তি-গান ) পাঠপূর্বক গৃহে  
প্রবেশ করাইবে । পূত্রবতী অবিধবা বৈষ্ণবীগণ বধুকে গুভাসনে  
বসাইবে, জামাতা ও-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিবে । অনস্তর পতি ধৃতি-  
নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া, সমিৎপ্রক্ষেপ ও বাস্তসমস্তমহাব্যাহতি-  
হোম করিয়া, ন্যূনোক্ত মন্ত্রে আটটি আজ্য-হোম করিবে । মন্ত্র-  
সকলের ঋষি প্রভৃতি সমান । আজ্যহোমের পর বাস্তসমস্তমহা-  
ব্যাহতিহোম ও সমিৎপ্রক্ষেপ করিয়া বধুদ্বারা পিতৃগোত্র-উল্লেখে স্বস্তুর  
প্রভৃতিকে অভিবাদন করাইবে । তৎপরে সর্বকর্মসাধারণ শাট্যা-  
য়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য কর্ম শেষ করিয়া কর্মকারয়িতা  
পাক্ষরাত্রিক বৈষ্ণবকে দক্ষিণা দিবে ।

## চতুর্থীহোমঃ (৪ছ)

অথ বিবাহদিবসাক্ততুর্থেহনি চতুর্থীহোমঃ কর্তব্যঃ । তত্র  
প্রথমং কৃশণ্ডিকোক্তবিধিনা শিখিনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য তৃক্ষীং সমিৎ-  
প্রক্ষেপং বাস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমঞ্চ কৃত্বা, দক্ষিণতো বধুমুপবেশ্য  
তুলসী-চন্দন-গন্ধ-পুষ্পকুশাদিসহিতমুদকপাত্রম্ অগ্নেদক্ষিণতো নিধায়  
বক্ষ্যমাণমগ্নেবিশংস্তাহতীর্জুহুয়াৎ, প্রত্যাহতিশেষঞ্চ হ্রুবলগ্নমাজ্যম্  
উদকপাত্রে সংপাতয়েৎ । 'ও' প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী হ্রদঃ  
শ্রীকৃষ্ণো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ কৃষ্ণ প্রায়শ্চিত্তে, ত্বাং  
জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ  
অবৈষ্ণবী লক্ষ্মীঃ তাম্ অস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ  
বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী হ্রদঃ শ্রীকেশবো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ,  
ওঁ কেশবো প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা  
নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অবৈষ্ণবী লক্ষ্মীঃ তাং অস্যাঃ অপজহি  
স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী হ্রদঃ শ্রীগোবিন্দো  
দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ গোবিন্দ প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং  
প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অবৈষ্ণবী  
লক্ষ্মীঃ তাম্ অস্যাঃ অপজহি স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ  
গায়ত্রী হ্রদঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ নারায়ণ  
প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপ-  
ধাবামি, যা অস্যাঃ অবৈষ্ণবী লক্ষ্মীঃ তাম্ অস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ  
প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী হ্রদঃ শ্রীকৃষ্ণ-কেশব-গোবিন্দ-নারায়ণা-  
শ্চতস্রো দেবতাঃ চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ কৃষ্ণ-কেশবগোবিন্দনারা-

( ৪ছ ) চতুর্থীহোম—বিবাহ হইতে চতুর্থদিবসে চতুর্থীহোম  
কর্তব্য । প্রথমে কৃশণ্ডিকা-বিধানে শিখি-নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া,  
অমন্ত্রক সমিৎপ্রক্ষেপ ও বাস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোম করিয়া বধুকে  
দক্ষিণে বসাইয়া, তুলসী-চন্দন-গন্ধ-পুষ্প-কুশাদিসহিত জলপাত্র অগ্নির

যথাঃ প্রায়শ্চিত্তঃ, যুগ্মং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তঃ স্ব, দাসো বো নাথকাম  
 উপধাবামি, যা অস্যা অবৈষ্ণবী লক্ষ্মীঃ তাম্ অস্যাঃ অপহত স্বাহা  
 ॥ ৫ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ গ্রীহরিঃ দেবতা  
 চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ হরে প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ  
 অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ ভক্তিম্বী তনুঃ তাম্  
 অস্যাঃ অপজহি স্বাহা ॥ ৬ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী  
 ছন্দঃ শ্রীমাদবো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ মাধব প্রায়শ্চিত্তে,  
 ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা  
 অস্যাঃ ভক্তিম্বী তনুঃ তাম্ অস্যাঃ অপজহি স্বাহা ॥ ৭ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ  
 বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীগ্রনস্তো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ,  
 ওঁ অনন্ত প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথ-  
 কাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ ভক্তিম্বী তনুঃ তাম্ অস্যাঃ অপজহি স্বাহা  
 ॥ ৮ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীমধুসূদনো দেবতা  
 চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ মধুসূদন প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়-  
 শ্চিত্তি অসিঃ, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ ভক্তিম্বী তনুঃ  
 তাম্ অস্যাঃ অপজহি স্বাহা ॥ ৯ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী  
 ছন্দঃ শ্রীহরিমাধবানন্তমধুসূদনাশ্চতস্রো দেবতাঃ চতুর্থীহোমে বিনি-  
 যোগঃ, ওঁ হরিমাধবানন্তমধুসূদনাঃ প্রায়শ্চিত্তঃ, যুগ্মং জীবানাং প্রায়-  
 শ্চিত্তঃ স্ব, দাসো বো নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ ভক্তিম্বী তনুঃ  
 তাম্ অস্যাঃ অপহত স্বাহা ॥ ১০ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ  
 গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণো  
 প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপ-  
 ধাবামি, যা অস্যা অপুত্রা তনুঃ তাম্ অস্যাঃ অপজহি স্বাহা ॥ ১১ ॥  
 ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীনুসিংহো দেবতা চতুর্থী-  
 হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ নুসিংহ প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ  
 অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অপুত্রা তনুঃ তাম্  
 অস্যাঃ অপজহি স্বাহা ॥ ১২ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী

हृदः श्रीअद्युतो देवता चतुर्थीहोमे विनियोगः, ॐ अद्युत प्राय-  
 श्चित्ते, द्वं जीवानां प्रायश्चित्तिः असि, दासः द्वा नाथकाम उपधावामि,  
 या अस्याः अपुत्र्या तनुः ताम् अस्याः अपजहि स्वाहा ॥ १३ ॥ ॐ  
 प्रजापतिः विष्णु ऋषिः गायत्री हृदः श्रीजनार्दनो देवता चतुर्थीहोमे  
 विनियोगः, ॐ जनार्दन प्रायश्चित्ते, द्वं जीवानां प्रायश्चित्तिः असि,  
 दासः द्वा नाथकाम उपधावामि, या अस्याः अपुत्र्या तनुः ताम् अस्याः  
 अपजहि स्वाहा ॥ १४ ॥ ॐ प्रजापतिः विष्णु ऋषिः गायत्री हृदः  
 श्रीविष्णुसिंहाद्युतजनार्दनाश्चतस्रो देवताः चतुर्थीहोमे विनियोगः,  
 ॐ विष्णुसिंहाद्युतजनार्दनाः प्रायश्चित्तयः यमं जीवानां प्राय-  
 श्चित्तयः श्व, दासो वो नाथकाम उपधावामि, या अस्याः अपुत्र्या तनुः  
 ताम् अस्याः अपहत स्वाहा ॥ १५ ॥ ॐ प्रजापतिः विष्णु ऋषिः  
 गायत्री हृदः श्रीवासुदेवो देवता चतुर्थीहोमे विनियोगः, ॐ वासु-  
 देव प्रायश्चित्ते, द्वं जीवानां प्रायश्चित्तिः असि, दासः द्वा नाथकाम उप-  
 धावामि, या अस्याः अपशव्या तनुः ताम् अस्याः अपजहि स्वाहा ॥ १६ ॥  
 ॐ प्रजापतिः विष्णु ऋषिः गायत्री हृदः श्रीसर्कषणो देवता चतुर्थी-  
 होमे विनियोगः, ॐ सर्कषण प्रायश्चित्ते, द्वं जीवानां प्रायश्चित्तिः  
 असि, दासः द्वा नाथकाम उपधावामि, या अस्याः अपशव्या तनुः ताम्  
 अस्याः अपजहि स्वाहा ॥ १७ ॥ ॐ प्रजापतिः विष्णु ऋषिः गायत्री  
 हृदः श्रीप्रद्युम्नो देवता चतुर्थीहोमे विनियोगः, ॐ प्रद्युम्न प्राय-  
 श्चित्ते, द्वं जीवानां प्रायश्चित्तिः असि, दासः द्वा नाथकाम उपधावामि,  
 या अस्याः अपशव्या तनुः ताम् अपजहि स्वाहा ॥ १८ ॥ ॐ प्रजा-  
 पतिः विष्णु ऋषिः गायत्री हृदः श्रीअनिरुद्धो देवता चतुर्थीहोमे  
 विनियोगः, ॐ अनिरुद्ध प्रायश्चित्ते, द्वं जीवानां प्रायश्चित्तिः असि,  
 दासः द्वा नाथकाम उपधावामि, या अस्याः अपशव्या तनु ताम् अस्याः  
 अपजहि स्वाहा ॥ १९ ॥ ॐ प्रजापतिः विष्णु ऋषिः गायत्री हृदः  
 श्रीवासुदेवसर्कषणप्रद्युम्नानिरुद्धाः चतस्रो देवता चतुर्थीहोमे विनि-  
 योगः, ॐ वासुदेवसर्कषणप्रद्युम्नानिरुद्धाः प्रायश्चित्तयः, यमं जीवा-

নাং প্রায়শ্চিত্তঃ স্ত, যা অস্যাঃ অপশব্যা তনুঃ তাম্ অস্যা অপহত  
স্বাহা ॥ ১০ ॥

ততো বধুসহিতং জামাতারমুখ্যং অগ্নেস্তরদেশং নীত্বা স্তব-  
লগ্নাজ্যমিশ্রোদকেন অবিধবা পুত্রবত্যো নার্যাঃ সহ কারপপ্লবোদকেন  
স্নাপনাদিমঙ্গলং কুর্যাৎ । ততো ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমং কুর্যাৎ  
—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্ত-  
সমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ তুঃ স্বাহা ॥ ওঁ প্রজাপতি  
বিষ্ণু ঋষিঃ উষিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতি-  
হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুবঃ স্বাহা ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনু-  
শতৃপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ,  
ওঁ স্বঃ স্বাহা ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ রুহতী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো  
দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ তুঃ ভুবঃ স্বঃ  
স্বাহা ॥ ততঃ প্রাদেশপ্রমাণং দ্ব্যতান্তং সমিধমগ্নৌ তৃক্ষীং হত্বা,  
সর্বকৰ্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানাত্তং উদীচ্যং কৰ্ম-  
কুর্যাৎ । তদন্তিধীক্ৰতে, যথা—

### উদীচ্যং কৰ্ম (৪জ)

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎ সৎ অদ্যোতাদি অত্র অমুক কৰ্ম্মগি যৎ-  
কিঞ্চিৎ বৈশ্বাং জাতং তদ্যোমপ্রশমনায় শ্রীকৃষ্ণমরণপূর্বকং শাট্যা-  
দক্ষিণে স্থাপন-পূর্বক মূলোক্ত মন্ত্রে বিংশতি হোম করিবে এবং  
প্রত্যেকবার হোমশেষে স্তবসংলগ্ন দ্ব্যত জলপাত্রে নিক্ষেপ করিবে ।

অতঃপর বধুসহিত জামাতাকে উঠাইয়া অগ্নির উত্তর দিকে  
লইয়া গিয়া, সধবা পুত্রবতী নারীগণ আয়তপল্লবদ্বারা উক্ত স্তবলগ্ন  
আজ্যমিশ্রিত জলসেক করিয়া মঙ্গলস্থান করাইবে । তৎপরে ব্যস্ত-  
সমস্তমহাব্যাহতিহোম, অমন্তক দ্ব্যতান্ত-সমিধ-প্রক্ষেপ, সর্বকৰ্ম-  
সাধারণ শাট্যায়নহোমাদিবামদেব্যগানাত্ত উদীচ্যকৰ্ম্ম কর্তব্য ।

(৪জ) উদীচ্যকৰ্ম্ম—‘ওঁ বিষ্ণুঃ, ইত্যাদি মন্ত্রে সংকল্প করিয়া,

মনস্কামম্ অহং কুবীয় ইতি সংকল্প্য বিধুনামানমগ্নিমাভায়া সম্পূজ্য  
পুনরপি পূর্ববৎ অগ্নৌ দ্ব্যতান্তং সমিধং প্রাদেশপ্রমাণং তৃক্ষীং দত্ত্বা  
মহাব্যাহতিহোমং কুর্যাৎ । ততঃ শ্রীকৃষ্ণমরণে, যথা—‘ওঁ  
কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ ইত্যাদি । ততঃ প্রায়শ্চিত্তহোমং কুর্যাৎ,  
যথা—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়-  
শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ পাহি নোহচ্যুত এনসে স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ  
প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে  
বিনিয়োগঃ, ওঁ পাহি নো বিশ্ববেদসে স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ  
বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ,  
ওঁ যজঃ পাহি হরে বিভো স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী  
ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ সর্বং পাহি  
প্রিয়ঃপতে স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ  
দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ পাহি নোহনন্ত একস্মা, পাহি  
উত দ্বিতীয়স্মা, পাহি উজ্জং তৃতীয়স্মা, পাহি গীর্ভিষ্ঠতস্মভিঃ বিষ্ণো স্বাহা  
॥ ৫ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা  
প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ পুনঃ উজ্জা নিবর্তস্ব, পুনঃ বিষ্ণো  
ঈষা আয়ুষা, পুনঃ নঃ পাহি অহংসঃ স্বাহা ॥ ৬ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ  
বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনি-  
য়োগঃ, ওঁ সহ রযা নিবর্তস্ব, বিষ্ণো পিন্বস্ব ধারয়া, বিশ্বপ্স্যা বিশ্বত-  
স্পরি স্বাহা ॥ ৭ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ  
বিধু নামক অগ্নির আবাহন ও পূজা করিয়া, অমন্তক সমিধ প্রক্ষেপ-  
পূর্বক মহাব্যাহতি-হোম করিবে । তৎপরে ‘ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদা-  
নন্দঘনঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণমরণ করিবে । অতঃপর মূলোক্ত  
নয়টি মন্ত্রে প্রায়শ্চিত্তহোম করিবে । তদনন্তর পূর্ববৎ মহাব্যাহতি-  
হোম ও সমিধপ্রক্ষেপ করিবে । তৎপরে যথাক্রমে বৈষ্ণবহোম  
করিবে (মূল দ্রষ্টব্য) । প্রথমে বিষ্ণবক্সেনাদি পঞ্চ মহাতাগবতের  
‘হোম’ । তৎপরে কবি প্রভৃতি নব যোগেন্দ্রের হোম । তৎপরে নারদাদি

দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ আজ্ঞাতং যদনাজ্ঞাতং, যজস্ব  
ক্রিয়তে মিথ, বিষ্ণো তদস্য কল্পয়, ত্বং হি বেথ যথাতথং স্বাহা ॥ ৮ ॥  
ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্ত-  
হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ প্রজাপতে বিষ্ণো ন ত্বৎ এতানি অন্যো, বিষ্ণা  
জ্ঞাতানি পরি তা বভুব, যৎকামাঃ তে জুহমঃ তৎ নোহস্ত, বয়ং  
স্যামঃ পত্নয়ো রয়ীণাং স্বাহা ॥ ৯ ॥ ততঃ পূর্ববৎ মহাব্যাহতি-  
হোমং সমিৎ প্রক্ষেপঞ্চ কুর্ঘ্যাৎ ॥

### ততঃ ক্রমতো বৈষ্ণবহোমঃ

তত্র প্রথমং পঞ্চমহাভাগবত্তোভ্যঃ প্রত্যেকং জুহুয়াৎ—ওঁ বিষ্ণু-  
সেনায় স্বাহা । এবং সনকায়, সনাতনায়, সনন্দনায়, সনৎকুমারায় ॥  
ততো নবযোগেন্দ্ৰভ্যঃ প্রত্যেকং জুহুয়াৎ,—ওঁ কবয়ে স্বাহা । এবং  
হবয়ে, অন্তরীক্ষায়, প্রবুদ্ধায়, পিপ্পলায়নায়, আবিরহোত্রায়, দ্রুমিলায়,  
চমসায়, করভাজনায় ॥ ততো দশমহাভাগবত্তোভ্যঃ,—ওঁ নারদায়  
স্বাহা । এবং কপিলায়, হমভাগবতায়, ভীষ্মদেবায়, শুকদেবায়, জনকায়,

দশ মহাভাগবতের এবং স্বায়ম্ভুবাতির হোম । তদনন্তর পঞ্চতত্ত্বসহিত  
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের হোম করিবে । তদনন্তর অন্তরঙ্গা পৌর্ণমাসী প্রভৃতি  
কৃষ্ণপ্রেমসীগণের হোম কর্তব্য । অতঃপর শ্রীগোপালোপাসকগণ  
শ্রীগোপালের আবরণরূপে শ্রীদামাদির হোম করিবে । তৎপরে  
নন্দসখা প্রভৃতির হোম । তদনন্তর শ্রীযুগলোপাসকগণ শ্রীকৃষ্ণাবরণ  
প্রিয়সখী-সহচরী-রঙ্গিনী প্রভৃতির ও ললিতাদির হোম করিবে ।  
তাহাতে প্রথম শ্রীশুক্লযুগলের হোম কর্তব্য । তৎপরে শ্রীরাধাহোম ।  
অতঃপর শ্রীকৃষ্ণহোম । তৎপরে ললিতাশ্যামলাদির হোম । অতঃপর  
শ্রীনারায়ণ ও অবতারগণের হোম কর্তব্য ।

হোমাঙ্তে অমন্তক সমিধ্ প্রক্ষেপ-পূর্বক, অগ্নিপরিষেক ও উদকা-  
ঞ্জলিসেক । 'ওঁ প্রজাপতিঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিপরিষেক করিবে ।

সদাশিবায়, প্রহলাদায়, ব্রহ্মণে, বলিরাজায় ॥ ততঃ—ওঁ স্বায়ম্ভুবায়  
মনবে স্বাহা । এবং গরুড়ায়, হনুমতে, অম্বরীষায়, বাসদেবায়, উদ্ধবায়,  
মুখিষ্ঠিরায়, ভীমায়, অর্জুনায়, নকুলায়, সহদেবায়, বিদুরায়, বিষ্ণু-  
রাতায়, বিভীষণায় ॥ ততঃ—ওঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় স্বাহা, ওঁ  
শ্রীনিত্যানন্দায় স্বাহা, ওঁ শ্রীঅদ্বৈতায় স্বাহা, ওঁ পণ্ডিতগদাধরাদিত্যঃ  
স্বাহা, ওঁ শ্রীবাসাদিত্যঃ স্বাহা, ওঁ শ্রীরূপায়, ওঁ সনাতনায়, ওঁ ভট্ট-  
রঘুনাথায়, ওঁ শ্রীজীবায়, ওঁ গোপালভট্টায়, ওঁ দাসরঘুনাথায়, ওঁ  
দীক্ষাশুরবে, ওঁ শিক্ষাশুরভ্যঃ, শ্রীনবদীপধামেন, ওঁ শ্রীমায়াপূর-  
যোগপীঠায় । ততঃ কৃষ্ণপ্রেমসীভ্যঃ প্রত্যেকং—ওঁ অন্তরঙ্গায়ৈ স্বাহা,  
ওঁ পৌর্ণমাস্যৈ স্বাহা, ওঁ পদ্মায়ৈ স্বাহা, ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ স্বাহা । এবং  
ওঁ গঙ্গায়ৈ, ওঁ যমুনায়ৈ, সরস্বত্যৈ, গোপ্যৈ, বৃন্দায়ৈ, গায়ত্র্যৈ, তুলস্যৈ,  
পৃথিব্যৈ, গবে, যশোদায়ৈ, দেবহুতৈ, দেবক্যৈ, রোহিণ্যৈ, সীতায়ৈ,  
দ্রৌপদ্যৈ, কুন্ত্যৈ, রুক্মিণ্যৈ, সত্যভামায়ৈ, জাম্ববতৈ, নাগজিত্যৈ, লক্ষ-  
ণায়ৈ, কালিন্দ্যৈ, ভদ্রায়ৈ, মিত্রবিন্দ্যায়ৈ ॥ ততঃ শ্রীগোপালোপাসকানাং  
তদাবরণহেতু শ্রীদামাদীনাং হোমঃ কর্তব্যঃ—ওঁ শ্রীদামেন স্বাহা,  
এবং সুদামেন, স্তোককৃষ্ণায়, লবণায়, অর্জুনায়, বসুদামেন, বিশালায়,  
সুবলায়, শ্রীরামায়, শ্রীকৃষ্ণায় । ততঃ—ওঁ নন্দসখিভ্যঃ স্বাহা, ওঁ  
প্রিয়নন্দসখিভ্যঃ স্বাহা, ওঁ সহচরভ্যঃ, সর্বগোপালেভ্যঃ, নন্দায়, উপ-  
নন্দায়, সুনন্দায়, মহানন্দায়, শুভানন্দায়, প্রাণানন্দায়, সদানন্দায় ॥  
শ্রীযুগলোপাসকানাং শ্রীকৃষ্ণাবরণহেতু প্রিয়সখী-সহচরী-রঙ্গিনী-প্রভৃতি-  
যুথানাং শ্রীললিতাদীনাং হোমঃ কর্তব্যঃ । তত্র প্রথমং শ্রীশুক্লযুগ-  
লস্য হোমঃ কর্তব্যঃ । যথা—শুরবে স্বাহা, ওঁ সর্বভোগ্যো মহাত্ত-  
মরুভ্যঃ স্বাহা, ওঁ চৈত্যাশুরবে স্বাহা ॥ ততঃ শ্রীরাধাহোমঃ—ওঁ  
বার্ষদানবি, গাক্ষিকি, কাঙ্কিকদেবি, শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ে, সর্বেশ্বরী, ক্লীং  
তৎপরে মূলোক্ত তিনটী মন্ত্রে অগ্নির তিন পার্শ্বে উদকাজলিসেক  
করিবে । তদনন্তর দর্ভজুটিকা হোম—উত্তানভাবে দুই হস্তে কতিপয়  
কুশ লইয়া, 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি ১-সংখ্যক মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ-

শ্রীসুন্দাবনসেবাধিকারপ্রদে শ্রীং হ্রীং তুভ্যং শ্রীরাধিকায়ৈ স্বাহা ॥ ততঃ  
 শ্রীকৃষ্ণহোমঃ—ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ, কৃষ্ণ আদিপুরুষঃ,  
 কৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ, কৃষ্ণো হা উ কৰ্মাদিমূলঃ, কৃষ্ণঃ স হ সৰ্বৈ-  
 কার্য্যঃ, কৃষ্ণঃ কাশংকুদাদীশমুখ-প্রভুপূজ্যঃ, কৃষ্ণোহনাদিঃ তস্মিন্ন-  
 জাগ্রত্বর্বাহো যন্মসলং তল্লভতে কৃতী, ক্লীং কৃষ্ণায় ॥ স্বাহা ॥ ততঃ  
 —ওঁ ললিতায়ৈ স্বাহা, ওঁ শ্যামলায়ৈ, ওঁ বিশাখায়ৈ, ওঁ চম্পক-  
 লতায়ৈ, ইন্দুরেখায়ৈ, সুদেবায়ৈ, রঙ্গদেবায়ৈ, সুচিরায়ৈ, তুঙ্গবিদ্যায়ৈ, কুন্দ-  
 লতায়ৈ, ধন্যায়ৈ, মঙ্গলায়ৈ, পদ্মায়ৈ, শৈব্যায়ৈ, ভদ্রায়ৈ, চিত্রোৎপলায়ৈ,  
 পাল্যৈ, তারায়ৈ, কুঞ্জকলিকায়ৈ, নিকুঞ্জকলিকায়ৈ, সুখকলিকায়ৈ,  
 রসকলিকায়ৈ, প্রমোদায়ৈ, ধনিষ্ঠায়ৈ, তুলসায়ৈ, রমায়ৈ, রম্যায়ৈ,  
 বিম্বোষ্ঠায়ৈ, রসদায়ৈ, আনন্দদায়ৈ, কলাবতায়ৈ, রূপমঞ্জর্যৈ, অনঙ্গমঞ্জর্যৈ,  
 রসমঞ্জর্যৈ, লবঙ্গমঞ্জর্যৈ, কস্তুরীমঞ্জর্যৈ, গুণমঞ্জর্যৈ, রতিমঞ্জর্যৈ  
 কপূরমঞ্জর্যৈ । ওঁ সর্বসখীভ্যঃ স্বাহা, ওঁ সর্বসহচরীভ্যঃ সর্বসঙ্গি-  
 নীভ্যঃ, সর্বরসিনীভ্যঃ । ওঁ বৃষভানুভ্যঃ স্বাহা, ওঁ বৃষভানুগণেভ্যঃ  
 স্বাহা, ওঁ কীৰ্ত্তিদায়ৈ স্বাহা, ওঁ সর্বকাৰ্ণেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ সর্ববৈষ্ণ-  
 বেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ সর্ববৈষ্ণবীভ্যঃ স্বাহা ॥ ততঃ—ওঁ নারায়ণায়  
 স্বাহা, ওঁ কারণাধিশায়িনে স্বাহা । এবং গর্ভোদশায়িনে, ক্ষীরাদিধ-  
 শায়িনে, বৈকুণ্ঠধামেন, বাসুদেবায়, সঙ্কর্ষণায়, প্রদ্যুম্নায়, অনিরুদ্ধায়,  
 গোলোকধামেন, মথুরাধামেন, দ্বারকাধামেন ; মৎস্যায়, কুম্ভায়, বরা-  
 হায়, নৃসিংহায়, বামনায়, সঙ্কর্ষণরামায়, রঘুনাথ-রামায়, জামদগ্ন্য-  
 রামায়, বুদ্ধায়, কল্কিনে ; সর্বেভ্যো গুণাবতারেভ্যঃ, সর্বেভ্যো  
 মৎস্বরূপাবতারেভ্যঃ, হংসায়, যজ্ঞায়, দত্তাত্রেয়ায়, পৃথবে, ধন্বন্তরয়ে,  
 মোহিন্যৈ, বিরাজে, সত্যযুগাবতারায় গুরুমূর্তয়ে, ত্রেতাযুগাবতারায়  
 রক্তমূর্তয়ে, দ্বাপরযুগাবতারায় কৃষ্ণমূর্তয়ে, কলিযুগাবতারায় পীত-  
 পূর্বক, কুশসকলের অগ্র-মধ্য-মূল যথাক্রমে দ্ব্যতদ্বারা সিত্ত করিবে ।  
 তৎপরে ঐ কুশগুলি জলদ্বারা অভ্যক্ষণ করিয়া ২-সংখ্যক মন্ত্র উল্লেখ-  
 পূর্বক অগ্নিতে হোম করিবে । পূর্ণহোম—তৎপরে মহাপ্রসাদ-বস্ত্র-

মূর্তয়ে, শ্রীসুন্দাবনধামেন, সুন্দাবনায়, দ্বাদশবনেভ্যঃ, দ্বাত্রিংশৎ-উপ-  
 বনেভ্যঃ, ওঁ শ্রীং ক্লীং রজবাসি-স্বাবর-জগম-সপরিকর-শ্রীশ্রীরাধা-  
 কৃষ্ণেভ্যঃ স্বাহা ॥

ততো ঘাতান্ত্রং প্রাদেশপ্রমাণং সমিধং তৃণীমগ্নৌ হুত্বা উদকা-  
 জলিসেকৈরগ্নিপৰ্য্যক্ষণং কুর্য্যাত্ । যথা—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ  
 গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅনিরুদ্ধো দেবতা অগ্নি-পৰ্য্যক্ষণে বিনিয়োগঃ, ওঁ  
 প্রভো অনিরুদ্ধ ! প্র সুব যজং, প্র সুব যজপতিং ভগায়, পাতা সর্ব-  
 ভূতস্থঃ কেতপুঃ কেতং নঃ পুনাতু, বাগীশঃ বাচনং নঃ স্বদতু’,—  
 অনেন মন্ত্রেণ উদকাজলিনা দক্ষিণাবর্তেন অগ্নিং বেষ্টয়েৎ । ততঃ  
 —‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা উদকা-  
 জলিসেকে বিনিয়োগঃ, ওঁ অনন্ত ! অশ্বমংস্থাঃ’,—অনেনাগ্নেঃ দক্ষি-  
 পতঃ পশ্চিমান্ত্রাৎ পূর্বাভ্যং যাবদুদকাজলিনা সিঞ্জেৎ ॥ ১ ॥ ‘ওঁ  
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা উদকাজলি-  
 সেকে বিনিয়োগঃ, ওঁ অচ্যুত অশ্বমংস্থাঃ’,—অনেনাগ্নেঃ পশ্চিমতঃ  
 দক্ষিণান্ত্রাদুত্তরাভ্যং যাবৎ উদকাজলিনা সিঞ্জেৎ ॥ ২ ॥ ‘ওঁ প্রজা-  
 পতি বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উদকাজলিসেকে  
 বিনিয়োগঃ, ওঁ সরস্বত্যান্বমংস্থা’,—অনেনাগ্নেঃ পূর্বাভ্যং  
 পূর্বাভ্যং যাবৎ উদকাজলিনা সিঞ্জেৎ ॥ ৩ ॥

ততঃ উত্তানহস্তদ্বয়েন কতিপয়ান্তরংকুশান্ গৃহীত্বা দর্ভজুটিকা-  
 হোমং কুর্য্যাত্—(১) ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ  
 শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা দর্ভতৃণাভ্যগ্নে বিনিয়োগঃ, ওঁ অজং রিহাণা ব্যত  
 যঃ’,—অনেন অগ্রমধ্যমূলানি দ্ব্যতেন বারংবারং অভ্যানন্তি, মন্ত্রচারণ  
 বারংবারং পঠিতব্যঃ । ততস্তান্ দর্ভান্তিরিভ্যক্ষ্য—(২) ‘ওঁ প্রজা-  
 পতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা দর্ভজুটিকাহোমে  
 বিনিয়োগঃ, ওঁ ভো বৈষ্ণবান্যমধিপতে বিষ্ণো । রত্নঃ তত্তিচরো বৃষা  
 স্ত্রঃ-গন্ধ-মাল্য-চন্দন-পুষ্প-ফল-তাম্বুলাদিদ্বারা অগ্নিকে পরিতুষ্ট করিয়া  
 দাঁড়াইয়া মূলোক্ত মন্ত্রে পূর্ণহোম করিবে । শান্তিদান—অনন্তর

পশুন অস্মাকং মা হিংসীৎ, এতদন্ত হতং তব স্বাহা',—ইত্যনেন  
অগ্নৌ ক্ষিপেৎ ।

ততো মহাপ্রসাদ-বস্ত্র-সূত্র-গন্ধ-মাল্য-চন্দন-পুষ্প-ফল-তাম্বুলাদি-  
ভিরগ্নিঃ পরিতোষ্য উত্থায় পূর্ণহোমং কুর্য্যাৎ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু  
ঋষিঃ বিরাড্‌গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা বিষ্ণুদাস্যযশস্কামস্য যজ-  
নীমপ্রয়োগে বিনিয়োগঃ, ওঁ পূর্ণহোমং যশসে বিষ্ণবে জুহোমি, যঃ  
অস্মৈ বিষ্ণবে জুহোতি, স বরং অস্মৈ দদাতি, বিষ্ণোঃ বরং ব্রণে,  
যশস্য ভামি লোকে স্বাহা',—অনেন পূর্ণাহুতিং দদ্যাৎ ।

ততঃ প্রদক্ষিণেন গজ্ঞা, ( কুশময়ব্রাহ্মণপক্ষে ) ব্রহ্মগ্রহিৎ মুক্তা,  
পুনরাগত্য আসনে উপবিষ্য পূর্বস্থাপিত-মহাপ্রসাদ-গন্ধ-পুষ্প-চন্দন-  
তুলসী-ফলাদিসংযুত-পানীয়স্নানোদকৈঃ শান্তিদানং কুর্য্যাৎ,—'ওঁ  
প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা শানিকর্মণি জপে  
বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুঃ ভুবঃ স্বঃ, কন্না নঃ চিত্রে আভুবৎ উতী সদা ব্রধঃ  
সখা, কন্না শচিষ্ঠয়া ব্রতা ॥ ওঁ ভুঃ ভুবঃ স্বঃ কং ত্বা সত্যো মদানাং  
মংহিষ্ঠো মৎসৎ অক্ষসঃ, দৃতা চিদ্‌ আরম্ভে বসু ॥ ওঁ ভুঃ ভুবঃ স্বঃ  
অভী-যু-ণঃ সখীনাম্‌ অবিতা জরিতুণাং, শতং ভবাসি উতয়ে ॥ ওঁ  
স্বস্তি নো গোবিন্দঃ স্বস্তি নঃ অচ্যুতানন্তৌ, স্বস্তি নো বাসুদেবো বিষ্ণুঃ  
দধাতু ॥ স্বস্তি নো নারায়ণো নরো বৈ, স্বস্তি নঃ পদ্মনাতঃ পুরু-  
ষোত্তমো দধাতু । স্বস্তি নো বিশ্বক্সেনো বিশ্বেশ্বরঃ, স্বস্তি নো  
হাষীকেশো হরিঃ দধাতু । স্বস্তি নো বৈনতেয়ো হরিঃ, স্বস্তি নোহঙ্জনা-  
সুতো হনুঃ ভাগবন্তো দধাতু ॥ স্বস্তি স্বস্তি সুমঙ্গলৈকেশো মহান্  
শ্রীকৃষ্ণঃ, সচ্চিদানন্দধনঃ সর্বেশ্বরেশ্বরো দধাতু ॥ ওঁ দ্যৌঃ শান্তিঃ,  
অন্তরীক্ষং শান্তিঃ, পৃথিবী শান্তিঃ, আপঃ শান্তিঃ, বায়ুঃ শান্তিঃ, তেজঃ  
শান্তিঃ, ওমধয়ঃ শান্তিঃ, লোকাঃ শান্তিঃ, ব্রাহ্মণাঃ শান্তিঃ, বৈষ্ণবাঃ

প্রদক্ষিণভাবে গিয়া কুশময় ব্রহ্মার ব্রহ্মগ্রহি মুক্ত করিয়া দিয়া পুনঃ  
আসনে আসিয়া উপবেশনকরতঃ পূর্বে স্থাপিত মহাপ্রসাদ-গন্ধ-পুষ্প-

শান্তিঃ, শান্তিরন্ত, ধূতিরন্ত ॥ ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ ॥  
ইতি বারব্রহ্মং পঠেৎ ॥

ততঃ কর্ম কারয়িতু-বৈষ্ণবব্রাহ্মণায় অন্যেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ যথা-  
শক্তি দক্ষিণাং দদ্যাৎ, ততোহচ্ছিদ্রবাচনং বৈষ্ণব্যসমাধানঞ্চ কুর্য্যাৎ ।  
( সম্প্রদানকর্মণি দ্রষ্টব্যং ) । যথাশক্তি কার্ষাদি-বৈষ্ণবসেবাং জীব-  
সন্তর্পণঞ্চ কুর্য্যাৎ । শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনং বৈষ্ণবৈঃ, তদশক্তৌ কৃষ্ণনাম-  
কীর্তনং করণীয়ম্ । সর্ব্বেভ্যো দত্তবৎ প্রণমেৎ ইতি উদীচ্য কর্ম ।

ইতি বিবাহ-কর্ম সমাপ্তম্ ॥



## অথ গর্ভাধানম্

ঋতুমানাদৃদ্ধং নিম্নেকদিবসে পতিঃ—কৃত প্রাতঃকৃত্যঃ স্নাতঃ  
ওচিরাচান্তঃ কৃতনিত্যোষ্টকৃত্যঃ কার্ষাদিপার্ষদবৈষ্ণবসহিতং শ্রীমন্তগ-  
বন্তং শ্রীনারায়ণং পুরুষসূক্তমন্ত্রৈঃ যথাবিধি সম্পূজ্য সাংগংসন্ধ্যায়াম-  
তীতায়াম্‌ শুভলগ্নে প্রাগ্‌গে গোময়মুৎস্নানাভিঃ সুলিঙায়াম্‌ ভূমৌ  
স্বপুজিত-শ্রীশালগ্রামাদিমুষ্টি-সমুখে শ্রীবিষ্ণুস্মরণ-স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং  
মন্ত্রৈরেতিঃ পঞ্চকুহ্মোহর্ঘ্যং শ্রীবিষ্ণবে দদ্যাৎ ।

চন্দন-তুলসী ফলাদিসহিত জলপাত্রের জলদ্বারা মূলোক্ত মন্ত্র পাঠ-  
পূর্ব্বক শান্তিদান করিবে । এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে ।

তৎপরে কর্ম কারয়িতা পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবকে ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ-  
কেও যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে । তৎপরে অচ্ছিদ্রবাচন ও বৈষ্ণব্যসমাধান  
করিবে । যথাশক্তি কার্ষাদিবৈষ্ণবগণের সেবা এবং জীবসন্তর্পণ  
করিবে । বৈষ্ণবগণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন, অসমর্থ হইলে কৃষ্ণনাম-  
কীর্তন করিবে । সকলকে দত্তবৎ প্রণাম করিবে । ইতি উদীচ্যকর্ম ॥  
ইতি বিবাহ সমাপ্ত ॥

অর্থ্যানুষ্ঠান-প্রমাণং, যথা শ্রীকৃষ্ণযামলে—পঞ্চামৃতং পঞ্চগব্যং জলং দুগ্ধং  
হরীতকী। গন্ধ-ওবাক-পুষ্পানি চন্দনং মলয়জবম্। হরিদ্রা কুঙ্কমং দুর্বা-  
সুগন্ধি তুলসী তথা। হরেরব্যাং ভবেৎ ধাত্রী মাল্যো পূজনোৎসবে ॥ ইতি  
যোড়শাঙ্গোহর্ঘ্যঃ ॥ (১)

ততঃ শব্দে তদভাবে মৃৎপাত্রে পঞ্চামৃত-পঞ্চগব্য-জল-দুগ্ধ-  
হরীতকী-গন্ধ-ওবাক-পুষ্প-মলয়জচন্দন-হরিদ্রা-কুঙ্কম-দুর্বা-তুলসী-  
সুগন্ধি-ধাত্রী-প্রভৃতীন গৃহীত্বা শ্রীবিষ্ণুবে পঞ্চবারং অর্ঘ্যং দদ্যাৎ যথা  
—‘ও’ জগন্নাথ মহাবাহো সর্বোপদ্রবনাশন। নবপুষ্পোৎসবে মেহ-  
র্ঘ্যং গৃহাণ জগদীশ্বর ॥ এতদর্ঘ্যং ও’ শ্রীবিষ্ণুবে নমঃ ॥ ১ ॥ ইতি  
অর্ঘ্যং দদ্যাৎ। এবং প্রতিবারম্। ‘ও’ নারায়ণ হরে রাম গোবিন্দ  
গরুড়ধ্বজ। নবপুষ্পোৎসবে মেহর্ঘ্যং গৃহাণ পরমেশ্বর ॥ ২ ॥ ও’  
দীনবন্ধো রূপাসিকো পরমানন্দমাধব। নবপুষ্পোৎসবে মেহর্ঘ্যং  
গৃহাণ মধুসূদন ॥ ৩ ॥ ও’ বিষ্ণুদেব বিশ্ববন্ধো হি বিশ্বেশ বিশ্ব-  
লোচন। নবপুষ্পোৎসবে মেহর্ঘ্যং গৃহাণ শ্যামসুন্দর ॥ ৪ ॥ ও’  
চিদানন্দ হৃষীকেশ ভক্তবশ্য জনার্দন। নবপুষ্পোৎসবে মেহর্ঘ্যং  
গৃহাণ কমলাপতে ॥ ৫ ॥

(৫) অথ গর্ভাধান -ঋতুস্নানের পরে নিষেকদিবসে পতি প্রাতঃ-  
কৃত্য সমাপনান্তর স্নান করিয়া শুচি হইয়া আচমনপূর্বক নিত্যসন্ধ্যা-  
পূজাদি সম্পাদন করিয়া পুরুষসুত্তমন্ত্রে ষথাবিধানে কাষাদি-পার্শ্বদ-  
বৈষ্ণব সহিত শ্রীভগবান্ নারায়ণের অর্চন করিবে। সাংঘ-সঙ্ঘা  
অতীত হইলে শুভলগ্নসময়ে প্রাঙ্গণে গোময়, মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা  
উত্তমরূপে লিঙ্গ ভূমিতে শ্রীশালগ্রামাদি মূর্তির সম্মুখে শ্রীবিষ্ণুস্মরণ ও  
ঋত্বিবাচনপূর্বক পশ্চাৎস্থিত মন্ত্রে শ্রীবিষ্ণুকে পাঁচবার অর্ঘ্য প্রদান  
করিবে। [শ্রীকৃষ্ণযামলে অর্ঘ্যের প্রমাণ—পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য, জল,

(১) অর্ঘ্যঃ—(ক) আগঃ ক্ষীরং কুশপ্রক দধি সপিঃ সতপ্তুলম্। যবঃ সিদ্ধার্থ-  
কশ্চৈব অষ্টাঙ্গোহর্ঘ্যঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ অথবা,—(খ) সাক্ষতং সূমনোমুক্তং উদকং  
দধিমিশ্রিতম্ ॥ বিষ্ণুতত্ত্বের অর্ঘ্যসাধারণতঃ অতি সংক্ষেপে গন্ধ-পুষ্প-জল-তুলসী  
অপরের অর্ঘ্য গন্ধ-পুষ্প-জল—ইহা অর্ঘ্যোপকরণ।

এতৎ শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবপূজার্যাদানাদিকং সর্বং কৰ্ম সমাপ্য নিশা-  
য়াং নিষেককৰ্ম্ম কুর্যাৎ। ততঃ অর্ঘ্যান্তে নিষেকপূর্বক্ৰমেণ বা পতিঃ  
শুচিঃ সুগন্ধঃ সুবেশঃ পূর্বাভিমুখোপবিষ্টায়া বধ্বাঃ পশ্চাৎ স্থিত্বা,  
বধ্বাঃ কক্ষোপরিভাবেন অবতীর্ণেন দক্ষিণহস্তেন উপস্থং স্পৃশন্ জপতি  
—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্ঠপ্ হৃদঃ শ্রীবিষ্ণুচ্যুতহরিজগদীশা  
দেবতা গর্ভাধানে বিনিয়োগঃ, ও’ বিষ্ণুঃ যোনিং কল্পয়তু, অচ্যুতো  
রূপাণি পিংশতু, আসিঞ্চতু হরিঃ গর্ভং জগদীশো দধাতু তে ॥’ ১ ॥  
ততঃ পুনরপি উপস্থং স্পৃশন্ জপতি—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ  
অনুষ্ঠপ্ হৃদঃ শ্রীগর্ভোদশায়ি-নরনারায়ণা দেবতা গর্ভাধানে বিনিয়োগঃ,  
ও’ গর্ভং ধেহি গর্ভোদশায়িন্, গর্ভং তে নরনারায়ণৌ আধতাং পুঙ্কর-  
ব্রজৌ ॥’ ২ ॥ ততো নাভিপদ্যং সমাধায় পতিরেরদুদীরয়েৎ—‘ও’ দীর্ঘা-  
য়ুঃ কৃষ্ণভক্তং পুত্রং জনয় সূত্রতে।’ ততো ভাষ্যাং উপেয়াৎ ॥ ইতি  
সামবেদীয়গর্ভাধানম্।



দুগ্ধ, হরীতকী, গন্ধ, ওবাক, পুষ্প, মলয়জ-চন্দন, হরিদ্রা, কুঙ্কম, দুর্বা,  
সুগন্ধি, তুলসী, কুশ, আমলকী—মাল্যিকপূজা-উৎসবে এই সকল  
শ্রীহরির অর্ঘ্যোপকরণ।] শব্দে, অভাবে মৃৎপাত্র পঞ্চামৃতাদি লইয়া  
মূলোক্ত মন্ত্রপাঠপূর্বক শ্রীবিষ্ণুকে পাঁচবার অর্ঘ্য দিবে।

শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব-পূজা ও অর্ঘ্যপ্রদানাদি কৰ্ম্ম সম্পাদন করিয়া  
স্মারিতে নিষেককর্য্য অনুষ্ঠান করিবে। অর্ঘ্যাদিপ্রদানান্তর অথবা  
নিষেকের পূর্বক্ৰমেণ পতি সুগন্ধলিঙ্গ, সুবেশপরিহিত ও শুচি হইয়া,  
পূর্বমুখী হইয়া উপবিষ্ট বধুর পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া, বধুর  
দক্ষিণকক্ষের উপর দিয়া নামাইয়া নিজ দক্ষিণ হস্তের দ্বারা বধুর  
ক্ৰোড়দেশ স্পর্শপূর্বক ১-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিবে। ঐরূপে পুনরায়  
২-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিবে। অতঃপর বধুর নাভিপদ্য স্পর্শ করিয়া  
‘ও’ দীর্ঘায়ুঃ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক নিষেককর্য্য করিবে। ইতি  
সামবেদীয় গর্ভাধান ॥

## অথ পুংসবনম্

প্রথমগর্ভস্য তৃতীয়মাসস্যোপক্রমে শুভে দিনে প্রাতঃ কৃতস্নান-  
হিকঃ কৃতশ্বেতবিশুবৈষ্ণবার্চনঃ ততঃ কৃতসাত্ত্বিকবুদ্ধিশ্রাদ্ধঃ ( অর্থঃ  
শ্রীবিষ্ণুমহাপ্রসাদচরণোদকৈঃ কৃতগুরুপরম্পরাপূজনঃ ) পতিচন্দ্র-  
নামানময়িং সংস্থাপ্য, বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশভিক্কাং সমাপ্য, কৃতস্নানঃ  
বধুযুগ্মেঃ পশ্চিমায়ান্ দিশি স্বদক্ষিণতঃ উদগগ্রেষু কুশেষু প্রাণমুখীমুপ-  
বেশ্য, প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণং ঘৃতাজ্ঞাং সমিধং তৃণীমগ্নৌ  
হুত্বা, ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমং কুর্য্যাত্ । যথা,—“ওঁ প্রজাপতিঃ  
বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে  
বিনিয়োগঃ, ওঁ ত্বঃ স্বাহা । ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ  
শ্রীঅচ্যুতো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ত্বঃ  
স্বাহা । ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা  
ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ স্বঃ স্বাহা ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ  
বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতি-  
হোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ত্বঃ ত্বঃ স্বঃ স্বাহা ॥” ততঃ পতিরুথায় বধু-  
পৃষ্ঠদেশস্থিতো বধুদক্ষিণকক্ষং স্পৃষ্ট্বা অবতীর্ণেন দক্ষিণহস্তেনাব্যব-  
হিতং নাভিদেশং স্পৃশ্ণ জপতি—“ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনু-  
ষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীমহাবিশ্ব বাসুদেবাচ্যুতানন্ত-গোবিন্দ-বিষ্ণবো দেবতাঃ

(৬) অথ পুংসবন—বধুর প্রথমগর্ভের তৃতীয়মাসের আরম্ভে  
পতি শুভদিনে প্রাতঃস্নান, বিশুপূজা ও শ্রীবিষ্ণুর মহাপ্রসাদ-চরণানুত-  
ছারা গুরুপরম্পরাপূজা করিবে । তৎপরে চন্দ্র-নামক অগ্নি সংস্থাপন  
করিয়া বিরূপাক্ষজপান্তা কুশভিক্কা সমাপন করিবে । অনন্তর স্নাতা  
বধুকে অগ্নির পশ্চিমদিকে নিজদক্ষিণপার্শ্বে উত্তরাগ্র কুশাসনে পূর্ব-  
মুখী বসাইয়া, প্রকৃতকর্ম্মের আরম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ-ঘৃতাজ্ঞা সমিধ অগ্নিতে  
অমন্ত্রক নিষ্কেপপূর্বক মুজোক্তরূপে ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতি হোম  
করিবে । অনন্তর পতি বধুর পৃষ্ঠভাগে দাঁড়াইয়া বধুর দক্ষিণকক্ষ

পুংসবনে বিনিয়োগঃ, ওঁ পুমাংসৌ মহাবিশ্ববাসুদেবৌ পুমাংসৌ অচ্যু-  
তানন্তৌ উভৌ । পুমান্ গোবিন্দশ্চ বিষ্ণুশ্চ পুমান্ গর্ভন্তবোদরে ॥’  
মন্ত্রমিমং বারংবারং পঠেৎ ।

ততো ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমং কৃত্বা প্রাদেশপ্রমাণং ঘৃতা-  
জ্ঞাং সমিধং তৃণীমগ্নৌ হুত্বা সর্বকর্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি  
বামদেব্যগানান্তে উদীচ্য কর্ম্ম সমাপ্য কর্ম্মকারয়িতৃপাক্ষরাগ্নিকবৈষ্ণ-  
বায় দক্ষিণাং দদ্যাত্ । ইতি সামবেদীয়পুংসবনকর্ম্ম ॥



## অথ সীমন্তোন্নয়নম্

প্রথমগর্ভস্য চতুর্থে ষষ্ঠেহষ্টমে বা মাসি সীমন্তোন্নয়নং কর্ত-  
ব্যম্ । তত্র যদি দৈবদ্য যথাকালে গর্ভাধান-পুংসবন-কর্ম্মণী ন কৃত্তে,  
তদা সীমন্তোন্নয়নদিবসে গর্ভাধান-পুংসবনকর্ম্মণী সমাপ্য সীমন্তোন্নয়-  
নং কার্য্যম্ । তত্র প্রথমং কৃতস্নানঃ কৃতবিশুর্চনঃ কৃতসাত্ত্বিকবুদ্ধি-  
শ্রাদ্ধঃ পতির্মঙ্গলনামানময়িং সংস্থাপ্য, বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশভিক্কাং  
সমাপ্য, সংকল্পং কুর্য্যাত্ । যথা—“ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎ সৎ অদ্যোত্যাতি  
এতন্মদীয়পত্ন্যা যথাকালে গর্ভাধান-পুংসবন-কর্ম্মণোঃ অকরণজনিত-

স্পর্শপূর্বক হস্ত নামাইয়া নাভি স্পর্শ করিয়া “ওঁ প্রজাপতি” ইত্যাদি  
মূলোক্ত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে ॥ ইহার পর ব্যস্তসমস্তমহাব্যা-  
হতিহোম, অমন্ত্রক প্রাদেশ-প্রমাণ ঘৃতাজ্ঞা সমিধ নিষ্কেপ, সর্বকর্ম্ম-  
সাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্তে উদীচ্যকর্ম্ম সম্পাদন ও  
দক্ষিণা-দান । ইতি সামবেদীয় পুংসবন-কর্ম্ম ॥

(৭) অথ সীমন্তোন্নয়ন—প্রথম গর্ভের চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম  
মাসে সীমন্তোন্নয়ন করিবে । যদি দৈব্য-বশতঃ যথাকালে গর্ভাধান  
ও পুংসবনকর্ম্ম সম্পাদিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সীমন্তো-  
ন্নয়নের দিনে অগ্রে গর্ভাধান-পুংসবন কর্ম্মদ্বয় সম্পাদনপূর্বক



দোষ-প্রশমনায় শাট্যায়ন-হোমমহং কুব্বীয়',—ইতি সংকল্য শাট্যায়ন-হোমং কুর্যাৎ (উদীচ্যকর্ম দ্রষ্টব্য)। ততো যথোক্তগর্ভাধান-পুংসবনকর্মণী সমাপ্য, প্রাতঃ কৃতস্তনানং বধুঃ অগ্নেঃ পশ্চিমায়াং দিশি স্বদক্ষিণত উদগগ্রেষু কুশেষু প্রাণ্ণমুখীমুপবেশ্য, প্রকৃত-কর্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণং যতাজ্ঞং সমিধং তৃক্ষীমগ্নৌ হুত্বা, ব্যস্তসমস্ত-মহা-ব্যাহতিহোমং কুর্যাৎ। যথা,—ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুঃ স্বাহা। 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুঃ স্বাহা। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ স্বঃ স্বাহা। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ রুহতী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতি-হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুঃ ভুঃ স্বঃ স্বাহা ॥'

ততো বধুপৃষ্ঠদেশে স্থিতঃ পূর্বাভিমুখঃ পতিঃ একবৃত্তস্থিতং পক্ণ্ডুম্বরফল-যুগলং পট্টসূত্রাদিগ্রথিতং আচারপ্রাপ্তসুবর্ণাদিঘটিত-বাসুদেব-পাদযুগলং যবপ্রতিকৃতি-সহিতং রক্ষার্থোপকল্পনিম্নসর্ষপডল্লা-

সীমন্তোন্নয়ন অনুষ্ঠান করিবে। পতি প্রথমে স্নাত হইয়া বিষ্ণু-পূজা করিবে, পরে সান্ত্বিকরুদ্রিত্রাঙ্ক করিয়া মঙ্গলনামক অগ্নি স্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা শেষ করিবে। অতঃপর 'ওঁ বিষ্ণুঃ' ইত্যাদি সংকল্পপূর্বক শাট্যায়ন-হোম করিবে। তৎপরে যথোক্ত-বিধানে গর্ভাধান-পুংসবন-কর্ম সমাপনপূর্বক বধুকে প্রাতঃস্নান করাইয়া অগ্নির পশ্চিমদিকে নিজের দক্ষিণপাশ্বে উত্তরাগ্র কুশাসনে পূর্বমুখী করিয়া বসাইয়া, মুখ্যকাষ্যারক্তমুখে প্রাদেশপ্রমাণ যতাজ্ঞ সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে প্রদান করিবে এবং ব্যস্ত-সমস্ত-মহাব্যাহতি হোম করিবে। হোমান্তে পতি বধুর পশ্চাতে পূর্বমুখে দাঁড়াইয়া পট্টসূত্রাদি দ্বারা গ্রথিত ও একবৃত্তস্থিত দুইটি পক্ণ্ডুম্বর ফল, আচারানু-সারে সুবর্ণাদির দ্বারা নিম্নিত বাসুদেব-চরণযুগল ও যবপ্রতিকৃতি

তরুচাদুপেতং গৃহীত্বা, 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ওঁ ভুঃ স্বঃ স্বাহা-ফলযুগলবন্ধনে বিনিয়োগঃ, ওঁ অগ্নং উজ্জ্বা-বতো রক্ষ উজ্জ্বীব ফলিনী ভব, পর্ণং বনস্পতে নুত্বা চ সুয়তাং রয়িঃ ॥' ১ ॥ অনেন বধুকর্ত্তে দদ্যাৎ ॥ ততো দর্ভপিঞ্জলীগ্রয়ং গৃহীত্বা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা দর্ভপিঞ্জ-লীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুঃ ॥' ২ ॥ ইতি দর্ভপিঞ্জ-লীভিঃ বধাঃ কেশান্তাদারভ্য সীমন্তমূর্নয় দর্ভপিঞ্জলীঃ কেশপাশে স্থাপয়েৎ। [ দর্ভপিঞ্জলী-শব্দেন্নাত্র প্রাদেশপ্রমাণং কুণপগ্রদ্বয়ং কুশা-ত্তরং বেষ্টিতমুচ্যতে। ] ততঃ পুনরপি দর্ভপিঞ্জলীগ্রয়ং গৃহীত্বা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা দর্ভপিঞ্জ-লীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুঃ ॥' ৩ ॥ —ইতি তথৈব কৃত্বা তাঃ স্থাপয়েৎ। ততঃ পুনরপি দর্ভপিঞ্জলীগ্রয়ং গৃহীত্বা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ, ওঁ স্বঃ ॥' ৪ ॥ ইতি মন্ত্রেণ তথৈব স্থাপ-য়েৎ। ততঃ শরং গৃহীত্বা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ এবং রক্ষার নিমিত্ত নিম্ব, সরিষা, ভেলা, বচ প্রভৃতি লইয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ' ইত্যাদি মূলোক্ত ১-সংখ্যক মন্ত্রে ঐ সকল বধুর কর্ত্তে বাঁধিয়া দিবে। তৎপরে তিনটি দর্ভপিঞ্জলী ( পবিত্র ) লইয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মূলোক্ত ২-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিয়া উক্ত দর্ভপিঞ্জলীর দ্বারা বধুর সীমন্ত ( সিন্দুরপ্রদানের স্থান ) উর্ধ্বে টানিয়া ঐ দর্ভপিঞ্জলীগ্রয় কেশমধ্যে স্থাপন করিবে। [ প্রাদেশপ্রমাণ কুশপগ্রদ্বয় অন্য একটি কুশের দ্বারা বেষ্টিত করিলে উহাকে দর্ভপিঞ্জলী কহে। ] পুনরায় ঐরূপ তিনটি দর্ভপিঞ্জলীদ্বারা মূলোক্ত ৩-সংখ্যক মন্ত্রে পূর্ববৎ সীমন্তের উন্নয়ন ও দর্ভপিঞ্জলী স্থাপন করিবে। আবার ঐরূপ দর্ভ-পিঞ্জলীগ্রয়দ্বারা মূলোক্ত ৪-সংখ্যক মন্ত্রে সীমন্তোন্নয়ন ও দর্ভপিঞ্জলী স্থাপন করিবে। তারপর একটি শর লইয়া মূলোক্ত ৫-সংখ্যক মন্ত্রে কেশান্ত হইতে সীমন্ত উর্দ্ধে তুলিয়া তথায় শরটি ঐভাবে স্থাপন

হৃন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা শরৎ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ, ওঁ যেন  
অদিতোঃ সীমানং নয়তি প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ মহতে সৌভগায়, তেন  
অহং অসৌ সীমানং নয়ামি প্রজাং অসৌ জরদন্টিং কৃণোমি ॥ ৫ ।  
ইতি তথৈব কেশান্তাদারভ্য শরৎ সীমন্তুমুন্নয় শরৎ তথৈব স্থাপয়েৎ ।  
ততঃ সূত্রপূর্ণতর্কুং গৃহীত্বা—“ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ জগতী হৃন্দঃ  
শ্রীরামো দেবতা সূত্রপূর্ণতর্কুণা সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ, ওঁ রামমহং  
সহবাং সূচটুতী হবৈ, কৃণোতু নঃ সূভগা বোধতু আত্মনা সীবাভু অপঃ  
সূচ্যা অক্ষিদিয়মানয়া দদাতু বীরং শতদানুমুখ্যাম্ ॥” ৬ ॥ ইতি সূত্রপূর্ণ  
তর্কুণা কেশান্তাদারভ্য সীমন্তুমুন্নয় তং তথৈব স্থাপয়েৎ । ততঃ স্ত্রি-  
তাং শললীং ( সজারু কণ্টকং ) বিকল্পে কাষ্ঠ-কঙ্কতিকং বা গৃহীত্বা  
—“ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ জগতী হৃন্দঃ শ্রীরামো দেবতা স্ত্রিষ্বেতয়া  
শলল্যা ( কাষ্ঠ কঙ্কতিকয়া ) সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ, ওঁ যাস্তে রাম  
সুমনয়ঃ সুপেশসো যাভিঃ দদসি দাশুমে বসুনি, তাভিঃ নঃ অদ্য  
সুমনা উপাগমি সহস্রপোষং সুভগে ররাপা ॥” ৭ ॥—ইতি শলল্যা  
( কাষ্ঠ কঙ্কতিকয়া ) কেশান্তাদারভ্য সীমন্তুমুন্নয় স্থাপয়েৎ । ততঃ-  
তিলতণ্ডুলমাষসাধিত-কুশররূপং স্থালীপাকমুপরিদত্ত্ব্যতং পতিবধুং  
দর্শয়ন্ পৃচ্ছতি—“ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী হৃন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ  
দেবতা বধুপ্রম্নে বিনিয়োগঃ, ওঁ কিং পশ্যসি ॥” ততঃ স্থালীপাকং  
পশ্যন্তীং বধুং পাঠয়তি—“ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী হৃন্দঃ  
করিবে । তারপর সূত্রপূর্ণ তর্কুর (টোকা বা টাকুরা) দ্বারা মূলোক্ত  
৬-সংখ্যক মন্ত্রে সীমন্তোন্নয়ন ও তর্কুস্থাপন করিবে । অতঃপর  
তিনস্থানে স্ত্রৈতবর্ণ একটি সজারু কাঁটাদ্বারা অথবা কাষ্ঠচিরুণীদ্বারা  
মূলোক্ত ৭-সংখ্যক মন্ত্রে পূর্ববৎ সীমন্তোন্নয়ন ও শললী স্থাপন  
করিবে । অতঃপর তিল-তণ্ডুল-মাষের দ্বারা স্থালীপাকে কুশর  
( খিচুরী ) পাক করিয়া তাহার উপর ঘৃত দিবে এবং পতি বধুকে  
উহা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে—“ওঁ প্রজাপতিঃ...পশ্যসি ।” বধু  
স্থালীপাক দেখিতে দেখিত “ওঁ প্রজাপতিঃ...পত্ন্যঃ” মন্ত্র পাঠ করিবে ।

শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা স্থালীপাকাবেষ্ণুণে বিনিয়োগঃ, ওঁ প্রজাং পশুন্  
সৌভগাং দৃতকৃষ্ণভক্তিহং আব্রোঃ, দীর্ঘায়ুশ্চৈতং পত্ন্যঃ ॥” ততো ব্যস্ত-  
সমস্ত মহাব্যাহতিহোমং কৃত্বা, প্রাদেশপ্রমাণং দ্ব্যতীকৃতং সমিধং তৃক্ষী-  
মগ্নৌ হত্বা, প্রকৃতং কৰ্ম্ম সমাপ্য সৰ্বকৰ্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-  
বামদেব্যাগানান্তমুদীচ্যং কৰ্ম্ম সমাপ্য, কৰ্ম্মকারয়িত্ব-পাঞ্চরাত্রিক-  
বৈষ্ণবায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ । ততোহবিধবাং পুত্রবত্যা নার্যাঃ বেদ্যা-  
মুখ্যাপ্য কলসোদকেন স্নানাদি-মঙ্গলং কুর্য্যুঃ । তাত্ “ভক্তবীরসুভবং  
ভব, জীবসুভবং ভব, জীবপত্নী হং ভব”,—ইত্যপি শ্রুয়ুঃ । তত্ কুশরং  
গর্ভবতী ভুঞ্জীত । ইতি সামবেদীয়-সীমন্তোন্নয়নম্ ।

## অথ শোষ্যন্তী-হোমঃ

আসন্নপ্রসবায় বধ্বাঃ সুখপ্রসবার্থং শোষ্যন্তীহোমঃ কর্তব্যঃ ।  
তত্র কৃতস্নানঃ কৃতবিষ্ণুবৈষ্ণবার্চনঃ কৃতসাত্ত্বিকবুদ্ধিশ্রদ্ধঃ পতিঃ, “ওঁ  
বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদোত্যাতি অমুকান্তিধানায়া মদীয়পত্ন্যাঃ সুখপ্রস-  
বার্থং শ্রীবিষ্ণুঃ মরণপূর্বকং শোষ্যন্তীহোমমহং কুব্বীয়” ইতি

অনন্তর মহাব্যাহতি-হোম ও অমন্ত্রক প্রাদেশ-প্রমাণ দ্ব্যতীকৃত  
সমিধ্ নিষ্ক্রেপ করিয়া মূল কৰ্ম্ম শেষ করিয়া সৰ্বকৰ্ম্মসাধারণ  
শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যাগানান্ত উদীচ্যকৰ্ম্ম সমাপনপূর্বক কৰ্ম্ম-  
কারয়িতা পাঞ্চরাত্রিকবৈষ্ণবকে দক্ষিণা প্রদান করিবে । তারপর  
অবিধবা পুত্রবতী নারীগণ বরবধুকে বেদীতে উঠাইয়া স্নানাদি  
মঙ্গলকার্য্য করিবে এবং বধুকে “ভক্তবীরসু ভব” ইত্যাদি মন্ত্র বলিবে ।  
গর্ভবতী ঐ খিচুড়ী ( কুশর ) ভক্ষণ করিবে । ইতি সামবেদীয়  
সীমন্তোন্নয়ন ॥

(৮) অথ শোষ্যন্তীহোম—আসন্নপ্রসবা বধুর সুখ-প্রসবের জন্য  
শোষ্যন্তীহোম কর্তব্য । তাহাতে পতি স্নানানন্তর বিষ্ণু-বৈষ্ণবার্চন ও  
সাত্ত্বিকবুদ্ধিশ্রদ্ধ করিয়া “ওঁ বিষ্ণু” ইত্যাদি মন্ত্রে সঙ্কল্প করিয়া, পূর্ববৎ

সক্ষম্য পূর্ববৎ মঙ্গল-নামানময়িং সংস্থাপ্য, বিরূপাক্ষজপান্ত্র কুশপ্তিকাং সমাপ্য, প্রকৃতকর্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণং ঘৃতান্ত্রং সমিধং তৃণী-মগ্নৌ হুত্বা, ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমং কুর্য্যাদ্ । যথা—‘ওঁ প্রজা-পতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্তমহা-ব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুঃ স্বাহা ।’ ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনি-য়োগঃ, ওঁ ভুঃ স্বাহা ।’ ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ স্বঃ স্বাহা ।’ ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ রুহতী ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুঃ ভুঃ স্বঃ স্বাহা ।’ ততঃ—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ পঙক্তিঃ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা শোম্যস্তীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণো যা তিরশ্চী নিপদ্যতে অহং, বিধরণী ইতি, তাং ঘৃতস্য ধারণা যজে সংরাধনীং অহং সং-রাধন্যৈ দেবৌ দেষ্টৌ ইদং ত্বংপ্রসাদামৃতং স্বাহা ।’ ইতি শ্রীবিষ্ণু-চরণামৃতপ্রসাদনির্ম্মাণ্যসহিতং আজ্যং দদ্যাদ্ । ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিপশ্চিন্নাহাবিষ্ণুঃ দেবতা শোম্যস্তীহোমে বিনি-য়োগঃ, ওঁ বিপশ্চিৎ মহাবিষ্ণুঃ পুষ্পমন্ডরং তৎধাতা পুনঃ আহরং, পরে এহি ত্বং বিপশ্চিৎ মহাবিষ্ণুঃ, পুমান্ অয়ং জনিস্যতে অমুক-দেবশর্ম্মা নাম স্বাহা ।’ অগ্রামুকস্থানে ভবিষ্যৎপুত্রস্য হৃদয়-নিহিতং বিষ্ণুদাস্যসূচকং নাম বস্ত্রবাম্ । যথা—‘মুকুন্দদাসশর্ম্মা স্বাহা’

মঙ্গলনামক অগ্নি স্থাপনপূর্বক বিরূপাক্ষজপান্ত্র কুশপ্তিকা সমাপন করিয়া, প্রকৃতকর্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতান্ত্রসমিধ্ ঐ অগ্নিতে অমন্ত্রক নিক্ষেপপূর্বক ব্যস্ত-সমস্ত-মহাব্যাহতি-হোম করিবে । তারপর ‘ওঁ প্রজাপতিঃ...অমৃতং স্বাহা’—মন্ত্রে শ্রীবিষ্ণুচরণামৃত-প্রসাদ-নির্ম্মাণ্য-সহিত আজ্য দিবে । অনন্তর ‘ওঁ প্রজাপতিঃ...নাম স্বাহা’—মন্ত্রে ভাবী পুত্রের সক্ষমিত বিষ্ণুদাসসূচক নাম উল্লেখ করিয়া হোম করিবে তারপর মহাব্যাহতিহোম ও অমন্ত্রক প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতান্ত্র সমিধ্

ইতি । ততো ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমং কৃত্বা, প্রাদেশপ্রমাণং ঘৃতান্ত্রং সমিধং তৃণীমগ্নৌ হুত্বা, প্রকৃতং কর্ম সমাপ্য, সর্বকর্মসাধা-রণং শাট্যায়নহোমাদিবামদেবাগানান্ত্রমুদীচ্যং কর্ম সমাপ্য, কর্মকার-য়িতৃ-পাক্ষরাত্রিক-বৈষ্ণবায় দক্ষিণাং দদ্যাদ্ । ইতি সামবেদীয়-শোম্যস্তী-হোমঃ ।

## অথ জাতকর্ম

পুত্র জাতে সতি নাড়ীচ্ছেদনাৎ প্রাক্ পিতা,—‘মা নাভিৎ কুন্তত, স্তন্যাক মা দত্ত’—ইত্যভিধায় তৎকালকৃতনানঃ শ্রীগুরুন্ (শ্রীগুরু-পরমগুরুপ্রভৃতীন্) অভিবাদ্য স্তব্ধা শ্রীবিষ্ণুস্মরণং কৃত্বা (মঙ্গলাচরণে (ক) দ্রষ্টব্যং) প্রক্ষালিতশিলায়াং ব্রহ্মচারিণা কুমার্যা গর্ভবত্যা বা শ্রুতস্বাধ্যায়শীল-পাক্ষরাত্রিকবৈষ্ণবেন বা অনাহতলোষ্ট্রেণ পিতৃৎ ব্রীহিবচূর্ণং দক্ষিণহস্তানামিকাস্তুষ্ঠাভ্যাং গৃহীত্বা—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা ব্রীহিবচূর্ণেন কুমারস্য জিহ্বা মাজনে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইয়ং আজ্য, ইদং অন্নং ইদং আম্রঃ ইদং ঘৃতম্’ (১) ইতি মন্ত্রেণ কুমারস্য জিহ্বাং পরিমাণিষ্ট । তত-নিক্ষেপ দ্বারা প্রকৃত কর্ম সমাপন করিয়া সর্বকর্ম-সাধারণ শাট্যায়ন-হোমাদি বামদেবাগানান্ত্র-উদীচ্য কর্ম সমাপন করিবে এবং কর্ম-কারয়িতা পাক্ষরাত্রিক বৈষ্ণবকে দক্ষিণা দিবে । ইতি সামবেদীয় শোম্যস্তীহোমঃ ।

(২) অথ জাতকর্ম—পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে নাড়ীচ্ছেদনের পূর্বে পিতা ‘নাভি ছেদন করিও না এবং স্তন্য দিও না’—এই বলিয়া তখনই স্নান করিবে এবং তদনন্তর শ্রীগুরুবর্গের অর্থাৎ শ্রীগুরুপরম্পরায় অভিবাদন ও স্তব করিয়া শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করিবে । ব্রহ্মচারী, কুমারী, গর্ভবতী বা শ্রুত-স্বাধ্যায়-পরায়ণ পাক্ষরাত্রিক বৈষ্ণব অক্ষত শিলাদ্বারা ব্রীহি ও যবের চূর্ণ পেষণ করিয়া দিবে । দক্ষিণহস্তে অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ঐ চূর্ণ লইয়া মূলোক্ত ১-সংখ্যক মন্ত্রে শিশুর জিহ্বা

স্তথৈব সুবর্ণেন দ্ব্যতং গৃহীত্বা—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্ঠুপ্ ছন্দঃ শ্রীমাধবহরি-বামনাত্ম্যাতানস্তা দেবতাঃ কুমারস্য সপিঃপ্রাশনে বিনিয়োগঃ, ও’ মেধাং তে মাধব-বামনৌ মেধাং হরিঃ দধাতু, মেধাং তে অত্ম্যাতানস্তা আধতাং পুষ্করপ্রজৌ স্বাহা’ (২)—ইত্যনেন তথৈব জিহ্বাং মাণ্ডিষ্ট। পুনরপি তথৈব সুবর্ণেন দ্ব্যতং গৃহীত্বা—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা কুমারস্য সপিঃপ্রাশনে বিনিয়োগঃ, ও’ সদসি অতিপ্রিয়ং কৃষ্ণস্য কাম্যং সনিং মেধাং অন্নাসিষ্মু স্বাহা’ (৩)—ইতি মন্ত্রেণ কুমারস্য জিহ্বাং মাণ্ডিষ্ট। ততো—‘নাভিং কুন্তত, স্তন্যঞ্চ দত্ত’ ইতি পিতা শ্রুয়াৎ। পিতা পুনঃ সূতিকা-স্নানং কুর্য্যৎ। ইতি সামবেদীয়-জাতকর্ম।

## অথ নিষ্কামণম্

জাতে কুমারে তৃতীয়-গুরুপক্ষস্য তৃতীয়ায়াম্ তিথৌ প্রাতঃ কুমারং স্নাপয়িত্বা স্নানং সন্ধ্যায়ামতীতায়াম্ শ্রীভগবদ্ভূতিং নীত্বা ভগবদভিমুখং পিতা শালগ্রামাদিমুষ্টিং পশ্যান্ তিষ্ঠেৎ। অথ মাতা শুচিনা বস্ত্রেণ কুমারমাচ্ছাদ্য ভর্তৃর্বামপার্শ্বে ভগবদভিমুখী স্থিত্বা কুমারং উত্তরশিরসং পিত্রে সমর্পয়তি। ততো মাতা ভর্তৃঃ পৃষ্ঠদেশেন

মার্জ্জন করিবে। তৎপরে ঐরাপে সুবর্ণমিশ্রিত দ্ব্যত লইয়া মূলোক্ত ২-সংখ্যক মন্ত্রে শিশুর জিহ্বাতরুপ মার্জ্জন করিবে। আবার ঐরাপ সুবর্ণ-দ্ব্যত লইয়া মূলোক্ত ৩-সংখ্যক মন্ত্রে শিশুর জিহ্বা মার্জ্জন করিবে। অতঃপর পিতা ‘নাভিং কুন্তত’ ইত্যাদি বলিবে। ইহার পর পিতা পুনরায় স্নান করিবে। ইতি সামবেদীয় জাতকর্ম ॥

(১০) অথ নিষ্কামণম্—পূরজন্মের পর তৃতীয় গুরুপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে শিশুকে প্রাতঃকালে স্নান করাইয়া, স্নানং সন্ধ্যা অতীত হইবার পর শ্রীভগবদ্ভূতিং লইয়া গিয়া পিতা শ্রীভগবানের সম্মুখে শ্রীভগবদ্ভূতি অবলোকনপূর্বক দাঁড়াইবেন। মাতা শিশুকে গুহবস্ত্রে

গত্বা শ্রীগোবিন্দাভিমুখীভূত্বা ভর্তৃর্দক্ষিণপার্শ্বে তিষ্ঠেৎ। ততঃ পিতা অমুন্ মন্ত্রান্ পঠেৎ—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্ঠুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ সর্বতোমুখো দেবতা কুমারস্য শ্রীবিষ্ণুদর্শনে বিনিয়োগঃ, ও’ একঃ পুরস্তাৎ য ইদং বভূব, যতো বভূব ভুবনস্য গোষ্ঠা, যঃ অপ্যতি ভুবনং সাম্প্রায়ে, নমামি তং অহং সর্বতোমুখম্। তৎ প্রভো সর্বতোমুখ নাহং পৌত্রং অহং নিগাম্ ॥ ১ ॥ ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্ঠুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ মৃত্যুমৃত্যুঃ দেবতা কুমারস্য শ্রীবিষ্ণুদর্শনে বিনিয়োগঃ, ও’ য আত্মদা বলদা, যস্য বিষ্ণে উপাসতে প্রশমং যস্য দেবাঃ, যস্য ছায়া অমৃতং যো মৃত্যুমৃত্যুঃ, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। তস্মাৎ প্রভো মৃত্যুমৃত্যো নাহং পৌত্রং অহং ঋষম্ ॥ ২ ॥ ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্ঠুপ্ ছন্দঃ শ্রীনরনারায়ণৌ দেবতৌ কুমারস্য শ্রীবিষ্ণুদর্শনে বিনিয়োগঃ, ও’ নরনারায়ণৌ শর্ম্ম যচ্ছতং প্রজায়ৈ মে প্রজাপতি, যথায়ং ন প্রমীয়েত পুত্রো জনিত্বা অধি ॥ ৩ ॥—ইতি জপ্তা কুমারং শ্রীভগবদ্ভূতিং দর্শয়তি। ততঃ পিতা হরয়ে অর্ঘ্যং দদ্যৎ—‘ও’ কৃষ্ণ মাধব গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ বামন। গৃহী-তার্ঘ্যং হৃষিকেশ রময়া সহিতো মম ॥’ ততঃ পিতা তথাভূতমেব উত্তরশিরসং পুত্রং মাত্রে দত্ত্বা বামদেব্যগানং (উদীচ্যকর্মে দ্রষ্টব্যং) কৃত্বা কল্যাণমবধার্য গৃহং প্রবেশয়েৎ।

আচ্ছাদন করিয়া পতির বামপার্শ্বে ভগবদভিমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া উত্তরশিরা কুমারকে পিতার কোলে দিবে। তৎপরে মাতা পতির পশ্চাভাগ দিয়া গিয়া দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীগোবিন্দমুখী হইয়া দাঁড়াইবে। তখন পিতা মূলোক্ত ১-৩ সংখ্যক মন্ত্রগুলি জপ করিয়া শিশুকে শ্রীভগবদ্ভূতি দর্শন করাইবে। ইহার পর পিতা মূলোক্ত ‘ও’ কৃষ্ণ মাধব’ ইত্যাদি মন্ত্রে শ্রীহরির অর্ঘ্য দিবে। অনন্তর পিতা তদবস্থ পুত্রকে মাতার কোলে দিয়া বামদেব্যগানপূর্বক কল্যাণ অবধারণ করিয়া পুত্রকে গৃহে প্রবেশ করাইবে।

তত উদ্ধৃৎ পরশুরূপক্ষত্রয়েহপি তৃতীয়ান্নান্তিখৌ সায়ংসন্ধ্যামতি-  
ক্রম্য ভগবন্মুণ্ডিং পশ্যন্ পিতা পুষ্পাজলীন্ গৃহীত্বা—“ওঁ প্রজাপতিঃ  
বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্ঠূপ্ ছন্দঃ শ্রীমহাবিষ্ণুঃ দেবতা কুমারস্য ভগবন্মুণ্ডি-  
দর্শনে বিনিয়োগঃ, যচ্চমাৎ ন জাতঃ পরো অন্যো অস্তি, য অবিবেশ  
ভুবনানি বিশ্বা, প্রজাপতিঃ প্রজয়া সংবিদানঃ ক্রীণি জ্যোতিষি সচতে  
স ষোড়শীম্ । এতৎ বিদ্বান্ মহাবিষ্ণো নাহং পৌত্রং অঘং রুদম্ ॥”  
৪ ॥ ইতি পতিত্বা ক্রিঃ পুষ্পাজলিং দদ্যাৎ । ততো বামদেব্যং ( ওঁ  
কয়া নঃ চিত্র ইত্যাদি ) গীত্বা কল্যাণমবধার্য্য গৃহং প্রবিশেৎ । এতচ্চ  
নিষ্ক্রমণকর্মাঙ্গতৃতমুদীচ্যৎ কৰ্ম্ম ( বামদেব্যগানং ) পত্নীপুত্রোপাদান-  
বিরহাৎ পিতা প্রবাসিনাপি কার্য্যম্ । ইতি নিষ্ক্রামণম্ ॥

### অথ নামকরণম্

তত্র যদ্যপি ‘জননাদশরাত্রৌ ব্যাণ্টে, শতরাত্রৌ, সংবৎসরে বা  
নামধেয়করণং’ ইতি গৃহ্যবচনেন একাদশাহে নামকরণং প্রাপ্তং,  
তথাপ্যাচারবশাৎ দ্বাদশাহে, একাধিকশতরাত্রৌ, জন্মদিনে বা নাম-  
করণং কর্তব্যম্ ।

ইহার পর উপর্যুপরি তিনটি শুরূপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে সায়ং-  
সন্ধ্যার পরে পিতা শ্রীভগবন্মুণ্ডি দর্শনপূর্বক পুষ্পাজলি লইয়া মূলোক্ত  
৪-সংখ্যক মন্ত্রে শ্রীভগবান্কে তিনবার পুষ্পাজলি দিবে । পরে বাম-  
দেব্যগান ও কল্যাণ অবধারণপূর্বক গৃহে যাইবে । নিষ্ক্রামণক্রিয়ার  
অঙ্গীভূত এই উদীচ্যকৰ্ম্ম অর্থাৎ বামদেব্যগান, পিতা প্রবাসেও  
পত্নীপুত্র নিকটে না থাকিলেও করিবে । ইতি নিষ্ক্রামণ ॥

(১১) অথ নামকরণ—‘জন্মের পর দশরাত্র বা সংবৎসর পূর্ণদিনে  
নামকরণ কর্তব্য’—এই গৃহ্যবচনানুসারে একাদশাহে নামকরণের  
দিন-প্রাপ্তি হইলেও আচারবশতঃ দ্বাদশাহে, একাধিক শতরাত্র অতীত  
হইলে, অথবা সংবৎসরান্তে জন্মতিথিতে নামকরণ করিবে ।

তত প্রথমং কৃতদ্বানঃ কৃতবিষ্ণুর্চনঃ কৃতসাত্ত্বিকরুদ্রিশ্রাদ্ধঃ পিতা  
পাথিব-নামানমগ্নিং সংস্থাপা, বিরূপাক্ষজপাত্তাৎ কুশণ্ডিকাং সমাপ্য,  
প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাৎ ঘৃতাক্তাং সমিধং তৃক্ষীমগ্নৌ হত্বা ব্যস্ত-  
সমস্তমহাব্যাহতিহোমং কুর্য্যাৎ । যথা—ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ  
গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে বিনি-  
য়োগঃ, ওঁ ভূঃ স্বাহা । প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ  
শ্রীমুচ্যাতো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূবঃ  
স্বাহা । প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্ঠূপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা  
ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ স্বঃ স্বাহা । ওঁ প্রজা-  
পতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহা-  
ব্যাহতিহোমে বিনিয়োগ, ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা । ততো মাতা  
গুচিনা বাসসা কুমারমাচ্ছাদ্য ভর্তৃদক্ষিণে স্থিতা কুমারমুত্তরশিরসং পিত্রে  
সমর্পয়তি । ততো মাতা ভর্তুঃ পৃষ্ঠদেশেন উত্তরস্যাং দিশি গম্ভা ভর্তুঃ  
বামপার্শ্বে উত্তরাগ্রেষু কুশেষু প্রাণ্ডুমুখী উপবিশতি । ততঃ পিতা  
অনেন মন্ত্রেণ সফুজ্জহ্যাৎ—‘ওঁ তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি  
সূরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম্ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে স্বাহা ॥’ ততঃ কুমারস্য  
জন্মতিথি-তদেবতা-নক্ষত্র-তদেবতা-হোমং কুর্য্যাৎ । যথা, যদি প্রতি-  
পদি জাতস্তদা—‘ওঁ প্রতিপদে স্বাহা’; ততঃ—ওঁ তদ্বিক্ষোঃ পরমং  
পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষুরাততং ওঁ প্রতিপত্তিথিদেবতায়ৈ

তাহাতে প্রথমে মাতা হইয়া শ্রীবিষ্ণুর অর্চন ও সাত্ত্বিক রুদ্রিশ্রাদ্ধ  
করিয়া পিতা পাথিব নামক অগ্নি সংস্থাপনপূর্বক বিরূপাক্ষজপাত্ত  
কুশণ্ডিকা সমাপ্ত করিবে । তারপর প্রকৃতকর্ম্মের আরম্ভে প্রাদেশ-  
প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া ব্যস্তসমস্তমহা-  
ব্যাহতিহোম করিবে । অতঃপর মাতা গুদ্ববস্ত্রে কুমারকে আচ্ছাদন  
করিয়া পতির দক্ষিণপার্শ্বে দাঁড়াইয়া উত্তরশিরা কুমারকে পিতার  
কোলে দিবে । ইহার পর মাতা পতির পশ্চাৎ দিয়া উত্তরদিকে  
যাইয়া পতির বামপার্শ্বে উত্তরাগ্র কুশাসনে পূর্বমুখী হইয়া বসিবে ।

বিষ্ণবে স্বাহা', ততঃ পুনঃ—'ও তদ্বিষ্ণোঃ'—ইত্যাদি মন্ত্রেণ—'ও বৈষ্ণবেভ্যঃ স্বাহা ॥' এবং দ্বিতীয়াদিস্বপি । এবং অশ্বিন্যাদি নক্ষ-  
ত্রেষু চ । যথা,—'ও অশ্বিন্যে স্বাহা', ততঃ—'ও তদ্বিষ্ণোঃ'  
—ইতি মন্ত্রেণ—'ও অশ্বিনীনক্ষত্রদেবতায়ৈ বিষ্ণবে স্বাহা', ততঃ—  
'ও তদ্বিষ্ণোঃ'—ইতি মন্ত্রেণ—'ও বৈষ্ণবেভ্যঃ স্বাহা ॥' ততঃ পিতা  
কুমারস্য মুখ-নাসিকা-নেত্র-শ্রোত্রাদীনি দক্ষিণহস্তেন স্পৃশন্ জপতি  
—'ও প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা নাম-  
করণে বিনিয়োগঃ, ও কোহসি, কতমোহসি এষোহসি অমৃতোহসি  
আহম্পত্যং মাসং প্রবিশ শ্রীঅমুকদাস ॥' ১ ॥ অমুক ইত্যত্র কুমা-  
রস্য সম্বোধনান্তং নাম বাচ্যম্ ॥ ও প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী  
ছন্দঃ শ্রীমাধবো দেবতা নামকরণে বিনিয়োগঃ, ও স ত্বা অহে পরি-  
দদাতু, অহঃ ত্বা রাত্রৌ পরিদদাতু, রাত্রিং ত্বা অহোরাত্রাভ্যাং পরি-  
দদাতু, অহোরাত্রৌ ত্বা অর্দ্ধমাসেভ্যঃ পরিদদাতুঃ অর্দ্ধমাসঃ ত্বা মাসেভ্যঃ  
পরিদদাতু, মাসাঃ ত্বা ঋতুভ্যঃ পরিদদাতু, ঋতবঃ ত্বা সংবৎসরায় পরি-  
দদাতু, সম্বৎসরঃ ত্বা আয়ুসে জরায়ৈ পরিদদাতু শ্রীঅমুকদাস ॥ ২ ॥  
অমুক-ইত্যত্র কুমারস্য সম্বোধনান্তং নাম প্রয়োক্তব্যম্ ॥ ততঃ পিতা  
কুমারস্য মাতুর্বাক্যকর্ণে 'শ্রীঅমুকদেবশর্মা অয়ং তে পুত্র'—ইতি নাম  
কথয়িত্বা কুমারস্য দক্ষিণকর্ণে 'শ্রীঅমুকদেবশর্মা অসি'—ইতি নাম  
কথয়তি । ততো মাত্রে কুমারং দস্তা, পূর্ববৎ ব্যস্তসমস্ত-মহা-  
তখন পিতা মূলোক্ত 'ও তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে একটি হোম করিবে ।  
অতঃপর কুমারের জন্মতিথি, জন্মতিথি-দেবতা, নক্ষত্র ও নক্ষত্রদেবতার  
হোম করিবে । হোমবিধি মূলে দ্রষ্টব্য । তারপর পিতা কুমারের  
মুখ-নাক-চোখ-কাণ দক্ষিণহস্তে স্পর্শ করিয়া—'ও প্রজাপতিঃ'  
ইত্যাদি মূলোক্ত ১-২-সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে । তারপর পিতা  
কুমারের মাতার বামকর্ণে 'তোমার পুত্র অমুকদাস অমুক'—ইত্যাদি  
নাম বলিয়া কুমারের দক্ষিণকর্ণেও ঐ নাম বলিবে । অনন্তর পুত্রকে  
মাতার কোলে দিয়া পূর্ববৎ ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোম করিয়া,

ব্যাহতিহোমং কৃৎস্বা, প্রাদেশপ্রমাণং ঘৃতাত্তং সমিধং তৃক্ষীমগ্নৌ হত্বা,  
সর্বকর্মসাধারণং শাট্যায়ন-হোমাদি-বামদেব্যগানান্ত মুদীচ্যৎ কর্ম  
সমাপ্য কর্মকারয়িত্ব-পাঞ্চরাত্রিক-বৈষ্ণবায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ ।

ইতি সামবেদীয় নামকরণম্ ।

## অথ পৌষ্টিককর্ম

জননাৎ সংবৎসরপর্য্যন্তং মাসি মাসি জন্মতিথৌ পৌর্ণমাস্যাং বা  
প্রাতে কৃতস্নানঃ কৃত বিষ্ণুর্চনঃ পিতা স্বস্তিধর্মিৎ (ও স্বস্তি নো গোবিন্দ  
ইত্যাদি) কৃৎস্বা, 'ও তদ্বিষ্ণোরিতি, ও কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘন'  
ইতি চ পঠিত্বা, বলদ-নামানময়িং সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষজপাত্তাং কুশ-  
ণ্ডিকাং সমাপ্য প্রকৃতকর্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণং ঘৃতাত্তং সমিধং  
তৃক্ষীমগ্নৌ হত্বা মহাব্যাহতিহোমং কুর্যাৎ । ততঃ—'ও অচ্যুতা-  
নস্তাভ্যাং স্বাহা, ও দামোদর-পুরুষোত্তমভ্যাং স্বাহা, ও বাসুদেব-  
বামন-বিষ্ণু-বৈকুণ্ঠাদিভ্যঃ স্বাহা' ইতি আহতিগ্রয়ং দস্তা, নামকর-  
ণোক্তকর্মবিপর্য্যয়েণ জন্মতিথিদেবতা-নক্ষত্রদেবতয়োহোমং কুর্যাৎ ।

প্রাদেশ-প্রমাণ ঘৃতাত্ত সমিধ্ অগ্নিতে অমন্ত্রক নিক্ষেপ করিয়া সর্ব-  
কর্ম-সাধারণ শাট্যায়ন-হোমাদি-বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য-কর্ম সমাপ-  
নান্তে কর্মকারক পাঞ্চরাত্রিক-বৈষ্ণবকে দক্ষিণা দিবে । ইতি  
সামবেদীয় নামকরণ ॥

(১২) অথ পৌষ্টিক-কর্ম—জন্ম হইতে সম্বৎসর পর্য্যন্ত মাসে  
মাসে জন্মতিথিতে অথবা পুনিমাতিথিতে পিতা প্রাতে স্নান করিয়া  
শ্রীবিষ্ণুপূজা ও স্বস্তিপাঠ করিয়া, 'ও তদ্বিষ্ণোঃ' এবং 'ও কৃষ্ণো বৈ'  
ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে । তারপর বলদ-নামক অগ্নি সংস্থাপন  
করিয়া, প্রকৃতকর্মের প্রারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাত্ত সমিধ্ অমন্ত্রক  
হোম করিয়া মহাব্যাহতিহোম করিবে । তারপর 'ও অচ্যুতানস্তাভ্যাং  
ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রে তিনটি আহতি প্রদানান্তর নামকরণে কথিত

প্রথমং তিথিদেবতায়ৈ ( বিষ্ণবে ), ততস্তিথয়ে । ততঃ প্রথমং নক্ষত্র-  
দেবতায়ৈ ( বিষ্ণবে ), ততো নক্ষত্রায় । যথা, প্রতিপদি জাতস্য -  
'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ো দিবীব চক্ষুরাততং,  
ওঁ বিষ্ণবে প্রতিপত্তিথিদেবতায়ৈ স্বাহা'; ততঃ—'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ'  
ইত্যাদি মন্ত্রেণ -ওঁ বৈষ্ণবেভ্যঃ স্বাহা'; ততঃ—'ওঁ প্রতিপদে স্বাহা ॥'  
এবং নক্ষত্রেষু চ । যথা—'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি  
সুরয়ো দিবীব চক্ষুরাততং, ওঁ বিষ্ণবে অশ্বিনীনক্ষত্র-দেবতায়ৈ  
স্বাহা'; ততঃ—'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ—ইত্যাদি মন্ত্রেণ -ওঁ বৈষ্ণবেভ্যঃ  
স্বাহা, ততঃ—'ওঁ অশ্বিন্যে স্বাহা' ॥ ইতং জুহুয়াৎ । ততঃ—'ওঁ  
তদ্বিষ্ণোঃ'—ইত্যনেন; 'ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ' ইত্যনেন চ  
যথাশক্তি হোমং কুর্যাৎ । ততো মহাব্যাহতিহোমং কৃত্বা, প্রাদেশ-  
প্রমাণং ঘৃতাত্তাং সমিধং তুক্ষীমগ্নৌ হুত্বা, প্রকৃতং কৰ্ম সমাপ্য, সৰ্ব-  
কৰ্ম সাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-বামদেবগানন্তমুদীচ্যং কৰ্ম সমাপ্য,  
কৰ্ম কারয়িতৃ-পাঞ্চরাত্রিকায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ ।

ইতি কুমারস্য সামবেদীয় পৌণ্ডিককৰ্ম ।

### অথ অন্তপ্রাশনম্

অথ ষষ্ঠেহস্তমে বা মাসি পুংসঃ, ত্রিঘ্নাস্ত পঞ্চমে সপ্তমে বা  
মাসি, শুভে দিনে কৃতপ্রাতঃকৃত্যঃ স্নাতঃ কৃত্তেষ্টিবিষ্ণুবৈষ্ণবর্চনঃ

ক্রমের বিপরীতভাবে জন্মতিথিদেবতা ও নক্ষত্রদেবতার হোম করিবে।  
হোমবিধি মূলে দ্রষ্টব্য । তারপর 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি এবং 'ওঁ  
কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে যথাশক্তি হোম করিবে।  
অতঃপর মহাব্যাহতিহোম ও অমন্তক প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাত্ত সমিধ হোম  
করিয়া প্রকৃত কৰ্ম সমাপনপূর্বক সৰ্বকৰ্ম সাধারণ শাট্যায়ন-  
হোমাদি বামদেবগানান্ত উদীচ্য-কৰ্ম সমাপ্ত করিয়া কৰ্ম কারক  
পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবকে দক্ষিণা দিবে। ইতি সামবেদীয় পৌণ্ডিককৰ্ম ।

কৃতসান্তি কল্পিত্রাঙ্কঃ পিতা শুচি-নামানমগ্নিং সংস্থাপ্য, বিরূপাঙ্ক-  
র্জপাত্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য প্রকৃত কৰ্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণং ঘৃতাত্তাং  
সমিধং তুক্ষীমগ্নৌ হুত্বা, ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমং কুর্যাৎ । যথা,  
—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্ত-  
সমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুঃ স্বাহা ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ  
বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতি-  
হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুবঃ স্বাহা ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ  
অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে  
বিনিয়োগঃ ওঁ স্বঃ স্বাহা ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ রুহতী ছন্দঃ  
শ্রীমদনন্তো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুঃ  
ভুবঃ স্বঃ স্বাহা ॥' ততঃ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ  
শ্রীমদনন্তো দেবতা পুরুষাধিপত্যার্থস্য চতুস্পথে অগ্নৌ অনন্তাভিমুখস্য  
আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ মহাপ্রসাদায় বৈ একং ছন্দসাং, তৎ হি  
একং ভূতেভ্যঃ হন্দয়তি স্বাহা ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী  
ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা পুরুষাধিপত্যার্থস্য চতুস্পথে অগ্নৌ অনন্তাভি-  
মুখস্য আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ শ্রী বা এষা, যৎ সন্তানো বিরো-  
চনো সক্ষর্যণো ময়ি সত্ত্বং অবদধাতু স্বাহা ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু  
ঋষিঃ রুহতী ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা পুরুষাধিপত্যার্থস্য চতুস্পথে  
অগ্নৌ অনন্তাভিমুখস্য আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ অনসো ঘৃতমেব রসঃ  
ভুজঃ-সম্পদর্থং তদনন্তায় জুহোমি স্বাহা ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু

(১৩) অথ অন্তপ্রাশনম্—পূত্রের ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে, কন্যার পঞ্চম  
বা সপ্তম মাসে শুভদিনে পিতা প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে স্নান করিয়া  
ইষ্টদেবতা ও বৈষ্ণবের অর্চনান্তর সান্ত্বিকল্পিত্রাঙ্ক করিয়া শুচি-  
নামক অগ্নি সংস্থাপনপূর্বক বিরূপাঙ্কজপাত্তক কুশণ্ডিকা সমাপ্ত  
করিয়া, প্রকৃতকৰ্মের আরম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাত্ত সমিধ অমন্তক  
হোম করিয়া ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোম করিবে। তারপর "ওঁ  
প্রজাপতিঃ ওঁ বানায় স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিবে। তদনন্তর

ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীমদনস্তো দেবতা মহাপ্রসাদসেবন-বৃত্ত্যবিচ্ছিত্য-  
র্থস্য সায়ং প্রাতঃ ক্ষুদ্রোমে, বিনিয়োগঃ ওঁ বিষ্ণবে ক্ষুদ্রে স্বাহা ॥ ওঁ  
প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীমদনস্তো দেবতা মহাপ্রসাদ-  
সেবন-বৃত্ত্যবিচ্ছিত্যর্থস্য সায়ং প্রাতঃ ক্ষুদ্রোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ  
শ্রীবিষ্ণবে ক্ষুৎপিপাসাত্যাং স্বাহা ॥ ওঁ প্রাণায় স্বাহা ॥ ওঁ অপানায়  
স্বাহা ॥ ওঁ সমানায় স্বাহা ॥ ওঁ উদানায় স্বাহা ॥ ওঁ ব্যানায়  
স্বাহা ॥,—ইত্যাহতীর্জুহ্বাৎ । ততো ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমং  
কৃত্বা, প্রাদেশপ্রমাণং হৃতান্তং সমিধং তৃণীমগ্নৌ হত্বা, প্রকৃতং কৰ্ম  
সমাপ্য, সৰ্বকৰ্মসাধারণং শাট্যগ্ননহোমাদি-বামদেব্যগানান্তমুদীচ্য  
কৰ্ম সমাপ্য, অনেন মন্ত্রেণ কুমারস্য মুখে সোপকরণসজলমহাপ্রসা-  
দাম্নং দদ্যাৎ,—“ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো  
দেবতা কুমারস্য মহাপ্রসাদান্ন-প্রাশনে বিনিয়োগঃ, ওঁ অচ্যুত অন্নপতে  
অন্নস্য নো ধেহি অনবীমস্য শুষ্ণিণঃ প্রদাতারং তারিষঃ, উজ্জং নো  
ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে স্বাহা, ওঁ প্রাণায় স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ  
বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীজনার্দনো দেবতা কুমারস্য মহাপ্রসাদান্ন-  
প্রাশনে বিনিয়োগঃ, ওঁ জনার্দন অন্নপতে কণ্ঠত অন্নং, নো ধেহি  
পীষুন্নরসাত্তং তেহন্নং, যদ্বদ্ব মুগে নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে স্বাহা,  
ওঁ অপানায় স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ  
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণৌ দেবতে কুমারস্য মহাপ্রসাদান্ন-প্রাশনে বিনিয়োগঃ  
ওঁ লক্ষ্মীনারায়ণৌ অন্নপতী অন্নং অমৃতং নো ধেহি কমলাসংস্কৃতং,  
তে ভুভুশেষং নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা ॥ ৩ ॥

ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোম ও অমস্তক প্রাদেশ-প্রমাণ হৃতান্ত সমিধ  
প্রক্ষেপ করিয়া প্রকৃতকৰ্ম সমাপ্ত করিবে এবং সৰ্বকৰ্মসাধারণ  
শাট্যগ্ননহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য-কৰ্ম সমাপন করিবে ।  
তারপর মূলোক্ত পাঁচটি মন্ত্রে কুমারের মুখে উপকরণ-জল-সহিত  
মহাপ্রসাদান্ন দিবে । শিশুকে পাঁচবার অন্নপ্রাশন করাইয়া—কৰ্ম-

ওঁ প্রজাপতিঃ, বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীযজ্ঞো দেবতা  
কুমারস্য মহাপ্রসাদান্ন-প্রাশনে বিনিয়োগঃ, ওঁ অন্নপতে যজ্ঞ অন্নং  
অধিযজ্ঞং ত্বদীয়ং নো ধেহি সৰ্বদুর্ভতং মানুষ্যং বৈ সুধায়ুতং, নো  
ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ  
বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীজনার্দনো দেবতা কুমারস্য মহাপ্রসাদান্ন-  
প্রাশনে বিনিয়োগঃ, ওঁ অন্নপতে জনার্দন যজুঃসমমৃতসিদ্ধং নিবে-  
দিতং তে সদন্নং নো ধেহি কিল্বিষাপহং, নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে  
স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা ॥ ৫ ॥ ইতি পঞ্চকৃত্বোহন্নপ্রাশনং কুমারং  
কারয়িত্বা কৰ্মকারয়িত্ব-পাঞ্চরাত্রিক-বৈষ্ণবায় অপর-বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণে-  
ভ্যশ্চ দক্ষিণাং দদ্যাৎ । তথা কাৰ্ষাদিবৈষ্ণবসেবামপি কুর্যাৎ ।  
স্থাপাশক্তি জীবসম্পর্পণঞ্চ । ততোহন্নপ্রাশনান্তরং পুত্রমুদ্বাভিঘ্রাণঞ্চ ॥  
ইতি অন্নপ্রাশনম্ ।

## অথ নৈমিত্তিকং পুত্রমুদ্বাভিঘ্রাণম্,

তগ্রান্নপ্রাশনান্তরমাশীর্বাদসময়ে, অথবা চিরপ্রবাসাদাগতঃ  
পিতা কৃতপাদশৌচঃ কৃতাত্মনঃ শুচিঃ পূর্বাভিমুখঃ জ্যেষ্ঠপুত্রক্লেমেণ  
হস্তাভ্যাং পুত্রমুদ্বাণং পরিগৃহ্য মন্ত্রম্ব্যং পঠিত্বা পুত্রমস্তকাঘ্রাণং  
কুর্যাৎ । যথা,—ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্ঠূপ্ ছন্দঃ শ্রীপদ্ম-

কারক পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবকে ও অন্যান্য ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে ।  
কৃষ্ণতন্তু বৈষ্ণবগণের সেবা এবং মহাপ্রসাদাদিদ্বারা সৰ্বজীবের  
সন্তোষ বিধান করিবে । অন্নপ্রাশনের পর পুত্রের মুদ্বাভিঘ্রাণ  
করিবে । ইতি অন্নপ্রাশন ॥

(১৪) অথ পুত্রের মুদ্বাভিঘ্রাণ—অন্নপ্রাশনের শেষে আশীর্বাদ-  
কালে, অথবা দীর্ঘকাল পরে প্রবাস হইতে প্রত্যাগত পিতা পাদ-



নাভো দেবতা পুত্রস্য মূর্দ্ধানং উপসংগৃহ্য জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ অঙ্গাৎ  
অঙ্গাৎ সংভবসি ( সংভবসি বা ) হাদয়্যাৎ অধিজায়সে, প্রাণং তে  
প্রাণেন সংদধামি, জীব মে যাবদায়ুষ্ম ॥ ১ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু  
ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা পুত্রমূর্দ্ধানং উপসংগৃহ্য জপে  
বিনিয়োগঃ, ওঁ অঙ্গাৎ অঙ্গাৎ সংভবসি হাদয়্যাৎ অধিজায়সে, বেদো  
বৈ পুত্রনামাসি, সংজীব শরদঃ শতম্ ॥ ২ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু  
ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা পুত্রমূর্দ্ধানং উপসংগৃহ্য জপে  
বিনিয়োগঃ, ওঁ অমা ভব, পরশুঃ ভব, হিরণ্যম্ অমৃতং ভব,  
আত্মাসি পুত্র মা যুথ্যঃ, সংজীব শরদঃ শতম্ ॥ ৩ ॥ ততোহনেন  
মন্ত্রেণ পুত্রস্য শিরঃ পিতা জিহ্বতি,—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষি অনু-  
ষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীপুরুষোত্তমো দেবতা পুত্রমূর্দ্ধাভিষ্মানে বিনিয়োগঃ, ওঁ  
পশুনাং হ্রা হিংকারেণঃ অভিজিহ্বামি অমুকদাস ॥’ ৪ ॥ অত্রামুকে-  
তিস্থানে সংবোধনান্তং পুত্রনাম প্রয়োজ্যম্ ॥ ততো বামদেব্যং ( ওঁ  
কস্মা নঃ চিত্র ইত্যাদি ) গীহা অচ্ছিন্নমবধারণেৎ । অথ পিতা যদি  
প্রবাসং ন গতঃ, গৃহ এব তিষ্ঠতি, তদা পুত্রো যদা মমায়ং পিতা ইতি  
জানাতি তদৈতৎ কৰ্ম কৰ্ত্তব্যম্ । যদি তদা ন কৃতং তদোপনয়নান-  
ন্তরং কৰ্ত্তব্যম্ ।

ইতি পুত্রমূর্দ্ধাভিষ্মাণং কৰ্ম ।

প্রক্ষালন ও আচমন করিয়া পবিত্র হইয়া পূর্বমুখ হইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র-  
দিগ্ভ্যমে পুত্রের মস্তক দুই হস্তে ধারণ করিয়া মূলোক্ত ১-৩-সংখ্যক  
তিনটি মন্ত্র জপ করিবে । তারপর ৩-সংখ্যক মন্ত্রে পুত্রের মস্তক আত্মাণ  
করিবে । অনন্তর বামদেব্য-গানপূর্বক অচ্ছিন্নাবধারণ করিবে ।  
যদি পিতা প্রবাসী না হইয়া গৃহেই অবস্থান করেন, তাহা হইলে পুত্র  
মখন পিতাকে পিতা বলিয়া চিনিতে পারিবে, তখন এই কৰ্ম অনুষ্ঠান  
করিবে । সেই সময়ে যদি ইহা অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে  
উপনয়নের পর ইহা কৰ্ত্তব্য । ইতি পুত্রমূর্দ্ধাভিষ্মাণ ॥

## অথ চূড়াকরণম্

তত্র কুলাচারবশাৎ প্রথমে তৃতীয়ে বা বর্ষে, পঞ্চমাসে বা চূড়া-  
করণং কৰ্ত্তব্যম্ । তত্র প্রথমং প্রাতঃ কৃতস্নানঃ কৃতেন্ঠবিষ্ণুবৈষ্ণবা-  
র্চনঃ কৃতসাত্ত্বিকরুদ্রিশ্রাদ্ধঃ পিতা সত্যনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষ-  
জপান্তাৎ কুশভিক্কাং সমাপ্য, অগ্নেদক্ষিণতঃ একবিংশতিঃ দর্ভপিঞ্জলীঃ  
সত্ত্বসত্ত্বভিরেকীকৃত্য কুশান্তরেণ বেণ্টগ্নিহ্রা, উষোদকসহিতং কাংস্য-  
পাত্রং, তান্ননির্মিতং ক্ষুরং তদভাবে দর্পণং বা লৌহক্ষুরপাণিং নাপি-  
তঞ্চ : অগ্নেরত্তরতঃ রুষগোময়ং, তিল-তণ্ডুল-মাষসিদ্ধং কুশরঞ্চ ;  
অগ্নেঃ পূর্বতঃ মিশ্রিতব্রীহিবপুৰিতং পাত্রগ্রন্থং, মিশ্রিততিলতণ্ডুলমাষ-  
পুৰিতং পাত্রগ্রন্থঞ্চ স্থাপয়েৎ ততো মাতা শুচিনা বস্ত্রেণ কুমারমাচ্ছাদ্য  
ক্রোড়ে নিধায় অগ্নেঃ পশ্চিমতো ভৰ্ত্তুঃ বামপার্শ্ব উত্তরাগ্রেষু কুশেষু  
প্রাড্‌মুখী উপবিশতি ।

(১৫) অথ চূড়াকরণ—কুলাচারানুসারে প্রথম, তৃতীয় অথবা  
পঞ্চম বর্ষে চূড়াকরণ কৰ্ত্তব্য । পিতা প্রথমে প্রাতঃস্নান করিয়া ইন্ঠ-  
দেবতা ও বৈষ্ণবের অর্চনপূর্বক সাত্ত্বিকরুদ্রিশ্রাদ্ধ করিবে । অনন্তর  
সত্য-নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষজপান্ত কুশভিকা সমাপন  
করিবে । তারপর অগ্নির দক্ষিণ দিকে এক এক গুচ্ছে সাতটি করিয়া  
কুশান্তর দ্বারা পরিবেষ্টিত একশটি দর্ভপিঞ্জলী ( কুশান্তর-বেষ্টিত  
প্রাদেশপ্রমাণ কুশপত্রদ্বয় ), উষোদক সহিত কাংস্যপাত্র, তান্ননির্মিত  
ক্ষুর, অথবা তদভাবে দর্পণ এবং লৌহক্ষুরহস্তে নাপিতকে স্থাপন  
করিবে । অগ্নির উত্তর দিকে রুষগোময় ও তিল-তণ্ডুল-মাষের দ্বারা  
ব্রহ্মত কুশর ( ছিচুড়ী ) স্থাপন করিবে । অগ্নির পূর্বদিকে মিশ্রিত-  
ব্রীহি-যবের দ্বারা পরিপূর্ণ তিনটি পাত্র এবং মিশ্রিত তিল-তণ্ডুল-মাষের  
দ্বারা পরিপূর্ণ তিনটি পাত্র স্থাপন করিবে । মাতা শুদ্ধবস্ত্রে কুমারকে  
আচ্ছাদন করিয়া কোলে লইয়া অগ্নির পশ্চিমদিকে পতির বামপার্শ্বে  
উত্তরাগ্র কুশাসনে পূর্বমুখী হইয়া বসিবে ।

ততঃ পিতা প্রকৃতকৰ্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণং ঘৃতাজ্ঞাং সমিধং  
তৃক্ষীময়ৌ হস্তা ব্যাস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমং কুর্যাৎ - 'ও' প্রজাপতিঃ  
বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যাস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে  
বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুঃ স্বাহা ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ  
শ্রীঅচ্যুতো দেবতা ব্যাস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোম বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুবঃ  
স্বাহা ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো  
দেবতা ব্যাস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগ, ওঁ স্বঃ স্বাহা ॥ ওঁ  
প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা ব্যাস্তসমস্ত-  
মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা ॥'

ততঃ পিতা উথায় প্রাণ্ডমুখঃ কুমারস্য মাতৃঃ পৃষ্ঠতোহবস্থিতঃ  
ক্ষুরপাণিং নাপিতং পশ্যন্ সৰ্ব্বেশ্বরং শ্রীভগবন্তং মনসা ধ্যানন্ জপতি  
—'ও' প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ সৰ্ব্বেশ্বরঃ শ্রীভগবান্  
দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ, ওঁ আ অন্নমগাৎ সৰ্ব্বেশ্বরঃ শ্রীভগবান্,  
কুরু কুমারমেনং অবতু বৈ মুণ্ডনং মস্তাবশয়িনা ক্ষুরেণ ॥' ১ ॥ ততঃ  
উষোদকসহিতং কাংস্যপাত্রং পশ্যন্ শ্রীবিষ্ণুঃ মনসা ধ্যানন্ জপতি—  
'ও' প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা চূড়াকরণে  
বিনিয়োগঃ ওঁ আ অন্নম্ অগাৎ শ্রীবিষ্ণুঃ, কুরু কুমারমেনম্ অবতু  
বৈ, মুণ্ডনমং উষোদকেন ॥' ২ ॥ ততঃ কাংস্যপাত্রস্থিতোষদকেন  
দক্ষিণকরণগৃহীতেন দক্ষিণকপুক্ষিকাদেশম্ অনেন বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ

তদনন্তর পিতা প্রকৃতকৰ্ম্মের প্রারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাজ্ঞা সমিধ  
অমন্তক অগ্নিতে হোম করিয়া ব্যাস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোম করিবে।  
তারপর পিতা পুত্রের জননীর পশ্চাতে পূর্বমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া, ক্ষুর-  
হস্ত নাপিতের দিকে তাকাইয়া সৰ্ব্বেশ্বর শ্রীভগবান্কে অন্তরে ধ্যান  
করিয়া মূলোক্ত ১-সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে। তারপর উষোদকসহিত  
কাংস্য পাত্রের দিকে তাকাইয়া অন্তরে শ্রীবিষ্ণুচিন্তাপূর্বক মূলোক্ত  
২-সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে। অতঃপর কাংস্যপাত্র হইতে দক্ষিণহস্তে  
উষ্ণজল লইয়া মূলোক্ত ৩-সংখ্যক মন্ত্রে উহা দ্বারা পুত্রের দক্ষিণ কপু-

ক্লেদয়তি। [ কপুক্ষিকাশব্দেন(১) দক্ষিণোত্তরতঃ শিখাস্থানাদধঃ  
নিরস উভয়পার্শ্বস্থঃ কর্ণভ্রিমুখোচ্চদেশঃ উচ্যতে। 'ও' প্রজাপতিঃ  
বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ,  
'ওঁ আপ উন্দস্ত জীবসে ॥' ৩ ॥ ততস্তাত্তক্ষুরং তদভাবে দর্পণং  
বা পশ্যন্ জপতি,—'ও' প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ  
দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণোঃ দংষ্ট্রোহসি, কুরু কুমার-  
মেনম্ অবতু বৈ বিষ্ণুঃ সাক্ষাৎ মুণ্ডনং ক্ষুর ॥' ৪ ॥ ততঃ কুশবন্ধ-  
সম্পদর্ভপিজলীগৃহীত্বা ক্লিন্নদক্ষিণকপুক্ষিকাদেশে বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ উর্দ্ধ-  
মূলা নিদধ্যাৎ,—'ও' প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতা-  
নন্তনারায়ণা দেবতাঃ চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ, 'ওঁ অচ্যুতানন্তনারায়ণাঃ  
কুর্বন্ত কুমারমেনং চিরজীবিনং, ঔষধে ব্রাহ্মস্ব এনম্' ॥ ৫ ॥ ততো  
বামহস্তগৃহীত-দর্ভ-পিজলীসহিত-দক্ষিণকপুক্ষিকাদেশে দক্ষিণহস্তগৃহী-  
তং তাত্তক্ষুরং তদভাবে দর্পণং বা বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ নিদধ্যাৎ,—'ওঁ  
প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীসকর্ম্মণো দেবতা চূড়াকরণে  
বিনিয়োগঃ, ওঁ সক্ষর্ম্মণঃ কুরু কুমারমেনং অবতু বৈ মুণ্ডনং, স্বধিতে  
মা এনং হিংসীঃ' ॥ ৬ ॥ ততঃ কেশচ্ছেদো যথান ভবতি তথা  
তাত্তক্ষুরং দর্পণং বা তত্রৈব দক্ষিণকপুক্ষিকাদেশে বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ

ক্ষিকাস্থান ভিজাইবে। [ মস্তকের শিখাস্থানের নীচে দক্ষিণ ও বাম  
উভয়পার্শ্বে কর্ণের দিকে উচ্চস্থানকে 'কপুক্ষিকা' বলে। ] তদনন্তর  
তাত্তক্ষুর বা দর্পণের দিকে তাকাইয়া ৪-সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে।  
তারপর পুত্রের উষ্ণজলসিক্ত দক্ষিণ কপুক্ষিকাস্থানে কুশবন্ধ সাঙটি  
দর্ভপিজলী মূলোক্ত ৫-সংখ্যক মন্ত্রে উর্দ্ধমূল করিয়া স্থাপন করিবে।  
অতঃপর ঐ দক্ষিণ কপুক্ষিকাস্থানে উক্ত দর্ভপিজলী বামহস্তে ধরিয়া  
রাখিয়া দক্ষিণহস্তে তাত্তক্ষুর বা দর্পণ মূলোক্ত ৬-সংখ্যক মন্ত্রে তথায়  
স্থাপন করিবে। তারপর কেশচ্ছেদ না হয়,—এইরূপভাবে ঐ তাত্ত-  
ক্ষুর বা দর্পণ সেই দক্ষিণ কপুক্ষিকাস্থানে মূলোক্ত ৭-সংখ্যক মন্ত্রে

(১) "কপুক্ষিকাতিতঃ কেশা যুদ্ধি পশ্চাৎ কপুচ্ছনে" ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টে।

প্রেরয়েৎ—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীপুরুষোত্তমো দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ, ও’ যেন পুরুষোত্তমঃ বাসুদেববিষ্ণোর-  
চ্যুতস্য চাবপৎ, তেন তে বপামি বৈকুণ্ঠেন জীবাতবে জীবনায় দীর্ঘা-  
মুণ্টায় বলায় বর্চসে’ ॥ ৭ ॥ ততো বারহস্পৎ তৃষীং প্রেরয়েৎ,  
ততো লৌহঙ্কুরেণ কপুক্ষিকাদেশস্থিতান্ কেশান্ ছিত্বা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ  
সহ আচারতো বালকমিত্রধৃতপাত্রব্রহ্মরূষগোময়োপরি নিক্ষিপেৎ ।

ততঃ কপুচ্ছলদেশবিষয়েহপি [ কপুচ্ছলশব্দেন পশ্চিমতঃ শিখা-  
স্থানাদধঃ শিরসো মাতৃক্ৰোড়াভিমুখোচ্চদেশোহভিধীয়তে ] পূর্ববৎ  
তত্ত্বমন্ত্রেণ (১) নাপিতদর্শনং, (২) কাংস্যপাত্রস্থোচ্চদকাবলোক-  
নং, (৩) কপুচ্ছলদেশস্য কেশচ্ছেদনং, (৪) তাম্রক্ষুরস্য দর্পণস্য  
বা দর্শনং, (৫) কপুচ্ছলদেশে দর্ভপিঞ্জলীস্থাপনং, (৬) তত্র তাম্র-  
ক্ষুরস্য দর্পণস্য বা নিধানং, (৭) তত্র ক্ষুরস্য দর্পণস্য বা প্রেরণম্ ।  
ততো বারহস্পৎ তৃষীং প্রেরণম্ । ততঃ লৌহঙ্কুরেণ কপুচ্ছলকেশানাং  
ছেদনং গোময়োপরি নিক্ষেপশ্চ ॥

পাঠপূর্বক পরিচালন করিবে । বিনামন্ত্রে আরও দুইবার উহা  
পরিচালিত করিবে । অনন্তর লৌহঙ্কুরের দ্বারা দক্ষিণ কপুক্ষিকাস্থিত  
কেশ ছেদনপূর্বক উহা দর্ভপিঞ্জলীসহ আচারানুসারে কুমারের কোন  
বন্ধুকর্তৃক ধৃত পাত্রে ব্রহ্ম-গোময়ের উপর নিক্ষেপ করিবে ।

অতঃপর কপুচ্ছল-স্থানের কেশচ্ছেদন । [ মন্তকের শিখা-  
স্থানের নীচে পশ্চাৎমাগে মাতার কোলের দিকে উচ্চস্থানকে কপুচ্ছ-  
লদেশ কহে । ] ইহাতেও দক্ষিণ কপুক্ষিকার কেশচ্ছেদনের ন্যায়  
সেই সেই মন্ত্রে যথাক্রমে (১) নাপিতদর্শন, (২) কাংস্যপাত্রস্থ উষ্ণজল  
অবলোকন, (৩) কপুচ্ছলস্থানের কেশ ভিজান, (৪) তাম্রক্ষুর বা দর্পণ  
দর্শন, (৫) কপুচ্ছলস্থানে দর্ভপিঞ্জলী স্থাপন, (৬) কপুচ্ছলস্থানে তাম্র-  
ক্ষুর বা দর্পণ স্থাপন, (৭) তথায় ক্ষুর বা দর্পণের পরিচালন করিবে ।  
তারপর বিনামন্ত্রে দুইবার ক্ষুর বা দর্পণ পরিচালন এবং লৌহঙ্কুর-  
দ্বারা কপুচ্ছলস্থানের কেশ ছেদন করিয়া উহা তাদৃশ ব্রহ্মগোময়োপরি

ততস্তথা তথা পূর্ববৎ কৃত্বা বামকপুক্ষিকাকেশান্ অপি ছিত্বা  
গোময়োপরি নিদধ্যাৎ । ততঃ পিতা কুমারস্য শিরঃ কর ভ্রাম্যুপসং-  
গৃহ্য জপেৎ—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীজমদগ্নি-  
কশ্যপাগস্ত্যাদয়ো দেবতাঃ চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ, ও জমদগ্ন্যায়ুষং,  
ও কশ্যপস্য ভ্রাম্যুষং, ও অগস্ত্যস্য ভ্রাম্যুষং, ও যদেবানাং ভ্রাম্যুষং,  
ও তত্তেহস্ত ভ্রাম্যুষম্ ।’ ততোহগ্নেরুত্তরদেশং নীত্বা, পুষ্পাদ্যলঙ্কতো  
নাপিতঃ পূর্বমুখমুত্তরমুখং বা কুমারং মুণ্ডয়তি । সর্বমেব কেশং  
ব্রহ্মগোময়োপরি নিধায় অরণ্যে বংশবিটপে বা স্থাপয়েৎ ।

অগ্নিম্ সময়ে কর্ণবেধোহপি কর্তব্যঃ । ততঃ পিতা পূর্ববৎ  
ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমং কৃত্বা, প্রাদেশপ্রমাণং ঘৃতাক্তং সমিধং  
অগ্নৌ তৃষীং হত্বা, শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্তমুদীচ্যৎ কৰ্ম্ম  
সমাপ্য, কৰ্ম্ম কারয়িতৃপাক্ষরাত্রিকবৈষ্ণবায় অপরবৈষ্ণবব্রাহ্মণেভ্যশ্চ  
দক্ষিণাং দদ্যাৎ । অথ কাৰ্ষাদিবৈষ্ণবসেবাং চ কुर্য্যাৎ । কুশর-  
ব্রীহি-যব-তিল-তণ্ডুল-মাষান্ নাপিতায় দদ্যাৎ । ইতি চূড়াকরণম্ ॥

সেইভাবে নিক্ষেপ করিবে । অতঃপর সেই সেই ক্রমেও নিয়মে বাম  
কপুক্ষিকাস্থানের কেশও ছেদন করিয়া পূর্বোক্তভাবে ব্রহ্মগোময়োপরি  
নিক্ষেপ করিবে । তদনন্তর পিতা দুই হস্তে কুমারের মস্তক ধারণ  
করিয়া “ও’ প্রজাপতিঃ” ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে । তারপর পুষ্পা-  
দিদ্বারা অলঙ্কৃত নাপিত কুমারকে অগ্নির উত্তরদিকে লইয়া গিয়া এবং  
পূর্বমুখ বা উত্তরমুখ করিয়া মুণ্ডিত করিবে । সমস্ত কেশ ব্রহ্ম-  
গোময়ের উপর নিক্ষেপ করিয়া বনে অথবা বাঁশের শাখায় স্থাপন  
করিবে ।

এই সময়ে কর্ণবেধও কর্তব্য । অনন্তর পিতা ব্যস্তসমস্তমহা-  
ব্যাহতিহোম করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমস্তক হোম  
এবং শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্যকৰ্ম্ম সমাপ্ত করিয়া  
কৰ্ম্ম কারক পাক্ষরাত্রিক বৈষ্ণবকে ও অন্যান্য বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে  
দক্ষিণা দিবে । কৃষ্ণতক্ত বৈষ্ণবগণের সেবা করিবে । কুশর-ব্রীহি-  
যব-তিল-তণ্ডুল-মাষগুলি নাপিতকে দিবে । ইতি চূড়াকরণ ॥

## অথ উপনয়নম্

গর্ভাষ্টমে অষ্টমে বাহবে ব্রাহ্মণসোপনয়নং কর্তব্যম্ । তত্র তদসম্ভবে ষোড়শবর্ষপর্যন্তমুপনয়নাধিকারঃ, অতঃপরং সাবিগ্রীপতিভ্যো ব্রাহ্মণো নোপনন্তব্য ইতি ।

তত্র প্রাতঃ কৃতস্নানঃ কৃতেষ্টবিষ্ণুবৈষ্ণবার্চনঃ কৃতসাত্ত্বিকরুদ্রিশ্রাদ্ধঃ পিতা, তথোক্তেন পিতা বৃতোহন্যো বা আচার্য্যঃ, তদভাবে মাণবকবৃত্তো বা আচার্য্যঃ সমুত্তব-নামানম্ অগ্নিং সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষজপান্তং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য মাণবকং প্রাতর্ভোজয়িত্বা অগ্নেরুত্তরভো নীত্বা শিখয়া বিনা মুণ্ডিতং স্নাপিতং কুণ্ডলাদ্যলংকৃতং ক্ষৌমবস্ত্রাদ্য-সম্ভবে শুভ্রকার্পাসৈকবস্ত্রাবৃতং স্বদক্ষিণে (পূর্ব্বাভিমুখং) নিধায়

(১৬) অথ উপনয়ন -গর্ভসঞ্চার হইতে গণনা করিয়া অষ্টম বর্ষে, অথবা জন্মগ্রহণ হইতে অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন কর্তব্য । কোন কারণে তাহা সম্ভবপর না হইলে, ষোড়শবর্ষপর্যন্ত যে-কোন সময়ে শুভদিনে ব্রাহ্মণের উপনয়ন হইতে পারে । ইহার পর ব্রাহ্মণ সাবিগ্রীচ্যুত হয় এবং তাহার আর উপনয়ন হইতে পারে না । [মতান্তরে পঞ্চম বর্ষেও ব্রাহ্মণের উপনয়ন-বিধি আছে । বিপ্রেঃ পঞ্চম হইতে ষোড়শ, ক্ষত্রিয়ের ষষ্ঠ হইতে দ্বাবিংশ, বৈশ্যের অষ্টম হইতে চতুবিংশ বর্ষ পর্যন্ত উপনয়নাধিকার ।]

উপনয়নদিনে পিতা প্রাতঃকালে স্নাত হইয়া প্রথমে শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের অর্চন ও সাত্ত্বিক রুদ্রিশ্রাদ্ধ সমাপন করিবে । তারপর পিতা স্বয়ং, অথবা তৎকর্তৃক বৃত্ত অন্য আচার্য্য, অথবা তদভাবে মানবক-কর্তৃক বৃত্ত আচার্য্য সমুত্তব-নামক অগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপনান্তে মাণবককে প্রাতে কিছু প্রসাদ ভোজন করাইয়া এবং শিখা ব্যতীত মুণ্ডিত, স্নাত, কুণ্ডলাদ্যলংকৃত, ক্ষৌমবস্ত্রের অভাবে একখানি শুভ্র কার্পাসবস্ত্র পরিধান করাইয়া, অগ্নির উত্তরদিক্ দিয়া আনিয়া নিজের দক্ষিণদিকে (পূর্ব্বমুখভাবে) বসাইবে । অতঃপর

প্রকৃত কন্মারস্তে প্রাদেশপ্রমাণং যুতান্তং সমিধং তৃক্ষীমগ্নৌ হত্বা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমং কুর্ধ্যাৎ,—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ তুঃ স্বাহা । ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুবঃ স্বাহা । ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা ব্যস্ত-সমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ স্বঃ স্বাহা । ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীমদনতো দেবতা ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহতি-হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা ॥’

তত আচার্য্য-হোতা পঞ্চভিমন্ত্রৈঃ পঞ্চাজ্যাহতীর্জুহ্যাৎ—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণো ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি, তৎ তে প্রব্রবীমি তৎ শক্যং, তেন জ্যাসং (তেন ঋধ্যাসং) ইদম্ অহম্ অনুতাৎ সত্যম্ উপৈমি স্বাহা ॥ ১ ॥ ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ অচ্যুত ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি, তৎ তে প্রব্রবীমি, তৎ শক্যং তেন ঋধ্যাসং ইদম্ অহম্ অনুতাৎ সত্যং উপৈমি স্বাহা ॥ ২ ॥ ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ নারায়ণ ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তৎ তে প্রব্রবীমি, তৎ শক্যং

প্রকৃত কন্মের আরস্তে প্রাদেশপ্রমাণ যুতান্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোম করিবে । তারপর আচার্য্য-হোতামুলোক্ত পাঁচটী মন্ত্রে পাঁচটী আজ্যাহোম করিবে । আজ্যাহোমের পরে আচার্য্য অগ্নির পশ্চিমদিকে উত্তরাগ্র কুশাসনের উপরে কৃতাজলি ও পূর্ব্বমুখ হইয়া দাঁড়াইবে । মাণবকও অগ্নি এবং আচার্য্যের মধ্যস্থলে উত্তরাগ্র কুশাসনের উপর কৃতাজলিপুটে আচার্য্যকে সম্মুখে করিয়া দাঁড়াইবে । অনন্তর কোন মন্ত্রবান্ অর্থাৎ দীক্ষিত পাক্ষরাত্তিক ব্রাহ্মণ মাণবকের দক্ষিণভাগে দাঁড়াইয়া প্রথমে মাণবকের,

তেন ঋধ্যাসং ইদম্ অহম্ অনুতাৎ সত্যম্ উপৈমি স্বাহা ॥ ৩ ॥ ৩<sup>১</sup> প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা উপনয়নহোমে  
বিনিয়োগঃ, ৩<sup>২</sup> অনন্ত ব্রতপতে ব্রতং চরিত্যমি, তৎ তে প্রব্রবীমি, তৎ  
শকেষ্যং তেন ঋধ্যাসং, ইদম্ অহম্ অনুতাৎ সত্যম্ উপৈমি স্বাহা ॥ ৪ ॥  
৩<sup>৩</sup> প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ পঙক্তিঃ ছন্দঃ শ্রীসক্কর্ষণো দেবতা উপনয়ন-  
হোমে বিনিয়োগঃ, ৩<sup>৪</sup> সক্কর্ষণ ব্রতানাং ব্রতপতে ব্রতং চরিত্যমি, তৎ  
তে প্রব্রবীমি তৎ শকেষ্যং তেন ঋধ্যাসং, ইদম্ অহম্ অনুতাৎ সত্যম্  
উপৈমি স্বাহা ॥ ৫ ॥<sup>১</sup>

এবমাজাহতীঃ হত্বা অগ্নেঃ পশ্চিমতো আচার্য্য উদগগ্রেষু কুশেষু  
কৃতাঞ্জলিঃ প্রাণমুখ উদ্ধৃষ্টিষ্ঠেৎ । অগ্ন্যচার্য্যয়োর্মধ্যে মাণবকোহপি  
কৃতাঞ্জলিরাচার্য্যাভিমুখ উদগগ্রেষু কুশেষু উদ্ধৃষ্টিষ্ঠেৎ । ততো মাণবকস্য  
দক্ষিণতঃ স্থিতো মন্ত্রবান্ পাঞ্চরাত্রিকো ব্রাহ্মণো মাণবকস্যাঞ্জলিমুদকেন  
পুরয়তি, পশ্চাদাচার্য্যস্যপি । ততো গৃহীতোদকাঞ্জলিরাচার্য্যঃ গৃহী-  
তোদকাঞ্জলিং মাণবকং পশ্যান্ জপতি,—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ  
অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু-নারায়ণ-বাসুদেব-সক্কর্ষণো দেবতা উপনয়নে  
আচার্য্যস্য মাণবকং প্রেক্ষমাণস্য জপে বিনিয়োগঃ, ৩<sup>২</sup> আগস্তা  
সমগম্বহি, প্র সুমর্ত্যং যুযোতন, অরিষ্ঠাঃ সঙ্করেমহি, স্বস্তি সঙ্করতাৎ  
অয়ম্ ॥ ৬ ॥ ততো গৃহীতোদকাঞ্জলিরাচার্য্যো গৃহীতোদকাঞ্জলিং  
মাণবকং পাঠয়তি—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ  
দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য মাণবকপঠনে বিনিয়োগঃ, ৩<sup>৩</sup> ব্রহ্মচর্য্যম্  
আগাম্, উপ মা নয়স্য । ৭ ॥<sup>২</sup> ততঃ আচার্য্যো মাণবকং নামধেয়ং  
পৃচ্ছতি—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা  
উপনয়নে আচার্য্যস্য মাণবকনামপ্রশ্নে বিনিয়োগঃ, ৩<sup>৪</sup> কো নাম অসি

পরে আচার্য্যের অঞ্জলি জলপূর্ণ করিয়া দিবে । আচার্য্য হস্তে জলা-  
ঞ্জলি লইয়া জলাঞ্জলিহস্তে দণ্ডায়মান মাণবককে দর্শনপূর্বক মূলোক্ত  
৬-সংখ্যক মন্ত্র স্বয়ং জপ করিবে এবং ৭-সংখ্যক মন্ত্র মাণবককে

৥ ৮ ॥ ততো মাণবকঃ স্ব-নাম (প্রাণাচার্য্যাকল্পিতং নাম বা )  
কথয়তি,—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু দেবতা  
উপনয়নে মাণবকস্য নামকথনে বিনিয়োগঃ, ৩<sup>১</sup> অমুকদেবশর্ম্মনামা  
অস্মি ॥ ৯ ॥ (১) তত আচার্য্যমাণবকৌ পূর্ব্বগৃহীতোদকাঞ্জলী তাজে-  
তাম্ ।

তত আচার্য্যো দক্ষিণপাণিনা মাণবকস্য সানুষ্ঠং দক্ষিণং পাণি-  
মনেন মন্ত্ৰেণ গৃহীতি,—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ  
শ্রীবিষ্ণু-নারায়ণ-বাসুদেব-সক্কর্ষণো দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য  
মাণবকহস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ, ৩<sup>২</sup> দেবস্য তে বিষ্ণোঃ প্রসবে, নারায়ণ-  
বাসুদেবয়োঃ বাহভ্যাং সক্কর্ষণস্য হস্তাভ্যাং হস্তং গৃভ্ণামি অমুক  
॥ ১০ ॥ অত্র অমুকস্থানে অমুকদেবশর্ম্মন(২) ইতি মাণবক-নাম  
প্রয়োক্তব্যম্ । ততো গৃহীত-মাণবকহস্ত আচার্য্যো জপতি,—‘ও’  
প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুদয়ো দেবতা উপনয়নে  
গৃহীতমাণবকহস্তস্য আচার্য্যস্য জপে বিনিয়োগঃ, ৩<sup>৩</sup> বিষ্ণু তে হস্তম্  
অগ্রহীৎ, নারায়ণো মহাবিষ্ণুঃ হস্তম্ অগ্রহীৎ, মুকুন্দো প্রভবিষ্ণু  
হস্তম্ অগ্রহীৎ, মিত্রঃ ত্বম্ অসি কৰ্ম্মণা, বিষ্ণুঃ আচার্য্যঃ তব ॥ ১১ ॥  
ততো মাণবকম্ আচার্য্যোহনেন মন্ত্ৰেণ প্রদক্ষিণেন ভ্রাময়িত্বা

পাঠ করাইবে । তারপর আচার্য্য ৮-সংখ্যক মন্ত্রে মাণবকের নাম  
জিজ্ঞাসা করিবে । তদুত্তরে মাণবক ৯-সংখ্যক মন্ত্রে আচার্য্যকে স্বীয়  
নাম বলিবে । অনন্তর উভয়ে হস্তস্থিত জলাঞ্জলি ত্যাগ করিবে ।

তারপর আচার্য্য মূলোক্ত ১০-সংখ্যক মন্ত্র পাঠপূর্বক নিজ  
দক্ষিণহস্তদ্বারা মাণবকের অনুষ্ঠসহিত দক্ষিণহস্ত গ্রহণ করিবে এবং  
তৎপরে ১১-সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে । অনন্তর আচার্য্য মূলোক্ত  
১২-সংখ্যক মন্ত্রে মাণবককে প্রদক্ষিণভাবে ঘুরাইয়া পূর্ব্বমুখ করিবে ।

(১) “অমুকনামা কৃষ্ণদাসোহহং”—ইহা বক্তব্য ।

(২) “অমুক কৃষ্ণদাস”—ইহা বক্তব্য ।

প্রাণমুখং করোতি—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা মাণবকস্য আবর্তনে বিনিয়োগঃ, ও’ বিষ্ণোঃ বিক্রমণম্ অশ্বাবর্তন শ্রীঅমুকদেবশর্মন্ ॥’ ১২ ॥ ততো মাণবকস্য দক্ষিণক্ষকং স্পৃষ্টবতীর্ণেন দক্ষিণপাণিনা অব্যবহিতং (বস্ত্রাব্যবহিতং) নাভিদেশম্ অনেন মন্ত্রেণাচার্য্যঃ স্পৃশতি,—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারী-নাভিদেশস্পর্শনে বিনিয়োগঃ, ও’ প্রাণানাং গ্রন্থিঃ অসি মা বিজ্ঞসঃ, অচ্যুত তুভ্যম্ ইদং পরিদদামি শ্রীঅমুকদেবশর্মণম্ ॥’ ১৩ ॥ ততো মাণবকস্য নাভেরুপরিদেশমনেন মন্ত্রেণাচার্য্যঃ স্পৃশতি—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিনাভ্যুপরিদেশস্পর্শনে বিনিয়োগঃ, ও’ নারায়ণ, তুভ্যম্ ইদং পরিদদামি শ্রীঅমুকদেবশর্মণম্ ॥’ ১৪ ॥ ততো মাণবকস্য হৃদয়দেশমনেন মন্ত্রেণাচার্য্যঃ স্পৃশতি,—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীজনাদর্দনো দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-হৃদয়স্পর্শনে বিনিয়োগঃ, ও’ জনাদর্দন, তুভ্যম্ ইদং পরিদদামি শ্রীঅমুকদেবশর্মণম্ ॥’ ১৫ ॥ তত আচার্য্যো দক্ষিণপাণিনা মাণবকস্য দক্ষিণক্ষকং স্পৃশন্ জপতি—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ উপনয়নে ব্রহ্মচারিদক্ষিণক্ষকস্পর্শনে বিনিয়োগঃ, ও’ বিষ্ণবে প্রজাপত্যে হ্রা পরিদদামি শ্রীঅমুকদেবশর্মন্ ॥’ ১৬ ॥ ততো বামেন পাণিনা মাণবকস্য বামক্ষকং স্পৃশন্ জপতি,—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপ-

তারপর আচার্য্য স্বীয় দক্ষিণহস্ত মাণবকের দক্ষিণ ক্ষক স্পর্শপূর্বক নামাইয়া মূলোক্ত ১৩-সংখ্যক মন্ত্রে মাণবকের অনাস্থাদিত নাভিদেশ স্পর্শ করিবে। তদনন্তর আচার্য্য মূলোক্ত ১৪-সংখ্যক মন্ত্রে মাণবকের নাভির উপরিস্থান স্পর্শ করিবে, তারপর মাণবকের হৃদয়স্থান মূলোক্ত ১৫-সংখ্যক মন্ত্রে স্পর্শ করিবে, ১৬-সংখ্যক মন্ত্রে মাণবকের দক্ষিণ-ক্ষক স্পর্শ করিবে। অতঃপর বামহস্তে মাণবকের বাম ক্ষক স্পর্শ

নয়নে ব্রহ্মচারীবামক্ষক-স্পর্শনে বিনিয়োগঃ, ও’ বিষ্ণবে দামোদরায় হ্রা পরিদদামি শ্রীঅমুকদেবশর্মন্ ॥’ ১৭ ॥

তত আচার্য্যো মাণবকমনেন মন্ত্রেণ সম্বোধয়তি—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-সম্বোধনে বিনিয়োগঃ, ও’ ব্রহ্মচারী অসি শ্রীঅমুকদেবশর্মন্ ॥’ ১৮ ॥ ততঃ সম্বোধিতং মাণবকমাচার্য্যঃ প্রেময়তি,—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-প্রেমণে বিনিয়োগঃ, ও’ সমিধম্ আধেহি, [ব্রহ্মচারী—ও’ বাঢ়ম্]; ও’ অপঃ অশান, [ব্রহ্মচারী—ও’ বাঢ়ম্]; ও’ কন্ম কুরু, [ব্রহ্মচারী—ও’ বাঢ়ম্]; ও’ মা দিবা স্বাপ্সীঃ, [ব্রহ্মচারী—ও’ বাঢ়ম্] ॥’ ব্রহ্মচারী সর্বত্র ‘ও’ বাঢ়ম্’ ইতি শ্রয়াৎ।

ততোহগ্নেরুত্তরতঃ গহ্বা আচার্য্য উদগগ্রেম্ কুশেম্ প্রাণমুখ উপবিশতি। মাণবকোহপি পাতিতদক্ষিণজানুঃ উদগগ্রেম্ আচার্য্যো-ভিমুখ উপবিশতি। অথৈনং মাণবকম্ আচার্য্যস্তিঃ প্রদক্ষিণাং ত্রিহতাং মৌজমেখলাং পরিধাপয়ন্ মন্ত্রদ্বয়ং বাচয়তি—‘ও’ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে মেখলাপরিধানে বিনিয়োগঃ, ও’ ইয়ং দুরন্তাৎ পরিবাধমানা, বর্ণং পবিত্রং পুনতী মে আগাৎ, প্রাণাপানাত্য্যং বলম্ আবহন্তী, স্বসা দেবী সূভগ্যা

করিন্মা আচার্য্য মূলোক্ত ১৭-সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে। তদনন্তর আচার্য্য মূলোক্ত ১৮-সংখ্যক মন্ত্রে মাণবকের সম্বোধন করিবে। তারপর আচার্য্য মাণবককে মূলোক্ত বাক্যে প্রেরণা বা আদেশ করিবে। মাণবক সর্বত্র ‘ও’ বাঢ়ম্’ বলিয়া আদেশ গ্রহণ করিবে।

অতঃপর আচার্য্য অগ্নির উত্তর দিকে গিয়া উত্তরাগ্র কুশাসনে পূর্বমুখ হইয়া বসিবে। মাণবকও উত্তরাগ্র কুশাসনে দক্ষিণজানু পাতিয়া আচার্য্যভিমুখ (পশ্চিমমুখ) হইয়া বসিবে। অনন্তর আচার্য্য মাণবককে ত্রিষ্টুপ মৌজমেখলা তিনবার প্রদক্ষিণক্রমে (অর্থাৎ ডানদিক্ হইতে ঘুরাইয়া তিন ফেরে) পরাইতে পরাইতে মূলোক্ত

মেখলা ইয়ম্ ॥ ১৯ ॥ ওঁ ঋতস্যা গোপতী তপসঃ পরমী, স্নতী রক্ষঃ, সহ্যানা অরাতীঃ ; সা মা সমন্তম্ অভিপৰ্য্যোহি ভদ্রে, ধৰ্ম্মারঃ ৩ মেখলে মা রিমাম্ ॥ ২০ ॥ তত আচার্যো যজ্ঞোপবীতং কৃষ্ণসারাজিনসহিতং মাণবকং পরিধাপয়েৎ । তত্র প্রথমং যজ্ঞোপবীতাদানং,—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে যজ্ঞোপবীতাদানে বিনিয়োগঃ, ওঁ যজ্ঞোপবীতম্ অসি, যজ্ঞস্য হ্রা যজ্ঞোপবীতেন উপনহ্যামি’ ॥ ২১ ॥ ইত্যনেন মন্ত্রেণ যজ্ঞোপবীত-মাদায় আচার্য্যস্ততঃ,—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে মাণবকস্য যজ্ঞোপবীত-পরিধাপনে বিনিয়োগঃ, ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং ব্রহ্মপতেঃ যৎ সহজং পুরস্তাৎ ; আশ্বমযমগ্ৰ্যং প্রতিমুখ্য শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং, বলমন্ত তেজঃ’ ॥ ২২ ॥ ইতি (জন্তা মাণবকং) যজ্ঞোপবীতং (স্বয়ং) পরিধাপয়েৎ । ততঃ ( আচার্য্যঃ মাণবকহস্তে অজিনং দত্ত্বা ) —‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে মাণবকস্য অজিন-পরিধাপনে বিনিয়োগঃ, ওঁ মিত্রস্য চক্ষুঃ বরুণং বলীহস তেজোমশশ্চি হুবিরং সমিদ্ধম্ ; অনাহনস্যং বসনং জরিসু পরি ইদং বাজি অজিনং দধে অহম্’ ॥ ২৩ ॥ ইতি ( মন্ত্রং মাণবকং বাচয়িত্বা ) অজিনং পরিধাপয়েৎ ।

ততো মাণবক আচার্য্যস্য উপসন্নো ব্রবীতি—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা আচার্য্যামন্ত্রেণ বিনিয়োগঃ,

১৯-২০-সংখ্যক মন্ত্রত্রয় পড়াইবে । তারপর আচার্য্য মাণবককে কৃষ্ণসার অজিত-সহিত যজ্ঞোপবীত পরাইবে । প্রথমে আচার্য্য মূলোক্ত ২১-সংখ্যক মন্ত্রে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবে, পরে ২২-সংখ্যক মন্ত্র জপপূর্বক মাণবককে স্বয়ং ঐ যজ্ঞোপবীত পরাইবে । অতঃপর আচার্য্য মাণবকের হস্তে অজিন দিয়া মূলোক্ত ২৩-সংখ্যক মন্ত্র মাণবককে পাঠ করাইয়া অজিন পরিধান করাইবে ।

তারপর মাণবক আচার্য্যের উপসন্ন ( কৃতাজলিপটে সম্মুখস্থ )

ওঁ অধীহি ভোঃ, সাবিত্রীং মে ভবান্ অনুরবীতু’ ॥ ২৪ ॥ ততস্তমু-পসন্ন মাণবকমাচার্য্যঃ প্রথমং পাদং পাদং ততোহর্দ্ধমর্দ্ধং, ততঃ কুৎস্নাং সাবিত্রীমধ্যাপয়েৎ । যথা—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ, ওঁ তৎ সবিতুঃ বরুণাং’ ইতি প্রথমং পাদং বারতন্ত্রম্ ॥ ঋষ্যাদয়ঃ সাধা-রুণাঃ ( প্রতিবারং প্রতিমন্ত্রং বাচ্যাঃ ) । ‘ওঁ ভর্গোদেবস্য ধীমহি’ ইতি দ্বিতীয়ং পাদং বারতন্ত্রম্ । ওঁ ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়্যাত্’ ইতি তৃতীয়ং পাদং বারতন্ত্রম্ । ‘ওঁ তৎ সবিতুঃ বরুণাং ভর্গোদেবস্য ধীমহি’ ইতি পূর্বার্দ্ধং বারতন্ত্রম্ । ‘ওঁ ধিয়ো যো নঃ প্রচো-দয়্যাত্’ ইত্যুত্তার্দ্ধং বারতন্ত্রম্ । ‘ওঁ তৎ সবিতুঃ বরুণাং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়্যাত্ ওঁ’ ইতি সর্ব্বামেব গায়ত্রীং বারতন্ত্রং পাঠয়েৎ । ততো মাণবকমাচার্য্যো মহাব্যাহতিঃ পৃথক্ পৃথক্ কৃৎস্না ওঁ কারপৃষিকা ওঁ কারান্তাশ্চ ( ওঁ কারপুটিতাঃ ) অধ্যাপয়েৎ । যথা,—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা মহাব্যাহতিপাঠে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুঃ ওঁ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা মহাব্যাহতিপাঠে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুবঃ ওঁ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ

হইয়া মূলোক্ত ২৪-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিবে । আচার্য্য উপসন্ন মাণবককে প্রথমে এক চরণ করিয়া, তারপর অর্দ্ধেক করিয়া, পরিশেষে সম্পূর্ণ সাবিত্রীমন্ত্র অধ্যয়ন করাইবে । যথা—মূলোক্ত বিধিতে প্রথম পাদ তিনবার, দ্বিতীয় পাদ তিনবার, তৃতীয়পাদ তিনবার, পুনঃ পূর্বার্দ্ধ তিনবার, শেষার্দ্ধ তিনবার, তারপর সম্পূর্ণ গায়ত্রী তিনবার পাঠ করাইবে । তদনন্তর আচার্য্য মাণবককে মহাব্যাহতি পৃথক্ পৃথক্ ও ওঁ কারপুটিত ( অর্থাৎ আগে পরে ওঙ্কারযুক্ত ) করিয়া পাঠ করাইবে । ব্যাহতি-পাঠক্রম মূলে দ্রষ্টব্য । ব্যাহতি পাঠ করাইবার পর—আচার্য্য মাণবককে সপ্ৰণবব্যাহতিসহ প্রণবস্ত-গায়ত্রী তিনবার পাঠ করাইবে । তারপর আচার্য্য মাণবকের

দেবতা মহাব্যাহতিপাঠে বিনিয়োগঃ, ওঁ স্বঃ ওঁ ॥ ততঃ সপ্ৰণব-  
ব্যাহতিকং প্রণবান্তঃ গায়ত্রীমধ্যাপন্যেৎ বারহর্যং—‘ওঁ প্রজাপতিঃ  
বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ,  
ওঁ ভুঃ ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বারেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধियो যো  
নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥ ততো বৈষ্ণবং পালাশং বা মাগবকপরিমাণং  
দণ্ডং মানবকায় প্রযচ্ছন্ন্যচার্য্যো মাগবকং বাচয়তি—‘ওঁ প্রজাপতিঃ  
বিষ্ণু ঋষিঃ পণ্ডিতঃ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে মাগবকদণ্ডা-  
র্পণে বিনিয়োগঃ, ওঁ সূত্রবঃ সূত্রবসং মা কুরু, যথা স্বং সূত্রবঃ সূত্রবা  
দেবেষু এবম্ অহং সূত্রবঃ সূত্রবা ব্রাহ্মণেষু ভূম্যাসম্’ ॥ ২১ ॥ (ইতি  
দণ্ডং গ্রাহ্যেৎ) । অথ গৃহীতদণ্ডো ব্রহ্মচারী ভিক্ষাং প্রার্থয়তি ।  
তত্র প্রথমং মাতরং—‘ওঁ ভবতি ভিক্ষাং দেহি’ ইতি । ততো লব্ধ-  
ভিক্ষো মাগবকঃ ‘ওঁ স্বস্তি,’ ইতি ক্রিয়াৎ ; এবং সর্বত্র । ততো  
মাতৃবন্ধুজিয়ঃ । ততঃ পিতরং—‘ওঁ ভবন্ ভিক্ষাং দেহি’ ইতি প্রার্থ-  
য়েৎ । ততোহন্যাংশ্চ প্রার্থয়েৎ । সর্বং ভিক্ষালব্ধমাচার্য্যায় নিবে-  
দয়েৎ ।

ততঃ পূর্ববদাচার্য্যো ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমং কৃৎবা,  
প্রাদেশপ্রমাণং ঘৃতান্ত্রাং সমিধং তৃক্ষীমগ্নৌ হত্বা, প্রকৃতং কৰ্ম্ম সমাপ্য  
সর্বকৰ্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্তমুদীচ্যং কৰ্ম্ম  
হস্তে বিল্ব বা পলাশের দণ্ড প্রদানকালে মাগবককে মূলোক্ত ২৫-  
সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করাইয়া দণ্ড গ্রহণ করাইবে । দণ্ডগ্রহণ পূর্বক  
ব্রহ্মচারী ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে । ভিক্ষা প্রার্থনার বাক্য মূলে দ্রষ্টব্য ।  
সর্বাপ্রে মাতার নিকট, তারপর মাতৃবন্ধু জীগণের নিকট, তারপর  
ক্রমে পিতা ও পিতৃবন্ধুগণের নিকট ভিক্ষা করিবে । ভিক্ষালব্ধ  
সমস্ত দ্রব্য আচার্য্য অর্থাৎ শ্রীশুরুদেবকে নিবেদন করিবে ।

অতঃপর আচার্য্য পূর্ববৎ ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতি-হোম করিয়া  
প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতান্ত্র সমিধ্ অমন্ত্রক হোম করিয়া প্রকৃতকৰ্ম্ম  
সমাপন-পূর্বক সর্বকৰ্ম্মসাধারণ শাট্যায়ন-হোমাদি বামদেব্যগানান্ত

নির্বর্ত্য দক্ষিণাং কারয়েৎ । তত্র যদি পিতৈবাচার্য্যান্তদা কৰ্ম্মকার-  
ম্বিতৃ-পাঞ্চরাত্রিকবৈষ্ণবায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ । অপরবৈষ্ণবব্রাহ্মণেভ্যশ্চ  
দক্ষিণাং দদ্যাৎ । তথা কাৰ্ষাদিবৈষ্ণবসেবাঞ্চ কুর্যাৎ । ব্রহ্মচারী  
তু তত্রৈব স্থানে দিনান্তং যাবৎ বাণ্ষতস্তিষ্ঠেৎ । ততঃ প্রাপ্তায়াং  
সন্ধ্যায়াং তাং উপাস্য কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা সমুত্তবনামানময়িং সং-  
স্থাপ্য,—‘ওঁ ইহ এব অয়ম্ ইত্যরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু  
প্রজানন্ ইতি জপ্ত্বা দক্ষিণং জানু ভুমৌ পাতয়িত্বা দক্ষিণপশ্চিমো-  
ত্তরক্রমেণ উদকাজলিসেকং অগ্নিপৰ্য্যাক্ষণঞ্চ কৃৎবা ( কুশণ্ডিকায়াং  
দ্রষ্টব্য ) সমিক্রোমং (১) কুর্যাৎ । তত্র প্রাদেশপ্রমাণং ঘৃতান্ত্রাং  
সমিধ্রয়ং গৃহীত্বা প্রথমমেকাং তৃক্ষীমগ্নৌ জুহুয়াৎ । ততঃ—‘ওঁ  
প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ‘অগ্নৌ সমিদা-  
ধানে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণো অগ্নয়ে সমিধং আহার্য্যং বৃহতে জাত-  
বেদসে যথা অগ্নিঃ সমিধা সমিধ্যতি এবমহমায়ুষা মেধয়া বচসা  
প্রজয়া পশুভিঃ ব্রহ্মবর্চসেন ধনেন অম্বাদ্যেন সমেধিধীর স্বাহা’ ॥ ২৬ ॥

উদীচ্যকৰ্ম্ম সমাপ্ত করিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করাইবে । যদি পিতা স্বয়ং  
আচার্য্য হন, তাহা হইলে কৰ্ম্মকারক পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবকে দক্ষিণা  
দিবে । অন্যান্য বৈষ্ণবব্রাহ্মণকেও দক্ষিণা দিবে এবং কৃষ্ণভক্ত  
বৈষ্ণবগণের সেবা করিবে । ব্রহ্মচারী সেই স্থানেই সন্ধ্যা না হওয়া  
পর্যন্ত মৌনী হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে । সন্ধ্যা হইলে সামংসন্ধ্যা  
সমাপন করিয়া কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে সমুত্তব-নামক অগ্নি স্থাপনপূর্বক  
‘ওঁ ইহেবায়ং’ ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র জপ করিবে এবং দক্ষিণ জানু  
ভূমিতে পাতিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তরদিকক্রমে উদকাজলিসেক ও  
অগ্নিপৰ্য্যাক্ষণ করিয়া সমিধ্ হোম করিবে । ব্রহ্মচারী প্রাদেশপ্রমাণ  
তিনটী ঘৃতান্ত্র সমিধ্ লইয়া তাহা হইতে প্রথমে একটি সমিধ্ অমন্ত্রক  
করিবে, তারপর মূলোক্ত ২৬-সংখ্যক মন্ত্রে দ্বিতীয় সমিধ্ হোম

(১) কার্য্যতঃ—ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোম ও অমন্ত্রক সমিধ্ হোমের পর  
ব্রহ্মচারিয়ার সমিক্রোম করাইয়া যথাবিধি উদীচ্য কৰ্ম্ম করিবে ।



ইত্যনেন দ্বিতীয়াং জুহুয়াৎ । ততস্তৃতীয়াং তুক্ষীং জুহুয়াৎ । ততঃ  
কর্মশেষোক্তবিধিনা পুনরগ্নিপর্য়াক্ষণং, দক্ষিণ-পশ্চিমোত্তরক্রমেণ উদ-  
কাজলিসেকঞ্চ কুর্য্যাৎ । ততঃ—‘ও’ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেব-  
শর্ম্মাঃ ভোহুতিবাদয়ে’—ইত্যগ্নিমভিবাধ্য—‘ও’ ক্ষমস্ব’ ইত্যগ্নিৎ  
বিসৃজেৎ ।

ততঃ অতীতীয়াং সন্ধ্যায়াং তিষ্কালশ্বময়ং ক্ষারলবণবজ্জিতং  
সমুতং ( চরুশেষং ) উদকেনাভ্যক্ষা,—‘ও’ অমৃতোপস্করণমসি স্বাহা’  
ইত্যাপোহশনং কৃৎস্না মধ্যমানামিকাসুষ্ঠ গ্লিপর্ব্ব-গৃহীতে-নামেন—‘ও’  
প্রাণায় স্বাহা, ও’ অপানায় স্বাহা, ও’ সমানায় স্বাহা, ও’ উদানায়  
স্বাহা, ও’ ব্যানায় স্বাহা’—ইতি পঞ্চাহতীরভ্যবহাত্য, সর্ব্বত্র প্রাণাহতি-  
শেষং ভূমৌ নিক্ষিপ্য, বামহস্তবিধৃত-ভোজনপাত্রো বাগ্ধাতো ভূজীত ।  
ভোজনানন্তরং—‘ও’ অমৃতপিধানমসি স্বাহা’—ইতি পুনরাপোহশনং  
কৃৎস্না আচামেৎ । এতচ্চাগ্রিকার্যাং ব্রহ্মচারিণা সমাবর্ত্তনপর্য্যন্তং  
প্রত্যহং সায়ং প্রাতঃ কর্তব্যম্ । ভোজনং চানেন ক্রমেণ যাবজ্জীবং  
কর্তব্যম্ ॥ ইতি উপনয়নকর্ম্ম ॥

করিয়া তৃতীয় সমিধ্টি অমন্ত্রক হোম করিবে । তারপর উদীচ্য-  
কর্ম্মোক্ত বিধিতে পুনরায় অগ্নিপর্য়াক্ষণ ও উদকাজলিসেক করিয়া  
মূলোক্ত বিধানে অগ্নিকে নমস্কারপূর্ব্বক বিসর্জ্ঞন করিবে ।

সন্ধ্যা অতীত হইলে ক্ষার-লবণবজ্জিত সমুত-তিষ্কাল জলের  
দ্বারা অভ্যক্ষণ করিয়া, মূলোক্ত মন্ত্রে অপোহশন ( গণ্ডুষ ) করিয়া,  
মধ্যমা-অনামিকা-অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা অন্ন গ্রহণ করিয়া ‘ও’  
প্রাণায়’ ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্রে পঞ্চপ্রাস ভক্ষণ করিবে এবং প্রত্যেক  
প্রাসের অবশেষ কিছু অন্ন ভূমিতে ত্যাগ করিবে । তারপর বামহস্তে  
ভোজনপাত্র ধরিয়া নীরবে ভোজন করিবে । ভোজনাতে অমৃত-  
পিধান-মন্ত্রে পুনঃ গণ্ডুষ করিয়া আচমন করিবে । সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত  
প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় এইরূপ অগ্নিকার্য্য করিতে হইবে এবং উক্ত  
নিয়মে যাবজ্জীবন ভোজন করিতে হইবে । ইতি উপনয়ন ॥

অথ চতুর্থহুহনি সাবিব্রীচরুহোমঃ । তত্র প্রথমং কৃতশ্রানঃ  
পিতা, পিতৃরুতো ব্রহ্মচারিহুতো বা অন্যো বাচার্য্যঃ সমুত্তব-নামানম-  
গ্নিং সংস্থাপ্য ব্রহ্মস্থাপনানন্তরং প্রাঙমুখ উপবিষ্টস্তিম্মেন্নেবাগ্নৌ চরু  
প্রপরেৎ ।

তস্যানুষ্ঠানং যথা—অগ্নেঃ পশ্চিমায়াং দিশি প্রাগগ্নান্ কুশান্  
আস্তীর্থা তদুপরি প্রক্ষালিতানীতং বারুণমুদুখলমুষলং, বৈণবঞ্চ সুপং  
বারুণচমসস্বজলপ্রোক্ষিতং সংস্থাপ্য, ব্রীহিন্ যবান্ বা সুপে নিধায়,—  
‘ও’ সবিত্রে ত্বা মুচুটে নির্ব্বপামি’ ইতি কাংস্যপাত্রে চরুস্থাল্যাং বা  
গৃহীত্বা উদুখলে স্থাপয়েৎ । দ্বিস্তুক্ষীং । ততো দক্ষিণহস্তমুপরি কৃৎস্না  
মুষলেনাবহত্য সুপেণ প্রক্ষোটেয়েৎ । ইথমেব বারুণয়ং কৃৎস্না ত্রিঃ  
প্রক্ষাল্য চরুস্থাল্যামমন্ত্রকং কৃতোত্তরাগ্রং পবিত্রং নিক্ষিপ্য, তদুপরি  
প্রক্ষালিততণ্ডুলান্ নিধায়, দুগ্ধং নিক্ষিপ্য স্তোকং স্তোকমুদকং দত্ত্বা,  
তন্মধ্যে খদিরপলাশোড়ুহরাণামন্যতমস্য প্রাদেশপ্রমাণামগ্রে উত্তরগ্র-

অথ চতুর্থ দিবসে সাবিব্রীচরুহোমঃ—স্নাত পিতা, অথবা  
পিতৃকর্তৃক রুত, বা ব্রহ্মচারিকর্তৃক রুত আচার্য্য সমুত্তব-নামক অগ্নি  
স্থাপনানন্তর ব্রহ্মস্থাপন পর্য্যন্ত করিয়া পূর্ব্বমুখে বসিয়া সেই অগ্নিতে  
চরু পাক করিবে ।

তদনুষ্ঠানং যথা—অগ্নির পশ্চিম দিকে পূর্ব্বাগ্রভাবে কুশ বিছাইয়া  
তাহার উপর দ্বীত বরুণকাষ্ঠনির্ম্মিত উদুখল ও মুষল এবং বরুণ-  
কাষ্ঠনির্ম্মিত চমসের ( কোশার ) জলে প্রোক্ষিত বংশনির্ম্মিত সুপ  
( কুলা ) স্থাপন করিবে, ঐ কুলায় ব্রীহি বা যব রাখিয়া, ‘ও’ সবিত্রে’  
ইত্যাদি মন্ত্রে উহার ক্লিষ্টদংশ কাংস্যপাত্র বা চরুস্থালীতে গ্রহণপূর্ব্বক  
উদুখলে স্থাপন করিবে । অবশিষ্টাংশ বিনামন্ত্রে দুইবার উদুখলে  
রাখিবে । তারপর উপরে দক্ষিণহস্তে ধৃত মুষলের দ্বারা উহা  
আঘাত করিয়া কুলাদ্বারা প্রক্ষোটন করিবে অর্থাৎ ঝড়িয়া লইবে ।  
এইরূপ তিনবার করিবার পর উহা তিনবার প্রক্ষালন করিবে ।  
চরুস্থালীতে অমন্ত্রক পবিত্র ( প্রাদেশপ্রমাণ দুইগাছা কুশ ) উত্তরাগ্র-

সাক্ষাৎপূৰ্ণপৰ্বপ্রমাণাৎ চতুষ্কোণপুষ্করং মেক্ষণং দক্ষিণাবর্তেন ভ্রাময়িত্বা তথা পচেৎ যথা অন্তরুপা পাকো ভবতি সম্যক্, মণ্ডগালনং দাহশ্চ ন ভবতি। সম্যক্ পাকো ভূতো মধ্যে ঘৃতস্রবদ্বয়ং দত্তা প্রাগাদি-  
দিক্চিহ্নিতাং চরুস্থালীমবত্যা অগ্নেরুত্তরতঃ কুশোপরি স্থাপয়িত্বা পুনর্মধ্যে ঘৃতস্রবং দদ্যাৎ।

ততো ভূমিজপাদি-স্রবসংস্কারপর্যন্তং কর্ম কৃত্বা, অগ্নেঃ পশ্চিমত আন্তরগকুশোপরি পূর্বমাজাং পশ্চাচ্চরুং নিধায়, উদকাঞ্জলিসেকং কৃত্বা, বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশাণ্ডিকাং সমাপ্য, প্রকৃত-  
কর্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতান্তাং সমিধং তৃক্ষীমগ্নৌ প্রক্ষিপেৎ। আজ্যহোমোপক্ৰমবিহিতস্ত মহাব্যাহতিহোমশ্চরুহোমত্বাদস্য প্রথমং  
ন কর্তব্যঃ, অন্তে তু কর্তব্য এব বিহিতত্বাৎ। যদি সংক্ষেপোহ-

ভাবে স্থাপন করিয়া তাহাদের উপর প্রক্ষালিত তণ্ডুল স্থাপনপূর্বক  
দুগ্ধ তালিয়া দিবে এবং (পাককালে) অন্ন অন্ন করিয়া জল দিয়া  
মেক্ষণদ্বারা দক্ষিণাবর্তে ঘাঁটিয়া এইরূপভাবে পাক করিবে যাহাতে  
মধ্যস্থ তাপে (অর্থাৎ ভাপে) সম্যক্ পাক হইয়া যায় অথচ মণ্ড  
গালিতে হয় না ও পোড়া লাগে না। ঐ মেক্ষণ (হাতা) খদির,  
পলাশ বা উদ্ভূষর কাঠের হইবে, উহা প্রাদেশপ্রমাণ দীর্ঘ হইবে, উহার  
অগ্রভাগে পুষ্করটা (মুখটা) উভয়দিকে দেড় অঙ্গুলি প্রমাণ ও চতুষ্কোণ  
হইবে। সম্যক্ পাক হইলে তাহাতে দুইস্রব ঘৃত প্রক্ষেপ করিয়া  
পূর্বাদিদিক্চিহ্নযুক্ত চরু (চরুস্থালী) নামাইয়া অগ্নির উত্তরদিকে  
কুশের উপর রাখিয়া তন্মধ্যে পুনঃ একস্রব ঘৃত দিবে।

তদনন্তর কুশাণ্ডিকাজগত ভূমিজপ হইতে স্রবসংস্কার পর্যন্ত  
কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া, অগ্নির পশ্চিম দিকে বিস্তৃত কুশের উপর আগে  
আজ্য, পরে চরু স্থাপন করিবে এবং উদকাঞ্জলিসেক করিয়া বিরূপা-  
ক্ষজপান্ত কুশাণ্ডিকা সমাপনপূর্বক প্রকৃতকর্মের আরম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ  
ঘৃতান্ত সমিধ্ অমন্ত্রক হোম করিবে। আজ্যহোমের প্রারম্ভে মহা-  
ব্যাহতিহোম বিহিত বলিয়া, এই চরুহোমের প্রথমে উহা কর্তব্য নহে,

পেক্ষিতঃ জুহুর্বা ন প্রাপ্যতে, তদা চরুমধ্যে ঘৃতস্রবং দত্তা, তত্রৈব  
মেক্ষণেন স্রবদ্বয়ং গৃহীত্বা, অগ্নিমধ্যে —‘ও’ বিষ্ণবে সবিত্রে স্বাহা’  
ইতি জুহুয়াৎ। অথ প্রবরসংখ্যায়া পঞ্চ বা ত্রয়ো মেখলাগ্রস্থঃ  
কর্তব্যঃ। অথ চেৎ ফলভূয়স্তম্ অপেক্ষিতং, জুহুশ্চ প্রাপ্যতে, তদা  
ভার্গবাদিপ্রবরাণাং জুহুবাং পঞ্চ ঘৃতস্রবান্ দত্তা, ইতরপ্রবরাণাং  
ঘৃতস্রবচতুটয়ং দত্তা, অগ্নেরুত্তরে প্রাগ্গামিনীং আজ্যধারাং—‘ও’  
বিষ্ণবে স্বাহা’—ইত্যনেন হত্বা, তথৈবাগ্নেদক্ষিণভাগে—‘ও’ অনন্তায়  
স্বাহা’—ইতি জুহুয়াৎ। অথ যদি ভৃগুগোত্রো ভার্গবপ্রবরো (বা)  
ব্রহ্মচারী, তদা জুহুবাং ঘৃতস্রবমেকং চরুমধ্যে ঘৃতস্রবমেকং দত্তা  
তত্রৈব মেক্ষণেনাবদায় অন্নং পুনরপি জুহুবাং স্থাপয়েৎ; অবদানস্থানে  
চ চরৌ ঘৃতস্রবং দদ্যাৎ। ততশ্চরোঃ পূর্বভাগে ঘৃতস্রবং দত্তা  
তত্রৈব মেক্ষণেনাবদায় অন্নং পুনরপি জুহুবাং স্থাপয়েৎ; অবদানস্থানে  
চ চরৌ ঘৃতস্রবং দদ্যাৎ। ততশ্চরোঃ পশ্চিমে ভাগে ঘৃতস্রবং দত্তা  
তত্রৈব মেক্ষণেনাবদায় অন্নং পুনরপি জুহুবাং স্থাপয়েৎ; অবদানস্থানে

কিন্তু পরে উহা করিতে হইবে। যদি কার্য্যসংক্ষেপ অভিপ্রেত হয়,  
কিন্ধা জুহু না পাওয়া যায়, তাহা হইলে চরুমধ্যে একস্রব ঘৃত  
প্রক্ষেপ করিয়া, সেখানে হইতেই মেক্ষণদ্বারা একবার অন্ন লইয়া,  
উহা ‘ও’ সবিত্রে স্বাহা’ মন্ত্রে অগ্নিতে হোম করিবে।

অনন্তর প্রবরসংখ্যানুসারে পাঁচটী বা তিনটী মেখলাগ্রস্থি করিবে।  
যদি ফলাধিক্য অভিপ্রেত হয় এবং জুহুও পাওয়া যায়, তাহা হইলে  
ভৃগুগোত্র বা ভার্গবপ্রবর ব্রহ্মচারী জুহুতে পাঁচ স্রব ঘৃত দিয়া, অন্য-  
গোত্র প্রবর ব্রহ্মচারী চারী স্রব ঘৃত দিয়া, ‘ও’ বিষ্ণবে স্বাহা’ মন্ত্রে অগ্নির  
উত্তরাংশে পূর্বাগ্র ঘৃতধারা দিবে। ‘ও’ অনন্তায় স্বাহা’ মন্ত্রে অগ্নির  
দক্ষিণাংশে পূর্বোক্তপ্রকারের ঘৃতধারা দিবে। অতঃপর ভৃগুগোত্র বা  
ভার্গবপ্রবর ব্রহ্মচারী জুহুতে একস্রব ও চরুমধ্যে একস্রব ঘৃত দিয়া,  
চরুর সেই স্থান হইতে মেক্ষণদ্বারা অন্ন (অবদান) গ্রহণ করিয়া  
জুহুতে স্থাপন করিবে এবং চরুর অবদানস্থানেও একস্রব ঘৃত দিবে।

চ চরৌ ঘৃতসুতবৎ দদ্যাৎ । ততো জুহ্বাং সর্কোপরি ঘৃতসুতবৎ দত্ত্বা অগ্নিমধ্যে—“ও” বিষ্ণবে সবিত্রে স্বাহা—ইতি জুহ্ব্যাৎ । যদি অন্যগোত্রোহন্যপ্রবরো বা তদাচরোঃ পশ্চিমভাগে ঘৃতসুতবৎ দত্ত্বা অবদানং ন কর্তব্যম্ । কিন্তু জুহ্বাং ঘৃতসুতবৎ দত্ত্বা, চরুমধ্যে প্রাগাবর্তনমেব, চরোরূপরি ঘৃতসুতবৎ দত্ত্বা হোতবাম্ । ততো ভার্গবাদিপ্রবরো যদি ব্রহ্মচারী, তদা জুহ্বাং ঘৃতসুতবদ্বয়ং দত্ত্বা, চরোঃ পূর্বোত্তরভাগে ঘৃতসুতবৎ দত্ত্বা, মেক্ষণেন চরোঃ বহুতরমন্নং গৃহীত্বা জুহ্বাং স্থাপয়েৎ ; অবদানস্থানে চরৌ ঘৃতসুতবৎ ন দদ্যাৎ । ততো জুহ্বস্থচরোরূপরি ঘৃতসুতবদ্বয়ং দত্ত্বাগ্নেঃ পূর্বোত্তরভাগে —“ও” স্বস্তিকৃতে শ্রীগচ্ছাতায় স্বাহা—ইতি জুহ্ব্যাৎ । যদান্যগোত্রহন্যপ্রবরস্তদা প্রথম-মেক এব ঘৃতসুতবো জুহ্বাং দাতব্যঃ ( অন্যৎ সর্বং সমানম্ ) ।

তারপর চরুর পূর্বভাগে একসুতব ঘৃত দিয়া ঐ স্থান হইতে মেক্ষণ-দ্বারা অন্ন অবদান করিয়া উহা জুহতে স্থাপনানন্তর চরুর অবদান-স্থানে একসুতব ঘৃত দিবে । পুনরায় চরুর পশ্চিমভাগে ঐরূপে একসুতব ঘৃত দিয়া ঐ স্থান হইতে অন্ন অবদান করিয়া জুহতে স্থাপনপূর্বক চরুর অবদানস্থানে ঘৃতসুতব দিবে । তারপর জুহতে সমস্ত অন্নের উপর একসুতব ঘৃত দিয়া “ও” বিষ্ণবে সবিত্রে স্বাহা” মন্ত্রে অগ্নিতে হোম করিবে । ব্রহ্মচারী অন্যগোত্র-প্রবর হইলে চরুর পশ্চিমভাগে অবদান করিবে না । কিন্তু জুহমধ্যে একসুতব ঘৃত দিয়া স্থালীস্থ চরুমধ্যে ( পশ্চিমভাগ ব্যতীত ) পূর্ব প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করিয়া জুহস্থ চরুর উপরে একসুতব ঘৃত দিয়া পূর্ববৎ হোম করিবে । অতঃপর ভৃগুগোত্র বা ভার্গবপ্রবর ব্রহ্মচারী জুহতে দুইসুতব ঘৃত দিয়া, চরুর পূর্বোত্তর ভাগে ( ঈশান কোণে ) একসুতব ঘৃত দিয়া মেক্ষণ-দ্বারা ঐ স্থান হইতে অনেক অন্ন উঠাইয়া লইয়া জুহতে স্থাপন করিবে, কিন্তু চরুর অবদান-স্থানে আর ঘৃতসুতব দিতে হইবে না । তারপর জুহস্থ চরুর উপর দুইসুতব ঘৃত দিয়া অগ্নির পূর্বোত্তর ভাগে “ও” স্বস্তিকৃতে অচ্যুতায় স্বাহা” মন্ত্রে হোম করিবে । অন্যগোত্র-প্রবর

ততস্তৃক্ষীমগ্নৌ মেক্ষণং হত্বা মহাব্যাহতিহোমং কৃৎবা তৃক্ষীং প্রাদেশপ্রমাণসমিৎপ্রক্ষেপান্তং প্রকৃতং কৰ্ম্ম সমাপ্য সৰ্ব্বকৰ্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্তমুদীচ্যং কৰ্ম্ম সমাপ্য আচার্য্যায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ । পিতৈব্যাচার্য্যশ্চেৎ কৰ্ম্ম কারয়িতৃ-পাক্ষরাত্রিক-বৈষ্ণবায় ব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ ॥ ইতি সাবিদ্রীচরুহোমঃ ॥

## অথ সমাবর্তনম্

অথ কৃতবেদাধ্যায়নমাচার্য্যানুমতং মাণবকং সমাবর্তয়েৎ । তত্র প্রাতঃ কৃতস্নানঃ কৃতবিষ্ণুপূজনঃ কৃতসাত্ত্বিকবুদ্ধিশ্রাদ্ধঃ পিতা, কৃতবুদ্ধিশ্রাদ্ধেন পিতা রতো, ব্রহ্মচারিরূতো বাহন্যঃ এবাচার্য্যাস্তেজো-নামানমগ্নিং সংস্থাপ্য, বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশাণ্ডিকাং সমাপ্য মাণবকং দক্ষিণে নিধায়, প্রকৃতকৰ্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং হৃতাত্মাং সমিধমগ্নৌ তৃক্ষীং হত্বা মহাব্যাহতিহোমং কুর্য্যাৎ । তত আচার্য্য পঞ্চাহতীর্জু-হ্ব্যাৎ মধা—“ও” প্রজাপতিঃ বিষ্ণু স্বমিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা সমাবর্তনহোমে বিনিয়োগঃ, ও” অনন্ত ব্রতপতে ব্রতং আচা-রিষং তৎ তে প্রব্রবীমি, তৎ অশকং তেন অরাৎসম্, ইদম্, অহম্ হইলে, জুহতে প্রথমে একসুতব ঘৃত দিবে । ( অপর সমস্ত কার্য্য একরূপ ) ।

অনন্তর মেক্ষণটী অগ্নিতে অমন্ত্রক হোম করিয়া, মহাব্যাহতি হোম করিয়া, অমন্ত্রক প্রাদেশপ্রমাণ সমিধ্ নিক্ষেপ করিয়া প্রকৃত কৰ্ম্ম সমাপন-পূর্বক সৰ্ব্বকৰ্ম্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য কৰ্ম্ম শেষ করিবে এবং আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবে । পিতাই আচার্য্য হইলে কৰ্ম্মকারক পাক্ষরাত্রিক বৈষ্ণবকে দক্ষিণা দিবে । ইতি সাবিদ্রীচরুহোমঃ ॥

( ১৭ ) অথ সমাবর্তন—আচার্য্যের অনুমতিক্রমে অধীতবেদ মানবকের সমাবর্তন কর্তব্য । সমাবর্তন দিনে পিতা স্নানানন্তর বিষ্ণুপূজা ও সাত্ত্বিক বুদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া, অথবা বুদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবার পর

অনুতঃ সত্যমুপাগায়ং স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ পরমেশ্বর ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ  
শ্রীবাসুদেবো দেবতা সমাবর্তনহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বাসুদেব ব্রতপতে  
ব্রতং অচারিষং, তৎ তে প্রব্রবীমি, তৎ অশকং, তেন অরাৎসং, ইদম্-  
অহমনুতঃ সত্যং উপাগায়ং স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ সনক ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ  
শ্রীচতুর্ভূজো দেবতা সমাবর্তনহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ চতুর্ভূজ ব্রতপতে  
ব্রতং অচারিষং, তৎ তে প্রব্রবীমি, তৎ অশকং, তেন অরাৎসং, ইদম্-  
অহমনুতঃ সত্য উপাগায়ং স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ সনৎকুমার ঋষিঃ গায়ত্রী  
ছন্দঃ শ্রীসর্বেশ্বরো দেবতা সমাবর্তনহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ সর্বেশ্বর  
ব্রতপতে ব্রতমচারিষং, তৎ তে প্রব্রবীমি, তৎ অশকং, অরাৎসং  
ইদমহমনুতঃ সত্য উপাগায়ং স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ আয়ুর্জান্ ঋষিঃ গায়ত্রী  
ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা সমাবর্তনহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ অচ্যুত  
ব্রতপতে ব্রতমচারিষং তৎ তে প্রব্রবীমি, তৎ অশকং, তেন অরাৎসং,  
ইদমহম অনুতঃ সত্য উপাগায়ং স্বাহা ॥ ৫ ॥

ততঃ আচার্য্য উদগ্রগ্রেষু কুশেষু উত্তরাভিমুখ উপবিশতি ।  
ব্রহ্মচারী তু আচার্য্যস্য পশ্চিমোত্তরকোণে উদগ্রগ্রেষু কুশেষু প্রাঙ্মুখ  
উপবিশতি । ততঃ শীতোষ্ণমিশ্রিতাভিরতিব্রীহিবমাম্ভমুদগাদ্যোষধি-  
দ্রব্যযুক্তাভিশ্চন্দনাদিগন্ধবাসিতাভিঃ পাত্রান্তরস্থিতাভিঃ স্বাজলিং পুরয়িত্বা

পিতা-কর্তৃক রত অন্য আচার্য্য, অথবা ব্রহ্মচারী-কর্তৃক রত অন্য  
আচার্য্য তেজো-নামক অগ্নি সংস্থাপন-পূর্বক বিরূপাক্ষজপান্ত  
কুশণ্ডিকা সমাপ্ত করিয়া মাগবককে নিজ দক্ষিণে বসাইয়া, প্রকৃত-  
কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘূতান্ত সমিধ্ অমন্ত্রক হোম করিয়া,  
মহাব্যাহতি হোম করিবে । তারপর আচার্য্য মূলোক্ত পঁচটী মন্ত্রে  
পঁচটী আজ্যহোম করিবে ।

অনন্তর আচার্য্য উত্তরাগ্র কুশাসনে উত্তরমুখ হইয়া বসিবে । ব্রহ্মচারী  
আচার্য্যের পশ্চিমোত্তর কোণে উত্তরাগ্র কুশাসনে পূর্বমুখ হইয়া  
বসিবে । তারপর ব্রহ্মচারী ব্রীহি-যব-মাষ-মুদগ প্রভৃতি ঔষধি-  
সহিত ও চন্দনাদিগন্ধা সুবাসিত, কোন পাত্রস্থিত শীতোষ্ণমিশ্রিত জলে

ব্রহ্মচারী আচার্য্যপ্রেরিতোহনেন মন্ত্রেণ ভূমৌ উকাজলিং ত্যজেৎ,—  
‘ওঁ শৌনক ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীনারায়ণানন্তাদয়ো দেবতাঃ সমা-  
বর্তনে ব্রহ্মচার্য্যদকাজলিত্যাগে বিনিয়োগঃ, ওঁ অপ্সু অন্তঃ নারায়ণা-  
নন্তাদয়ঃ প্রবিষ্টাঃ, গোহ্য উপগোহ্য মমুখো মনোহাঃ খলো বিরুজঃ  
তনুদৃষিঃ ইন্দ্রিয়হা অতি তানৎ অগ্নীন্ সৃজামি ॥’১॥ ততঃ পুনস্তাভি-  
রজলিং পুরয়িত্বা অনেন মন্ত্রেণ ভূমৌ ত্যজেৎ,—‘ওঁ ব্যাসদেব ঋষিঃ  
বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীমহাবিষ্ণুঃ দেবতা সমাবর্তনে ব্রহ্মচার্য্যদকাজলিত্যাগে  
বিনিয়োগঃ ওঁ যদপাং ঘোরং, যদপাং হ্রুং, যদপাং অশান্তং, অতি তৎ  
সৃজামি ॥’২॥ ততো ব্রহ্মচারী আচার্য্যপ্রেরিতস্তাভিরতিঃ স্বাজলিং পুর-  
য়িত্বা অনেন মন্ত্রেণ আত্মানমভিষিঞ্জেৎ—‘ওঁ সনাতন ঋষিঃ গায়ত্রী  
ছন্দঃ শ্রীবরাহো দেবতা সমাবর্তনে ব্রহ্মচার্য্যদকাজলিসেকে বিনিয়োগঃ,  
ওঁ বরাহ ভূমিহ ভব, তেনাহমাত্মানমভিষিঞ্চামি ॥’৩॥ ততঃ পুনরপি  
পূর্ববৎ স্বাজলিং পুরয়িত্বা অনেন মন্ত্রেণাত্মানমভিষিঞ্জেৎ,—‘ওঁ শ্রীনারদ  
ঋষিঃ রহতী ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা সমাবর্তনে ব্রহ্মচার্য্যদকাজলি-  
সেকে বিনিয়োগঃ, ওঁ যশসে তেজসে ব্রহ্মবর্চসায় বলায় ইন্দ্রিয়ায়  
বীৰ্য্যায় অন্নাদ্যায় রায়স্পোষায় ত্রিষ্টো অপচিট্য ॥’৪॥ ততঃ পুনরপি  
পূর্ববদজলিং গৃহীত্বা অনেন মন্ত্রেণাত্মানমভিষিঞ্জেৎ—‘ওঁ পরমেশ্বর  
ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা সমাবর্তনে ব্রহ্মচার্য্যদকাজলি-  
সেকে বিনিয়োগঃ, ওঁ যেন কৃষ্ণযশোগানং যেন শয্যা, যেন আসনং  
যেন উপানং যেন ছত্রং বাজনং সূত্রং বসনং, যৎ যৎ সেবা যশঃ তে

নিজের অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া আচার্য্যের আদেশক্রমে মূলোক্ত ১-সংখ্যক  
মন্ত্রে ঐ জলাঞ্জলি ভূমিতে ত্যাগ করিবে । পুনরায় ঐরূপ জলে  
অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া মূলোক্ত ২-সংখ্যক মন্ত্রে উহা ভূমিতে ত্যাগ  
করিবে । অতঃপর ব্রহ্মচারী আচার্য্যদেশে ঐ জলে নিজ অঞ্জলি পূর্ণ  
করিয়া মূলোক্ত ৩-সংখ্যক মন্ত্রে নিজকে অভিষিক্ত করিবে । পুনরায়  
ঐভাবে অঞ্জলি পূরণ-পূর্বক মূলোক্ত ৪-সংখ্যক মন্ত্রে নিজকে  
অভিষিক্ত করিবে । পুনরায় ৫-সংখ্যক মন্ত্রে নিজকে পূর্ববৎ

সর্বং, তেন মাং অভিষিক্তম্ ॥ ৫ ॥ ততঃ পুনরপি ব্রহ্মচারী  
তাদৃশেনাঞ্জলিনা তৃক্ষীমাখ্যানমভিষিক্তেৎ ।

ততোহভিষেকানন্তরং ব্রহ্মচারী উখায় প্রাণমুখো শ্রীনারায়ণং  
পশ্যন্ চতুর্ভিন্নৈরুপতিষ্ঠেত—‘ও’ বৈদব্যাস ঋষিঃ বিরাট্ হ্রদঃ  
শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা শ্রীনারায়ণোপস্থানে বিনিয়োগঃ, ও নারায়ণঃ বিরাজন্  
ব্রাজভৃষ্ণুঃ ইন্দ্রো মরুতিঃ অস্থাত্ প্রাতঃ যাবতিঃ পার্শ্বদৈঃ দশসনিং  
অসি, দশসনিং মা কুরু, আ ত্বা বিশামি, আ মা বিশ ॥ ৬ ॥ ‘ও’  
বৈশম্পায়ন ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ হ্রদঃ শ্রীসহস্রশীর্ষা পুরুষো দেবতা  
শ্রীনারায়ণোপস্থানে বিনিয়োগঃ, ও নারায়ণো, বিরাজন্ ব্রাজভৃষ্ণুঃ  
ইন্দ্রো মরুতিঃ অস্থাত্ দিবা যাবতিঃ আবরনৈঃ, শতসনিং অসি,  
শতসনিং মা কুরু, আ ত্বা বিশামি আ মা বিশ ॥ ৭ ॥ ও শ্রীসনন্দন  
ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ হ্রদঃ শ্রীহরীকেশো দেবতা শ্রীনারায়ণোপস্থানে  
বিনিয়োগঃ, ও নারায়ণো বিরাজন্ ব্রাজভৃষ্ণুঃ ইন্দ্রো মরুতিঃ অস্থাত্  
সায়ং যাবতিঃ সখিতিঃ, সহস্রসনিং অসি, সহস্র সনিং মা কুরু, আ  
ত্বা বিশামি, আ মা বিশ ॥ ৮ ॥ ও সনাতন ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ হ্রদঃ  
শ্রী বিশ্বক্তরো দেবতা, শ্রীনারায়ণোপস্থানে বিনিয়োগঃ, ও একো দেবঃ  
সর্বভূতেষু গুহঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরান্মা । কৰ্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব-  
ভূতাবিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিষ্ঠংগচ ॥ ও নিত্যো নিত্যানাং  
চেতনশ্চেতনানাং একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ । তং পীঠগং  
যে অনুভজতি ধীরা তেষাং সুখং শাস্বতং নেতরেষাম্ ॥ ও নমো  
নমস্তভ্যং নারায়ণায় ॥ ৯ ॥

ততো ব্রহ্মচারী মেঘলামেনন মন্ত্রেণ অধস্তান্যোচয়েৎ—‘ও’ হরি  
অভিষিক্ত করিবে । তারপর আর একবার বিনা মন্ত্রে ঐরূপ অঞ্জলি-  
দ্বারা নিজেকে অভিষিক্ত করিবে ।

অনন্তর ব্রহ্মচারী পূর্বমুখে দাঁড়াইয়া শ্রীনারায়ণ-বিগ্রহ দর্শন-  
পূর্বক মূলোক্ত ৬-৯-সংখ্যক চারিটী মন্ত্রে উপাসনা করিবে । তারপর  
ব্রহ্মচারী মূলোক্ত ১০-সংখ্যক মন্ত্রে মেঘলা নীচের দিক্ দিয়া খুলিবে ।

ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ হ্রদঃ শ্রীবসুদেবাজো দেবতা মেঘলামোচনে বিনি-  
য়োগঃ, ও উনুত্তমং বরুণ পাশমক্ষমং অব অধমং বি মধ্যমং প্রথায় ।  
অথঃ বয়ং বিষ্ণে ব্রতে তব অনাগসঃ প্রিয়ে স্যাম ॥ ১০ ॥ তত  
আচার্য্যো বৈকুণ্ঠং পালাশং বা দণ্ডমগ্নৌ ক্ষিত্ত্বা, মহাব্যাহতিহোমং  
কৃৎবা, প্রাদেশপ্রমাণং ঘৃতাক্তং সমিধং তৃক্ষীমগ্নৌ হুত্বা প্রকৃতং কৰ্ম্ম  
সমাপ্য, সর্বকৰ্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যাগানান্তমুদীচ্যং  
কৰ্ম্ম সমাপয়েৎ । ততো ব্রহ্মচারী কাৰ্ফাদিবৈষ্ণবান্ ব্রাহ্মগান্ ভোজ-  
য়িত্বা স্বয়ং ভুক্ত্বা শিখাবজ্জং কেশ-শ্মশ্রু-নখানাং স্ফোটনং কারয়িত্বা  
স্নাত্বা অহতে বাসসী পরিধায় কৃতালঙ্কার অনেন মন্ত্রেণ যজোপবীত-  
বস্ত্রং পরিদধ্যাত্, -‘ও’ সনন্দন ঋষিঃ গায়ত্রী হ্রদঃ শ্রীহরিঃ দেবতা  
সমাবর্তনে যজোপবীতধারণে বিনিয়োগঃ, ও যজোপবীতমসি, যজস্য  
ত্বা যজোপবীতেন উপনহ্যামি ॥ ১১ ॥ [ কালান্তরেহপি হিমাং যজো-  
পবীতং জলে ত্যক্ত্বা অপরম্ এতন্নরাত্তিমজ্জিতং গৃহীয়াৎ । ] ততঃ  
স্নাতকোহনেন মন্ত্রেণ মুধি স্রজং বধীয়াৎ, -‘ও’ করভাজন ঋষিঃ  
গায়ত্রী হ্রদঃ শ্রীভাগবতী দেবতা, স্রগ্বন্ধনে বিনিয়োগঃ, ও শ্রীঃ অসি,  
ময়ি ভাগবতী রমস্ব ॥ ১২ ॥ ততঃ স্নাতকোহনেন মন্ত্রেণ চর্ম্ম-

তারপর আচার্য্য বিলু বা পলাশের দণ্ড অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া  
মহাব্যাহতি হোম করিয়া, প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক হোম  
করিয়া প্রকৃতকৰ্ম্ম সমাপন-পূর্বক সর্বকৰ্ম্মসাধারণ শাট্যায়নাদি  
বামদেব্যাগানান্ত উদীচ্যকৰ্ম্ম শেষ করিবে ।

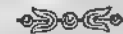
অতঃপর ব্রহ্মচারী কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব ব্রাহ্মগণকে ভোজন করাইয়া  
এবং স্বয়ং ভোজন করিয়া, শিখা বাতীত কেশ-শ্মশ্রু-লোম-নখ  
কাটাইয়া স্নান করিবে, নুতন বস্ত্রদ্বয় ও অলঙ্কার পরিধান এবং  
মূলোক্ত ১১-সংখ্যক মন্ত্রে দুইটী যজোপবীত ধারণ করিবে । [ অপর  
সময়েও হিমাং যজোপবীত জলে ফেলিয়া দিয়া উক্ত মন্ত্রে নুতন উপবীত  
ধারণ করিবে । ] তারপর স্নাতক মূলোক্ত ২২-সংখ্যক মন্ত্রে মস্তকে  
মালা ধারণ করিবে । তদনন্তর স্নাতক মূলোক্ত ১২-সংখ্যক মন্ত্রে

পাদুকাযুগলে চরণৌ নিদধ্যাৎ—‘ও’ জমদগ্নি ঋষিঃ বিরাড়্ গায়ত্রী  
ছন্দঃ শ্রীউপেন্দ্রাচ্যুতৌ দেবতে উপানৎ-পরিধানে বিনিয়োগঃ, ও’ নেত্রৌ  
স্বো, নম্যতং মাম্’ ॥ ১৩ ॥ ততঃ স্নাতক আত্মপরিমিতং বৈণবং  
দণ্ডমেনে মন্ত্রেণ গৃহীতি—‘ও’ পরমেশ্বর ঋষিঃ, গায়ত্রী ছন্দঃ,  
শ্রীকেশবো দেবতা দণ্ডগ্রহণে বিনিয়োগঃ, ‘ও’ নারায়ণস্য হং  
বিহিতো, গন্ধর্বোহসি, উপ মা অব’ ॥ ১৪ ॥ ততস্ত্যক্তং কৃষ্ণসার-  
জিনং যজ্ঞোপবীতঞ্চ দণ্ডোপরি নিদধ্যাৎ । ততঃ স্নাতক আচার্য্য-  
সমীপং গত্বা সপরিষদমাচার্য্যমেনে মন্ত্রেণ পশ্যেৎ—‘ও’ সনন্দন  
ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীঈশ্বরীচার্য্যো দেবতা, আচার্য্যপরিষদ্বীক্ৰণে  
বিনিয়োগঃ, ও’ যক্ষমিব চক্ষুষঃ প্রিয়ো বো ভূয়াসম্’ ॥ ১৫ ॥ অথ  
স্নাতক আচার্য্যসমীপং গত্বা উপবিশ্য প্রসারিতাঙ্গুলিনা দক্ষিণহস্তেন  
মুখমাচ্ছাদ্য মুখভবং প্রাণবায়ুং সংস্পৃশ্ণ ইমং মন্ত্রং পঠেৎ—‘ও’  
করভাজন ঋষিঃ সাবিত্রী ছন্দঃ সনাতনো দেবতা, মুখ্যপ্রাণস্পর্শনে  
বিনিয়োগঃ, ‘ও’ ওষ্ঠাপিধানা নকুলী, দন্তপরিমিতঃ পরিঃ, জিহ্বে মা  
বিহ্বলো বাচং, চারু মাদ্যেহ বাদয়’ ॥ ১৬ ॥ আচার্য্যস্তং পাদ্যাদি-  
ভিরর্চয়েৎ । ততঃ স্নাতকো গোমুগসহিতস্য রথস্য সমীপং গত্বা,  
পক্ষস্-শব্দবাচ্যং কুবরবাহুশব্দবাচ্যং বা রথাবয়বদ্বয়ং স্পৃশ্ণ অনেন

চর্মপাদুকাতে নিজ চরণদ্বয় স্থাপন করিবে । অতঃপর স্নাতক  
স্বপ্রমাণ দীর্ঘ বংশদণ্ড ১৪-সংখ্যক মন্ত্রে গ্রহণ করিবে । পরিত্যক্ত  
কৃষ্ণসারাজিন ও যজ্ঞোপবীত দণ্ডোপরি স্থাপন করিবে । তারপর  
স্নাতক আচার্য্যসমীপে গিয়া সগোষ্ঠী আচার্য্যকে মূলোক্ত ১৫-সংখ্যক  
মন্ত্রে দর্শন করিবে । তদনন্তর স্নাতক আচার্য্যের নিকট বসিয়া,  
দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলীসকল প্রসারণ পূর্বক ঐ দক্ষিণহস্তে মুখ আচ্ছাদন  
করিয়া, মুখোদগত প্রাণবায়ু স্পর্শ করিয়া মূলোক্ত ১৬-সংখ্যক মন্ত্র  
পাঠ করিবে । আচার্য্য তখন পাদ্যাদি দ্বারা স্নাতকের অর্চন করিবে ।  
অনন্তর স্নাতক গো-মুগল-সহিত রথের নিকট গিয়া পক্ষ ও কুবর  
নামক রথের অবয়বদ্বয় স্পর্শ করিয়া মূলোক্ত ১৭-সংখ্যক ত্রিপাদ-

মন্ত্রেণ পাদগ্রহেণ রথমারোহেৎ— ‘ও’ নারদ ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ  
শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা, রথাভিমর্ষণে বিনিয়োগঃ, ও’ বনস্পতে বীড়জো  
হি ভূম্যঃ, অস্মৎসখা প্রতরণঃ সুবীরঃ, গোষ্ঠিঃ সন্নদ্ধোহসি বীড়য়স্ব’  
॥ ১৭ ॥ ততোহনেন মন্ত্রেণ চতুর্থপাদেনোপবিশতি—‘ও’ পরমেশ্বর  
ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা রথোপবেশনে বিনিয়োগঃ, ‘ও’  
আত্মাতা তে জয়তু জেহানি’ ॥ ১৮ ॥ ততঃ প্রাণমুখ উদমুখো বা  
স্নাতকো রথেন গত্বা দক্ষিণেন পরারূঢ়াচার্য্যসমীপমাগচ্ছতি । আচার্য্যঃ  
পুনস্তস্মৈ পাদ্যাদিকং দদ্যাৎ । ততো যদি পিঠেবাচার্য্যাস্তদা কর্ম-  
কারয়িতু-পাক্ষরাত্রিক-বৈষ্ণবায়, যদি অন্য এব আচার্য্যঃ কৃতস্তদা  
তস্মৈ, অন্যোভ্যো বৈষ্ণবব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দক্ষিণাং দদ্যাৎ । ততঃ কার্ষাদি-  
বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণসেবাং, জীবসন্তর্পণঞ্চ কুর্যাৎ । বৈশ্বনাশ্রমনার্থ শ্রীকৃষ্ণ-  
নাম যথাশক্তি জপেৎ । দণ্ডবৎপ্রণতিঞ্চ কুর্যাৎ । ইতি সমাবর্ত-  
নম্ ।

ইতি শ্রীসংক্রিয়াসারদীপিকা সমাপ্তা ।



বিশিষ্ট মন্ত্রে রথে আরোহণ করিবে এবং মূলোক্ত ১৮-সংখ্যক  
একপাদবিশিষ্ট মন্ত্রে রথে উপবেশন করিবে । তারপর স্নাতক রথে  
চড়িয়া পূর্বমুখে বা উত্তরমুখে কিছুদূরে গিয়া দক্ষিণাবর্তে ফিরিয়া  
আচার্য্যের নিকটে আসিবে । আচার্য্য পুনরায় তাহাকে পাদ্যাদি  
অর্পণ করিবে । তারপর পিতা আচার্য্য হইলে কর্মকারক পাক্ষ-  
রাত্রিক বৈষ্ণবকে, অন্য আচার্য্য হইলে সেই আচার্য্যকে এবং অপর  
বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণকেও দক্ষিণা দিবে । অনন্তর কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব-  
ব্রাহ্মণের সেবা ও জীব-সন্তর্পণ করিবে । বৈশ্বনাশ্রমনার্থ শ্রীকৃষ্ণ-  
নাম যথাশক্তি জপ করিবে । শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎ প্রণাম  
করিবে । ইতি সমাবর্তন ॥

ইতি শ্রীসংক্রিয়াসার-দীপিকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।



## শ্রীভাগবতী বাণী

নেহ যৎ কৰ্ম ধৰ্ম্মায় ন বিরাগ্য কল্পতে ।

ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবনপি মৃতো হি সঃ ॥ ( ভাঃ ৩২৩৫৬ )

ইহসংসারে যে ব্যক্তির কৰ্ম ধৰ্ম্মার্থকামরূপ ত্রৈবগিক ধৰ্ম্মের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার সেই ধৰ্ম্ম নিজাম হইয়া কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার সেই বৈরাগ্য যাহার তীর্থ-পদ শ্রীহরির সেবাতেই পর্য্যবসিত না হয়, সেই ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত অর্থাৎ তাহার প্রাণধারণ রূথা ।

ধৰ্ম্মঃ শ্রুতিষ্ঠিতঃ পুংসাং বিত্বক্সেন-কথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ ( ভাঃ ১২১৮ )

যদি মাণবগণের বর্ণাশ্রম-পালনরূপ স্বধৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও, তাহা শ্রীভগবান্ ও ভাগবতের মহিমা-প্রবণ-কীৰ্ত্তনে আসক্তিরূপা রূচি উৎপাদন না করে, তবে ঐরূপ ধৰ্ম্মানুষ্ঠান নিশ্চয়ই রূথা শ্রম-মাত্র ।

ধৰ্ম্মস্য হ্যপবর্গস্য নার্থোহর্থায়োপকল্পতে ।

নার্থস্য ধৰ্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥ ( ভাঃ ১২১৯ )

বৈরাগ্য বা আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত যে নৈকধৰ্ম্ম ধৰ্ম্ম, তাহার ফল ত্রৈবগিক অর্থ নহে । আপবর্গিক ধৰ্ম্মের যে অব্যভিচারী অর্থ তাহার ফলে বিষয়ভোগ বিহিত হয় নাই ।

কামস্য নেদ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবতে যাবতা ।

জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কৰ্ম্মভিঃ ॥ ( ভাঃ ১২১১০ )

বিষয়ভোগের ফল ইন্দ্রিয়তর্পণ নহে । যতদিনই জীবন থাকে, থাকে, ততদিন কামের ফল অর্থাৎ কামের সেবা করা যায় । অতএব ভগবত্তত্ত্বজিজ্ঞাসাই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন । নিত্য-নৈমিত্তিক ধৰ্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা এই জগতে যে স্বর্গাদি লাভ প্রসিদ্ধ আছে, তাহা প্রয়োজন নহে ।

## সংস্কার-দীপিকা

( শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায়ানুমোদিতা বৈষ্ণবদশসংস্কারপদ্ধতিঃ )

শ্রীগৌরপার্ষদপ্রবরণ

শ্রীমদৃগোপালভট্টগোস্বামিনা-কৃত

ওঁ বিষ্ণুপাদ-শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-কৃত-বঙ্গভাষানুবাদসমন্বিতা,

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোদয়-দশমাধস্তনপুরুষবর্ষাস্য পরমহংস কুলমুকুটমণি

রূপানুগবরস্য, শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়সম্প্রদায়-বৈশিষ্ট্যপ্রদর্শকস্যা-

চার্য্য ভাকুরস্য ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তর - শতশ্রী - শ্রীমভক্তি-

সিদ্ধান্ত সরস্বতী-গোস্বামিঠাকুরস্য ভূমিকা সহিত

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানস্য প্রতিষ্ঠাতা ওঁ শ্রীমভক্তিদয়িতমাধব-

গোস্বামি-মহারাজ-বিষ্ণুপাদস্য অধস্তনেন বর্তমানাচার্য্যেন হ্রিদণ্ডি-

স্বামিনা-শ্রীমভক্তিবল্লভতীর্থ-মহারাজেন সম্পাদিতা

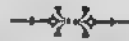
নদীয়া, শ্রীধামমায়াপুর, ঈশোদ্যানস্থিত “শ্রীচৈতন্যবাণী” ইত্যাক্ষা

মুদ্রাযন্ত্রে হ্রিদণ্ডিস্বামিনা-শ্রীমভক্তিব্যারিধি-পরিব্রাজক-

মহারাজেন মুদ্রিতা প্রকাশিতা

## সংস্কার-দীপিকার বিষয়-সূচী

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
আশ্রমাদিনিষেধ অবৈষ্ণবপর	২	অঙ্গন্যাস	২২
সাম্প্রদায়িক ও তান্ত্রিক বৈষ্ণব	৩	প্রাণায়াম	২২
গৃহীর সংজ্ঞা	৩	হরিমন্দিরতিলক (৩)	২৩
সন্ন্যাসীর সংজ্ঞা	৩	বিষ্ণুপূজারন্যাস	২৫
দশনামা ব্রহ্মসন্ন্যাসী	৩	নাম-মুদ্রাধারণ (৪)	২৬
পরমহংস অবধূতের মহিমা	৫	পঞ্চ সংস্কার	২৬
বৈষ্ণবদীক্ষার বিপ্রভ	৬	কৌপীনশুদ্ধি (৫)	২৮
স্ত্রীলোকের ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম	১০	প্রাণপ্রতিষ্ঠা (৬)	৩০
শূদ্রাদিরও সন্ন্যাস-ব্যবস্থা	১১	কৌপীনাধিকারী	৩১
গুরুপরম্পরা	১৬	সন্ন্যাস-প্রার্থনা	৩৩
সন্ন্যাসের বিধিবাক্য	১৭	নামকরণ (৭)	৩৫
সন্ন্যাসের সংস্কার	১৮	বিষ্ণুমন্ত্রধারণ (৮)	৩৫
ক্ষৌর-সংস্কার (১)	১৯	অচ্যুতগোত্র স্বীকার (৯)	৩৬
তীর্থস্নান (২)	২০	শালগ্রামার্চন (১০)	৩৯
আচমন	২১	সমাধিমন্ত্র	৩৯
করন্যাস	২২		



শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

সংক্রিয়াসারদীপিকা-পরিশিষ্টে

## সংস্কার-দীপিকা

গার্হস্থ্যকৃত্যসংগ্রাহী নরমাত্ৰাধিকারিতা ।

ব্রহ্মচর্য্যাদিকৃত্যে তু ত্রৈবনিকমপেক্ষ্যতে ॥ ১ ॥

ব্রাহ্মণকুন্ত্রিয়বিশামাপ্রমো বিধিবোধিতঃ ।

স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবঙ্কুনামাপ্রমঃ প্রতিষেধিতঃ ॥ ২ ॥

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিমোগশিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাস্বধির্মান্তমহং প্রপদ্যে ॥

তস্য পাদাৰ্জমধুপং গোপালভট্টদেশিকম্ ।

সংস্কারদীপিকাগ্রন্থকর্ত্তারং প্রণমাম্যহম্ ॥

শ্রীমন্নহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপা-পাত্র শ্রীব্যোমটভট্টের পুত্র গোস্থামী শ্রীমদ্গোপালভট্ট মহোদয় স্বীয় প্রভুবরের আজ্ঞাক্রমে সংক্রিয়াসার-দীপিকা নাম্নী পুস্তিকা রচনা করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদিগকে প্রদান করিয়াছেন। এই দীপিকার প্রথমংশে গৃহস্থ-বৈষ্ণবের যাবতীয় স্মার্ত-পদ্ধতি অর্থাৎ সংস্কারাদির পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দ্বিতীয়াংশে অর্থাৎ পরিশিষ্টে সংস্কার-দীপিকা-নামক গ্রন্থে গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের ভিক্ষুশ্রম-সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তৎসমস্তই সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীমন্নহাপ্রভুর সময় হইতে এই পর্য্যন্ত ভিক্ষু-শ্রমগত মহাপুরুষগণ এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে সমস্ত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, আচার্য্যবর ভট্টগোস্থামীর এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে আর কোনপ্রকার অজ্ঞানজনিত উৎপাত ঘটিবে না, আশা করি।

গৃহস্থ-কৃত্য-লাভে অর্থাৎ গৃহস্থাত্মনে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার



সংস্কারাদিবিহীনত্বাৎ শুচনাৎ শূদ্র উচ্যতে ।  
স কস্মাদ্ ব্রহ্মচর্যাди-সংস্কারাদিকমহতি ॥ ৩ ॥ (ইতি,  
নিষেধবচনং যদৃষৎ পুরাণে শ্রুয়তে স্ফুটম্ ।  
অবৈষ্ণবপরং তত্ত্বভিজেয়ং তত্ত্ববাদিভিঃ ॥ ৪ ॥

আছে । কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই তিন আশ্রমের কর্তব্য-  
বিষয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের অপেক্ষা আছে,  
অর্থাৎ উক্ত তিন আশ্রমে এই তিন বর্ণের অধিকার ॥ ১ ॥

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের আশ্রমাধিকার শাস্ত্রবিহিত । শ্রী, শূদ্র ও  
দ্বিজবন্ধু অর্থাৎ পতিত ব্রাহ্মণের আশ্রমাধিকার শাস্ত্রে নিষিদ্ধ ॥ ২ ॥

শূদ্র সংস্কারাদিবিহীন এবং জ্ঞানাভাবে শোকের বশীভূত হইয়া  
বলিয়া শূদ্র-নামে অভিহিত হয় । তাদৃশ শূদ্র কিরূপে ব্রহ্মচর্যাदि ও  
সংস্কারাদির অধিকার পাইবার যোগ্য হইবে ? ৩ ॥ (১ম-৩য় শ্লোক  
পর্য্যন্ত পূর্বপক্ষ) ।

(উক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে বলা হইতেছে—শূদ্রের আশ্রমাধি-  
কারাদি) সম্বন্ধে যে-সমস্ত নিষেধ-বাক্য পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে শুনিতে  
পাওয়া যায়, তত্ত্ববাদিগণ (অর্থাৎ তাৎপর্য্যবিচারপরায়ণগণ) সেই  
সমস্তকে স্পষ্টই অবৈষ্ণবপর বলিয়া জানিবেন । অর্থাৎ ঐ সকল  
যাবতীয় নিষেধ-বাক্য অবৈষ্ণব শূদ্রদিগের সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে ।  
শূদ্রকুলে উৎপন্ন পুরুষ বা শ্রী যদি কোন ভাগ্যক্রমে শুদ্ধা অনন্যা ভক্তি  
প্রাপ্ত হন, তাঁহার সম্বন্ধে সে সমস্ত নিষেধ-বাক্য প্রযোজ্য নহে ।  
শূদ্র স্বভাবতঃ মূর্খ, অতত্ত্বজ্ঞ ও শোকাবিস্ট । যদি কোন শূদ্র কোন  
ভাগ্যক্রমে প্রকৃত সাধুসঙ্গে ব্রহ্ম-ধর্ম্মস্বভাব লাভ করেন, তখন তিনি  
আর শূদ্র নহেন । এই সিদ্ধান্ত পুরাণাদি শাস্ত্রের ‘ন শূদ্রা ভগবত্ত্ত্বা’  
ইত্যাদি সহস্র বচনে এবং সত্যকাম-জাবালি প্রভৃতির বৈদিক আখ্যা-  
য়িকা হইতে স্থিরীকৃত হইয়াছে(১) । সংগ্রহ-সারদীপিকায়,—

(১) এই বিষয়ের বিস্তৃত বিচার ‘গৌড়ীয়-কঙ্কহার-গ্রন্থের ১৪শ রত্ন ‘বর্ণধম-  
তত্ত্বে’ দ্রষ্টব্য ।

বৈষ্ণবস্ত ত্রিধা প্রোক্তঃ,—সামান্যঃ, সাম্প্রদায়িকঃ ।  
সামান্যস্তাক্রিকো জৈয়ো, বৈদিকঃ সাম্প্রদায়িকঃ ।  
সম্প্রদায়ী ত্রিভেদঃ স্যাৎ—গৃহি-ন্যাসি-প্রভেদতঃ ।  
তাপাদি-পঞ্চসংস্কারগ্রহণাদ্ গৃহী সংজিতঃ ।  
তাপাদি-দশসংস্কারসম্পন্নো ন্যাসী সন্নতঃ ॥ ৬ ॥  
সন্ন্যাসী চ ত্রিধৈবাদৌ—ব্রহ্ম-বিষ্ণু-পুরুষঃ ।  
ব্রহ্মসন্ন্যাসী ব্রহ্মজ্ঞো দশনামা(১) প্রসিদ্ধতি ।  
বৈষ্ণবো ভক্তিমাগ্ন্যাসী সদা বিষ্ণুপরায়ণঃ ॥ ৭ ॥

গৃহস্থাশ্রম হইতে সন্ন্যাসপর্য্যন্ত যে উদ্ধোদ্ধৃক্লম প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে  
কেবল অনন্যভক্তেরই সন্ন্যাস-লাভের সম্পূর্ণ অধিকার প্রদর্শিত  
হইয়াছে । ‘সূতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজকুলে জাত  
পুরুষ যখন সন্ন্যাসধর্ম্মের যোগ্যতা প্রাপ্ত হন, তখন তিনি গৃহ ত্যাগ  
করিতে পারেন । সেই যোগ্যতা না পাওয়া পর্য্যন্ত সকলেরই গৃহস্থা-  
শ্রমে বৈষ্ণব হওয়া কর্তব্য ॥ ৪ ॥

জগতে বৈষ্ণব দুইপ্রকার—‘সামান্য’ ও ‘সাম্প্রদায়িক’ । ‘সামান্য’-  
বৈষ্ণব উত্তমগুরু অর্থাৎ সৎগুরুর অভাবে ‘তান্ত্রিক’ বলিয়া পরিচিত ।  
‘সাম্প্রদায়িক’-বৈষ্ণবগণ সৎগুরুপরম্পরার আশ্রয়ে আচার্য্যের বলে  
‘বৈদিক’ । অর্থাৎ তাঁহারা সাহিত্য-তত্ত্বমতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপা-  
সনা করিলেও বেদতত্ত্বজ্ঞান-বলে বৈদিক বলিয়া আখ্যাত হন ॥ ৫ ॥

সৎ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব গৃহী ও সন্ন্যাসী ভেদে দুই প্রকার ।  
যাঁহারা দৈব-বর্ণাশ্রমে তাপাদি পঞ্চ সংস্কারে দীক্ষিত হইয়া অনন্য  
কৃষ্ণোপাসক, তাঁহারা গৃহী । আর যাঁহারা দৈব-বর্ণাশ্রমে তাপাদি  
দশ-সংস্কার-সম্পন্ন হইয়া অনন্য কৃষ্ণোপাসক চতুর্থাশ্রমী, তাঁহারা  
সন্ন্যাসী বলিয়া স্বীকৃত ॥ ৬ ॥

(১) তীর্থাত্ম-বনারণ্যাসিরি-পর্বত-সাগরাঃ ।

সরস্বতী ভারতী চ পুরী নামানি বৈ দশ ॥

অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা ব্রাহ্মণো মামকী তনুঃ ।

বৈষ্ণবোহং গুরুরহমনন্যো মৎপরায়ণঃ ।

ত্যাগবর্ণাশ্রমোহনন্যস্তান্ত্রিক্যম্ এব সং ॥ ৮ ॥ (১)

সন্ন্যাসী প্রথমতঃ দুই প্রকার—ব্রহ্ম-সন্ন্যাসী ও বিষ্ণু-সন্ন্যাসী ।  
মায়াবাদ আশ্রয়পূর্বক নিম্নশেষ-ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ দশনামী সন্ন্যাসীগণ  
—ব্রহ্ম-সন্ন্যাসী । ভক্তিমার্গ আশ্রয়পূর্বক সর্বদা বিষ্ণুসেবাপরায়ণ  
সন্ন্যাসীগণ—বৈষ্ণব বা বিষ্ণু-সন্ন্যাসী ॥ ৭ ॥

ভগবান্ বলিয়াছেন,—“বিদ্যায়ুক্তই হউন, আর বিদ্যাহীনই  
হউন, ব্রাহ্মণ আমার দেহস্বরূপ, অনন্য মৎপরায়ণ বৈষ্ণব-গুরু—  
আমি, অর্থাৎ আমার আত্মস্বরূপ । যিনি আমারই জন্য বর্ণাশ্রম ও  
বর্ণাশ্রমধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি অনন্য ।”

এস্থলে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের প্রভেদ জানা আবশ্যিক । অবিদ্যা-  
হেতুই জীবের সংসার, বিদ্যাধারাই জীবের সংসারমুক্তি । সংসারী  
ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞানালঙ্কৃত হইয়া সংসারী জগতে গুরুরূপে বর্ত্তমান ।  
সন্ন্যাস করিলেও বর্ণাভিমানের কিছু কিছু অবশেষে থাকে বলিয়া  
তিনি গুরু আত্মস্বরূপে অবস্থিত হইতে অক্ষম । সুতরাং ব্রাহ্মণ  
ভগবানের শরীররূপে গ্রাহ্য হইলেও অনেক স্থলে বৈষ্ণব হইতে পারেন  
না । কিন্তু অনন্যভাবে ভগবৎপরায়ণ ভগবদ্ভক্ত যে-কোন বর্ণ হইতে  
উদ্ভূত হইলেও সকল জীবের গুরু এবং ভগবানের আত্মস্বরূপ ।  
কারণ, তাদৃশ ভগবদ্ভক্ত বর্ণাশ্রম ও বর্ণাশ্রমধর্মকে অর্থাৎ সকল  
মায়িক অভিমানকে ভগবানেরই জন্য সর্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া-  
ছেন । ব্রাহ্মণতার সহিত সদ্ধর্মের সংযোগ হইলে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা  
বা উচ্চতা হয় । আর, ব্রাহ্মণত্বাভিমান পরিত্যাগপূর্বক সদ্ধর্ম গ্রহণ  
করিলে বৈষ্ণবতা লাভ হয় । সুতরাং সকল বর্ণ হইতেই পারমা-  
থিক ব্রাহ্মণতা বা বৈষ্ণবতা লাভ করা যাইতে পারে ॥ ৮ ॥

(১) আদিপুরণে যথা—অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ । ভগবদ্ভক্ত-  
রূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্বদা ॥ অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য—জগতাং গুরবো  
ভক্তানাং গুরবো বয়ম । সর্বত্র গুরবো ভক্তা বয়ং গুরবো যথা ॥

অত্র ব্রাহ্মণমাত্রস্য শরীরত্বেন নির্দেশাৎ গুরুবৈষ্ণবয়োস্ত্যক্ত-  
বর্ণাশ্রময়োঃ দাসীন্যসন্ন্যাসি-পরমহংসাবধূতয়োরাশ্রয়রূপত্বেন নির্দেশো  
মহত্ত্বমর্যাদয়া স্বয়ং ভগবতৈব কৃত ইত্যতো গৃহিবৈষ্ণবাদপ্যন্যোর্বর্ণ-  
চিহ্নধর্মত্যাগেন, সন্ন্যাসগতচিহ্নাদিত্যাগেনাবধূতপরমহংসস্য চ  
মহত্ত্বাহাওয়াং সূচিতম্ ॥ ৯ ॥

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংসাং রসবিধানতঃ ।

তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥ ১০ ॥

এস্থলে ব্রাহ্মণমাত্রকে ভগবানের শরীররূপে নির্দেশহেতু বর্ণা-  
শ্রমধর্ম ত্যাগপূর্বক উপাসীন-সন্ন্যাসী ও পরমহংস অবধূত গুরু-  
বৈষ্ণবকে স্বয়ং ভগবান্ই ( গুরু-বৈষ্ণবের মহত্বের মর্যাদা প্রদান-  
পূর্বক নিজের আত্মস্বরূপে নির্দেশ করিয়াছেন । সুতরাং বর্ণচিহ্ন  
ত্যাগহেতু ইহাদের গৃহিবৈষ্ণব অপেক্ষা এবং সন্ন্যাসচিহ্ন ত্যাগহেতু  
অবধূত-পরমহংসের ( সন্ন্যাসী অপেক্ষা ) পরম মাহাত্ম্য সূচিত  
হইল ॥ ৯ ॥

সংক্রিয়াসার-দীপিকোক্ত-লক্ষণাবিত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণাদি মানব-  
জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তন্মধ্যে বৈষ্ণব ভগবানের দেহবিশেষ—ইহা  
নিশ্চিত আছে । শরীর বলিলে বাহ্য সম্মান বুঝিতে হইবে । যে  
গৃহস্থ-বৈষ্ণব অধিকারী হইয়া বর্ণচিহ্ন ত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসী হইবেন,  
তিনি বর্ণী ব্রাহ্মণ হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তিনি ভগবানের  
আত্মস্বরূপ, প্রিয় । আবার যিনি সন্ন্যাস-ধর্ম আচরণ করিতে  
করিতে অধিকার লাভকরতঃ সন্ন্যাস-চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া পরম-  
হংস-অবধূত হইবেন, তাহাকে ভগবানের অতীব প্রিয় জানিতে  
হইবে । সর্ববর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সবিদ্য বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ সামান্য  
বিগ্রহ হইতে শ্রেষ্ঠ, প্রাপ্তাধিকার সন্ন্যাসী গৃহী বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ হইতে  
শ্রেষ্ঠ এবং পরমহংস অবধূত সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । কৃষ্ণভক্তির  
পরিমাণই শ্রেষ্ঠতার হেতু ।

যেদ্রুপ কাঁসা রসবিধান অর্থাৎ রসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারা

অন্ত্যজা অপি তদ্রাক্ষে শঙ্খচক্রাদিধারিণঃ ।

সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতা ইব সংবভূঃ ॥ ১১ ॥

তপঃ শ্রুতিশ্চ যোনিশ্চ ব্রহ্মং ব্রাহ্মণকারণম্ ॥ ১২ ॥

ন শূদ্রা ভগবত্তত্ত্বাহপি ভাগবতোক্তমাঃ ।

সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যেন ন ভক্তা জনাৰ্দ্দনে ॥ ১৩ ॥

ঈর্ষ্য প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ (সদৃশরূপ নিকট পার্শ্বরাসিকী) দীক্ষা-বিধানের দ্বারা (যে-কোন বর্ণের) নরমমাত্রেরই বিপ্রভ্র সাধিত হয় ॥ ১০ ॥

তাহার (সেই ভক্ত রাজার) রাজ্যে অন্ত্যজগণও শঙ্খ-চক্রচিহ্নাদি ধারণপূর্বক বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া দীক্ষিত ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় শোভাশালী হইয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

এই পুরাণবাক্যে প্রমাণিত হয় যে, যে-কোন বর্ণোৎপন্ন বা অন্ত্যজ ব্যক্তি ব্রহ্মস্বভাব লাভ করতঃ বৈষ্ণব-সদৃশরূপ নিকট পক্ষ-সংস্কারে দীক্ষিত হইলে সন্ন্যাসগ্রহণে দীক্ষিত ব্রাহ্মণের সহিত সমান অধিকার লাভ করেন ।

তপস্যা, শ্রুতি অর্থাৎ বেদজ্ঞান এবং যোনি অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম—এই তিনটী ব্রাহ্মণত্বের সাধারণ হেতু । অর্থাৎ যাহারা এই লক্ষণত্রয়যুক্ত, তাহারা সামান্যতঃ ব্রাহ্মণ ॥ ১২ ॥

এই সামান্য ব্রাহ্মণ চতুর্বর্ণের গুরু । সেই ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবী-দীক্ষা প্রাপ্ত হইলে দ্বিজত্ব লাভ করেন । দ্বিজত্বে যদি বৈরাগ্যধর্মের উদয় হয়, তবে তিনি সন্ন্যাসের অধিকারী হন । ব্রাহ্মণকুলে জন্ম না হইলেও যিনি ভাগ্যক্রমে ব্রাহ্মণস্বভাব লাভ করিবেন, তিনিও পরমার্থ বিচারে ব্রাহ্মণ । মহাভারতের বনপর্ব, ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধ, মনু, জ্বালালোপনিষৎ ও বজ্রসূচিকোপনিষদের বাক্যসকল বিচার করিয়া দেখিলে ইহা প্রমাণিত হইবে । বিশেষতঃ কলিকালে যোনি-লক্ষণচীর্ণ সম্ভাবনা নাই । সুতরাং তপঃ ও শ্রুতি ব্রাহ্মণের প্রধান লক্ষণ বলিয়া গৃহীত না হইলে শাস্ত্রীয় ধর্ম আর থাকে না ।

চণ্ডালোহপি মুনিস্রেষ্টো হরিভক্তিপরায়ণঃ ।

হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোহপি স্বপচাধমঃ ॥ ১৪ ॥ (১)

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ১৫ ॥

অতএব শূদ্রগৃহে জাত ব্যক্তি অকপট ও উত্তম ভগবদ্ভক্তি লাভ করিলে ভাগবতোক্তম হইতে পারেন । সকল বর্ণমধ্যেই যাহারা ভগবদ্ভক্ত নহেন, তাহারাও শূদ্র ॥ ১৩ ॥

হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালও মুনিস্রেষ্ট, কিন্তু ব্রাহ্মণও হরিভক্তি-বিহীন হইলে চণ্ডালেরও অধম হন ॥ ১৪ ॥

এস্থলে এক্ষণ পূর্বপক্ষের সম্ভাবনা আছে,—কেবল জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণাদি নিরূপণ এবং সন্ন্যাসাদির অধিকার বিচার করিবার প্রথা বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । অন্যথা সন্দেহে জন্ম-লাভহেতু যে-সকল সদাচার বংশানুক্রমে লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকে, হঠাৎ উৎপন্ন ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী ব্যক্তিতে কিরূপে তাহার সম্ভাবনা হইতে পারে ? তদুত্তরে স্বয়ং ভগবান্ বলিতেছেন যে,—সর্বত্রই প্রকৃত সাধুর মাহাত্ম্যাধিকা, বংশগত সদাচার লাভ করিয়াও যদি হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তিলেশ না থাকে, তাহা হইলে উহাতে কি ফল ? ভগবদ্ভক্তিই জীবের সাধুত্বের একমাত্র লক্ষণ । যাহার অনন্য ভগবদ্ভক্তি আছে, তিনিই সাধু । সদাচার শিক্ষা করিয়াও অনেকে কপটতাপূর্বক ভক্তি-শূন্য হইতে পারেন । সুতরাং সমস্ত সদাচার থাকা-সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তির হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তিশূন্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে কোন প্রকারেই সাধু বলা যাইতে পারে না ।

পক্ষান্তরে, অসদ্বংশে জন্মহেতু অতি দুরাচার ব্যক্তিও (অর্থাৎ সদ্বংশ-সুলভ সামাজিক ও শারীরিক আচার-বিষয়ে অতি হীন ব্যক্তিও) যদি অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে ভজন করেন, তাহা হইলে

মাং হি পার্থ ব্যাপ্রিত্য মেহপি সূঃ পাপমোনয়ঃ ।

(স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রান্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্) ॥ ১৬ ॥ (১)

শূদ্রজাতি-বিদুরস্যাশ্রমান্তরং হি দৃশ্যতে ॥ ১৭ ॥

অহো বত স্বপচোহতো গরীয়ান্ যজিহ্বাগ্নে বর্ততে নাম তুভ্যাম্ ।

তেপুস্তপন্তে জুহবুঃ সন্মুরার্য্যো ব্রহ্মানুচুর্নাম গুণন্তি যে তে ॥ ১৮ ॥

সমুর্ভবাঃ সত্যতং বিষ্ণুবিষ্মভব্যো ন জাতুচিৎ ।

সর্বৈ বিধিনিষেধাঃ সূর্যেতয়োরৈব কিঙ্করাঃ ॥ ১৯ ॥

তঁাহাকে সাধুই মনে করিতে হইবে। কারণ, তিনি সর্বতোভাবে ব্যবসিত অর্থাৎ সুবিচারিত ও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ॥ ১৫ ॥

যিনি অনন্যভক্তিক্রমে সর্বদা ভগবদাস্য করিতেছেন, তঁাহার কোন প্রকারের স্মার্ত্ত অসদাচার থাকিলেও তিনি ভক্তিহীন কপট সদাচারী অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ও সাধু। তঁাহার ব্যবসায় সমস্তই সম্যগ্ বলিয়া জানিতে হইবে।

অতএব ভগবান্ বলিয়াছেন,—হে অর্জুন! যে-সকল পাপ-জাতি (এবং স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্রও) আমাকে অনন্যরূপে আশ্রয় করে, তাহারাও পরমা গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৬ ॥

শূদ্রকুলে জাত বিদুরেরও আশ্রমান্তরগ্রহণ অর্থাৎ গৃহস্থপ্রম হইতে অবধূতাশ্রমপ্রাপ্তি—দেখা যায় ॥ ১৭ ॥

আহা! যে চণ্ডালের জিহ্বাগ্নে তোমারই প্রীতির উদ্দেশ্যে তোমার নাম নিরন্তর বিরাজ করে, তিনি এই কারণে অতি শ্রেষ্ঠ। যাহারা তোমার নাম কীর্ত্তন করেন, সেই সকল আর্য্য—সকল তপস্যা, সকল যজ্ঞ, সকল তীর্থস্থান, সমগ্র বেদাধ্যয়ন বহু পুণ্য পুণ্যই নিঃশেষ করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

সর্বক্ষণ শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ করিবে, কখনও বিষ্ণুকে বিস্মৃত

(১) ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ প্রজ্ঞায়া প্ৰিয়ঃ সত্যাম্ ভক্তিঃ পুন্যতি মনিতাঃ  
স্বপাকানপি সন্তবাৎ ॥—( ভাঃ ১১।১৪।২৯ )

সর্বত্রাঙ্খলিতাদেশঃ সন্তুদ্বীপৈকদণ্ডধুক্ ।

অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যাত্ৰাত্যুতগোত্রতঃ ॥ ২০ ॥

হইবে না। শাস্ত্রের যাবতীয় বিধি-নিষেধ এই দুই মুখ্য বিধি-নিষেধেরই কৈঙ্কর্য্য করিবে ॥ ১৯ ॥

শাস্ত্রের বাহ্যার্থ এক প্রকার এবং নিগূঢ়ার্থ অন্য প্রকার। যিনি নিগূঢ় তাৎপর্য্য-গ্রহণে সক্ষম, তিনি সারগ্রাহী এবং যিনি কেবল বাহ্যার্থ লইয়াই ব্যস্ত, তিনি ভারবাহী। কৃষ্ণভক্তিই সকল শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য এবং বর্ণাশ্রমাদি-বোধক সমস্ত অর্থই বাহ্য। জগতে ভারবাহী লোকই অধিক। সুতরাং সাধারণের নিকট বাহ্যার্থই প্রবল এবং তদ্ব্যতীত উহাদের গতান্তরও নাই। নিষ্ঠার সহিত বাহ্যার্থের অনুসরণ করিলে ক্রমে সারগ্রাহি-গ্রাহ্য তাৎপর্য্য গ্রহণের যোগ্যতা উদিত হয়। সুতরাং বাহ্যার্থের প্রাধান্য আশ্রয়-পূর্ব্বক যে সকল দান, ব্রত, ধর্ম্ম, হোম ইত্যাদি ভারবাহীদের জন্য ব্যবস্থিত হইয়াছে, তৎসমস্ত সেই সকল অধিকারীর পক্ষে প্রয়োজনীয় ও আদরনীয়; তথাপি সারগ্রাহি-প্রবৃত্তির উদয়কালে উহাদের আদর স্বতঃই খর্ব্ব হইয়া পড়ে। ভারবাহিগণের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের যে-সকল বিধি-নিষেধ ব্যবস্থিত হইয়াছে, তৎসমস্তের মূল তাৎপর্য্য—একমাত্র কৃষ্ণভক্তি। উহাদের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে,—নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতি হউক্ এবং কৃষ্ণবিস্মৃতি যেন কখনও হয় না। সারগ্রাহী ব্যক্তি এই নিগূঢ় তাৎপর্য্য সর্বক্ষণ অবশ্য স্মরণ করিবেন। ভারবাহী-দিগের উত্তেজনা কখনই উহা বিস্মৃত হইবেন না। অতএব যে বর্ণেই জন্ম হউক না কেন, যদি কাহারও সুকৃতিফলে সারগ্রাহীর প্রবৃত্তির উদয়ে কৃষ্ণভক্তি উদিত হয়, তবেই শাস্ত্রভেদের বিদ্বৎপ্রভৃতি হইল বলিয়া জানিবে। তখন বিদ্বৎব্রাহ্মণতা, বিদ্বৎসন্ন্যাস, বিদ্বৎ-পরমহংসতা প্রভৃতি অবস্থা স্বয়ং উপস্থিত হয়।

সন্তুদ্বীপা পৃথিবীর একমাত্র শাসনদণ্ডধারী বৈষ্ণব-মহারাজের

অতএব শ্রীভগবদ্দীক্ষাদিনা স্বরূপতো দ্বিজহাদিসম্ভবাৎ গেহাদৌ বৈরাগ্যেণ বিষুসম্মাসাচ্যুতগোত্রাদিকং সিদ্ধমেব । তত্ত্বচ্ছিত্যগেনা-বধুতপরমহংসাদিত্বমপি সিদ্ধমিত্যবিরুদ্ধম্ । এবং প্রকারেণ শ্রীহরিত্তিকবিলাসকৃতিঃ শ্রীশালগ্রামসেবনাদৌ দত্তাধিকারাদ্যাং মধ্যে জ্ঞানামপি কোপীনং বিনা সম্প্রদায়ি-বৈষ্ণবকরণসুবিজ্ঞেন গুরুণা দত্তবহির্বাসবদ্-ভেকাগভ্যুতচীরখণ্ডযুগ্মবসনাদিধারণেন ব্রহ্মচর্যাদ্যা-শ্রমাদিকমপ্যবিরোধসিদ্ধমিতি ॥ ২১ ॥

যথা শ্রীমহাপ্রভোঃ পার্শদস্য শ্রীদামোদরস্য শিখাসূত্রত্যাগেন কোপীনধারণেন চ ( কিন্তু ) যোগপটং বিনা সম্মাসেন স্বরূপাখ্যা অভূৎ । যথা শ্রীমাধবী-বৈষ্ণবী অপীতি । এবং শ্রীমমিত্যানন্দেন প্রভুণা স্বয়মেব শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিনে কোপীনাদিকং দত্তমিতি ॥ ২২ ॥ কিন্তু,—

আদেশ ব্রাহ্মণকুল ও অচ্যুতগোত্রীয় পুরুষে ব্যতীত অপর সকল স্থানেই সর্বদা অস্থলিত ছিল ॥ ২০ ॥

অতএব পাঞ্চরাত্রিকদীক্ষা-বিধানে সৎগুরুকর্তৃক শ্রীভগবন্মাম-মন্ত্রে দীক্ষাদির দ্বারা স্বরূপতঃ বিপ্রহাদি সম্ভব বলিয়া তাদৃশ দৈক্ষ-ব্রাহ্মণের গৃহাদিতে বৈরাগ্যফলে বিষুসম্মাস ও অচ্যুতগোত্রাদি সিদ্ধ হইয়া থাকে । পরে সেই সকল সম্মাস-চিহ্নাদি পরিত্যাগ-পূর্বক অবধুত-পরমহংসত্বাদি অবস্থা লাভ হয় । ইহা সর্বতোভাবে অবি-রুদ্ধ । এই প্রকারে 'শ্রীহরিত্তিকবিলাস'কার কর্তৃক যাঁহাদিগকে শ্রীশালগ্রাম-সেবাদির অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে জ্ঞানোৎপত্তকণ্ডো সম্প্রদায়ি-বৈষ্ণবতা-সম্পাদনে সুবিজ্ঞ গুরুদেব বহির্বাসের ন্যায় ভেকের অঙ্গীভূত দুই খণ্ড চীর-বস্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন । ঐরূপ চীরখণ্ডদ্বয় ধারণ-দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তকণ্ডো ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রম অবিরোধ সিদ্ধ হয় বলিয়া জানিবে ॥ ২১ ॥

যেমন, শ্রীমহাপ্রভুর পার্শদ শ্রীদামোদরের যোগপট্ট ব্যতীত শিখাসূত্র-ত্যাগ ও কোপীন-ধারণের দ্বারা সম্মাস-গ্রহণে 'স্বরূপ' আখ্যা

এতাং সমাস্তায় পরাঅনিষ্ঠামুপাসিতাং পূর্বতনৈর্মহমিতিঃ ।

অহং তরিস্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাভিভ্রনিষেবয়ৈব ॥ ২৩ ॥

জাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মত্তস্তো বাহনপেক্ষকঃ ।

সল্লিঙ্গানাশ্রমাংস্তাত্তা চরেনদবিধিগোচরঃ ॥ ২৪ ॥

হইয়াছিল । যেমন, শ্রীমাধবী বৈষ্ণবীও—ইনি গৃহে থাকিয়া চীর-খণ্ডদ্বয় গ্রহণপূর্বক সম্মাস লাভ করিয়াছিলেন । এই প্রকারে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে স্বয়ং কোপীনাди প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

শ্রীচরিতামৃতে শ্রীস্বরূপদামোদর সম্বন্ধে,—

সম্মাস করিলা শিখাসূত্র-ত্যাগরূপ ।

যোগপট্ট না নিল, নাম হইল 'স্বরূপ' ॥

মাধবীদেবী-সম্বন্ধে,—

মাহিতির ভগিনীর নাম—মাধবী-দেবী ।

বুদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী ॥

প্রভু লেখা করে যাঁরে রাধিকার গণ ।

জগতের মধ্যে 'পাত্র'—সাড়ে তিন জন ॥

স্বরূপ গোসাঞি, আর রায় রামানন্দ ।

শিখি-মাহিতি—তিন, তাঁর ভগিনী—অর্দ্ধজন ॥

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই জানিতে হইবে যে, অধিকারী ব্রাহ্মণ, জ্ঞানোৎপত্ত ও কায়স্থ প্রভৃতি সকলেই ডিক্সাশ্রমের অধিকারী হইয়া সম্মাস গ্রহণ করিতে পারেন ।

“আমি প্রাচীন মহর্ষিগণের উপাসিত পরাঅনিষ্ঠারূপ সম্মাসধর্ম অবলম্বন-পূর্বক কৃষ্ণ-পাদপদ্ম সেবা-দ্বারাই এই দুরন্তপার তমঃ অর্থাৎ সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব ॥ ২৩ ॥

জাননিষ্ঠ বিরক্ত পুরুষ হউন, অথবা নিরপেক্ষ আমার ভক্ত হউন, তিনি আশ্রমচিহ্ন-সহিত সকল আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অবি-ধিগোচর অর্থাৎ বিধির অতীত হইয়া বিচরণ করিবেন ॥ ২৪ ॥

এতামিতি কৌপীনকহাদিরূপাম্ ।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ প্রতি যথোক্তমুদয়নাচার্য্যোণ—

কহ্যং বহসি দুর্ব্বক্ষে গদর্ভেরপি দুর্ব্বহাম্ ।

শিখা যজ্ঞোপবীতং তে কস্মাদৃ ভাষ্যতে বদ ॥ ২৫ ॥

কিঞ্চেত্যাদিবচনাৎ শ্রীহরিদাসাদীনাং বিধিপূর্ব্বক-ব্রহ্মচর্যা-দি-গ্রহণং লোকসংগ্রহমাত্রং, বস্তুতস্ত মুকুন্দাভিনিষেবয়েবেতি । সংসার-তরণাবধারণাৎ যথাকথঞ্চিৎপ্রকারেণ তত্ত্বচ্ছিন্নাদিধারণেন তত্ত্বদর্শনা-শ্রমোত্তিমান্ত্যাগেন চ শ্রীভগবন্তুজনেষ বিধেয়মিতি তত্ত্বং সূচিতম্ ॥ ২৬ ॥

ভাগবতে এই কৃষ্ণাজ্ঞা সন্ন্যাসাধিকারী ব্যক্তির পক্ষে পরমহংস-অবধূত হইবার জন্য বিধি-বাক্য । জ্ঞাননিষ্ঠ বিরক্তগণ মায়াবাদ-বিচারে ব্রহ্ম-সন্ন্যাস এবং নিরপেক্ষ ভগবন্তুভগবৎ বিষ্ণু-সন্ন্যাস গ্রহণ-পূর্ব্বক চরমে পরমহংস-অবধূতাবস্থা লাভের জন্য সাধন করিবেন । পারমহংসীসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে বাস্তব সুনির্ম্মল পারম-হংস-পদ কেবল ঐকান্তিকী শুদ্ধা হরিভক্তিগ্নমেই লভ্য হইয়া থাকে ।

‘এতাং সমাস্তায়’ ইত্যাদি শ্লোকে ‘এতাং’-শব্দে কৌপীন-কহাদি-রূপ সন্ন্যাস-চিহ্নসকলকে বৃত্তিতে হইবে । ব্রহ্ম-সন্ন্যাসী ও বিষ্ণু-সন্ন্যাসী উভয়েরই সন্ন্যাস-চিহ্ন—কৌপীন-কহাদি । কস্মী উদয়না-চার্য্য সন্ন্যাসের প্রতি স্বাভাবিক দ্বেষবশতঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, —হে দুর্ব্বক্ষে ! গদর্ভেরও দুর্ব্বহ কহা তুমি বহন করিতেছ । শিখা ও যজ্ঞোপবীত তোমার নিকট ভার বলিয়া বোধ হইতেছে কেন বল দেখি ? ২৫ ॥

‘কিঞ্চ’ ইত্যাদি বাক্য হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, ‘শ্রীহরিদাস প্রভৃতির বিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্যা-দিগ্রহণ—কেবল লোকশিক্ষার জন্য । কিন্তু মুকুন্দপাদপদ্য সেবাধারাই বাস্তব ব্রহ্মচর্যা-সন্ন্যাস প্রভৃতি সিদ্ধ হয় । সংসার উত্তীর্ণ হওয়া অবধারিত হইলে, বিবিধ আশ্রমচিহ্ন ধারণ, অথচ যাবতীয় বর্ণাশ্রমোত্তিমান্তিমান পরিত্যাগ করিয়া যে কোন প্রকারে একমাত্র ভগবন্তুজনই কর্তব্য—এই তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

তস্মাদেব তত্ত্বপুত্রপ্রভৃতীনাং তাংস্তানুদ্ভিষ্য বৈদিক-পৈত্রাদি-কৃত্যমপানুচিতং তৎকৃত্যেন পুনঃ সংসারপ্রাপ্তিসম্ভবাদিতি দিক্ ॥ ২৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদৈক্ষ্যবানাং প্রিয়ং

যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে ।

যত্র জনেবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিকৃতং (১)

তচ্ছূণ্বন্ সুপঠন্ বিচারপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেতঃ ॥ ২৮ ॥

এবমাদি শ্রীমদ্ভাগবতবাক্যবৈষ্ণবানামেবাচ্যুতগোত্রত্বং পরম-হংসত্বঞ্চ বিহিতং, যতো বৈষ্ণবানাং ভাগবতপ্রিয়ত্বম্ । তস্মাৎ পারমহংস-জ্ঞানত্বেন পরমহংসত্বমপি তেষামেব নান্যেষাম্ ।

ততঃ পূর্ব্ববদাচার্য্যো ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহাতিহোমং কৃষ্টা, যতশ্চতুর্বর্ণানাং মধ্যে ব্রাহ্মণাদ্যেকতরোহপি কশ্চিদচ্যুতগোত্রো-

একান্তভাবে হরিভজন করার নামই সন্ন্যাস । তবে লোক-সংগ্রহের জন্য কৌপীনা-দি-ধারণপূর্ব্বক সংসারী-অভিমান পরিত্যাগ করা -সেই মহৎকার্য্যের দৃঢ়তা প্রদর্শন-মাত্র । অতএব সন্ন্যাসের বাহ্যচিহ্নসকল সংসারবন্ধন ছেদনের প্রধান উপায়রূপে বিধেয় ।

সেই কারণেই তাদৃশ ঐকান্তিক ভগবন্তুভগবৎপুত্রপ্রভৃতিকর্তৃক তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বৈদিক-পৈত্রাদি কর্মানুষ্ঠানও অনুচিত । কারণ, সেই সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা পুনঃ সংসারবন্ধন প্রাপ্তির সম্ভাবনা হয় । উক্ত বিচারের ইহাই দিগ্‌দর্শন ॥ ২৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—অমল পুরাণ । ইহা বৈষ্ণবগণের অতিপ্রিয় । ইহাতে একমাত্র অমল পরম পারমহংসজ্ঞান গীত হইয়াছে । ইহাতে জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিত নৈষ্কর্ম্য আবিষ্কৃত হইয়াছে । সেই ভাগ-বতের শ্রবণ, সূচু পঠন ও বিচারপরায়ণ হইয়া ভক্তিদ্বারা লোক মায়ামুক্ত হইবে ॥ ২৮ ॥

উক্তপ্রকার অনেক ভাগবত-বচনের দ্বারা বৈষ্ণবদিগেরই অচ্যুত-

১। গোপালপূর্ব্বতাপন্যাং ভক্তিরস্য ভজনম্ তদিত্যনুজ্ঞাপাধিনৈরাস্যো নামুস্মিন্ মনঃকল্পনম্ এতদেব নৈষ্কর্ম্যম্ ।

হইমিতি ন হ্রতে । চত্বারঃ সাম্প্রদায়িকা ভেদধারণস্ত সৰ্ব্বেহপ্য-  
চ্যুতগোত্রোহহমিতি বদন্তি ( ইতি ) লৌকিক-শাস্ত্রীয়ব্যবহার-নিষ্পত্তৌ  
ন কিঞ্চিদনুপন্নমিতিস্থিতম্ । তস্মাদেব শ্রীরামানুজাচার্যাদীনং  
মতাবলম্বিনো বৈষ্ণবাঃ প্রথমং যাগাদিস্থানং বিধায় যান্ কান্ শূদ্রাদি-  
বালকানপি সংগৃহ্য ক্ষৌরাদিকং কারয়িত্বা, স্বয়ং বিষ্ণুহোমাদিকং  
কৃত্বা, পূৰ্ব্বাচার্যাদীনং বিধিবৎ সম্পূজ্য চ, তান্ বালকাদিকান্ পঞ্চ  
সংস্কারান্ ধারয়িত্বা দ্বিজত্বমাসাদ্য, পশ্চাৎ যাজ্ঞবল্ক্যাদিকৃত-পদ্ধতি-  
মতানুসারেণ গৰ্ভাধানাদ্যুপনয়নাত্তান্ সংস্কারান্ কারয়িত্বা, বেদমাতরং  
সাবিত্রীমপি দীক্ষয়িত্বা, পশ্চাৎ স্ব-সম্প্রদায়ি-মন্ত্রঞ্চ দীক্ষয়িত্বা,—  
শ্রীগুৰ্বাদীন শ্রীশালগ্রামাদীনপার্যকয়িত্বা, পশ্চাৎ তিষ্ণুপযোগী-কোপীন-  
বহির্বাস-ঝুলি-কস্থা-সন্ন্যাসমস্ত্রানপি দত্ত্বা পুনঃ সন্ন্যাসিনঃ কুর্ষ্বন্তীতি  
প্রসিদ্ধং সৰ্বৈঃ দৃষ্টং স্মৃতঞ্চৈতি ॥ ২৯ ॥

গোত্রত্ব ও পরমহংসত্ব বিহিত হইয়াছে । কারণ, ভাগবত-প্রীতি  
বৈষ্ণবদিগেরই আছে । সেই ভাগবত-কথিত পারমহংস্য-জ্ঞানদ্বারা  
পরমহংসত্ব-লাভও বৈষ্ণবেরই, অপর কাহারও নহে । যেহেতু, চতু-  
বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি কোন বর্ণের কেহই ‘আমি অচ্যুতগোত্র’—এই  
কথা বলেন না । পক্ষান্তরে, চারিটি শুদ্ধভক্তিসম্প্রদায়ে ভেদধারী  
সকলেই ‘আমি অচ্যুতগোত্র’—ইহা বলিয়া থাকেন । ইহাতে  
লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার-সম্পাদনে কিছুমাত্র অযৌক্তিকতা হয় না,  
ইহাই ব্যবস্থা । এই বিচারে শ্রীরামানুজাচার্য প্রভৃতির মতাবলম্বী  
বৈষ্ণবগণ প্রথমে যাগাদির স্থানের ব্যবস্থা করেন ; পরে শূদ্রাদি যে-  
কোন বর্ণ হইতে প্রাপ্ত বালকদিগকে ক্ষৌরাদি করাইয়া, স্বয়ং বিষ্ণু-  
হোমাদি সম্পাদন করিয়া এবং পূৰ্ব্বাচার্যগণকে যথাবিধি পূজা  
করিয়া সেই বালকগণের পঞ্চসংস্কার প্রদানপূর্বক দ্বিজত্ব বিধান  
করেন । পরে যাজ্ঞবল্ক্যাদিকৃত পদ্ধতি-অনুসারে গৰ্ভাধান হইতে  
উপনয়ন পর্যন্ত সংস্কার করাইয়া বেদমাতা সাবিত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত  
করেন । পরে নিজনিজ সাম্প্রদায়িক মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া শ্রীগুরু-

অস্মাকন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভোরনুমতেন শ্রীগোত্রামিচরণাদয়ঃ ( ১ )  
প্রথমতঃ শ্রীভগবদালম্বাদিষু গৃহাদিস্থানানি সংশোধ্য, তত্র শ্রীবিষ্ণুহোমং  
কৃত্বা, বিধিবদাচার্যাদীন সম্পূজ্য চ শূদ্রাদিকান্ যথাবৎ দীক্ষিতাংশ্চ-  
ক্লিরে । কিম্বা ( ২ ) তত্র কেবলমাসনাদীন সংস্থাপ্য শ্রীমধ্বাচার্য্যা-  
দীন সপার্ষদ-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাদীংশ্চ পঞ্চোপচারৈঃ পূজয়িত্বা, কিম্বা ( ৩ )  
তত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শ্রীমন্নিত্যানন্দ-শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীগদাধর-শ্রীবাসান্ পঞ্চ-  
তত্ত্বাত্মকান্ পাদ্যাদিভিঃ পঞ্চোপচারৈঃবিধিবৎ সম্পূজ্য, জী-শূদ্রাদি-  
বালকাদিকান্ যান্ কানপি সংগৃহ্য ক্ষৌর-স্নানাদিকং কারয়িত্বা,  
তাপ-পুণ্ড্রাদিকঞ্চ ধারয়িত্বা শ্রীহরেনামোপদিশ্য চ, পশ্চাৎ ষড়ঙ্করা-  
দ্যষ্টাদশাঙ্করাভ্যেযু মন্ত্রেষু মध्ये কমপি ভগবন্মন্ত্রমুপদিশ্য, তান্ বৈষ্ণু-

পরম্পরা ও শ্রীশালগ্রামাদির অর্চন করেন । পরে তিষ্ণুর উপযোগী  
বহির্বাস-ঝুলি-কস্থা-সন্ন্যাসমস্ত্রও প্রদান করিয়া সন্ন্যাসী করেন । এই  
প্রসিদ্ধ প্রথা সকলে দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন ॥ ২৯ ॥

আমাদের শ্রীগৌড়েশ্বর-সম্প্রদায়ের প্রথা এই,—শ্রীগোত্রামিবর্গ  
শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমতি-ক্রমে ( ১ ) প্রথমতঃ শ্রীভগবন্মন্দিরাদিতে  
গৃহাদিস্থান শোধনপূর্বক তথায় শ্রীবিষ্ণুহোম ও যথাবিধি আচার্য্য-  
পরম্পরার পূজা করিয়া শূদ্রাদি সকলকেই ( অধি হার-বিচারপূর্বক )  
দীক্ষিত করিয়া আসিতেছেন । ( ২ ) অথবা তথায় ( শ্রীভগবদ্-  
গৃহাদিতে ) আসনাদি স্থাপন-পূর্বক শ্রীমধ্বপ্রভৃতি আচার্য্যগণ ও  
সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রভৃতির পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া,  
( ৩ ) অথবা তথায় পঞ্চতত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শ্রীমন্নিত্যানন্দ-  
শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীগদাধর-শ্রীবাস প্রভৃতিগণকে পাদ্যাদি পঞ্চোপচারে যথা-  
বিধানে পূজা করিয়া,—জী-শূদ্র-বালক প্রভৃতি যে-কোন ব্যক্তিকে  
( অধিকারী বিবেচনায় ) গ্রহণপূর্বক তাহাকে ক্ষৌর-স্নানাদি এবং  
( শীতল ) তাপ ও উষ্ণপুণ্ড্রাদি ধারণ করাইয়া শ্রীহরির নাম উপদেশ  
করিয়া থাকেন । পরে ষড়ঙ্কর হইতে অষ্টাদশাঙ্কর পর্যন্ত মন্ত্র-  
সকলের মধ্যে কোন একটী উপদেশকরতঃ তাহাদিগকে বৈষ্ণব

বান্ বিধায়, তৎপূর্বকালীন বৈষ্ণবত্ব-প্রাপ্তান্ বা, বৈষ্ণবত্বেন দ্বিজত্ব-  
সিক্কেঃ পুনস্তাংস্তান্ শ্রীভবদেবাদ্যনুমতেন বিধিনা গৰ্ভধানাদ্যপনয়নান্ত-  
সংস্কারান্ কারয়িত্বৈব ভিক্ষুপযোগি-সন্ন্যাসসংস্কারাদিকং ধারয়ন্তীতি  
প্রথা ॥ ৩০ ॥

তত্রাদৌ পূজায়াং আচার্যাদীন্ যথা,—

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবশি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্ ।  
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্মহরি-মাধবান্ ॥  
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিদ্ধ-দয়ানিধীন্ ।  
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধাম্মান্ ব্রহ্মাচ্ছয়ান্ ॥  
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্ময়ঃ ।  
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভজিতুঃ ॥  
তচ্ছিয়ান্ শ্রীশ্ররামদ্বৈত-নিত্যানন্দান্ জগদ্গুরুন্ ।  
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে ॥  
নিমাঞ্যখ্যায়্য মোহসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে ।  
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ ॥

করেন । বৈষ্ণবতা-দ্বারা দ্বিজত্ব সিদ্ধ হয় । সুতরাং ইহাদিগের  
অথবা পূর্বের সদৃশ গুরুর নিকট পঞ্চসংস্কারে দীক্ষাবিধানে বৈষ্ণবত্ব-  
প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের ভবদেবভট্ট প্রভৃতির অনুমোদিত বিধানানুসারে  
গৰ্ভধানাদি উপনয়নান্ত সংস্কার সকল সম্পাদনপূর্বক তাহাদিগকে  
ভিক্ষুর উপযোগী সন্ন্যাস-সংস্কারাদি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥

পূজায় সৰ্ব্বাগ্রে আচার্য্যবর্গের অর্চন কর্তব্য । শ্রীগুরুপরম্পরা  
যথা,—শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাসদেব, মধ্বাচার্য্য, পদ্মনাভ, নৃহরি,  
মাধব, অক্ষোভ্য, জয়তীর্থ, জ্ঞানসিদ্ধ, দয়ানিধি, বিদ্যানিধি, রাজেন্দ্র,  
জয়ধর্ম, পুরুষোত্তম, ব্রহ্মণ্য, ব্যাসতীর্থ, লক্ষ্মীপতি, মাধবেন্দ্রপুরী,  
মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ, ঈশ্বরপুরীর  
শিষ্য শ্রীচৈতন্যদেব—যিনি নিমাই-নামে জগতে বিখ্যাত এবং শ্রীকৃষ্ণ-  
প্রেম-বিতরণের দ্বারা জগৎকে নিস্তার করিয়াছেন ।

দেবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং নিত্যানন্দং জগদ্গুরুন্ ।

শ্রীলাদ্বৈতং গদাধরং শ্রীবাসং ভক্তবর্ষাকম্ ॥

শ্রীগুরুং পূজয়িত্বা চ গৌরাসপার্ষদাংস্ততঃ ।

সংস্কারান্ কারয়েদ্ বালান্ যথাযোগ্যং সমস্ততঃ ॥ ৩১ ॥

তত্র তাবৎ প্রণবশিরস্ক-তত্ত্বমাম চতুর্থান্তমন্ত্রেণাদৌ সর্বাদীন্  
পূজয়েৎ । যথা,—এতদাসনম্ ও শ্রীগুরবে নমঃ,—ইত্যাদি-  
ক্রমেণ ষোড়শোপচারেণ পূজয়েৎ । ( ততঃ )—ইদমাসনম্ ও  
শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ, ইদমাসনম্ ও শ্রীনারায়ণায় ঋষয়ে নমঃ, এতদাসনম্  
ও শ্রীব্রহ্মণে নম ইত্যাদি । তদনন্তরং—( ইদমাসনং ) ও শ্রীকৃষ্ণ-  
চৈতন্যায় নম ইত্যাদি । ( এবং ) সর্বান পূজয়েৎ ॥ ৩২ ॥

যথা 'স্বর্গকামোহম্মেধেন যজত, কৃষ্ণ-কেশী ব্রাহ্মণোহগ্নিনা  
আদধীতেতি' বিধিবাক্যং কর্মকাণ্ডাদাবপেক্ষতে, তদ্বৎ ন্যাসোহপি  
বিধিবাক্যমপেক্ষতে চ ।—“তদ্ যথেষ্ট কর্মচিহ্নো লোকঃ ক্ষীয়ত  
এবমেবাত্ৰ পুণ্যচিহ্নো লোকঃ ক্ষীয়ত ইতি পরীক্ষা লোকান্ কর্মচিহ্নান্  
ব্রাহ্মণো নিষেদমদায়াৎ, নাস্ত্যাকৃতঃ কৃতেন ” ; [ তেন কৃতেন কর্মণা

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য,  
শ্রীগদাধর, ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীবাস ও শ্রীগুরুদেবের পূজা করিয়া শ্রীগৌর-  
পার্ষদগণের পূজা করিবে । পরে যোগ্য বালকের সকল সংস্কার  
করিবে ॥ ৩১ ॥

নামের আদিতে প্রণব ও পরে চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত করিয়া ঐ  
মন্ত্রে সর্বাগ্রে শ্রীগুরুবর্গের পূজা করিবে । যথা,—“এতদাসনম্ ও  
শ্রীগুরবে নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে । তারপর  
মূলোক্ত ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণ প্রভৃতির পূজা করিবে ॥ ৩২ ॥

কর্মকাণ্ড প্রভৃতিতে যেরূপ শাস্ত্রাদেশ বা বিধি-বাক্যের প্রয়োজন  
আছে, সন্ন্যাসেও তদ্রূপ বিধিবাক্য প্রয়োজনীয় । অতএব শ্রুতিতে এই-  
রূপ সন্ন্যাস-বিধি-বাক্য আছে,—‘এই সংসারে কর্মাজিত লোক যেরূপ  
ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পুণ্যার্জিত লোকও ক্ষীণ হইয়া থাকে ; এইরূপে



অকৃতং মোক্ষো নাস্তীতি ভাষ্যম্] “যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেদিতি” চ বিধিঃ। গেহাদিবিরক্তিমান্ গুরুং প্রার্থয়েত,—ভো গুরো! সম্প্রদায়সাধাসাধনানুষ্ঠানপ্রাজ্ঞ! অষ্টমিন্ ভারতে সংসারান্মাং গ্রাহি, সন্ন্যাসং দেহীতি। অতঃ স্মতসম্প্রদায়িসন্ন্যাসধর্মসাধাসাধনানুষ্ঠানপ্রাজ্ঞস্য সন্ন্যাসধর্মগ্রহণসংস্কারাপ্রাজ্ঞতাং গৃহিগুরুণা কৃতঃ সন্ন্যাসো নিরস্তঃ ॥ ৩৩ ॥

তত্র সংস্কারা যথা,—

মুণ্ডনং প্রথমং কুর্য্যান্তীর্থস্নানং দ্বিতীয়কম্।

তৃতীয়ং হরিমন্দির-তিলকং ভাঙ্গ-শোভিতম্ ॥

কর্মফল-লভ্য লোকসকলের ( নম্বরতা ) পর্যালোচনা করিয়া ব্রাহ্মণ নিখিল হইবেন। ( কারণ ) কৃত অর্থাৎ কর্মের দ্বারা অকৃত অর্থাৎ মোক্ষ লভ্য হয় না। ‘যে দিনেই বৈরাগ্যের উদয় হইবে, সেই দিনেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে।’ গৃহাদির প্রতি বৈরাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তি গুরুর নিকট প্রার্থনা করিবেন,—‘হে গুরুদেব! সাম্প্রদায়িক সাধ্য-সাধনানুষ্ঠান-তত্ত্বে প্রাজ্ঞ! এই ভারতে ( সংসারে ) পতিত আমি, সংসার হইতে আমাকে গ্রাণ করুন, আমাকে সন্ন্যাস প্রদান করুন।’ ইহা হইতে গৃহী গুরুর সন্ন্যাস-প্রদান নিরস্ত হইল, যেহেতু তিনি নিজইষ্ট সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস-ধর্মের সাধাসাধনানুষ্ঠানতত্ত্বে অনভিজ্ঞ এবং সন্ন্যাসগ্রহণে সংস্কারাদি সম্বন্ধেও অজ্ঞ।

দীক্ষাদানে শাক্তোক্ত প্রকৃত যোগ্যতা থাকিলে গৃহী গুরু মন্ত্রদীক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু যিনি সন্ন্যাসধর্ম স্বয়ং কখনই অনুভব ( আচরণ ) করেন নাই, তিনি কিরূপে সন্ন্যাস-দীক্ষা দিতে পারেন? সন্ন্যাস-দানে গুরুর যোগ্যতা বিচার করা অতীব প্রয়োজন। শিষ্যেরও যোগ্যতা না থাকিলে গুরু তাদৃশ শিষ্যকে কখনই সন্ন্যাস প্রদান করিবেন না ॥ ৩৩ ॥

সন্ন্যাসের সংস্কার, যথা—১। মুণ্ডন, ২। তীর্থস্নান, ৩। হরি-

চতুর্থং চন্দ্রনৈর্গাত্রে নামমুদ্রাদিধারণম্।  
পঞ্চমং কৌপীনভুক্তিং, ষষ্ঠং প্রাণপ্রতিষ্ঠাকম্ ॥  
সপ্তমং হরিদাসাদি-নামমাত্রপ্রকল্পনম্।  
অষ্টমং বামকর্ণেহপ্রে বিষ্ণুমন্ত্রস্য ধারণম্ ॥  
অষ্টাদশাক্ষরসৈব পঞ্চপদাদিভেদিনঃ।  
নবমং চাত্যুতগোত্রস্বীকারং সর্বপূজিতম্ ॥  
শালগ্রামার্চনং দশমং পরিকীর্তিতম্।  
এতৈর্দশভিঃ সংস্কারৈবিষ্ণুসন্ন্যাসী বৈষ্ণবঃ ॥  
তাপাদিপঞ্চসংস্কারৈর্জ্ঞাতব্যো গৃহী বৈষ্ণবঃ।  
সংস্কারভেদ-সম্প্রাপ্ত্য সংজ্ঞাভেদো ভবেদ্ দ্বয়োঃ ॥৩৪॥

তত্র প্রথমঃ সংস্কারঃ—ক্ষৌরার্থে প্রার্থনং

“মস্তকং মুণ্ডয় মুণ্ডিন্ শিখাং সংস্থাপ্য যত্নতঃ।

প্রজ্ঞা মে কৃষ্ণচৈতন্যপাদাশ্বে বিক্রমঃ স্থিরঃ ॥

মন্দিরতিলকাদি ধারণ, ৪। গাত্রে চন্দ্রনাদিধারা হরিনাম-মুদ্রা-ধারণ, ৫। বিম্বক কৌপীন, ৬। উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা, ৭। হরিদাসাদিনাম গ্রহণ, ৮। বামকর্ণে পঞ্চপদী অষ্টাদশাক্ষর বিষ্ণুমন্ত্র ধারণ, ৯। সর্বজনবন্দিত অচ্যুত গোত্রগ্রহণ, ১০। ভক্তিপূর্বক শালগ্রামের অর্চন। এই দশ সংস্কার-দ্বারা বিষ্ণুসন্ন্যাসী বৈষ্ণব এবং তাপাদি পঞ্চ সংস্কার-দ্বারা গৃহী বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে। বৈষ্ণব একই তত্ত্ব, সংস্কারভেদেই উঁহাদের (গৃহী ও সন্ন্যাসী) নামের ভেদমাত্র।

এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে,—তাপ-পুণ্ড্র-নাম-মন্ত্র-যোগ—এই পাঁচটী সংস্কারের নাম—পঞ্চ-সংস্কার। গৃহী যদি সদৃগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, তখন তিনি ঐ পঞ্চ-সংস্কার প্রাপ্ত হন। পঞ্চসংস্কার-প্রাপ্ত পুরুষ যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে চাহেন, তখন সন্ন্যাস-গুরু ঐ ব্যক্তিকে পঞ্চ-সংস্কার প্রাপ্ত জানিয়া অবশিষ্ট পাঁচটী সংস্কার প্রদান করেন। সেই পাঁচটী সংস্কার এই—১। মুণ্ডন, ২। তীর্থস্নান, ৩। কৌপীনগ্রহণ, ৪। কৌপীনপ্রাণপ্রতিষ্ঠা, ৫। অচ্যুত-গোত্র স্বীকার ॥৩৪॥

মাতৃ-পিতৃসমঃ সর্বে বাজবা মে হিতৈষিণঃ ।  
 আশীঃকুরুত তৎপাদে ভক্তিঃ স্যানুবক্তনী ॥  
 শ্রীচৈতন্য দয়্যাসিক্তো ভক্তানুগ্রহকারক ।  
 দাসো ভবামি, গৃহাত্ত, পতিতং মাং সমুদ্ধর ॥”  
 ইত্যুক্তা মুণ্ডনং কারয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

### ততো দ্বিতীয়ঃ সংস্কারঃ—তীর্থস্থানং

ততো জলাশয়ে গত্বা প্রথমমাচম্য করন্যাসমদন্যাসং প্রাণায়ামঞ্চ কৃত্বা স্নানং কুর্যাৎ । গুরুশ্চ মন্ত্রানুচ্চার্য স্নানং কারয়েৎ । (ক) আচমনমাহ,—প্রথমং হস্তৌ দ্বৌ প্রক্ষাল্যাচমনং কুর্যাৎ । (তদ্ যথা,)—দক্ষিণহস্তে জলং সংস্থাপ্য ‘ও’ কেশবায় নমঃ’ ইত্যুক্তা আচম্য ঐচ্ছসং ত্যজেৎ । ‘ও’ নারায়ণায় নমঃ’ ইত্যুক্তা আচম্য তদ্বৎ ত্যজেৎ । এবং ‘ও’ মাধবায় নমঃ’ ইত্যুক্তা আচম্য ত্যজেদেব ।

প্রথম সংস্কার—ক্ষৌরপ্রার্থনা । গুরুর আশ্রমের নিকট যে নরসুন্দরকে পাওয়া যায়, তাহার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতে হয় ।

‘হে নরসুন্দর ! যত্নপূর্বক শিক্ষা সংরক্ষণ করিয়া আমার মস্তক মুণ্ডন কর । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পাদপদ্মে স্থির বিক্রম হউক,—আমার মাতৃপিতৃভূত্যা হিতৈষী বাজবসকল আমাকে আশীর্বাদ করুন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরণে আমার ভবখণ্ডিনী ভক্তি উদিত হউক । হে ভক্তানুগ্রহকারি, দয়্যাসিক্তো শ্রীচৈতন্যপ্রভো ! আমি তোমার দাস, আমাকে গ্রহণ কর, পতিতকে উদ্ধার কর ।’ এইরূপ প্রার্থনা করিয়া মুণ্ডন করাইবে ॥ ৩৫ ॥

তারপর দ্বিতীয় সংস্কার—তীর্থস্থান । মুণ্ডনের পর জলাশয়ে গিয়া আচমন, করন্যাস, অঙ্গন্যাস ও প্রাণায়াম করিয়া স্নান করিবে । আচার্য্য মন্ত্রপাঠ করাইয়া স্নান করাইবেন । (ক) আচমন প্রথমে দুই হস্ত প্রক্ষালন করিয়া আচমন করিবে । যথা,—দক্ষিণ হস্তে জল লইয়া ‘ও’ কেশবায় নমঃ’ মন্ত্রে পান করিয়া অবশেষ ত্যাগ করিবে । পুনঃ

ততঃ ‘ও’ গোবিন্দায় নমঃ, ‘ও’ বিষ্ণবে নমঃ’ ইতি দ্বাভ্যাং দ্বৌ হস্তৌ প্রক্ষাল্য, ততঃ ‘ও’ মধুসূদনায় নমঃ, ও’ ত্রিবিক্রমায় নমঃ’ ইতি দ্বাভ্যাং মুখং সংস্পৃশ্য, ততঃ ‘ও’ বামনায় নমঃ, ‘ও’ শ্রীধরায় নমঃ’ ইতি দ্বাভ্যাং অধরৌ সংস্পৃশ্য, ততঃ ‘ও’ হাম্বীকেশায় নমঃ’ ইত্যনেন হস্তৌ পুনঃ প্রক্ষাল্য, ততঃ ‘ও’ পদ্মনাভায় নমঃ’ ইত্যনেন পাদদ্বয়ং প্রক্ষাল্য, ততঃ ‘ও’ দামোদরায় নমঃ’ ইত্যনেন মস্তকং সংপ্রোক্ষ্য, ততঃ ‘ও’ বাসুদেবায় নমঃ’ ইত্যনেন ( পঞ্চাঙ্গুল্যাগ্ৰেণ ) মুখং সংস্পৃশ্য, ততঃ ‘ও’ সঙ্কর্যণায় নমঃ, ও’ প্রদ্যাম্ভনায় নমঃ’ ইতি দ্বাভ্যাং (তর্জ্জনাঙ্গুল্যাগ্ৰেণ ) দক্ষিণক্ৰমেণ নাসিকে সংস্পৃশ্য, ততঃ ‘ও’ অনিরুদ্ধায় নমঃ, ও’ পুরুষোত্তমায় নমঃ’ ইতি দ্বাভ্যাং (অনামিকাঙ্গুল্যাগ্ৰেণ ) দক্ষিণক্ৰমেণ নেত্রে সংস্পৃশ্য, ততঃ ‘ও’ অধোক্ষজায় নমঃ, ও’ নৃসিংহায় নমঃ’ ইতি দ্বাভ্যাং (কনিষ্ঠাঙ্গুল্যেণ ) দক্ষিণক্ৰমেণ কর্ণৌ সংস্পৃশ্য, ততঃ ‘ও’ অচ্যুতায় নমঃ’ ইত্যনেন (করতলেণ ) নাভিং সংস্পৃশ্য, ততঃ ‘ও’ জনার্দনায় নমঃ’ ইত্যনেন (পঞ্চাঙ্গুল্যাগ্ৰেণ ) হৃদয়ং সংস্পৃশ্য, ততঃ ‘ও’ উপেন্দ্রায় নমঃ’ ইত্যনেন (পঞ্চাঙ্গুল্যাগ্ৰেণ )

‘ও’ নারায়ণায় নমঃ’ মন্ত্রে তদ্রূপ করিবে । আবার ‘ও’ মাধবায় নমঃ’ মন্ত্রেও ঐরূপ করিবে । তারপর ‘ও’ গোবিন্দায় নমঃ, ও’ বিষ্ণবে নমঃ’ বলিয়া দুই হস্ত প্রক্ষালন ; ‘ও’ মধুসূদনায় নমঃ, ও’ ত্রিবিক্রমায় নমঃ, মন্ত্রে মুখ মার্জ্জন ; ‘ও’ বামনায় নমঃ, ও’ শ্রীধরায় নমঃ’ মন্ত্রে ওষ্ঠদ্বয় মার্জ্জন ; ও’ হাম্বীকেশায় নমঃ’ বলিয়া পুনঃ হস্তদ্বয় প্রক্ষালন ; ‘ও’ পদ্মনাভায় নমঃ’ বলিয়া পদদ্বয় প্রক্ষালন ; ‘ও’ দামোদরায় নমঃ’ মন্ত্রে মস্তক প্রোক্ষণ ; ‘ও’ বাসুদেবায় নমঃ’ মন্ত্রে মুখ স্পর্শ ; ‘ও’ সঙ্কর্যণায় নমঃ’ ও’ প্রদ্যাম্ভনায় নমঃ’ বলিয়া (দক্ষিণ-ক্ৰমে) নাসিকাদ্বয় স্পর্শ ; ‘ও’ অনিরুদ্ধায় নমঃ, ও’ পুরুষোত্তমায় নমঃ’ বলিয়া (দক্ষিণ-ক্ৰমে) নেত্রদ্বয় স্পর্শ ; ‘ও’ অধোক্ষজায় নমঃ, ও’ নৃসিংহায় নমঃ’ মন্ত্রে (দক্ষিণ-ক্ৰমে) কর্ণদ্বয় স্পর্শ ; ‘ও’ অচ্যুতায় নমঃ’ মন্ত্রে নাভি স্পর্শ ; ‘ও’ জনার্দনায় নমঃ’ মন্ত্রে হৃদয় স্পর্শ ;

শিরঃ সংস্পৃশ্য, ততঃ 'ও' হরয়ে নমঃ' ইতানেন দক্ষিণবাহুং সংস্পৃশ্য, ততঃ 'ও' কৃষ্ণায় নমঃ' ইতানেন বামবাহুং সংস্পৃশেৎ ।

ততঃ (খ) করন্যাসং কুর্য্যাৎ, যথা—ক্লীং কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, গোবিন্দায় তর্জনীভ্যাং স্বাহা, গোপীজন মধ্যমাভ্যাং বমট্, বঙ্গভায় অনামিকাভ্যাং হং, স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ ।

ততঃ (গ) (ষড়্) অঙ্গন্যাসং কুর্য্যাৎ, যথা—ক্লীং হৃদয়ায় নমঃ, কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা, গোবিন্দায় শিখায়ৈ বমট্ গোপীজন কবচায় হং, বঙ্গভায় নেত্রায় বমট্, স্বাহা অস্ত্রায় ফট্ ।

অথবা, প্রকারান্তরে করন্যাসাঙ্গন্যাসাবাহ । করন্যাসো যথা,—ক্লীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ক্লীং তর্জনীভ্যাং নমঃ, ক্লীং মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ক্লীং অনামিকাভ্যাং নমঃ, ক্লীং কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ক্লীং করতলকর-পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ । অঙ্গন্যাসো যথা, ক্লীং উদরায় নমঃ, ক্লীং হৃদয়ায় নমঃ, ক্লীং করতলকরায় নমঃ, ক্লীং শিরসে স্বাহা, ক্লীং শিখায়ৈ বমট্, ক্লীং কবচায় হং, ক্লীং করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ ॥

ততঃ (ঘ) প্রাণায়ামঃ । কামবীজেন প্রণবেন কুর্য্যাৎ ।—ও' কামবীজস্য প্রজাপতি ঋষিঃ, দেবী গায়ত্রী ছন্দঃ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো দেবতা, ক-কারো বীজং, জ-কারঃ কীলকং, ঙ-কারঃ শক্তিঃ, প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ, [ এবং ঋষ্যাদিকং স্মৃত্বা বীজমভ্যাসেৎ । ] অস্য ন্যাসঃ,—ও' কামবীজায় নমঃ, শিরসি প্রজাপত্যস্মৈ নমঃ, শিখায়ৈ দেবী গায়ত্রীছন্দসে নমঃ, আস্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবতায়ৈ নমঃ, হৃদয়ে ক-কারবীজাঙ্কনে নমঃ, দক্ষিণকুচে জ-কারকীলকায় নমঃ, 'ও' উপেন্দ্রায় নমঃ' মস্ত্রে মস্তক স্পর্শ ; 'ও' হরয়ে নমঃ' মস্ত্রে দক্ষিণ-বাহু স্পর্শ, 'ও' কৃষ্ণায় নমঃ' মস্ত্রে বামবাহু স্পর্শ করিবে ।

( খ ) তারপর মূলোক্তক্রমে ও মস্ত্রে করন্যাস করিবে । ( গ ) অনন্তর মূলোক্তক্রমেও মস্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে । অথবা মূলোক্ত প্রকারান্তর বিধিতে করন্যাস করিবেন । ( ঘ ) অতঃপর মূলোক্ত ক্রমে কামবীজের দ্বারা প্রাণায়াম করিবে । পুনরায় হৃদয়ে দ্বাগ্রিশং

বামকুচে ঙ-কারশক্তয়ে নমঃ হৃদয়ে প্রাণায়ামবিনিয়োগায় নমঃ । পুনঃ হৃদয়ে পুরকো দ্বাগ্রিশং, কুস্তকশতভুঃষষ্টিঃ, রেচকঃ ষোড়শঃ ॥ ৩৬ ॥

### ততস্তৃতীয়ঃ সংস্কারঃ—হরিমন্দিরতিলকং

ততো দ্বাদশভিঃ কুর্য্যাম্যমভিঃ কেশবাদিভিঃ ।

দ্বাদশাঙ্গেষু বিধিবদুর্কপুণ্ড্রাণি বৈষ্ণবঃ ॥

### দ্বাদশতিলকবিধিঃ পাদোত্তরথণ্ডে, যথা—

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে ।

বক্ষঃস্থলে মাধবস্ত গোবিন্দং কর্তৃকৃপকে ॥

বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুল্লৌ বাহৌ চ মধুসূদনম্ ।

দ্বিবিক্রমং কঙ্করে তু বামনং বামপার্শ্বকে ॥

শ্রীধরং বামবাহৌ তু হারীকেশস্ত কঙ্করে ।

পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ ॥

তৎপ্রক্ষালনতোয়ন্ত বাসুদেবায় মূর্দ্ধনি ॥

বীজসংখ্যায় পূরক, চৌষটি সংখ্যায় কুস্তক এবং ষোড়শ সংখ্যায় রেচক করিবে ॥ ৩৬ ॥

তৃতীয় সংস্কারে—হরিমন্দিরতিলক করাইবে । বৈষ্ণবগণ কেশবাদি দ্বাদশ বিষ্ণু নামদ্বারা ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে বিধি-অনুসারে উর্কপুণ্ড্র ধারণ করিবে । পাদোত্তরথণ্ডে দ্বাদশতিলকবিধি—'ও' ললাটে কেশবায় নমঃ' ইত্যাদি । আরও কথিত আছে—সকলের পক্ষেই উর্কপুণ্ড্র ধারণ পরমবিধি । ললাট হইতে আরম্ভ করিয়া ধারণ করা বিধি । নাসিকামূল হইতে আরম্ভ করিয়া ললাটান্ত পর্যন্ত মৃত্তিকাদ্বারা উর্কপুণ্ড্র করিবে । নাসিকার তিনভাগকে নাসা-মূল বলিয়া থাকে । ( ভ্রুর মূল হইতে অন্তরাল অঙ্কন করিবে ) । আরও—দুইটী রেখা বরাবর কেশপর্যন্ত অঙ্কন করিবে । রেখা-

কিঞ্চ—উর্দ্ধপুণ্ড্রং ললাটে সর্বেষাং প্রথমং স্মৃতম্ ।

ললাটাদি-ক্রমেণৈব ধারণন্ত বিধীয়তে ॥  
আরভ্য নাসিকামূলং ললাটান্তং লিখেন্দুদা ॥  
নাসিকায়াজ্জয়ো ভাগা নাসামূলং প্রচক্ৰতে ॥  
(সমারভ্য ব্রুবোর্মূলং অন্তরালং প্রকল্পয়েৎ) ।

তথাচ—আ-কুর্যাদুর্দ্ধং রেখে দ্বৈ কুর্য্যাৎ কেশসমন্তিকে ।

তমালমূলবচ্ছিরো রেখাঙ্কয়সুযোজিতম্ ॥  
বামপার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে তু সদাশিবঃ ।  
মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াৎ তন্মায়মধ্যং ন লেপয়েৎ ॥  
নাসাদিকেশপর্য্যন্তমুর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনম্ ।  
মধ্যে হ্রিদসমায়ুক্তং তদ্বিদ্যাঙ্করিমন্দিরম্ ॥  
হরিমন্দিরমিত্যেবং মন্যতে তত্ত্ববিজ্ঞনঃ ।  
পুণ্ড্রং স্যাদুর্দ্ধপুণ্ড্রং, তচ্ছাস্ত্রে বহুবিধং স্মৃতম্ ॥  
অশ্বখপত্রসঙ্কাশং, বেণুপত্রাকৃতি তথা ।  
পদ্মকুটুম্বসমিভং, মোহনং তৃতীয়ং স্মৃতম্ ॥

মোহনমিতি কশিচিৎশোভনমভিপ্রেতং, কৈশ্চিন্যোহকারয়িত্বা-  
দ্বিরুদ্ধক্ষেতি, দীপশিখাকারতয়া চান্যাজে পুণ্ড্রমঙ্কিতম্ ।

দ্বয়কে সুযোজিত করিয়া তমালমূলের ন্যায় শির করিবে। উর্দ্ধ-  
পুণ্ড্রের বামপার্শ্বে ব্রহ্মা, দক্ষিণপার্শ্বে সদাশিব এবং মধ্যে বিষ্ণু  
আছেন। অতএব মধ্যভাগ লেপন করিবে না। নাসামূল হইতে  
কেশ পর্য্যন্ত দীর্ঘ, মধ্যে হ্রদযুক্ত, সুদৃশ্য উর্দ্ধপুণ্ড্রকে ‘হরিমন্দির’  
বলিয়া জানিবে। তত্ত্ববিদ ব্যক্তি ইহাকে হরিমন্দিরই বলে।  
‘পুণ্ড্র’-শব্দে উর্দ্ধপুণ্ড্রই বুঝায়, শাস্ত্রে উহা বহুবিধ বলিয়া কথিত।  
যথা,—অশ্বখপত্রাকার, বংশপত্রাকার ও পদ্মকুটুম্বাকার। তৃতীয়  
প্রকারটিকে মোহন বলে। ‘মোহন’ পুণ্ড্র অতি সুন্দর বলিয়া কাহারও

অসা চ বিষ্ণুপঞ্জরন্যাসে প্রণবপূর্ব্বকং সর্ব্বিস্কারাদিদ্वादশ-  
বর্ণৈঃ দ্বাদশাদিত্যৈঃ(১) সহিতানি কেশবাদিদ্वादশনামানি ন্যাসেৎ ।  
যথা—(১) ওঁ অং ধাতুসহিতায় কেশবায় নমঃ ললাটে, (২) ওঁ আং  
অর্ধ্যামাসহিতায় নারায়ণায় নমঃ উদরে, (৩) ওঁ ইং মিত্রসহিতায়  
মাধবায় নমঃ বক্ষসি, (৪) ওঁ ঈং বরুণসহিতায় গোবিন্দায় নমঃ  
কণ্ঠকুপকে, (৫) ওঁ উং অংগুসহিতায় বিষ্ণবে নমঃ দক্ষিণকুল্লো,  
(৬) ওঁ উং ভগসহিতায় মধুসূদনায় নমঃ দক্ষিণবাহৌ, (৭) ওঁ ঋং  
বিবস্বৎসহিতায় ত্রিবিষ্ণুমায় নমঃ দক্ষিণকঙ্করে, (৮) ওঁ ঋং ইন্দ্র-  
সহিতায় বামনায় নমঃ বামপার্শ্বকে, (৯) ওঁ ৯ং পুষসহিতায় শ্রীধরায়  
নমঃ বামবাহৌ, (১০) ওঁ ৯৯ং পর্জন্মাসহিতায় হাষীকেশায় নমঃ  
বামকঙ্করে, (১১) ওঁ এং ত্বষ্ট্রসহিতায় পদ্মনাভায় নমঃ পৃষ্ঠে, (১২)  
ওঁ ঐং বিষ্ণুসহিতায় দামোদরায় নমঃ কটায় ॥ ইতি ॥

এবং ন্যাসং সমাচর্যা সম্প্রদায়ানুসারতঃ ।

ন্যাসেৎ কিরীটমস্তকং মুখি সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে ॥

তৎপ্রক্ষালনতোয়েন যথা ওঁ কিরীট-কেয়ুর-হার-মকর-কুণ্ডল-  
চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্মহস্ত-পীতাম্বরধর-শ্রীবৎসাক্রিতবক্ষঃস্থল-শ্রীভূমি  
সহিতস্বাস্ত্র্যোতিদীপ্তিকরায় সহস্রাদিত্যতেজসে নমো নমঃ ॥ ৩৭ ॥

কাহারও অতিপ্রেত, মোহনকারী বলিয়া ইহাকে কেহ কেহ বিরুদ্ধ  
মনে করেন। অন্যান্য অঙ্গে দীপশিখার পুণ্ড্র অঙ্কিত করিবে।

হরিমন্দির-তিলকের বিষ্ণুপঞ্জরন্যাসে প্রণবপূর্ব্বক, সর্ব্বিস্  
দ্বাদশ-স্বরবর্ণ ও দ্বাদশ-আদিত্যানামের সহিত দ্বাদশ-কেশবাদি বিষ্ণু-  
নামের ন্যাস করিবে। যথা—মূলে দ্রষ্টব্য। সাম্প্রদায়িক বিধি-  
ক্রমে এইরূপে ন্যাস করিয়া সর্ব্বার্থসিদ্ধির জন্য মস্তকে কিরীটমস্ত  
ন্যাস করিবে। মূলোক্ত ‘ওঁ কিরীট-কেয়ুর’ ইত্যাদি মস্ত-পার্শ্বপূর্ব্বক  
প্রক্ষালন জল মস্তকে দিবে ॥ ৩৭ ॥

(১) দ্বাদশাদিত্যঃ,—যাতার্ব্বা চ মিত্রশচ বরুণোহংগুগন্তথা ।

বিবস্বানিভ্রাঃ পৃমা চ পর্জন্মাত্বষ্ট্রবিষ্ণবঃ ॥ ইতি ॥

### ততঃ চতুর্থসংস্কারঃ—নাম-মুদ্রাদিধারণম্

অত্র নামপদেন হরেকৃষ্ণাদি-হরিনামরূপমন্ত্রগ্রহণম্, তথা শ্রীহরিনামাদি-ভগবন্মান্না নিৰ্ম্মিতমুদ্রাদিধারণঞ্চ বিহিতম্ । যদুভ্যং প্রাচীনৈঃ,—

অবাস্তপঞ্চসংস্কারো লব্ধদ্বিবিধভক্তিকঃ ।

সাক্ষাৎকৃত্য হরিং তস্য ধাম্নি নিত্যং প্রমোদতে ॥

পঞ্চসংস্কারা যথা,—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ ।

অমী হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ ॥

তাপোহত্র তন্তুচক্রাদি-মুদ্রাধারণমুচ্যতে ।

তেনৈব হরিনামাদি-মুদ্রা চাপ্যুপলক্ষ্যতে ॥

তথাচ স্মৃতৌ,—

হরিনামাক্ষরৈর্গাত্রমক্লেচ্ছচন্দনাদিভিঃ

স লোকপাবনো ভুত্বা তস্য লোকমবাপ্নুয়াৎ ॥

অতঃপর চতুর্থ সংস্কারে—নাম-মুদ্রাদি-ধারণ । এইস্থলে নাম-অর্থে হরেকৃষ্ণাদি হরিনামরূপ মন্ত্র-গ্রহণ ; হরিনামাদি ভগবন্মান্না-নির্ম্মিত মুদ্রাধারণও বিহিত । প্রাচীন আচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—যিনি পঞ্চসংস্কারে দীক্ষিত এবং বৈধ ও রাগানুগা দ্বিবিধ ভক্তি অর্জন করিয়াছেন, তিনি শ্রীহরির সাক্ষাৎকার লাভ করতঃ তাঁহার ধামে নিত্য আনন্দ লাভ করেন । পঞ্চসংস্কার, যথা—তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র, যাগ—এই পাঁচটি সংস্কার পরম একান্তিতা লাভের হেতু । এস্থলে ‘তাপ’ বলিতে তন্তু চক্রাদির মুদ্রা-ধারণকে বুঝায়, ইহার দ্বারা হরিনামাদির মুদ্রাও উপলক্ষিত । স্মৃতিতে তদ্রূপ আছে—যিনি চন্দনাদি দ্বারা হরিনামাক্ষর-মুদ্রা অঙ্গে ধারণ করেন, তিনি লোকপাবন হইয়া শ্রীহরির ধাম প্রাপ্ত হন । পণ্ডিত ব্যক্তি প্রত্যহ গোপীচন্দন-দ্বারা দেহে চক্রাদি ধারণ করিবেন । ঐ সকল চক্রাদির তন্তু মুদ্রা

শ্রীগোপীচন্দ্রেনৈব চক্রাদীনি বুধোহব্ধবহম্ ।

ধারণেচ্ছয়নাদৌ চ তন্তানি কিল তানি হি ॥

শ্রীমন্নারায়ণাখ্যস্য মন্ত্রদীক্ষায়মীদৃশী ।

মৎস্যাদীনাং তথা তন্তুমান্নাস্তমুদ্রিকা শুভা ॥

শ্রীকৃষ্ণোপাসকানন্তু কার্শন্যং শীতমুদ্রিকা ।

গোপীমুদাদিনা ধার্য্যা শ্রীকৃষ্ণনাম নিৰ্ম্মিতা ॥

তাপ ইতি পান্নোত্তরখণ্ডাদৌ । অমী তাপাদয়ঃ সংস্কারাঃ পঞ্চ ।

তাপাদীন্ ব্যাচল্টে তেনেতি,—তাপাদিধারণেন\* চ তন্তুচক্রাদিধৃতিং কলিমলিনমনসাং দুষ্করাং মশ্বানঃ পতিতানামুদ্বীকীকৃতগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দনাদিনা ভগবন্মান্নমুদ্রাদিধৃতিং প্রাচামপি স্বীকৃতামুপাদীক্ষৎ । সা পঞ্চসংস্কারবাক্যে তন্তুচক্রাদিধারণেনোপলক্ষিতেতি ভাবঃ । পুণ্ড্রমিতি হরিমন্দিরাদিতিলকম্ । তিলকং তমালপত্র-

ধারণ শয়নাদি দ্বাদশীতিথিতে কৰ্ত্তব্য । শ্রীনারায়ণমন্ত্রে দীক্ষায় এই-রূপ তন্তুমুদ্রাদি ধারণের বিধি আছে । শ্রীমৎস্যাদি অবতারগণের মন্ত্রদীক্ষাতেও সেই সকল ভগবদবতারের শুভ নাম ও অস্ত্রের মুদ্রা-ধারণ বিধি । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণোপাসক সকল কৃষ্ণভক্তের পক্ষে গোপী-চন্দনাদির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণনামের শীতল মুদ্রা ধারণ বিহিত ।

‘তাপঃ পুণ্ড্রং’ ইত্যাদি বাক্য পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে প্রভৃতি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় । এই তাপাদির নাম পঞ্চসংস্কার । ‘তাপোহত্র’ ইত্যাদি শ্লোক হইতে তাপাদির ব্যাখ্যা । ‘তেন’ ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য এই—তাপাদি ধারণের বিধিহেতু তন্তু-চক্রমুদ্রাদি ধারণ কলিকলুষিতচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে দুঃসাধ্য বিচার করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পতিতজীবের উদ্ধার-মানসে প্রাচীন আচার্য্যগণেরও স্বীকৃত চন্দনাদি-দ্বারা ভগবানের নাম-মুদ্রাদি ধারণের বিধান করিয়াছেন । ইহা পঞ্চসংস্কার-বাক্যে তন্তুচক্রাদিধারণ-শব্দে উপলক্ষিত হইয়াছে । ‘পুণ্ড্র’ অর্থে হরিমন্দির তিলক । হলায়ুধ বলেন,—তমালপত্রের চিত্রযুক্ত তিলকের পর্য্যায়-শব্দ বিশেষক পুণ্ড্র । যদিও শয়নাদি

চিত্রযুক্তং বিশেষকং পুণ্ড্রমিতি হলায়ুধঃ । মদ্যপি শয়নাদৌ তানি  
চক্ৰাদীনি তন্ত্রানীতু্যক্তং তথাপি শিষ্টাচারান্নাব্যবহৃত্যতে ॥ ৩৮ ॥

ততঃ পঞ্চমঃ সংস্কারঃ—কৌপীনগুচ্ছিঃ—

কৌপীনকরণপ্রমাণং যথা—তত্রৈব,

স্তনাৎ স্তনান্তরং প্রস্থং দীর্ঘত্বং কটি-বেষ্টনম্ ।

গ্রন্থ্যর্থং মুষ্টিযুগলং পট্টযুগবিনিশ্চিতম্ ॥

কৌপীনস্যাধিষ্ঠাতৃদেবতামাহ,—

লজ্জাক্রাপা ভগবতী কৌপীনং ভবতারণম্ ।

ডোরশ্চানন্তরূপোহসৌ ধারণে শুভদায়কঃ ॥

ভাবভক্তিজনৈর্দার্য্যং কৌপীনং যোনিসম্মতম্

দক্ষিণগ্রন্থিসংযুক্তং অনন্তরূপডোরকম্ ॥

চতুর্দশমুষ্টিদীর্ঘং প্রস্থং প্রাদেশমাত্রকম্ ।

কুত্বা তু তৎ প্রযত্নেন সংস্কারং কারয়েত্ততঃ ॥

দ্বাদশী তিথিতে তন্ত্রচক্ৰাদি ধারণ বিহিত, তথাপি অধুনা শিষ্টাচার-  
ভাবে তাহার ব্যবহার নাই ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর পঞ্চম সংস্কারে—কৌপীনগুচ্ছি । কৌপীন করিবার  
প্রমাণ, যথা উক্ত শাস্ত্রেই—দুইখণ্ড বস্ত্রে কৌপীন হয় । ইহার প্রস্থ  
—একস্তন হইতে অন্যস্তন পর্য্যন্ত ব্যবধানের পরিমাণ, দৈর্ঘ্য—কটি-  
বেষ্টন-পরিমাণ ও গ্রন্থির জন্য দুই মুষ্টি অধিক । কৌপীনের  
অধিষ্ঠাতৃদেবতা কথিত হইতেছে,—লজ্জাক্রাপা ভগবতী ভবতারণ  
কৌপীন, অনন্তরূপী ডোর ধারণে শুভপ্রদ । ভাবভক্তির অধিকারী  
ব্যক্তিগণ যোনি-সম্মত দক্ষিণগ্রন্থিসংযুক্ত, অনন্তরূপ ডোরসহিত কৌপীন  
ধারণ করিবেন । চতুর্দশ মুষ্টি দীর্ঘ, প্রাদেশমাত্র প্রশস্ত কৌপীন  
সময়ে প্রস্তুত করিয়া উহার সংস্কার করিবে । কৌপীন পৃথিবীরূপী,  
ডোর—অনন্তরূপী । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বাসুকী, পবন, অগ্নি, চন্দ্র,  
শুক্র, বৃহস্পতি—কৌপীনে এই নয় দেবতা বিরাজমান । কাহারও

কৌপীনং পৃথীরূপোক্তং ডোরশ্চানন্ত এব হি ।

ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চৈব বাসুকী পবনোহননঃ ॥

সোমঃ শুক্রঃ সুরাচার্য্যঃ কৌপীনে নব দেবতাঃ ।

কৈশিচদন্ত ত্রয়ঃ প্রোক্তা ব্রহ্মাদ্যা নাপরাঃ কিল ।

গ্রন্থিমধ্যে স্থিতো বিষ্ণুঃ পার্শ্বে চ ব্রহ্মরূপকৌ ।

বহির্বাসো বিষ্ণুশক্তিঃ সুরাচ্ছাদ্যঃ সুযত্নতঃ ॥

এতচ্চ কৌপীনং ডোরং ব্রহ্মিতং হরিচন্দনৈঃ ।

চন্দনেনাপি সংপ্রোক্ষ্য শুদ্ধ্যর্থং শোধয়েৎ পুনঃ ॥

“গঙ্গাদিসর্ব্বতীর্থানি যানি লোকগতানি তু ।

কৌপীনং পরিশুধ্যন্ত সর্ব্বসিদ্ধিকরাণি ভোঃ ॥”

ঋক্পরিশিষ্টে বৈরাগ্যখণ্ডে চ সপরিকরং কৌপীনং  
নির্দিষ্টং—

কৌপীনং যুগলং বাসঃ কহ্যং শীতনিবারিণীম্ ।

শরীরব্রাগকাসো বৈ সোপানকঃ সদা ব্রজেৎ ॥

বাসো বহির্ব্বাসঃ । শরীরব্রাগেতি—ঝুলি শিরসাবসনম-  
পীতিজ্জন্মম্ ।

“ও” কৌপীনগুচ্ছিমস্তস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্-ছন্দঃ, হংসো  
দেবতা, ব্রহ্ম বীজং, বৈষ্ণবী শক্তিঃ, কৌপীনগুচ্ছিবিধানার্থং জপে

মতে ব্রহ্মাদি দেবতাব্রহ্ম কৌপীনে অবস্থিত, অপর দেবতাগণ নহে ।  
গ্রন্থিমধ্যে বিষ্ণু দুই পার্শ্বে ব্রহ্মা ও রূপ অবস্থিত । বহির্ব্বাস—বিষ্ণু-  
শক্তি, উহা দ্বারা কৌপীনকে অতিষত্রে আচ্ছাদন করিবে । এই  
কৌপীন ও ডোরকে হরিচন্দনে মাখিয়া গুচ্ছির জন্য চন্দনে প্রোক্ষণ  
করিয়া “গঙ্গাদি-সর্ব্বতীর্থানি” ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে পুনঃ শোধন  
করিবে ।

ঋক্পরিশিষ্টে বৈরাগ্যখণ্ডে সপরিকর কৌপীন নির্দিষ্ট হই-  
য়াছে,—কৌপীন, যুগল-বস্ত্র, শীতনিবারণী কহ্য (ধারণ করিবে) ;

বিনিয়োগঃ, ও' কৌপীনাধিষ্ঠাতৃ-লজ্জানন্তরূপায় নমঃ'—ইতি দশধা জন্তু, পুনঃ 'এতে গন্ধপুষ্পে ও' কৌপীনাধিষ্ঠাতৃলজ্জানন্তরূপায় নমঃ' ইতি সম্পূজা প্রতিষ্ঠাৎ কুর্য্যাৎ ।—'ও' কৌপীনাধিষ্ঠাতৃদেবতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি, ইহাবরুন্তু ইহাবরুন্তু, ইহ পরমীকুরু ইহ পরমীকুরু, ইহ কৌপীনেহিষ্ঠানং কুরু স্বাহা ॥'৩৯॥

### ততঃ ষষ্ঠঃ সংস্কারঃ—প্রাণপ্রতিষ্ঠা

এবং সংশোধ্য তৎ সর্বং প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কারয়েৎ, ততঃ প্রাণ-প্রতিষ্ঠানন্তরং স্লেণ্টদেবেহস্য সমর্পণম্ । তৎ সর্বমিত্যানেন কৌপীনাভ্যুত-দণ্ডাদিকমপি সংগৃহীতং, তদৃ যথা—

পালাশং বৈণবং বৈষ্ণবং ত্রিদণ্ডমুপজীবয়েৎ ।(১)

তেষামেকন্তরং কিন্না বৈণং বাপি সমাচরেৎ ॥

কমণ্ডলুং তথাহন্যদ্বা তুষ্টি-কার্যাদিনির্মিতম্ ।

এতদন্যচ্চ তৎসর্বং বিপদৌ চ সমাচরেৎ ॥

কৌপীনাভ্যুতত্বাদেতেষাং শুদ্ধিঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা চ কৌপীনস্যোব তত্ত্বৎকরণেনসিধ্যাতীতি জ্ঞেয়ম্ ।

শরীর-রক্ষার্থে পাদুকা পরিধানপূর্বক গমন করিবে । বাসঃ শব্দে বহির্বাস । শরীর-গ্রাণ ইত্যাদি পদ হইতে ঝুলি, শিরোবস্ত্রও বুঝিতে হইবে ।

মূলোক্ত মন্ত্রে কৌপীনের পূজা প্রতিষ্ঠা করিবে ॥ ৩৯ ॥

অতঃপর ষষ্ঠসংস্কার—প্রাণপ্রতিষ্ঠা । পূর্বোক্ত প্রকারে তৎ-সমস্ত সংশোধন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে । প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর নিজ-ইন্টদেবে উহা সমর্পণ করিবে । 'তৎসর্বং' এই পদে কৌপী-

১। প্রভু বলে—“যাহে সর্বদেব-অধিষ্ঠান ।

সে তোমার মতে কি হইল বাঁশ-ধান ; ( ভৈঃ ভাঃ অঃ ২২২৫ )

উহার বিরতি—গুণাবতারজন্মের অর্চামুদ্বিরূপে পরম পবিত্র ত্রিদণ্ডকে চিন্ময়-বিচারে পূজা-বুদ্ধি করিতে হয় ।

### অথ প্রাণপ্রতিষ্ঠামাহ,—

'ও' অস্য কৌপীন-প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রস্য পুষ্পস্ত্য ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ, সাবিত্রী দেবতা, কামো বীজং, বারাহী শক্তিঃ, কৌপীনপ্রতিষ্ঠা-জপে বিনিয়োগঃ, বর্ণধর্মাদিবিহীনকারিণি কৌপীনেহিষ্ঠানম্ ও' আং হ্রীং ক্লৌং হ্রীং সর্বং প্রাণাঃ সর্বানীন্দ্রিয়াণি চ মহান্মনা সুখং প্রতিষ্ঠন্ত স্বাহা'—ইতি অষ্টোত্তর-দশধা জন্তু, পশ্চাৎ 'ও' আং ক্লৌং হ্রীং সুসিদ্ধায় কৌপীনায় এতদ্ গন্ধপুষ্পাদিকং নমোহস্ত স্বাহা' ইতি ।

### কৌপীনধার্য্যাদিকারী যথা,—

বিজিতষড়্‌গুণো(১) যন্ত দন্তহিংসাদিবর্জিতঃ ।

মৈত্র-কারুণ্যশীলশ্চ বিগতেচ্ছো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুভক্ত্যাদিসাধকঃ ।

তস্মৈ দেয়ং প্রযত্নেন যাচিতং সতি সাধুভিঃ ॥

নের অঙ্গীভূত দণ্ডাদিও গ্রহণীয় । দণ্ডাদির ব্যবস্থা, যথা—পালাশ, বেণু ও বিষ্ণু—এই তিন প্রকারের তিনটী দণ্ডে মিলিত ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিবে, অথবা ইহাদের যেকোন একটীর, অথবা কেবল বংশের ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিবে । তদ্রূপ কমণ্ডলু, তুষ্টি বা কাষ্ঠাদি নির্মিত ( জলপাত্র ) গ্রহণীয় । বিপদ কালে এই সমস্ত অন্যরূপও গ্রহণ করা হাইতে পারে ।

কৌপীনের অঙ্গীভূত এই সকলের শুদ্ধি ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা কৌপী-নের ন্যায় সেই সেই অনুষ্ঠানের দ্বারা সিদ্ধ হয় বলিয়া জানিবে ।

অনন্তর প্রাণপ্রতিষ্ঠা ।—মূলোক্ত বিধি ও মন্ত্রে কৌপীনাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও অর্চন করিবে ।

কৌপীনধারণে অধিকারী বিচার, যথা—যিনি ষড়্‌গুণজয়ী, দন্তহিংসাদি শূন্য, মৈত্র ও কারুণ্যগুণে পূর্ণ, নিক্রাম, জিতেন্দ্রিয়, বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত এবং ভগবন্তত্বাদি সাধনে তৎপর, তাদৃশ ব্যক্তিকে

১। ক্ষুৎ-পিপাসে শোকমোহৌ জরামৃত্যু ষড়্‌র্ময়ঃ । (ভাঃ ১১।১১।৩১ ঋষি-টীকা) ।

বিপক্ষে চ—

দত্তায় ভক্তিহীনায় শঠায় পরহিংসকে ।

ন দাতব্যং ন দাতব্যং দত্তে তু ধৰ্ম্মনাশনম্ ॥

এতদ্বর্জ্যনবৎ দোষযুক্ত-কৌপীনাদিবর্জ্যনমপি কুর্য্যৎ,—

কুৎসিতং মলিনং বাসো বর্জ্যনীয়ং বিশেষতঃ ।

কষায়রহিতং বস্ত্রং বহির্কাসাদিকং শুভম্ ॥

কৌপীনডোরং সূচীবেধযুক্তং কষায়িতং তন্মলিনঞ্চ বাসঃ ।

এতন্ন পুতং মূনিভিঃ প্রণীতং ধৃত্বা ভবেৎ শোভনকাচিকঃ পরম্ ।

যদ্যপ্যত্র সম্যাসার্থং দশসংস্কারগমুজ্ঞং, তথাপি তাপাদিযোগান্তং দীক্ষাসভৃতং, তদপরঞ্চ সম্যাসাভৃতম্ । তন্মাদেব পূর্বপ্রাপ্ত-পঞ্চসংস্কারং বা তৎকালগৃহীতপঞ্চসংস্কারং বা যোগপট্টাদিকং ধারণেৎ ।

প্রার্থনাক্রমে সময়ে কৌপীন দেওয়া যাইতে পারে । নিম্নেপক্ষে—  
—দাস্তিক, ভক্তিহীন, শঠ, পরহিংসক ব্যক্তিকে কখনই দিবেন না, দিলে গুরুর ধৰ্ম্মনাশ হইবে ।

কৌপীনধারী সম্যাসী দুই প্রকার—বিদ্বৎ-সম্যাসী ও বিবিৎসা-সম্যাসী । বিজিতষড়্গুণ ইত্যাদি গুণে যিনি স্বভাব লাভ করিয়াছেন, তিনি বিদ্বৎ-সম্যাসী । তাঁহার কৌপীন শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীদাস গোস্বামীর ন্যায় অত্যন্ত সুলভ । যিনি পঞ্চসংস্কার প্রাপ্ত হইয়া সাধনক্রমে দত্তত্যাগ, ভক্তিলাভ, সরলতা অর্জন ও পরহিংসা বর্জন করিতেছেন, তিনি তাঁহার বৈরাগ্যপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য শাস্ত্রোক্ত এই সংস্কারক্রম গ্রহণপূর্বক বিবিৎসা-সম্যাসী হইয়া ক্রমো-ন্নতিতে পরমহংসতত্ত্ব লাভ করিতে পারেন,—ইহাই তাৎপর্য । অতুত ও অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কৌপীনগ্রহণে মহা অনর্থ উৎপন্ন হয় ।

এইরূপ অনধিকারীর বর্জনের ন্যায় দোষযুক্ত কৌপীনাদিও বর্জ্যনীয় । কুৎসিত মলিন বস্ত্র, কষায়রহিত বস্ত্র এবং সুন্দর

সম্যাসার্থং প্রার্থনং, যথা—

কৌপীনং ব্রহ্মনিম্নিতমনস্তাৎ প্রাপ্তবাংস্থিহবঃ ।

ততোহুস্মায়ারদঃ প্রাপ্তো মহাযোগী ভবেৎ স্বয়ম্ ॥

শৌনকাদি-ঋষিস্তুস্মাত্ততঃ কেশবভারতী ।

তন্মাৎ প্রাপ্তো গৌরচন্দ্রঃ স দদৌ ভক্তশাখিনি ॥

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং শাখাশাখানুভেদতঃ ।

ধারয়িত্বা মহাযোগী ভবেৎ কিল ন সংশয়ঃ ॥

“মায়াতরঙ্গে সংসারে পতিতং মাং সমুদ্রঃ ।

কৌপীনং দেহি শুদ্ধার্থং ভবতাপনিবারণম্ ॥

কৌপীনগ্রহণেনাহং পুতোহুস্মীত্যচিরাদিহ ॥”

প্রৈষেতুচ্চারণাৎ পূর্বং ত্যক্তং কিঞ্চিন্ন গৃহীয়াৎ ॥

বহির্কাসাদি বিশেষভাবে বর্জন করিবে । সূচীবিদ্ধ ও কষায়িত ডোর-কৌপীন, মলিন বস্ত্র—এই সকলকে মূনিগণ অপরিগ্রহ বলেন । এ সকল ধারণ করিলে শোভনকাচিক (সুন্দরপোষাকধারী অভিনেতা) হইতে হয় ।

যদিও এখানে সম্যাসের নিমিত্ত দশসংস্কার বিহিত হইয়াছে, তথাপি তন্মধ্যে তাপ হইতে যাগ-পর্যন্ত পাঁচটী দীক্ষার অঙ্গভূত, অপর পাঁচটী সম্যাসের অঙ্গভূত । অতএব পূর্ব পঞ্চসংস্কারপ্রাপ্ত, অথবা সেই সময়ে পঞ্চসংস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যোগপট্টাদি দিবে ।

সম্যাসের নিমিত্ত প্রার্থনা, যথা—শ্রীসদাশিব অনন্তদেব হইতে ব্রহ্ম-নিম্নিত কৌপীন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে নারদ প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং মহাযোগী হন । তাহার পর শৌনকাদি ঋষি, তৎপরে কেশব-ভারতী প্রাপ্ত হন । শ্রীগৌরসুন্দর কেশব-ভারতী হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভক্তব্রজকে ( অর্থাৎ ভক্তগণকে ) দিয়াছেন । এইরূপে শাখানুশাখাক্রমে পরম্পরাপ্রাপ্ত কৌপীন ধারণ করিয়া নিঃসন্দেহে মহাযোগী হইতে পারা যায় । “মায়াতরঙ্গময় সংসারে পতিত আমাকে উদ্ধার করুন । আমার সংশোধনের জন্য আমাকে



ইত্যুদ্ভাশি 'পৈষ' ইত্যুদ্ভাশিত্বা যোগপট্টাদিকং গ্রাহয়েদেব ।  
'ভো গুরো । ভিক্ষুপযোগং যোগপট্টাদিকং মাং গ্রাহয়' ইতি প্রাথি-  
তস্তং বদেৎ—“যদ্যেবং তহি 'পৈষ' ইতি বারহস্পয়ং পঠন্ত ভদ্র ।”  
'প্রমোহস্মি' ইতি ত্রিবারমুক্তা করপুটাঞ্জলীভূয় স্থিতেন তেন  
গুরুদেবোক্তদেবতাস্তান্ সর্বান্ পূজয়িত্বা,—ততঃ স্বেষ্টদেবাৎ  
পূর্বন্যন্তে কৌপীনাদিকং সংপ্রার্থ্য, সংগ্রাহ্য, তদানীং তত্র সম্যাসিনঃ  
স্পর্শয়িত্বা চ প্রার্থকং ধারয়েৎ ।

ধারণানন্তরঞ্চ—

‘ও’ ক্লীং গোপীতাবাশ্রমায় স্বাহা’ ইতি সম্যাসমস্তং দদ্যাৎ ।  
ততঃপরং ত্রিগৃহং পঞ্চগৃহং সপ্তগৃহং বা ভিক্ষয়েৎ । ভিক্ষা যথা,—  
প্রথমতো গৃহিণো গৃহং গত্বা—‘ভো মাতর্ভগবতি ভিক্ষাং দেহি’ ইত্যুদ্ভা-  
ভিক্ষাং কৃত্বা প্রত্যগত্য, প্রাপ্তং যভিক্ষ্যং বস্ত্র তৎ সম্যাসদাগ্রে গুরবে  
সমর্প্য যথাবদাশ্রমধর্ম্যান্ কুর্যাৎ ॥ ৪০ ॥

ভবতাপনিবারক কৌপীন প্রদান করুন । কৌপীন গ্রহণ করিয়া এই  
সংসারে আমি অচিরে পবিত্র হই ।” পৈষ-বাক্য উচ্চারণের পূর্বে  
পরিত্যক্ত কোন কিছুই আর গ্রহণ করিবে না । উক্ত দিগ্दर्শনানু-  
সারে গুরু পৈষ বাক্য উচ্চারণ করাইয়া যোগপট্টাদি ধারণ করাই-  
বেন । “হে গুরুদেব ! ভিক্ষুপযোগী যোগপট্টাদি আমাকে প্রদান  
করুন”,—শিষ্য এইরূপ প্রার্থনা করিলে গুরু বলিবেন,—“যদি  
তোমার ইচ্ছা হয়, তবে হে ভদ্র ! তিনবার ‘পৈষ’ বল ।” শিষ্য  
'প্রমোহস্মি' এই বাক্য তিনবার উচ্চারণ করিয়া কৃতাজলিপুটে অব-  
স্থান করিলে, গুরুদেব তাহার দ্বারা গুরু হইতে নিজ ইষ্টদেব পর্যাঙ্ক  
সকলের পূজা করাইবেন । অনন্তর পূর্বস্থাপিত কৌপীনাদি নিজ  
ইষ্টদেবের নিকট প্রার্থনা করাইয়া গ্রহণ করাইবেন এবং তত্রস্থ  
সম্যাসীদিগকে স্পর্শ করাইয়া প্রার্থীকে পরিধান করাইবেন ।

কৌপীনধারণের পর মূলোক্ত সম্যাস-মন্ত্র প্রদান করিবেন ।  
তারপর তিন, পঞ্চ বা সপ্ত গৃহে ভিক্ষা করাইবেন । ভিক্ষার বিধি—

ততঃ সপ্তমঃ সংস্কারঃ—নামকরণং

নামাত্র কথিতং সঙ্ঘিহরেভৃত্যত্ববোধকম্ ।

হরিদাসাদিকমিতি কৃষ্ণদাসাদিকং তথা ॥

‘নিত্যানন্দপদব্রহ্ম’ যেষাং হাৎকণিকাগ্নয়ে ।

তেষাং দাসানুদাসোহহং, প্রসীদন্ত সৈব হি ॥’

গুণজব্রাহ্মণো দাসশ্চুদ্রীভট্টপ্রয়োগতঃ ।

দায়তেহস্মৈ, দাস্—দানে ইতি রূপং বিদূর্বুধাঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণসেবী বিপ্রস্ত দাসাখ্যং ধারয়েৎ সুধীঃ ।

সনৎকুমারতন্ত্রোক্তত্বাদত্যন্তঞ্চ শোভনম্ ॥ ৪১ ॥

ততঃ অষ্টমঃ সংস্কারঃ—বিস্মুমন্ত্রধারণং,

ন্যাসপ্রকরণে প্রাজঃ সম্যাসগ্রাহকশ্চ যঃ ।

ষচ্ছেদশট্টাদশার্ণস্ত বামকর্ণে ভবান্তকম্ ॥

প্রথমে গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়া ‘মাতঃ ভগবতি ! ভিক্ষা দিন’ বলিয়া  
ভিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য সম্যাসদাতা গুরুকে  
সমর্পণ-পূর্বক সম্যাসাশ্রম-ধর্ম আচরণ করিবে ॥ ৪০ ॥

অনন্তর সপ্তম সংস্কার—নামকরণ । এই বিষয়ে সাধুগণ  
শ্রীহরির ভৃত্যত্ববোধক হরিদাস, কৃষ্ণদাস ইত্যাদি নামের উপদেশ  
করিয়াছেন । ‘যাঁহাদের হৃদয়কণিকায় শ্রীনিত্যানন্দের চরণযুগল  
নিত্য বিরাজিত, আমি তাঁহাদের দাসানুদাস, তাঁহারা সর্বদা আমার  
প্রতি প্রসন্ন হউন’—( ইহাই নামের তাৎপর্য ) । চুদ্রীভট্টের প্রয়ো-  
গানুসারে—গুণজ ব্রাহ্মণের ‘দাস’-উপাধি হয় । দাস্ ধাতুর অর্থ—  
দান করা, যাঁহাকে দান করা যায়—এই অর্থে দাস-পদ পণ্ডিতগণ  
নিরূপণ করিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণসেবক সুধী-ব্রাহ্মণ দাস-পদবী গ্রহণ  
করিবেন, যেহেতু ইহা সনৎকুমার-তন্ত্রসম্মত, ইহা অতীব শোভন  
॥ ৪১ ॥

তাৎপর্য এই—কলিকালে ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মের চিৎ-স্বরূপ ধারণা  
করিতে না পারিয়া ব্রহ্মের দাসত্ব স্বীকার করেন না । কিন্তু চিত্তভূজ

মন্ত্রো যথা,—

“ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ।”

গোপীভাবাপ্রিতো মন্ত্রঃ সন্ন্যাসে শক্তিবোধকঃ ।

যোন্যাকৃতিধারণেন তত্ত্বাবসাধকো যতঃ ॥

‘শ্রীকৃষ্ণতোষমাত্রার্থং গোপীভাবসম্ভবতম্ ।

এতদ্ব্যর্থং সমাপ্রিতো’ শ্রুতান্ধারভয়ং জনঃ ॥ ৪২ ॥

ততো নবমঃ সংস্কারঃ—অচ্যুতগোত্র-স্বীকরণং (তচ্চ তিলকাদি-ধারণেন নির্ণেয়ং), সুসিদ্ধ আশ্রমধর্ম্যে তু সতি ‘জাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মজ্জন্তো বাহনপেক্ষকঃ । সলিঙ্গানাপ্রমাংস্ত্যক্তা চরেদবিধিগোচরঃ ॥ ইতি (ভাঃ ১১১৮৮২৮) বচনাৎ চতুরাশ্রমাতীতাবধূতাপরপর্যায়পরম-হংসো ভবেদিত্যি চরমঃ । ‘মজ্জন্তঃ স্বেচ্ছয়া চরে’ দিত্যস্মাদপীতি । কিন্তু সামান্যবৈষ্ণবচিহ্নং মালা-মুদ্রাতিলকাদিকং অনাপদি ন ত্যজেদেব ।

ব্রাহ্মণগণ ভগবন্তুক্তি স্বীকারপূর্বক আপনাদিগকে ভগবদ্দাসত্বে অভি-ষিক্ত করেন । জীবমাগ্নই কৃষ্ণদালি । সন্ন্যাসগ্রহণেও সেই দাসত্ব ব্যতীত অন্য কোন সম্পত্তি নাই ।

অতঃপর অষ্টম সংস্কার—বিষ্ণুমন্ত্র-ধারণ । সন্ন্যাস-বিধিতে প্রাপ্ত ও সন্ন্যাস-প্রদাতা আচার্য্য শিষ্যের বামকর্ণে ভবনাশক অষ্টা-দশাক্ষর মন্ত্র প্রদান করিবেন । মন্ত্র—মূলে দ্রষ্টব্য । সন্ন্যাসে গোপীভাবাপ্রিত মন্ত্র শক্তিবোধক, যেহেতু ইহা কোপীন-ধারণদ্বারা সেই গোপীভাব সাধন করিয়া দেয় । ‘গুধু শ্রীকৃষ্ণতোষণের জন্যই আমি গোপীভাবাপ্রিত এই সন্ন্যাসধর্ম্য আশ্রয় করিলাম’—সন্ন্যাসগ্রহণ-কারী ইহা তিনবার বলিবে ॥ ৪২ ॥

তারপর নবম সংস্কার—অচ্যুতগোত্র-স্বীকার (তাহা তিলক-মালাদি ধারণ-দ্বারা নিরূপণীয়) । সন্ন্যাসাপ্রম-ধর্ম্য সুসিদ্ধ হইলে—‘বিরক্ত জানী অথবা নিরপেক্ষ মন্তুক্ত আশ্রম-চিহ্ন-সহিত আশ্রম-

যজ্ঞোপবীতবৎ ধার্যা তুলসীকাষ্ঠমালিকা ।

তুলসীমালিকোরক্ষং ন স্পৃশেদ্যুর্ধ্ব্যমোদুতাঃ ॥

যে কণ্ঠলগ্নতুলসী-নলিনাক্ষমালা

যে বা ললাটফলকে লসদৃদ্ধপুণ্ড্রাঃ ।

যে বাহমূলপরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রা-

স্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাণ্ড পবিত্রয়ন্তি ॥

বিপক্ষে দোষশ্চ—

ন ধারণন্তি যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবৃজয়ঃ ।

নরকায় নিবর্তন্তে দক্ষাঃ কোপাঘ্নিনা হরেঃ ॥

বিশেষতো মাধ্যাহ্নিকাদৌ হরিপূজাদাবাবশ্যকমেব পঞ্চ মালাধারণম্ । যথা—

গুজা ধাত্রী চ পদ্মাক্ষং শ্যামা চ পট্টভোরিকা ।

অমীতিনিম্নিতাং মালামাছিকে ধারণেৎ সুধীঃ ॥ ইতি ॥

ধর্ম্য পরিত্যাগপূর্বক বিধি-নিষেধের অতীত হইয়া বিচরণ করেন’—এই ভাগবত-প্রমাণানুসারে চারি আশ্রমের অতীত অবধূত পরমহংস হইবে,—ইহাই চরম অবস্থা । ‘আমার ভক্ত স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করেন’—এই প্রমাণ হইতেও উহা বিচারিত হয় । কিন্তু পরমহংসা-বস্থায়ও সর্বসাধারণ বৈষ্ণবচিহ্ন মালা-মুদ্রা-তিলকাদি আপেক্ষিক ব্যতীত কখনও ত্যাগ করিবে না । তুলসীকাষ্ঠমালিকা যজ্ঞোপবীতের ন্যায় (নিত্য কণ্ঠে) ধারণ করা কর্তব্য । যাহার কণ্ঠে তুলসীমালা, যমদূতগণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না । তুলসী ও পদ্মবীজের মালা যাহাদের কণ্ঠে লগ্ন, যাহাদের ললাটফলকে উদ্ধপুণ্ড্র শোভা পায়, যাহাদের বাহমূল শঙ্খ-চক্র-পরিচিহ্নিত, সেই সকল বৈষ্ণব জগৎকে আশু পবিত্র করেন । বিপক্ষে দোষ এই—যে-সকল হেতু-বাদী পাপবৃদ্ধি ব্যক্তি তুলসী-মালিকা ধারণ করে না, তাহারা শ্রীহরির

সম্যাসধর্মহীনস্ত ন পরমহংসকো ভবেৎ ।  
 অস্মাক্ষর্মাৎ পরো ধর্মো নাস্তি সন্নিদুযাৎ মতঃ ॥  
 স্বসুখোৎপাদিকা ভক্তির্মেমাং কৃষ্ণে ন বিদ্যাতে ।  
 তেষাং যো ধর্মসম্পন্নঃ স স্যাৎ পরমহংসকঃ ॥

কিছুকৈব হরিভক্তানাং অচ্যুতগোত্রস্তং মুখ্যং, অন্যত্র গৌণমিত্যপি  
 বোদ্ধব্যম্ ।

“যদ্ গোত্রমাপ্রিতেনাপি কৃতং কর্ম শুভাশুভম্ ।

অধুনা তৎ পরিত্যজ্য ভবাম্যচ্যুতগোত্রকঃ ॥

পিতৃগোত্রাদ্ যথা কন্যা স্বামিগোত্রেণ গোত্রিতা ।

তথৈবাচ্যুতগোত্রেণ ভবাম্যচ্যুতগোত্রকঃ ॥

‘ও’ অচ্যুতগোত্রায় স্বাহা’ ইতি, ‘অচ্যুতগোত্রোহমস্মি’ ॥”

ইতি বদেচ্চ ।

কোপাগ্নিতে দক্ষ হইয়া নরক হইতে নিস্তার পায় না । বিশেষতঃ  
 মধ্যাহ্নে আহ্নিকাদি-কার্য্যে ও হরিপূজাদিতে পঞ্চমালা ধারণ আব-  
 শ্যক । যথা—গুণ্ডা, ধাত্রী ( আমলকী ), পদ্মবীজ, তুলসী ও পটু-  
 ডোর ; ইহাদের দ্বারা গ্রথিত মালা সূদী ব্যক্তি আহ্নিককালে ধারণ  
 করিবেন । সম্যাস-বিহীন ব্যক্তি কখনও পরমহংস হইতে পারেন  
 না । সজ্জন বিজ্ঞানের মতে সম্যাসধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম আর  
 নাই । কৃষ্ণ-পাদপদ্মে যাঁহাদের নিজ-সুখোৎপাদিকা ভক্তি নাই,  
 তাঁহাদের মধ্যে যিনি ( সম্যাস ) ধর্মসম্পন্ন তিনিই পরমহংস হইতে  
 পারেন । এই স্থলে হরিভক্তগণের মুখ্যতঃ অচ্যুতগোত্রস্ত, অপরের  
 গৌণ—ইহাই বুঝিতে হইবে । “যেই গোত্রের আশ্রয়ে আমি এতা-  
 বৎকাল শুভাশুভ করিয়াছি, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক এখন আমি  
 অচ্যুতগোত্র হইলাম । কন্যা যেরূপ পিতৃগোত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বামি-  
 গোত্রে গোত্রিত হয়, তদ্রূপ আমিও, অচ্যুতগোত্রে প্রবেশপূর্ব্বক অচ্যুত-  
 গোত্রীয় হইলাম । ও’ অচ্যুতগোত্রায় স্বাহা ও’ অচ্যুতগোত্রোহমস্মি”

অচ্যুতগোত্রস্য মহিমা, যথা, চতুর্থ-স্কন্ধে—

সর্ব্বব্রাহ্মণলিতাদেশঃ সন্তুদ্রীপৈকদণ্ডধৃক্ ।

অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদনাগ্রাচ্যুতগোত্রতঃ ॥ ৪৩ ॥

ততো দশমঃ সংস্কারঃ—যাগঃ ( শালগ্রামার্চনম্ )

স হি শ্রীহরিপূজনপ্রকারঃ সর্ব্বাশ্রমগতঃ সাধারণধর্ম এব ।

ইতি ॥ ৪৪ ॥

গৃহীতসম্প্রদায়িসম্যাসবৈষ্ণবানাং পঞ্চত্বপ্রাপ্তৌ শরীরত্যাগে তু  
 তদানীং দেহে সমাধিমন্ত্র লিখেৎ—

‘ও’ ক্লীং শ্রীং হ্রীং ক্লীং লবণমৃদুযুজি ভুবি স্বপ্নে স্বাহা ।’

পশ্চাভীর্থোদকে ভূবিবরে তদেহং স্থাপয়েৎ । বিবরপরিমাণঞ্চ  
 পাদাধিকপুরুষপরিমিতম্ । দহেচ্চেৎ তৎ, তথাপি কিঞ্চিৎ তদস্থ্যা-  
 দিকং তীর্থাদৌ সমাজ-সংজ্ঞকে ভূবিবরে সংস্থাপয়েচ্চ,—‘নিবাসো  
 দ্বারকাদৌ চ গঙ্গাদেবপি সন্নিধৌ’ ইত্যনুসারেণ ॥ ৪৫ ॥

ইহা বলিবে । অচ্যুতগোত্রের মহিমা ভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে, যথা—  
 সন্তুদ্রীপের একমাত্র দণ্ডধারীর আদেশ ব্রাহ্মণকুল ও অচ্যুতগোত্রীয়  
 ভিন্ন অন্য সকলের উপর অপ্রতিহত ছিল ॥ ৪৩ ॥

অনন্তর দশম সংস্কার—যাগ ( শালগ্রামার্চন ),—শ্রীহরির  
 অর্চন যাগ । হরিপূজাবিধি সর্ব্বাশ্রমগত সাধারণ ধর্মই ॥ ৪৪ ॥

সাম্প্রদায়িক-সম্যাসী বৈষ্ণবের পঞ্চত্ব প্রাপ্তিতে শরীর-ত্যাগকালে  
 দেহে তখন সমাধিমন্ত্র লিখিবে । মন্ত্র মূলে দ্রষ্টব্য । পরে তীর্থজলে  
 ভুগর্ভে সেই দেহ স্থাপন করিবে । গর্ত্তের পরিমাণ পুরুষপরিমাণ  
 হইতে এক পাদভাগ অধিক । যদি দেহ দক্ষ করা হয়, তাহা  
 হইলেও ‘দ্বারকাদি ধামে, গঙ্গা প্রভৃতিরও সন্নিহিতে বাস কর্তব্য’—  
 এতদনুসারে উহার অস্থ্যাদি তীর্থাদিতে ও সমাজনামক ভুগর্ভে সং-  
 স্থাপন করিবে ॥ ৪৫ ॥

সংস্কারদীপিকানাম্নী সন্ন্যাসার্থা সত্যং মতা ।

নিম্নিতা গৌরদাসানামেকান্তধর্মসিদ্ধয়ে ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টগোস্থামিকৃত সৎক্লিয়সারদীপিকাশ্তগতা  
সংস্কারদীপিকা সমাপ্তা ।



শ্রীগৌরদাসগণের ঐকান্তিক-ধর্ম-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সাধুসম্মত  
সন্ন্যাস-বিষয়ক এই সংস্কারদীপিকা গ্রন্থ রচিত হইল ।

শ্রীগোপালভট্ট গোস্থামি-কৃত সৎক্লিয়সারদীপিকার অন্তর্গত  
সংস্কার-দীপিকা সমাপ্ত ।

মহাভাগবত-পরমহংস ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত

বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।

